সঙ্গীত সংগ্রহ

ওমিত্যেদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত।
স এষ রসানাং রসতমঃ পরার্ধ্যোহষ্টমো যদুদ্গীথঃ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ
বৈদ্যনাথ-দেওঘর, (সাঁওতাল পরগণা)

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ কর্ত্তৃক
সর্ব্ব সত্ত্ব সংরক্ষিত

দাম
একটাকা বারো আনা মাত্র

প্রকাশক—
স্বামী জ্যোতিরূপানন্দ
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ
বৈদ্যনাথ—দেওঘর

সঙ্কলক—
স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ
স্বামী বেদানন্দ

প্রাপ্তিস্থান :—
শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ
পোঃ বৈদ্যনাথ-দেওঘর (সাঁওতাল পরগণা)
ও
উদ্বোধন কার্যালয়
১ মুখার্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

১৬ নং হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, "বাণী প্রেস" হইতে
শ্রীসমরেন্দ্রভূষণ মল্লিক দ্বারা মুদ্রিত

ভূমিকা

রোঁমা রোঁলা তাঁর অপূর্ব "Musiciens D'autre fois" ("পুরাকালের সঙ্গীতকার") বইটিতে লিখেছেন: "Le spéctacle de cette étrénelle floraison de la musique est un bienfait moral. C'est un repos au milieu de l'agitation universelle." অর্থাৎ

যুগে যুগে নামে আকাশ-গঙ্গা উছলি' চিরন্তনী
ফুটায়ে তমসা-তন্দ্রার তটে সঙ্গীত-জাগরণী।
আনে সে কান্তি-বরাভয়:
ঘোষি' অশান্তি-পরাজয়:
ভ্রান্তিবিধুর ভুবনে ঝলকি' ধ্বনিচিন্ময় মণি।

সবাই জানেন এ-সঙ্গীতের দুটি বৈ ধারা নেই: কণ্ঠসঙ্গীত আর যন্ত্রসঙ্গীত! এ-দুয়ের মধ্যে কণ্ঠসঙ্গীতের ধারা একহিসেবে বেশি বিচিত্র, যেহেতু কণ্ঠসঙ্গীতে ধ্বনিশ্রীর ঐ আকাশগঙ্গার সঙ্গে এসে মিলল ধরিত্রীর ভাবযমুনা। এহেন শুভসঙ্গমে মানবমনোভূমি হয়ে উঠেছে এক অদৃষ্টপূর্ব সৌন্দর্যনন্দন। উর্বরতার পরম পরিণতিতে এ-লীলাকানন হ'য়ে উঠল পুণ্যতীর্থ—ভক্তির মন্দাকিনী সিঞ্চনে। এই তীর্থেরই প্রচলিত স্বীকৃত নাম "ভজন"। হিন্দিতেই এ শব্দটির বেশি চল। বাংলায় ভজন নামটির প্রতিশব্দ "কীর্তন"—যদি কীর্তন শব্দটিকে তার উদারতম অর্থমূল্য দেওয়া যায়। এ যদি-টুকুর অবতারণা করছি এইজন্যে যে, বিশেষজ্ঞরা অনেক সময়েই তাঁদের অতিসূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখতে দেখতে খানিকটা একদেশদর্শী

হ'য়ে পড়েন ব'লে যথাযথ পরিপ্রেক্ষণিকা—perspective—হারিয়ে ব'সে থাকেন। পাছে তাঁরা "কীর্তন" বলতে শুধু বঙ্গজাত বৈষ্ণব-পদাবলী বোঝেন সেই ভয়েই একথা বলে রাখা দরকার মনে করলাম, যেহেতু আসলে কীর্তন বলতে শুধু বৈষ্ণব-পদাবলীই বোঝায় না, দাক্ষিণাত্যে বিখ্যাত ত্যাগরাজের কীর্তন তেলুগুতে বহুসমাদৃত—আমাদের দেশেও কালীকীর্তন-বর্গীয় গান কে না শুনেছেন? আমি তাই ভক্তিসঙ্গীত বলতে এ-ভূমিকায় "কীর্তন" শব্দটি ভজন-অর্থেই প্রয়োগ করব।

কিন্তু মনে রাখতে হবে—"কীর্তন"-সঙ্গীতের উদ্ভব হ'তে অনেক সময় লেগেছে। সাবেক কালে "তৌর্যত্রিক" কথাটির চল ছিল! তৌর্যত্রিক মানে গীত, বাদ্য, নৃত্য। এর মধ্যে গীতকেই বলা হ'ল শ্রেষ্ঠ, কেন না—সঙ্গীতরত্নাকর বলেছেন লাখকথার-এককথা—

নৃত্যং বাদ্যানুগং প্রোক্তং বাদ্যং গীতানুবৃত্তি চ
অতো গীতং প্রধানত্বাদত্রাদাবভিধীয়তে

অর্থাৎ যেহেতু নৃত্য মেনে চলে বাদ্যকে, বাদ্য মেনে চলে গানকে সেহেতু গানই জ্যেষ্ঠ তথা শ্রেষ্ঠ।

সব গান নয় অবশ্য, যে গানে স্বর ও কাব্যের সঙ্গমে গ'ড়ে উঠেছে কাব্যসঙ্গীতের সুখতীর্থ তাকেই বলছি সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ বিকাশ ওরফে গান।

কিন্তু এ-তীর্থও কিছু দুদিনে গ'ড়ে ওঠে না। "সাঙ্গীতিকী" বইটিতে "বৈদিক পর্ব" অধ্যায়ে লিখেছি: "প্রথম অবস্থায় সব সঙ্গীতই হয় আবৃত্তি পথচারী—কি না কয়েকটি মাত্র স্বর নিয়েই সে সুরু করে কারবার! আমাদের বৈদিক যুগে স্তোত্রপাঠ—সামগান, ওরফে hymnology—ছিল এই জাতীয় সঙ্গীত।

এ-সঙ্গীতকে আমি "উপসঙ্গীত" বলেছি কীর্তনের সঙ্গে তুলনায়। কারণ কীর্তনের সঙ্গে স্তোত্রগাথা-বর্গীয় সঙ্গীতের তুলনা করলে দেখা যাবে যে বৈদিক স্তবসঙ্গীত খতিয়ে আবৃত্তির কোঠায়ই পড়ে—যাকে বলে chanting : ক্রমে এ-সঙ্গীতেরও একটু আধটু বিকাশ হয়—কণ্ঠস্বরের একটু আধটু 'উদাত্ত-অনুদাত্ত' কি না 'ওঠা-পড়া', কখনো হয়ত বা অল্পস্বল্প 'স্বরিত' কি না মিড়ের হাওয়া লেগে। "সাঙ্গীতিকী"-র বৈদিক পর্ব অধ্যায়ে এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছি, এখানে সেসবের পুনরুক্তি বাহুল্য হবেও বটে, খানিকটা অপ্রাসঙ্গিকও হবে হয়ত—যেহেতু আমাদের আলোচ্য হচ্ছে কীর্তন। তাছাড়া অত বিস্তারিত আলোচনার স্থানও নেই এখানে।

সে যাই হোক, এই বৈদিক উপসঙ্গীতই যে কীর্তনের পূর্বপুরুষ—জন্মদাতা একথা ভুললে চলবে না। ঐ উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিতের ক্রমবিকাশের ফলেই গাথা স্তবস্তোত্রাদি খাঁটি সঙ্গীতের কোঠায় এসে পড়ে—রাগসঙ্গীতের ছোঁয়াচে। কীর্তনের ভাবসৈকতে তাই রাগসঙ্গীতের নানা রঙচঙরসরূপ বান ডাকিয়ে ঢেউ তুলে জাগালো এক নবলাবণ্যের স্বরধুনী। এ-মিলনপ্রবাহে শুধু ভাব বা রাগের রঙই নয়—কাব্যছন্দের দীপ্তিও আনল আলোর ঝিকিমিকি। ফলে হৃদয়ের নানা অনুভব যারা শুধু কাব্যেই আশ্রয় পেত এসে আসর জম্‌কালো—ক্রমে গ'ড়ে তুলল কীর্তনের স্বপ্ননীড়। ভাব ডাক দিল সুরকে, বলল :

তোমারি লহরে তরণী আমার দোলে
রাগিণী-মলয়ে ছন্দের কল্লোলে।

ফলে বঁধুকে খুঁজল বৈষ্ণব—গাইল :

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী অবনী বহিয়া যায় :

প্রভুকে খুঁজল দাসী—সাধল :

অব ছোড়্যা ক্যোঁ বনে প্রভুজী ?—চরণকে পাস বুলাৰো।
মীরা দাসী জনম জনমকি অঙ্গসূঁ অঙ্গ লগাৰো :

মনের মানুষকে খুঁজল বাউল—কাঁদল :

দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা
তারে ধরি ধরি মনে করি, (মন) ধরতে গিয়ে আর পেল না।

আরও কত আদর, কত আকুলতা, কত অশ্রু, কত আবেশ, কত মধু, কত বেদনা, কত বিরহ, কত ঢেউ যে উছলে উঠল রঙে ঢঙে রূপে রসে আলোয় ছায়ায় অশ্রুতে হাসিতে, তার অনেক খবরই পাওয়া যাবে এই বইটির নানান্ গানে। মানুষ তার এই অচিন চেনা বঁধুকে নিয়ে কত ভাবের রসলীলাই যে করেছে তার প্রেমের বৈকুণ্ঠে, আনন্দের বৃন্দাবনে, আলোর তীর্থে—সে-ইতিহাসের বহুবিচিত্র পরিচয় মিলবে এ-বইটিতে। ভজন কীর্তনের এত ঐশ্বর্য অন্য কোনো ভাষায় আছে ব'লে আমার জানা নেই। ভগবানকে এত ভাবে কল্পনা করে নি আর কোনো জাতি—এমন অফুরান বর্ণ গন্ধ স্বপ্ন ছন্দের রঙিন আবেশে। য়ুরোপীয় সঙ্গীত যথার্থ বড় ওদের হার্মনি বা স্বরসঙ্গতিলোকে। সেখানে কাউণ্টারপয়েণ্ট যোগে গির্জাসঙ্গীতে গানের এক সুমহৎ বাণী রূপপরিগ্রহ করেছে এ-ও মানি, কিন্তু ভারতীয় কীর্তনের অজস্রতা অন্তর্মুখিতা ও বৈচিত্র্য নিয়ে কখনই নয়। একই আলো যুগে যুগে দেশে দেশে নেমেছে হাজারো গুণীর কণ্ঠে, কিন্তু দেশকাল ও ক্ষেত্রভেদে তার ছন্দ ও তালের হ'য়েছে রকমফের, রঙবদল। ওদের দেশে তাই সাঙ্গীতিক মহিমা নিজেকে সবচেয়ে জানান দিয়েছে ওদের যন্ত্রসঙ্গীতে, আমাদের দেশে—আমাদের কণ্ঠসঙ্গীতে—আর সে সঙ্গীতের গাঢ়তা সবচেয়ে বেশি ফুটে উঠেছে এই কীর্তনে ওরফে ভক্তিসঙ্গীতে !

তর্ক উঠতে পারে রাগসঙ্গীত নিয়ে। রাগকোবিদ্ মুখ ভার ক'রে বলতে পারেন—রাগসঙ্গীত কিসে কম। এতে কি নেই সাঙ্গীতিক বিভূতি ?

আছে বৈ কি! ভারতীয় সঙ্গীতলোকে রাগসঙ্গীতের স্থান খুবই উঁচুতে—না মানবে কে? কণ্ঠের কতরকম সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা যে রাগসঙ্গীতকে আশ্রয় ক'রে মূর্ত হ'য়ে উঠেছে ভাবতে গৌরব বোধ হয় বৈ কি। কিন্তু সব বলা হ'য়ে গেলেও তবু বলতেই হবে যে রাগসঙ্গীত তার নিজকীয় ক্ষেত্রে অপরূপ হ'লেও তার মূল ভঙ্গিটি—এযাবৎ—হ'য়ে এসেছে সুর-সর্বস্ব। অর্থাৎ, কণ্ঠের স্বকীয় ভাষা সে-নাটমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করে নি—যেহেতু কাব্য সেখানে গৌণ। তাই রাগশিল্পীরা আসলে "গান করেন" না, করেন "কণ্ঠবাদন"। একথা আমার সাঙ্গীতিকীতে নানাভাবে বিশদ ক'রে বলেছি—এখানে সেসব যুক্তির পুনরুক্তি করতে চাই না। তবু যে এখানে রাগসঙ্গীতের যন্ত্রভঙ্গিম হওয়ার উল্লেখ করলাম, সে শুধু এই কথার উপরে জোর দিতে যে কণ্ঠসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ বিকাশ নিশ্চয়ই ভক্তিসঙ্গীতে—যেখানে ফুটল তার হৃদয়ের গভীরতম স্বপ্নের অজস্র মুকুল, ছুটল তার নিবিড়তম উচ্ছ্বাসের সহস্র ধারা, রটল পরমতমের আবাহন—ভাব-ধ্বনি-ছন্দের ত্রিবেণীসঙ্গমে।

আমাদের বৈষ্ণব পদাবলীর রসবৈকুণ্ঠের নৃত্যলোকে ছল্‌কে উঠেছে প্রেম ভক্তির এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী বহুরূপী দীপ্তি। এ-চয়নিকাটিতে সে আনন্দের পরিবেষণ করা হয় নিঃ এর উদ্দেশ্য এমন একটি সংগ্রহ প্রকাশ করা যার মধ্যে মিলবে বাংলাদেশের ভক্ত-হৃদয়ের একটি বহুমুখী ভাবঘন পরিচয়। বলাই বেশি যে, এ-পরিচয় কোনো চয়নিকাতেই সম্পূর্ণ হ'তে পারে না—তার জন্যে একটি নব গীতি-বিশ্বকোষের প্রণয়ন করতে হয়। এ-বইটির সঙ্কলক-সংসদ্‌ বহুযত্নে চয়ন করেছেন বাংলাদেশে যে-সব কীর্তনের চল আজো আছে—মাঠে, ঘাটে, মুখে, ছড়ায়, যাত্রায়, থিয়েটারে এমনকি গ্রামোফোনেও। এজন্যে এ-নির্বাচকপরিষদকে যে কী বিপুল শ্রম স্বীকার করতে হয়েছে সেটা কল্পনীয়। প্রথমত, এসব গানের পদ নির্ভুল পাওয়াই কঠিন। দ্বিতীয়ত, মুখে মুখে এসবের এত পাঠান্তর কায়েম হ'য়ে গেছে যে

ঠাহর পাওয়া ভার কোন্ গানের কোন্ পদটি শুদ্ধ কোন্‌টি প্রক্ষিপ্ত। মীরাবাঈয়ের চাকর রাখো জি গানটিতে এ-কথার পরিচয় পাওয়া যায় বিশেষ ক'রে—আমরা কেউই এ গানটির এত পাঠান্তর শুনিনি। অন্য অনেক গানেও নানা পাঠান্তর আছে—না থাকাই আশ্চর্য। মানুষের স্মৃতি শক্তি বড় বেশি চলে তার ভাব-আবেগের হুকুমে। তৃতীয়ত, বহু ভালো চলতি গানেরও সমাবেশ অসম্ভব—নির্বাচন করতেই হয়। এখানেও মুস্কিল কম নয়। ধরা যাক রামপ্রসাদের গান বা কমলাকান্তের গান। এঁদের সব গান তো নেওয়া চলে না—স্থানাভাব।

অতএব বাছাই করা ছাড়া পথ নেই। কিন্তু তখন আরো মুস্কিল: কোন্‌গুলি নেব আর কোন্‌গুলি ছাড়ব! কমলাকান্ত ও রামপ্রসাদের অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গান বাদ পড়েছে? কিন্তু এখানেই তো এসে পড়ে সেই রুচির তর্ক—riddle of the sphinx, মনালিসার হাসি। কোনো চরম সমাধানই নেই এই রুচির বিতণ্ডায়।

তাহ'লে? কর্তব্য কি? শুধু সঙ্কলকদের রুচির পরেই বরাত দিয়ে ব'সে থাকা? কিন্তু সেখানেই বা কোন্ মুস্কিল-আশান কূল মিলিয়ে দেবেন চিরন্তন রুচিসংকটের অকূল-পাথারে? এই সব ভেবেই সঙ্কলকেরা এমন অনেক গানকে ঠাঁই দিয়েছেন যাদেরকে—অনেকের মতে—বাদ দিলেই ছিল ভালো। বাদ দেওয়া সম্ভব হয়নি অপরের রুচিকে খানিকটা খাতির করতে হ'ল ব'লে। তাই তো অনেক ভক্ত সাধকের কাছে যেসব গান খুব প্রিয় সেসব গানকেও তাঁরা এমন সাদরে পংক্তি-ভোজনে ডেকেছেন। না ডেকে উপায়? কোন্ অভ্রান্ত দিশারির রুচিকৌলীন্য হদিশ দেবে সাঙ্গীতিক অস্পৃশ্যতার? মনে রাখতে হবে এ বইটির কাছে আদরণীয় শুধু গীতির উৎকর্ষ নয়—তাদের লোকপ্রিয়তাও বটে, অধ্যাত্মভাব-সম্পদও বটে।

তাছাড়া এখানে আরো একটা কথা আছে। বক্তব্যটি এম্‌নি যে সংক্ষেপে বলা শক্ত—আমার "সাঙ্গীতিকীতে" এ নিয়ে বিশদ আলোচনা

করেছি—কিন্তু তবু এখানে সে-আলোচনার কিছু আভাষ না দিলেও এবই-টির একটি গোড়াকার কথাই না-বলা থেকে যাবে। কথাটা এই যে, গানের প্রকৃত বিচার শুধু তার কাব্যবিচার নয়—সুর ও কাব্য দুয়ের সহযোগে তবেই গ'ড়ে ওঠে তার হরিহরমূর্তি। তাই তো অনেক সময়েই দেখা যায় যে কবিতাহিসাবে শিখরিণী না হ'লেও অনেক পদাবলী বাউল, ভজন, গজল গান হিসেবে হ'ল রসোত্তীর্ণ। যেমন ধরা যাক রামপ্রসাদের—

প্রসাদ বলে ভবার্ণবে ব'সে আছি ভাসিয়ে ভেলা
জোয়ার এলে উজিয়ে যাব ভাঁটিয়ে যাব ভাঁটার বেলা।

মানুষের অন্তরের একটি শাশ্বত কামনা হ'ল এই যে সে চায় কোনো পরম নির্ভরের অচল প্রতিষ্ঠা। এ জগতের অকুল পাথারে পূর্ণ শান্তি পায় মানুষ কখন? না যখন সে হাল ছেড়ে দিয়ে নিজের তনুমনপ্রাণের তরণীকে রাখে, সেই কাণ্ডারীর চরণাশ্রয়ে যাঁর প্রসাদে নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং গচ্ছতি—যাঁর করুণা পেলে তুফানেও হয় না ভরাডুবি—যাঁর অভয়বাণী কানে শুনলে আসুক না জোয়ারভাঁটা, উঠুক না ঝড়, ডাকুক না বান—ভেলা পৌঁছবেই সেই বন্দরে যেখানে ওর শান্তির—সর্বলাভের পরম কৃতার্থতা; এই ভাবের ব্যঞ্জনা সাধক কবি ফুটিয়ে তুললেন ঐ ছোট্ট দুটি চরণে অপার সিন্ধু বুকে অসহায় খেয়ার একটি মাত্র উপমার ছবিতে। এই-ই হ'ল গানের একটি পরম রস গভীর জাদু আর এই সরল সহজ গভীর দোলা সে জাগায় তার ছন্দের তালে, ভাবের আলোয়, সুরের হাওয়ায়।

কিন্তু সুরের জন্য অনেকখানি ফাঁক রয়েছে এখানে—না থাকলে এ চরণ দুটি এত সহজে গান হ'য়ে উঠত না। আরো একটি দৃষ্টান্ত দিই।

ধরা যাক্ অতুল প্রসাদের—

কী আর চাহিব বলো হে মোর প্রিয়?
(শুধু) তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও

বলিব না—"রেখো সুখে,"
চাহো যদি—রেখো দুখে,
তুমি যাহা ভালো বোঝো তাই করিও।
(শুধু) তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও ॥
যে পথে চালাবে নিজে
চলিব—চা'ব না পিছে
আমার ভাবনা প্রিয় তুমি ভাবিও।
(শুধু) তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও ॥

এখানে "তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও" চরণে এ অপূর্ণ (ত্রয়োদশী) পয়ারের ছন্দপতন নিশ্চয়ই হয়েছে—কাব্যছন্দের বিচারে। কিন্তু সুর যে এর গায়ে ঠেকাল তার স্পর্শমণি তাই না এর রস হয়ে উঠল দীপ্ত, নিটোল—এমনকি ছন্দও হ'য়ে উঠল ধন্য, সুন্দর। ছন্দের কথা এতটা টেকনিকাল ভঙ্গিতে বলতে বাধ্য হলাম এই জন্যে যে অনেক কাব্যানুরাগীই গানের ছন্দকে তালে পড়েন—সুরে শোনেন না। গান যে বিশেষ ক'রেই সুর-সঙ্গতে শুনবার জিনিষ। কাব্যও আসলে শ্রবণীয়ই বটে কিন্তু গান যেন কাব্যেরও কাব্য—বাচোঽবাচম্। আর এ পরম রূপান্তর সে লাভ করে সুর ও কাব্যের যুগলমিলনে। অতুলপ্রসাদের এগানটির মধ্যে হৃদয়ের যে গভীর নিখুঁৎ আত্মসমর্পণের প্রার্থনা ফুটে উঠেছে বাংলা গীতিলোকে তার জুড়ি কমই আছে। প্রতি কথাটি যেন উৎসারিত হয়েছে সর্বহারা হৃদয়ের অপার আত্মোৎসর্গের তৃষা-উৎস থেকে। কিন্তু এ গানটির রসগ্রাহী হ'তে হ'লে কান পেতে শুনতে হবে শুধু এর ভাবভঙ্গিমাকে না—ডুবতে হবে এর অতলে: অর্থাৎ সুরলোকে। এই জন্যেই গানের প্রকৃত বিচার কাব্যবিচারের চেয়েও এক হিসেবে কঠিন—কেন না গানকে চিনতে হ'লে শোনা চাই আরো গভীর শ্রুতির পথে। গান যে গান—সে তো শুধু কবিতা নয়—কবিতার যা দেয়, গানের দেয় যে তার চেয়ে অনেক বেশি।

কবিতার কোথায় সে সুরের পাখা—সে পৌঁছে দেবে কেমন ক'রে সে নীলিমায় যেখানে গান স্বচ্ছন্দে বিহার করে তার সহজ গগনচারিণী প্রতিভায় ?

এই ভাবে দেখলে—এই ভঙ্গিতে শুনলে তবেই এ বইটির অনেক গানের মর্ম বোঝা যাবে—যেমন

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরি গুহাবাসী

বাগেশ্রীর স্বকীয় গাম্ভীর্য্য-গরিমায় শুন্‌তে হবে একে—নইলে এ-গানটি "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিতে" চাইলেও পারবে কেন ?

কিন্তু এখানে যেন আমাকে ভুল বোঝা না হয়। অনেক গান সুরযোগে তবে প্রকৃত গান হ'য়ে ওঠে একথা বলার মানে নয় যে সব গানই গান। তা হ'তেই পারে না, যেহেতু ভালো কাব্য বিরল, কিন্তু আরো বিরল ভালো সুর। আমি কেবল বলতে চেয়েছি যে গানের বিচার শুধু তার কাব্যের বিচারে পর্যবসিত হ'লে চলবে না।

এই বিচারেও বলা চলে বৈকি যে এ-চয়নিকায়ও অনেক গান বাদ দেওয়া চলত। তাছাড়া মরমিয়া কবিদের আরো অনেকগুলি হিন্দি গান এতে থাকলে নিশ্চয়ই ভালো হ'ত—হারীন্দ্রনাথ, শ্রীমতী রাহানা, অম্‌জদ, আবুল অসর জলন্ধরী প্রমুখ কবিদের অনেক সুন্দর হিন্দুস্থানি ভজনও এ-বইটির অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল। সহজ সরল কয়েকটি ভাবোজ্জ্বল গজল নিলে বইটি আরো সমৃদ্ধ হ'ত। আশা করি ভবিষ্যৎ সংস্করণে অনেক নিষ্প্রভ গান বাদ দিয়ে এতে এমনি ভাবোজ্জ্বল গানেরই স্থান করা হবে ! কিন্তু সে ভাবিকালের জল্পনাকল্পনা রেখেও বলা চলে যে এ-সংস্করণে যে সব উৎকৃষ্ট গান সন্নিবিষ্ট হ'ল তাদের সমাদর হওয়া আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের যথেষ্ট আনুকূল্য করবে—যেহেতু ভক্তির ভাবঘন স্পন্দন সবচেয়ে সহজে সক্রিয় হ'য়ে ওঠে কীর্তনে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে এ-বইটির বহু গানে বাঙালির এই ভাবঘন হৃদয়ের নানান্ স্বপ্ন ও আবেশ যেভাবে বহুরঙা ফুলের মতনই ফুটে উঠেছে তাদের সৌরভ যদি সব সময়ে সূক্ষ্ম সুন্দর নাও হয় তবুও একথা নিশ্চয় যে তাদের আনন্দমূলে নিবিড় হ'য়ে রয়েছে তাঁর আশীর্বাদ যিনি "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং, মনসো মনঃ, বাচো বাচং, প্রাণস্য প্রাণঃ, চক্ষুষশ্চক্ষু"—যাঁর ধ্যানে যুগে যুগে "ধীরাঃ প্রেত্যোস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি" :—

"শ্রবণে যিনি শ্রুতির শ্রুতি, মনের মন মানসে :
প্রাণের প্রাণ হৃদয়ে যিনি, আঁখির আঁখি নয়নে :
বচনে যিনি মন্ত্রসম—যাঁহার আলো পরশে
গরল তরি' পথিক হয় ধন্য সুধা-মিলনে।"

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
আশ্বিন, ১৩৪৬

শ্রীদিলীপকুমার রায়
পণ্ডিচেরি

প্রকাশকের নিবেদন

সঙ্গীত জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ; প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে ইহা সর্ব্বদেশের ও সর্ব্ব জাতির উপাসনার অঙ্গরূপে গৃহীত হইয়া আসিতেছে। ভক্তিসহকারে ও বিশুদ্ধ তানলয়ে গীত হইলে সঙ্গীতমাত্রই যে সকলের হৃদয় মন অধিকার করে, ইহা কাহারও অবিদিত নহে।

আমাদের এই বিদ্যাপীঠেও প্রত্যহ প্রাতে ও সায়াহ্নে ছাত্রগণ উপাসনার অঙ্গরূপেই ভজন গান করিয়া থাকে। তাহাদিগের নিমিত্ত একখানি সর্ব্ববিধ ভজন সম্বলিত পুস্তকের অভাব আমরা বহুদিন হইতে অনুভব করিতেছিলাম। বর্ত্তমান পুস্তকখানি প্রধানতঃ তদুদ্দেশ্যে সঙ্কলিত হইলেও যাহাতে জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল প্রকার সঙ্গীতই ইহাতে স্থান পাইয়া ইহা সর্ব্বসাধারণের উপযোগী হইতে পারে তজ্জন্যও আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।

এই সঙ্কলন কার্য্যে আমাদিগকে বহু বাধা বিঘ্নের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে। বহু প্রাচীন গানের যথার্থ নির্ভুল পাঠ বাহির করিবার জন্য অনেক পুরাতন সঙ্গীত পুস্তক আলোচনা করিতে হইয়াছে; তৎসত্ত্বেও উহাদের নির্ভুল পাঠ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি কিনা সন্দেহ। অনেক গানই আবার পুস্তকে লিপিবদ্ধ না থাকায় মুখে মুখে শুনিয়া উহাদের পাঠ লিখিতে হইয়াছে। কজেই তাহাতেও ত্রুটি ও বিচ্যুতি থাকিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়া গিয়াছে। সহৃদয় পাঠকপাঠিকাগণ আমাদিগের এই সকল অভাব অভিযোগের কথা বুঝিয়া পুস্তকের ভ্রম প্রমাদাদি দেখাইয়া দিলে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ হইব ও ভবিষ্যতে উহা সংশোধন করিবার সর্ব্ববিধ চেষ্টা করিব।

সঙ্গীতকলায় পারদর্শী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক যে কোনও গান যে কোনও স্বর ও তালে গীত হইতে পারে, তথাপি সাধারণ গায়কের সুবিধার্থ আমরা

এই পুস্তকে সঙ্গীত রচয়িতাদের নির্দ্দেশানুযায়ী প্রতি গানের স্বর ও তালের উল্লেখ করিয়াছি। যেখানে উহা সংগ্রহ করা কোনরূপেই সম্ভব হয় নাই সেখানে আমরা উহা যেরূপ স্বর ও তালে গীত হইতে শুনিয়াছি সেইরূপই বসাইয়া দিয়াছি অথবা তাহাদের কোন উল্লেখ না করিয়া কেবল গানটিই বসাইয়া দিয়াছি। পাঠকপাঠিকাগণ আমাদিগকে এ বিষয়ে সাহায্য করিলে অশেষ ধন্যবাদের সহিত উহা গ্রহণ করিব।

সঙ্গীত রচয়িতাদের নাম সংগ্রহ করিতেও আমাদের যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তথাপি বহু গানের রচয়িতার নাম আজও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। আশাকরি সঙ্গীতজ্ঞ পাঠকপাঠিকাগণ এ বিষয়ে আমাদিগকে সাহায্য করিয়া কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিবেন।

আমাদের এই ক্ষুদ্র সঙ্কলন কার্য্যে আমরা বহু মহানুভব সঙ্গীতকর্ত্তার আন্তরিক সাহায্য পাইয়াছি; তাঁহারা সানন্দে তাঁহাদের নিজ নিজ গান এই পুস্তকে সঙ্কলন করিবার অনুমতি দিয়া আমাদিগের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। যাঁহাদিগের নাম বা ঠিকানা না জানায় এইরূপ অনুমতি গ্রহণ সম্ভব হয় নাই তাঁহাদিগের নিকট আমরা পুনঃ পুনঃ ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। এই বিষয়ে কেহ আমাদিগকে কোনও প্রকারে সাহায্য করিলে আন্তরিক ধন্যবাদের সহিত উহা গ্রহণ করা হইবে ও এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে উহা যথাস্থানে প্রকাশিত হইবে।

পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের স্বনামধন্য সঙ্গীতাভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় মহাশয় তাঁহার শত কাজ সত্ত্বেও পুস্তকখানির একটি সুচিন্তিত ভূমিকা লিখিয়া দিয়া এবং নানাপ্রকার সাহায্য ও উৎসাহ দান করিয়া আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

পরিশেষে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত সকল সঙ্গীতকর্ত্তাদের উদ্দেশে আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করিয়া আমরা আমাদিগের এই নিবেদন শেষ করিতেছি।

পুস্তক পাঠে ভগবদ্ভক্তগণের মনে সাময়িক ভক্তিভাবের উদ্রেক হইলেও আমাদের শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

সর্ব্বসাধারণের ভিতর যাহাতে পুস্তকখানির বহুল প্রচার ও সমাদর হইতে পারে তজ্জন্য ইহার মূল্য যতদূর সম্ভব কম করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইতি

বিনীত

প্রকাশক

বিষয়-সূচী

বিষয়		পৃষ্ঠা	বিষয়		পৃষ্ঠা
শ্রীশ্রীগুরু সঙ্গীত		১	শ্রীশ্রীরামচন্দ্র সঙ্গীত	··	১৯৬
শ্রীশ্রীগায়ত্রী সঙ্গীত		৫	শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সঙ্গীত	···	২১৩
শ্রীশ্রীগণপতি সঙ্গীত	···	৯	শ্রীশ্রীবুদ্ধ সঙ্গীত	···	২৫০
শ্রীশ্রীসূর্য্য সঙ্গীত	··	১৪	শ্রীশ্রীযীশুখ্রীষ্ট সঙ্গীত	···	২৫২
শ্রীশ্রীনারায়ণ সঙ্গীত	···	১৫	শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য সঙ্গীত	···	২৫৪
শ্রীশ্রীশিব সঙ্গীত	···	১৭	শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সঙ্গীত	···	২৫৬
শ্রীশ্রীজয়দুর্গা সঙ্গীত	···	৪১	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীত	...	২৬৭
শ্রীশ্রীসরস্বতী সঙ্গীত		৪২	শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী সঙ্গীত	···	৩১৫
আগমনী		৫৭	শ্রীবিবেকানন্দ সঙ্গীত	···	৩২৭
শ্রীশ্রীমাতৃ সঙ্গীত	···	৭৮	নিরাকার ভজন	···	৩৪২
শ্রীশ্রীহরি সংকীর্ত্তন	···	১৭২	জাতীয় সঙ্গীত	···	৩৯২
ঝুমুর সঙ্গীত	···	১৮৪	বিবিধ সঙ্গীত	···	৪১১
অভেদ সঙ্গীত	···	১৯০	বৈদিক শান্তিপাঠ	···	এক

রচয়িতা-সূচী

নাম	সংখ্যা	নাম	সংখ্যা
অক্ষয়কুমার	১	কিরণচন্দ্র দত্ত	২২
অজয় ভট্টাচার্য্য	২	কুবীর	২৩
অজ্ঞাত	৩	কৃষ্ণধন পাল	২৪
অতুলপ্রসাদ সেন	৪	কৃষ্ণানন্দ স্বামী	২৫
অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	কেনারাম	২৬
অনিলবরণ রায় (শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম)	৬	কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়	২৭
অপূর্ব্বানন্দ স্বামী	৭	খালস	২৮
অভেদানন্দ স্বামী	৮	গগনচন্দ্র হোম	২৯
অমূল্য সেন	৯	গঙ্গানারায়ণ	৩০
অম্বিকানন্দ স্বামী	১০	গগেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩১
অযোধ্যানাথ পাকড়াশী	১১	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৩২
আনন্দকিশোর	১২	গুরুদাস	৩৩
আশুতোষ দেব	১৩	গুরু নানক	৩৪
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	১৪	গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৫
কবীর	১৫	গোবিন্দ দাস	৩৬
কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী	১৬	গৌরীশ্বরানন্দ স্বামী	৩৭
কর্ণাটকুমার চৌধুরী	১৭	চণ্ডিকানন্দ স্বামী	৩৮
কাজি নজরুল ইস্‌লাম	১৮	চণ্ডীদাস	৩৯
কালিনাথ ঘোষ	১৯	চিরঞ্জীব শর্ম্মা	৪০
কালিপদ ঘোষ	২০	জানকী দাস	৪১
কালিশঙ্কর কবিরাজ	২১	জাফর আলী	৪২

নাম	সংখ্যা	নাম	সংখ্যা
জে. কে. বিশ্বাস	৪৩	নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়	৬৭
জ্ঞানদাস	৪৪	নৃত্যগোপাল গোস্বামী	৬৮
জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর	৪৫	পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়	৬৯
জ্যোতির্ম্মালা দেবী(শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম)	৪৬	পুরুষাত্মানন্দ স্বামী	৭০
তপানন্দ স্বামী	৪৭	প্যারিমোহন কবিরত্ন	৭১
তারাচাঁদ	৪৮	প্রজ্ঞানানন্দ স্বামী	৭২
তুলসীদাস	৪৯	প্রণব রায়	৭৩
ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল	৫০	প্রেমিক	৭৪
দাশরথি রায়	৫১	প্রেমেশানন্দ স্বামী	৭৫
দিলীপকুমার রায়(শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম)	৫২	ফটিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	৭৬
দীনরাম	৫৩	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৭৭
দীনেশশরণ বসু	৫৪	বিদ্যাপতি	৭৮
দেবী সহায়	৫৫	বিবেকানন্দ স্বামী	৭৯
দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার	৫৬	বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত	৮০
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৭	বিশ্বরূপ গোস্বামী	৮১
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	৫৮	বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়	৮২
নকুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৫৯	বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য	৮৩
নরেশচন্দ্র	৬০	বৃন্দাবনচন্দ্র গোপ	৮৪
নরেশ্বর ভট্টাচার্য্য	৬১	বেচারাম চট্টোপাধ্যায়	৮৫
নলিনীকুমার চক্রবর্ত্তী	৬২	বেদানন্দ স্বামী	৮৬
নিরুপমা দেবী	৬৩	ব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৮৭
নিশাকান্ত চক্রবর্ত্তী	৬৪	ব্রহ্মচারী বিভূতি	৮৮
নিশিকান্ত (শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম)	৬৫	ব্রহ্মানন্দ স্বামী	৮৯
নীরদরঞ্জন মজুমদার	৬৬	ভবপ্রীতানন্দ ওঝা	৯০

নাম	সংখ্যা	নাম	সংখ্যা
ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর	৯১	রামশঙ্কর	১১২
মঃ সুলতান	৯২	রায়জী	১১৩
মনোমোহন চক্রবর্ত্তী	৯৩	শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১১৪
মহারাজ নন্দকুমার রায়	৯৪	শরৎচন্দ্র মিত্র	১১৫
মহারাজ মহাতাবচাঁদ	৯৫	সচ্চিদানন্দ স্বামী	১১৬
মহারাজ রামকৃষ্ণ	৯৬	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১১৭
মহারাজ শিবচন্দ্র	৯৭	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	১১৮
মিঞা তানসেন	৯৮	সন্তোষকুমার পাত্র	১১৯
মীরাবাঈ	৯৯	সরলা দেবী	১২০
যদুনাথ ভট্ট	১০০	সাধক	১২১
যোগেশ্বরানন্দ স্বামী	১০১	সারদানন্দ স্বামী	১২২
রঘুনাথ রায় (দেওয়ান)	১০২	সাহানাদেবী (শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম)	১২৩
রজনীকান্ত সেন	১০৩	সুন্দরানন্দ স্বামী	১২৪
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৪	সুরদাস	১২৫
রসিকচন্দ্র রায়	১০৫	সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	১২৬
রাজকৃষ্ণ রায়	১০৬	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৭
রাধাকান্ত মল্লিক	১০৭	সুশীল মালতী সরকার	১২৮
রাধিকানাথ রায়	১০৮	সৌরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১২৯
রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী	১০৯	স্বর্ণকুমারী ঘোষাল	১৩০
রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	১১০	হৃষীকেশ চক্রবর্ত্তী	১৩১
রামপ্রসাদ সেন	১১১		

গানের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্রে স্থান সংক্ষেপের জন্য রচয়িতার নামের পরিবর্ত্তে কেবল সংখ্যার উল্লেখ করা হইল।

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

গান	রচয়িতা	পৃষ্ঠা
অ		
অকাতরে দিতে	৩৭	৩২৬
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি	৫৭	৩৫৭
অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত	৩৮	৯৯
অচল ঘন গহন গুণ	৮২	৩৪৮
অজ্ঞান তমো বারণ	৪৭	১৬
অতসী ফুল জিনিয়া	৩৫	৪১১
অনন্ত হয়েছ ভালই	১৯	৩৮৭
(তুমি) অনাদি	৩	২৭৭
অনুপম মহিমপূর্ণ ব্রহ্ম	৫৭	৩৪৩
অনেক সাধের পরাণ	৩	২৩৬
অন্তর এ নিশীথে	১২৩	৪৬২
অন্তর মম বিকশিত	১০৪	৩৬৩
অন্তরে জাগিছ	৩	৯০
অন্ন দে মা অন্নপূর্ণে	৯৬	৯০
অব মথুরাপুর মাধব	৭৮	২৪২
অব শিব পার করো	৫৫	৩৮
অভয় পদে প্রাণ	১১১	১৪১
অভয়ার অভয় পদ	১০২	৯৫
অম্ব অন্নপূর্ণে	৪৭	৭৭
অযুত কণ্ঠে	৭৫	২৯০
অরূপ সায়রে লীলা	৭৫	২৭৩
অশরণ অজ্ঞ শরণ্যে	৪৭	৩২২
অসীম রহস্য মাঝে	১০৪	৩৫৬
আ		
আওরে কানাইয়া	৩৮	২৪১
আঁখিয়া হরি	১২৫	২২৫
আছে কার মা এমন	২১	১৫০
আজ আগমনীর	৩	৬৯
আজ আমার শূন্য	৪	৪২০
আজ কেন কালী	৩	১৯২
আজি এ জীর্ণ বীণায়	৭৫	৩০২
আজি কি আনন্দ	৬৬	৩১৪
আজি কি পুলকে	৩৮	৩৬৭
আজি কোকিল	৭৫	২৭৪
আজি বাণী-প্রিয়-সুত	৬২	৪২৩
(আজি) শঙ্খে শঙ্খে	৩	৭০
(আজি) শরত শান্ত	৩	৭৭
আজু মন্দিরে ও মা	৩	৭১

গান	রচয়িতা	পৃষ্ঠা	গান	রচয়িতা	পৃষ্ঠা
আজু মম ভবন যোগী	৩	৩৩	আমার কেমন মা	৩	১২৯
আজু রজনী হাম	৭৮	২৩৮	আমার চোখ বেঁধে	৪	১৮১
আজু সই কুদিন	৭৮	২৩৭	আমার নাই আঁধারের	৯২	১৬৫
আজো এ শূন্য দেহ	৫২	৪৩১	আমার পরাণ কোথা	৪	৩৭৯
আদিত্য গোলকে	৪৭	১৪	আমার মন যদি যায়	৯৬	১২৯
আদিনাদ প্রণব রূপ	৪৫	৩৪৪	আমার মনের কালী	৭৩	১৬১
আঁধারের এই	৬৫	৪৫৪	আমার মাকে কি	৫০	১০১
আঁধারের ডোরে গাঁথা	৫২	৪৩০	আমার মাথা নত	১০৪	৩৬১
আনিবে কবে ভবনে	৪৭	৫৭	আমার হিয়ার মাঝে	১০৪	৩৮৬
(আমি) আপনাতে	৪৭	৩৬৫	আমারে ভেঙ্গে ভেঙ্গে	৪	৩৭৪
আপনাতে আপনি	১৬	১৪৫	(আমি) এবার ভাল	১১১	১৫৩
আপনি করিলে	৭৫	২৯৯	আমি ঐ খেদে	১১১	১৩৫
আবার ভারতে	৭৫	৫১	আমি জানিনা তন্ত্র	৯০	১৪০
আবার যদি এলে হরি	৩৮	৩০৪	আমি তো তোমারে	১০৩	৩৭৪
আমরা মায়ের	৩৮	১১৮	আমি দুর্গা দুর্গা বলে	৩	১৩৫
আমরা মায়ের ছেলে…	৩৮	১১৫	আয়না রে ভাই	৩৮	২৩৫
(আমরা) মায়ের	৩৮	১১৭	আয় মন বেড়াতে	১১১	১৪৪
আমায় চাকর রাখ	১১৮	২২৮	আয় মা সাধন সমরে	১০৫	১০২
আমায় তুমি হাজার	৬৩	৩৭২	আয় রে আয় জগাই	৩২	১৮২
আমায় দে মা পাগল	৫০	১৪৩	আয় রে ভাই মিলে	৬৬	২৯২
আমায় রাখতে যদি	৪	১৮১	আয় রে সবে আয়	৪৭	৩১১
আমায় সকল রকমে	১০৩	৩৭৪	আর কত কাল	৪	৩৮০
আমার আঙ্গিনায়	৪	৪২৩	আর কাজ কি	১১১	৯৬
আমার কি ফলের	৫১	২০২	আর কারে ডাকব	৯৫	১৫০

বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা
আর কিছু তো	৮৩	৪৬৪
আর কিছু নাই	১৬	১৫১
আর কেন মন এ	৭৪	৩৫৪
আর কেন মা ডাকছ	৫৮	১০৬
আর জাগাস নে মা	১০৯	৬৫
(তাঁরে) আরতি করে	১০৪	৩৪৩
(আর) লুকাবি	১৮	১৬৮
আরে মন সমঝ	৩	২০৩
আলোর দেশের	৩৮	৩৭৭
আশাবাসা ঘোর-	১১১	১১৯
আশুতোষ শিব	৩	২৫
আসিলে জননী	৩৮	৩২৩
আহা তাই শিবের	১৬	১২৫
আহা মরি মরি রে	১২১	৮০
ই		
ইতনি মিনতি	৪৯	২০০
ঈ		
ঈশ্বরী পরমা	৪৭	৯২
উ		
উছলি ঐ ভুবন	৪৭	৭৪
উঠ গো করুণাময়ী	৩	১৪৭
উঠ গো ভারত লক্ষ্মী	৪	৪০১
উঠ ভক্ত, উঠ বীর	৪৩	২৫৩
উথলেছে প্রেম	৩৩	৩০০
উদিত বেদান্ত	৪৭	৩৩৫
উমা আয় মা আমার	৪৭	৬৭
ঊ		
ঊষার স্বরে এ হৃদি	৬৪	৩৬৬
এ		
এই গহন রজনী	৬৫	৪৪৮
এই লভিনু সঙ্গ তব	১০৪	৩৮৭
একবার গাল্‌ভরা মা	৫৮	১০৬
একবার বিরাজ গো	২৫	১৫৩
এক রদন লম্বোদর	৪৭	১১
একরূপ অরূপ নাম	৭৯	৩৪২
এ কি বিকার শঙ্করী	৫১	১২৮
এড়াতে পারলে না	৪	৪২০
এত প্রেম নিয়ে হায়	৭৫	৩৩১
এ পিয়া রঙ্গ না	৩	২৪৩
(গিরি) এবার	১১১	৬১
এবার আমি বুঝবো	১১১	১৫৪
এবার কালী তোমায়	১১১	১৩৬
(আমি) এবার ভাল	১১১	১৫৩

বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা
এমন মধুমাখা হরি	১১৬	১৭৫
এমনি মহামায়ার	১৬	১৩৫
(এমা) কাল ভয়	১৩	৭৯
এল তোর দুষ্টু	৫৬	৩১৮
এলি কি গো উমা	৫৪	৬৬
এলো গিরি নন্দিনী	১৬	৬৪
এস এস নবদ্বীপ রায়	৩	২৬২
এ সখী হামারি	৭৮	২৪৬
এস ঘরে নয়ন তারা	৪৭	৬৮
এস ভীমা ভবানী	৩৮	১৫৬
এস ভুবন পাবন	৭৫	৩৩০
এস মা এস মা···নিরখি	৩৮	১১৮
এস মা এস মা···পরাণ	৬৯	১১৫
এস মা···বীণাপাণি	৩৮	৪৫
এস মা গায়ত্রি	৪৭	৬
এস, মানস সরোবর	৩	৪৮
এস হে রামকৃষ্ণ	৩	২৯৩
এসেছে আজ প্রাণের	৩৮	৩১০
এসেছে নূতন মানুষ	৫৬	২৮৮
এসো মা আরতিময়ী	৫২	৪৪৪

ঐ

বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা
ঐ এলো রে সর্ব্বনাশী	৪৭	৮
ঐ দেখ রবি পশ্চিম	৪৭	১৬২
(ঐ যে ঐ) সুরধুনী	৮১	২৬৩
ঐ যে দেখা যায়	৪৫	৩৪৫
ঐ রে ওঁকার ঝঙ্কার	৪৭	৫

ও

বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা
ওকে গান গেয়ে	৫৮	২৬৩
ওকে পাগলের পারা	১	২৬৬
ওগো, কমল আসনা	৩	৪৭
ওগো কে তুমি	১০৩	৩৭৫
(ওগো) নবমী নিশি	৩	৭৪
ওগো সাথী মম	৪	৪১৭
(ওমা) দীনতারিণী	১১০	৯৭
ও দুটি চরণ সার	৪৭	১০৭
ওমা তুঙ্গ আসনা	৫২	৪৪০
ওমা তোর কোলে	৩	১৪৮
ওমা ভব ভয়	৭৪	৮৭
ও রাঙ্গা চরণে কেবা	৩	১৬৩
ওরে কুশীলব করিস	৫১	২০৩
ওরে মন পাখী মুদে	৪৭	৩৪৭
ওহি দেশ কো হামে	৩২	৩৮৯
ওঁকার নাথ অরূপ	৪৭	৩৭
ওঁকার বাচ্যং স্ববিকাশ	১০১	২৭০
ওঁ হ্রীং ঋতং	৭৯	২৬৮
ওঁ হ্রীং নমোঽস্তুতে	৪৭	৩১৭

বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা
ক		
কই গো কুটিলে	৩	১৯৪
কখন কি রঙ্গে থাক	১২১	১৩১
কত গান ত হল	৪	৪২৫
কত চাঁদ শ্রীপদনখ	৪৭	১২৪
কত ঢেউ উঠছেরে	৭৪	৪১৬
কত দিনে হবে	৬৭	১৭৭
কত সোহাগে	৩	২৪৯
কনক-কমলে	৯০	১৮৮
কনকাম্বর কমলাসন	৮৯	২১২
কপিলাবস্তু নগরে	৪৭	২৫০
কবে আমি বাহির	১০৪	৩৮৩
কবে তব দরশনে	৫০	১৭৬
কবে তৃষিত এ মরু	১০৩	১৭৪
কবে যাবে বল	৩২	৫৮
কমল আসনে	৩	৪৯
করমা করুণা	৪৭	১১০
করী-অরি পরে	৪৮	৬৫
করুণা কর মা কালি	৪৭	১৬৫
করুণা পাথার জননী	৩৮	৩২৩
কাঙ্গাল বলিয়া	৪	৪১৯
কাজ কি মা সামান্য	১১১	১৩৯
কাঠুরে তুই দূর বনে	৫৬	৪২৬
কানন খুঁজিয়া	৩	১৬৯
কামিনী যামিনী	১১১	১২৫
কার কামিনী	১৪	১৩৭
কার বামা রণে	১০২	১০৩
কার ভাবে গৌর	৩২	২৬০
(এমা) কাল ভয়	১৩	৭৯
কালী কপালিনী	৩	৮৯
কালী নাম জপরে	৩৫	১০৪
কালী সব ঘুচালি	১১১	১৪১
কালী হলি মা	১১১	১৯০
কালো মেয়ের	১৮	১৭০
কাঁহা জীবন-ধন	৩২	২২১
কি উপায় শঙ্করী	৫১	১৬১
কি তার তারা নামের	৭৪	৯৪
কিথে রাম রহে	৩	২০৫
কি দেখিলাম রে	৪০	২৫৯
কিবা ঘোর নিশায়	৩	২১৪
কি যে স্নেহ ডোরে	৪৭	৭৬
কি বিচিত্র চিত্রকরী	৭৪	৮৯
কুস্বপন দেখেছি গিরি	৩	৫৮
কৃষ্ণ কেশি-সূদন	৪৭	২১৫
কে আবার বাজায়	৪	৪২১
কে আমারে দিল	৩	৪০৬
কে উজ্জ্বল সূর্য্যমণ্ডল	৪৭	৮

বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা	বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা
কে উদিল ঐ ভারত	৩৮	৩০৫	কে বৃষপরে বম্ বম্	৩	২৪
কে এল এলোকেশে	৭৪	৮২	কেমন করে ডাকব	৩	৩৭৬
কে এসে মোহন	৬৬	২৭৮	কেমন করে হরের	৩২	৬৬
কে ও ললনা	৩	৯৩	কেমনে তোমা বিনে	৬৬	২৯৩
কে গো আমার	৭৪	৭২	কে মা অনুপমা	১১৫	৩২০
কে ডাকে ঐ	৩৮	৪০৭	কে যেন আমারে	৪	৪২২
কে তুমি আবার	৩৮	৩০৯	কে রে কামিনী	৩	১২৬
কে তুমি এলে এবার	৫৬	২৮৮	কে রে পদ্মপলাশ	৭৫	৩২৮
কে তুমি তমোনাশন	৬৬	২৭৭	কে রে বামা	৬৬	৮২
কে তুমি নবীন যোগী	৬৬	৩৩৩	কেশব কুরু করুণা	৩২	২২০
কে তুমি বাজালে	৬৬	৩২৯	কে হে তুমি সুন্দর	৪	৩৭৮
(মা) কে তুমি বুঝাও	৪৭	৩২১	কোটি অরুণ কিরণ-	৪৭	১৬৪
কে তুমি যতি	৬৬	৩২৯	কোটি বিজলী অঙ্গে	৪৭	৭৬
কে তুমি সন্ন্যাসী	৭৫	৩৩৫	কোটি ভাস্কর নিন্দি	৪৭	৩৩৪
কে তুমি স্বামী	৩	৩৩৩	কোটি শশধর	৯০	১৮৮
কে তুমি হে	৪৭	২৫৫	কোন হিসাবে	৩	১৫৭
কে তোমারে	৫৬	৩৪৭	ক্যা কর্ু না	৩	২৩৮
কেন দেখা দিলে	৭৫	৩০০	ক্রূশ যাহার	১১৯	২৫৩
কেন বঞ্চিত হ'ব	১০৩	১৭৫	ক্ষেপার হাট বাজার	১১১	১৩৯
কেন মা তোর	৩	১৩১	খ		
কে নাচে সমরে	৩	১২০	খণ্ডন ভব-বন্ধন	৭৯	২৬৭
কে নাম দিয়েছে	৫১	১০৩	খালি হাথে একা	৯০	১৮৯
কে বলে তোমায়	৩	৪০৭	খেলার ছলে হরি	৩	১৮০
কে বাজায় শিঙ্গা	৪৭	৩৩৭	খেলিছ এ বিশ্ব ল'য়ে	৩	৩৬২

বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা
গ		
গগনময় থাল রবিচন্দ্র	৩৪	৩৫২
গঙ্গাধর মহাদেব শুন	৩	২৮
গণপতি গণেশ	৩৫	১২
গণেশ গণ-নায়ক	৩	১২
গণেশ গজমুখ	৮৬	১০
গয়াগঙ্গা প্রভাসাদি	৩	৮৬
গরজে গম্ভীর গগনে	১৮	৩৬
গাইয়ে গণপতি	৪৯	১১
গাওরে জগপতি	১১৭	৩৭১
গাওরে সঘনে বীণা	৩২	২২৩
গা তোল গা তোল	৫১	৬৩
গানের মাঝে	২	৪৩১
(গিরি) এবার	১১১	৬১
গিরি গণেশ আমার	৫১	৬৪
গিরি গোবর্দ্ধন	৫৮	২১৮
গুণাতীত সর্ব্বগুণাধার	৭৫	২৫৭
গুরুগত প্রাণ	৩	৩৩১
গুরুনাথ সওয়ন কে	৩	৪
গো আনন্দময়ী হয়ে	৩	১৪৬
গোবিন্দ কো ভজন	৩	২২৬
গোবিন্দ মুখারবিন্দ	১২৫	২৪৭
গৌর প্রেমের ঢেউ	৩	২৫৯
গৌর সুন্দর প্রেম	৩	২৬০
গৌরাঙ্গ অরধাঙ্গ	৩	২৩
ঘ		
ঘড়ি পল ছিন গুণী	৩	৪২৮
ঘুচিয়ে দেমা ভবের	৭৪	১৩৮
ঘোর অমানিশি	৪৭	১৬৭
ঘোর তামসী	৪৭	১১২
চ		
চতুরঙ্গ সব গুণী	৩	৪২৯
চন্দ্র কিরণ অঙ্গে	৩২	২২০
চাঁদের আলো	৫২	৪৩৮
চম্পক সোণ-কুসুম	৩৬	২৬৫
চম্পাবরণ নেত্র	৩	৪১১
চরণ কমলে প্রণমি	৩	৫০
চরণ ধরে আছি	৫৮	৪১৯
চল ভাই ভার লয়ে	৩২	১৯৯
চিন্ত চিদাকাশে	৩	২৩
চিন্তয় মম মানস হরি	৫০	১৮২
চির তুষার মণ্ডিত	৪৭	৫৩
চির সুন্দর শিব	৮০	৩০৭
ছ		
ছেড়ে আজ ধূলা	৫৬	২৯১

বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা
জ		
জগ জন মোহন	১৮	২৩২
জগত জননী আমায়	১১১	৮৬
জগত জননী জগদম্বে	৩	১১৩
জগত জননী	৩৮	৮০
জগৎ দেখনা চেয়ে	১০৬	২০৮
জগবন্দিনী বিশ্বজননী	৩৮	৩২৪
জন-গণ-মন	১০৪	৩৯৩
জপত মন আনন্দ	৮৯	২২
জয় কালী জয় কালী	৯৬	১৩০
জয় গঙ্গাধর	৩	৩৩
জয় জয় জগ-জননী	৪৯	১১৯
জয় জয় জগ-বন্দিনী	৩	১১৮
জয় জয়ন্তি দেবী	৩	৯৮
জয় জয় পরব্রহ্ম	৮০	৩০৬
জয় জয় রাজা রামচন্দ্র	৩৮	২০৯
জয় জয় রামকৃষ্ণ	৩	২৮৪
জয় জয় রামকৃষ্ণ ভুবন	৭৫	২৭৫
জয় জয় রাম সিয়া	৩	২০০
জয় জ্ঞান প্রদায়িনী	৮৮	৫৫
জয়তি জয় দুর্গে	৩	৯৭
জয়তি সীতাপতি	৮০	২০৬
জয়তু জয়তু রামকৃষ্ণ	৮০	৩০৪
জয়তে শ্রীরামকৃষ্ণ	১০৮	৩০৭
জয় নিখিল জন মন	১০৭	৩১৩
জয় পরমেশ্বর পরম	৩২	২৮
জয় বাণী বীণাপাণি	৭২	৪৬
জয় বিবেকানন্দ	১৮	৩৪০
জয় বীণাপাণি	৩	৫২
জয় বীরেশ্বর	৩৮	৩৩০
জয় বেদোদ্ধারণ	৮০	৩০৩
জয় যতীশ্বর	৮০	৩৩৭
জয় যুগ আলোকময়	১২০	৩৯৮
জয় রঘুনন্দন	৩৬	১৯৮
জয় রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ	১১৪	২৯৬
জয় রামকৃষ্ণ (৩)	৬৪	৩০৮
জয় শচীনন্দন	৩	২৫৮
জয় শিব শঙ্কর হর	৩২	২৭
জয় সীতাপতি সুন্দর	৩	২০৮
জাগ জাগ যোগেশ্বরি	৯০	৬২
জাগ উঠে সবজন তুম	৩	২৩৯
জাগ হও মন শান্ত	৪৭	৩৯০
জাগো উঠ উঠ বাঁধ	৪৭	৩১৩
জাগো ওগো দয়াময়ি	৩	১০২
জাগো জাগো কুল	১০	১৪৬
জাগো মা কুল	৩	১৪৭
জাগো মোহন প্যারে	৩	২৩৯

বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা
জাগো সকলে	৫৭	৩৯০
জাননারে মন	১৬	১৯৩
জানি গো জননি,	৩	১৫৭
জানি গো যত দিয়েছ	৬১	৪২৯
জাহ্নবী কূলে পঞ্চবটী	৪৭	৩০৩
জিন্‌কে হৃদিমে	১৫	২১১
জীবন আমার	৪৬	৪৬১
জীবন ধন কোথা	৪৭	৩৬৬
জীব সাজ সমরে	৫১	১২৬
জুড়াইতে চাই	৩২	২৫১
জ্ঞান-গঙ্গা-কূলে	৪৭	৩১৩
জ্বলবার মন্ত্র দিলে	৬৫	৪৩৯
ট		
টুক্‌টুকে ঐ পা দুখানি	৪৭	১১০
টুক্‌টুকে লাল কে মা	৪৭	৭
ঠ		
ঠমকি চলত রামচন্দ্র	৪৯	১৯৯
ড		
ডমরু হরকরে বাজে	৩	২০
ডাক দেখি মন	১৪	১৩৩
ডাকিলে যদি	১২৬	৪৬৩
ডুব্‌ ডুব্‌ ডুব্‌	২৩	৪১৫
ডুব্‌ দেরে মন	১১১	১৩৮
ডেকে ডেকে তারা	৪৭	১০৮
ঢ		
ঢল ঢল কাঁচা	৩৬	২৫৬
ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে	১১১	৮৪
ত		
তব চরণ ধোয়াবে	৬৪	৭০
তব চির চরণে	৫২	৪৪৯
তব শুভ সম্মিলনে	৬৮	৩৬৮
(আহা) তাই শিবের	১৬	১২৫
তাণ্ডবে নাচ চামুণ্ডে	৪৭	৭৩
তাতল সৈকতে	৭৮	২৪১
তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে	৭৯	২৫
তার' তার' হরি,	১০৪	১৮৩
তারা উজ্জ্বল পশিল	৩২	৩২৭
তারা তরণী নাম	৩	১৩২
(তাঁরে) আরতি	১০৪	৩৪৩
তারে কৈ পেলুম	৩	৪১৪
তুআ চরণ কমল পর	১২	৩২
(তুই) পূজার প্রদীপ	৩	৩৭৩
তুই মা আমার হিয়ার	৬	৪৫৭

বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা	বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা
তুঝ্ সে হাম্নে	৪২	৩৪৮	তুঁহি জগত গুরু	৩৫	৩৫
তুম্‌রে কারণ সব	৯৯	২২৯	তুঁহি পরমতীর্থ তুঁহী	৩	৩৫২
তুম্ হো গণপত দেব	৯৮	১০	তোমায় ঠাকুর বলব	৪	৩৭৮
(তুমি)·অনাদি অনন্ত	৩	২৭৭	তোমায় বরণ না	৫২	৪৪৭
তুমি আসিলে	৭৫	২৮৭	তোমার অসীমে	১০৪	৩৮৫
তুমিই তবে শ্যামা	৪৭	১৬৬	তোমার মহাবিশ্বে	৩	৩৮৯
তুমি এলে ফাল্গুনে	৭৫	৩০১	তোমারি ইচ্ছা	১০৪	৩৬৩
তুমি কাঙ্গাল বেশে	৭৫	২৮৬	তোমারি কারণে	৪৭	৬০
তুমি কিগো শুধু	৩৮	২১৬	তোমারি গেহে	১০৪	৩৮২
তুমি তো মা ছিলে	৩২	৬৯	তোমারি দেওয়া প্রাণে	১০৩	৩৭৫
তুমি নাহি দিলে দেখা	৮৫	৩৬২	তোমারি নাম বলব	১০৪	৩৮১
(তুমি) নিকুঞ্জ কাননে	৪৭	১৯৫	তোমারি ভালবাসা	৫২	৪৫০
তুমি নির্ম্মল কর	১০৩	৩৭৩	তোমারি রাগিণী	১০৪	৩৬৪
তুমি বন্ধু তুমি নাথ	১০৪	৩৫৩	তোমারেই করিয়াছি	১০৪	৩৫৫
তুমি ব্রহ্ম রামকৃষ্ণ	১১৪	২৯৮	তোর আপন জনে	১০৪	৪১০
তুমি ভুবনমোহিনী	১১০	১১২	তোরা আজ গারে	৬৪	৭১
তুমি যত ভার দিয়াছ	১০৪	৩৮২	তোরা কে দেখবি	৩	২৬১
তুমি যে হে প্রাণের	৫৮	৪৩৬	ত্বং অপারা বিশ্বসারা	৭৪	৭৮
তুমি শ্যামা হররমা	৭৪	৮১	ত্যাগের ব্যথা	৬৩	৩৭২
তুমি সুন্দর হৃদি	৩	৩৮৪	ত্রাণ কর হে শঙ্কর	৫১	১৭
তুমি হে ভরসা মম	৪৫	৩৫৪	ত্রেতাতারি রাম	১২৪	২৮৯
তুমি হে সাধের ঠাকুর	৩	২৮১			
তুলে নে রাঙ্গা জবা	৩২	১৩৩	**দ**		
তুঁহি আধার সকল	৩	৩৬৯	দনুজ দলনী নিজ জন	৩	১২১

বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা	বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা
দয়াঘন তোমা হেন	১১৭	৩৫৩	দেহ জ্ঞান দিব্য	৩	৩৬০
দয়াময়ী হয়ে গো মা	৭৪	৮৭	দেহি পদ তরণী	৩	১৫১
দরদ না জানে কোই	৯৯	২০০	দোষ কারো নয়	৫১	১২৭
দরশন দেনা প্রাণ	৩	২২৫	ছাখনা চেয়ে ন্যাংটা	৭৪	৮৪
দশন দারিত শক্র	৪৭	৯	ছাখনা সমর আলো	১৬	১৩১
দিন গণি গণি	৪৭	৫৭	দ্বাপরেতে এসেছিলে	৩৮	২১৬
দিনবা যাতে হো	৯৮	২৩৩			
দিবা বিভাবরী ডাক	৩	২৯৫	**ধ**		
দিয়ে প্রেমডুরি	৪৭	৬০	ধন ধান্য পুষ্পে ভরা	৫৮	৩৯৯
(ওমা) দীন তারিণী	১১০	৯৭	ধবল তুষার জিনি	৩২	২১
দীন তারিণী দুরিত	৯৭	৮৩	ধরণীর ভার হরিতে	৭৫	৩১৭
দীন তারিণী বলে মা	৫	১০৫	ধরম-ভেদ-ভঞ্জন	৭৫	৩৩২
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু	২৫	১৮৩	ধরা দিতে এসে	৪৭	৩১৯
দীনের ঠাকুর তুমি	৬২	১৭৩	ধিয়া তা ধিয়া	৩২	১২২
দুঃখিনী ব্রাহ্মণী কোলে	৩২	২৭২	ধীর সমীরে গাওরে	৩	১৮০
দুরিত বারিণি ওমা	৭৪	৮৮	ধেয়াও জয়দুর্গায়	৪৭	৪১
দুর্গে দলনী দুঃখ	৩	৯১	ধ্যাও গুরু স্বরূপ	৪৭	২
দেখা যদি নাহি দিবে	৩৮	১১৬	ধ্যান-স্তিমিত-লোচন	৩৮	২৫০
দেখিছে মা কালরূপে	৬১	১৬৭			
দেখিলে তোমার সেই	৩১	৩৫৯	**ন**		
দেখেছি রূপসাগরে	৩	২৬৫	নদীয়ার পথে পথে	৭৫	২৮৬
দে গো মা দেখা দে	৩৮	৩২০	নন্দ নন্দন বিলমাঙ্গ	৯৯	২২৭
দেবী দুঃখহারিণী	৩৮	৯৮	নব জলধর পীতাম্বর	৩	২৪০
দেশ দেশ নন্দিত	১০৪	৩৯৪	নব নীরদ বরণ	৩০	২৩২

বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা	বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা
(ওগো) নবমী নিশি	৩	৭৪	নীচুর কাছে নীচু	৪	৪১৭
নব সজল জলধর	১৬	১২৩	নীল আকাশের অসীম	৫৮	৪৫৯
নবীনা নীরদ বরণী	৩৮	১০৪	নীল কমল নয়ন যুগল	৭৫	২৯৯
নমন করুঁ ম্যয় গুরু	৩	৪	নীল বরণী নবীনা	৯৭	৭৯
নমন করুঁ ম্যয় সদ্	৩	৪	নেচেছে প্রলয় নাচে	৩	৩৮
নমামি শঙ্কর আচার্য্য	৩৭	২৫৫			
নমো নমো দেব	৩৮	৩১০	**প**		
নমো রামকৃষ্ণ রূপ	৬৬	২৯৪	পঙ্কজ বনে রাত্র	১২১	৮৫
নাচে পাগলা ভোলা	৪৭	২৬	পতিত পাবন নামটি	২৪	৩০৮
নাচে বাহু তুলে	৩২	২৪	পতিত পাবনি তার	২৭	৪১২
নাচেরে শ্যামা মা	৩৮	১১৬	পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে	৫৮	৪১২
নাথ তুমি সর্ব্বস্ব	৫০	৩৫৫	পরব্রহ্ম পরমেশ্বর	৩	২২৪
নাম জপন কেঁও	২৮	২১০	পরমগুরু সিদ্ধযোগী	১৮	২৯৭
নাম ধরেছ সর্ব্বনাশী	৩	১৫৬	পরম পুরুষ হরি	৪৭	৩১২
নামেরি ভরসা কেবল	১৬	১০৫	পরমাচার্য্য যতিবর	৪৭	৩৪
নাহি সূর্য্য নাহি	৭৯	৩৪২	পরাণ খুলে সবাই	১২৬	১১৩
(তুমি) নিকুঞ্জ কাননে	৪৭	১৯৫	পল ন লাগে মেরে	৩	২২১
নিঠুর হরি বংশীধারী	৩	২৪৩	পশুপত গিরিজাপত	৩	৩২
নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত	৩	৩৬৯	পাগলা মনটারে তুই	৪	৪১৮
নিদ্রা নাহি আসে	৪৭	৬১	পাঠাতে নারিব	৪৭	৭৫
নিবিড় আঁধারে মা	৫০	৩৪৬	পাদপ্রান্তে রাখ	১০৪	৩৯০
নিবিড় নীল কাদম্বিনী	৪৭	১১১	পান্থনিবাস মাঝে কে	৩৮	২৫২
নিশীথ শয়নে ভেবে	১০৪	৩৬৪	পাবি না ক্ষেপা	৭৪	৯৫
নিস বাসর হরি নাম	৩	১৭৯	পারস সম তুম লাল	৩	২৪০

বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা
পিলেরে অবধূত হো	৩	৩৫০
পীতজটা শিরে গঙ্গা	৩	১৮
পীতম্ প্যারে বন্শী-	৮১	২২৯
পীযূষ সিঞ্চিত সমীর	১০৩	৪৭
পুরুষোত্তম হে	৪৭	২৫২
পূজা আমার সাঙ্গ	৬৫	৪৫৮
(তুই) পূজার প্রদীপ	৩	৩৭৩
পৃথ্বীর ধূলিতে দেব	১০৩	৩৫৬
পোহাল দুঃখ রজনী	৩২	৩২৫
পোহাল শর্ব্বরী	৭২	২৪৪
প্রকৃতিং পরমামভয়াং	৮	৩১৫
প্রতি অঙ্গে বসি	৪৭	৭২
প্রতিমা দিয়ে কি	৫৮	৩৪৫
প্রথম প্রণতি পঞ্চ-	৩	৩৪
প্রথম প্রণতি বাগ্-	৩৮	৪৬
প্রভাতে যাবে নন্দে	৪	৩৭৯
প্রভু আমার প্রিয়	১০৪	৩৫৮
প্রভুজী, তুমি চন্দন	৯	২৪৬
প্রভুজী তুহুঁ হামারি	৯৯	২১৭
প্রভু তেরি দয়া হায়	৩	৩৭০
প্রভু দাঁড়াও তোমায়	৬৩	৩৭১
প্রভু মেরে অবগুণ	১২৫	৩৫১
প্রভু ময় গোলাম	১৫	৩৫১
প্রলয় নাচন নাচলে	১০৪	৪০
প্রাণারাম প্রাণারাম	৯৩	৩৬৭
প্রাণের প্রভু রহে	৩	৩৭৬
প্রাত সময়ে রঘুবীর	৩	২০১
প্রাতে কর দরশন	৪৭	১৯৬
প্রিয় তোমার কাছে	৫২	৩৮৫
প্রিয় দিওহে শরণ	৫২	৪৪৫
প্রিয় প্রেম যে	৬৫	৪৬০
প্রিয় সুখময় হিরণ্ময়	৪৭	১৫
প্রেমানন্দে রাখ পূর্ণ	১০৪	৩৫৯
প্রেমিক লোকের	৫০	৪১৫
প্রেমে জল হ'য়ে	৩	৪১৪
ফ		
ফাগুন হাওয়ার পরশ	৭৫	৩০২
ফিরিয়ে নে তোর	৭৪	১৫৫
ফিরে চল ফিরে চল	১২৯	৪২৭
ফুলুয়া বিনত ডারে	১০৯	২৩১
ফুল সাজে রসরাজে	৫৬	২৯০
ফুল্ল কমল 'পরে	৩	৫১
ব		
বঙ্গ হৃদয় গোমুখী	৭৫	২৭৩
বড় আশা ক'রে	৩	২৯৮
বড় ধুম লেগেছে	৭৪	৮৫

বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা	বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা
বন ফুল ভূষণ শ্যাম	৩২	১৯১	বিকশিত কত সিত	৪৭	৫৪
বন্দি কামার পুকুর	৬৬	২৮৭	বিঘন হরণ গৌরীকে	৩	১০
বন্দি শিব ত্রিদশেষ	৯০	১৮৭	বিঘ্ন বারিণী বরদে	৪৭	৫৩
বন্দে মাতরম্	৭৭	৩৯২	বিঘ্ন-হরণ বুধ বিনায়ক	৩	১৩
বম্ বম্ বম্ হর হর	৩২	৩০	বিনতি শুনো মোরী	৩	২০৫
বয়সে নবীন তত্ত্বজ্ঞ	৩৭	২৫৪	বিন্ধ্যগিরিবর শিখর	৩	৯৩
বল গো মা উমা	৩৮	৭৫	বিবেকানন্দ	১৩১	৩৩২
বল বল বল সবে	৪	৪০২	বিমল প্রভাতে	৪৫	৩৮৩
বলমারে চুনারিয়া	৩	২৪৩	বিশ্বজননী সেজে	৩৮	৩২৫
বল রে জবা বল	১৮	১৬৮	বিশ্বব্যাপিয়া	১০৩	৩৬০
বলরে বল শ্রীদুর্গা	৩	১২৭	বিশ্বস্থ ধাতা	৮	২৬৯
বলিস্ দুদিন থাকতে	৩	৭৪	বিশ্বেশ্বর বিশ্ব-পাবন	৪৭	২৭
বংশীধর পিনাক ধর	৯৮	১৯৫	বিহরে রঘুবংশ বীর	৭২	২১০
বহে নিরন্তর অনন্ত	১০৪	৩৬১	বীরদর্পে বিজয়	৭৫	৩৪১
বাগ্ বাদিনী মাতঃ	৩	৫০	বীর সেনাপতি	৩৮	৩৩৬
বাজে শ্যামের মোহন	৩২	২১৮	বুঝিস নাকি বুঝবি	৬৫	৪৫১
বাঞ্ছা পূর্ণ হল আজি	২০	২৮৫	বৃথা গঞ্জনা রাণী	৪৭	৫৯
বাণী চরণারবিন্দে	৩৮	৪৪	বেলপাতা নেয়	৩২	৩০
বামা কার রমণী	৩	১২১	ব্রজগোপাল শ্যামসুন্দর	১৮	২৪২
বামা কেরে এলো	১৬	৮১	ব্যাকুল অন্তর মম	৩	৩৭০
বার বার সমুঝায়	৪১	২০১	ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা	১১২	১২২
বারে বারে যত দুঃখ	২৬	১৪৮			
বাংলা মা তোর শ্যামল	১৮	৪০৯	**ভ**		
বাংলা মা তোর সোণার	১৮	৪০৯	ভকতবিলাসী দীন	৮৪	২৮৩

বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা	বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা
ভজন পরমাত্মাকা	৩	৩৬১	ভিখারী হরের ঘরে	৩	৬৮
ভজ ভজ মায়ী সারদা	২২	৩২৬	ভীমা হনে ঐ অসুর-	৪৭	৯২
ভজ মন করুণানিধান	৩	৩৭০	ভুবন ভুলাইলি মা	৯৪	১৬৯
ভজ মন রাম চরণ	৪৯	২০৪	ভুলিসনে ভুলিসনে	১৬	১৭১
ভজ মন রাম নাম	৩	২০৫	ভূতনাথ ভব ভীম	৩২	২৯
ভজ মন রাম রাম	৩	২০৫	ভেইয়ারে কানাইয়া	৮৭	২৩৫
ভজ রাধাকৃষ্ণ	৮৭	২৬৪	ভেবে দেখ মন কেউ	১১১	১৩৪
ভজরে শ্যামাপদ	৪৭	১৫২	ভ্রূমধ্যে হের দ্বিদলে	৪৭	২
ভজু মন রাম চরণ	৪৯	১৯৭			
ভবভয় ভঞ্জন পুরুষ	৫৬	২৭১	**ম**		
ভব সাগর তারণ	৫৬	৩	মগন রহরে ঐ পায়	৪৭	৫৪
ভবানী দয়ানী মহা	৩	১১২	মগন হৃদয় ভকত	২০	৩০৫
ভবে সেই সে	৯৬	১৫২	মঙ্গল মূরতি মারুত	৪৯	২০১
ভয় কিরে ভাই	৫৬	২৭৮	মজরে মজরে মন ও	৩৮	১১৭
ভয়ঙ্করী তোরে কালী	৯২	১৬৪	মজলো আমার মন	১৬	১৩৭
ভাঙ্গ খেয়ে বিভোর	৭১	২৫	মদমত্ত মাতঙ্গিনী	৭৪	৯৪
ভাব কি ভেবে পরাণ	১১১	১৩৩	(মধুর) রামকৃষ্ণ নাম	৩	২৯৫
ভাব সদা মন শ্রীরাধা	৩	২৩৪	মন কি তত্ত্ব কর	১১১	১৪২
ভাবিলে ভাবের উদয়	১১১	১৪৯	মন গরীবের কি	১১১	১০০
ভারত আমার ভারত	৫৮	৪০৮	মন গাওয়ে জগপতি	১১৭	৩৭১
ভারত কাব্য নিকুঞ্জে	১০৩	৪৩	মন চল নিজ	১১	৩৪৯
ভারত গগনে কোন	৩৮	২৭৫	মন তোর এমন মা	৪৭	১০৮
ভারত গগনে জ্ঞান	৩৮	২৫৪	মন বলি ভজ কালী	১১১	১৩৬
ভারত ভাগ্য গগনে	৭০	২৮২	মনরে আমার ঢেউ	৫২	৪৫৫

বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা
মনরে কৃষি কাজ	১১১	১৪৪
মন শরণ লওরে	৪৭	১০৯
মনের কথা কইব	৩	৪১৮
মনোয়া ভজলে সীতা	৪৯	২০৮
মন্দিরে তোর জ্বালাস	৬৪	৩৬৬
মন্দিরে মম কে	১০৪	৩৫৭
মম জীবন মাঝে	৪৬	৪৪৬
মম প্রাণ শতদল	৩	৩৬৯
মম মানস মাধবী	৩	২২৩
মরাল বাহিনী মরাল	৩৮	৪৫
মরি কি রূপ মাধুরী	৬৬	৯৬
মরিব মরিব সখি	৭৮	২৩৭
মলয় সমীরে ভেসে	৭৫	২৭৪
মহাকালের কোলে	১৮	৯১
মহাযোগে রাজে	৮০	৩৩৬
মা আছেন আর	৯৩	১৪৯
মা আমাদের এসেছে	৩৮	১১৪
মা আমার কালো	৪৭	১৫৮
মা আমার দীন দ্বিজ ঘরে	৪৭	৩২১
মা এসেছে মোদের	৩৮	৩২২
মাকে দেখব বলে	৩	১০০
(মা) কে তুমি	৪৭	৩২১
মাঝে মাঝে তব	১০৪	৩৫৮
মাতিয়ে দেমা আনন্দ	৩	১৪৮
মা তুমি কে কেউ	৭৪	১২৮
মা ত্বংহি তারা	৩	১০৫
মাধব তুঁহু রহল	৩৬	২৩৮
মাধব বহুত মিনতি	৭৮	২২১
মানস কুসুম করিয়া	১২৮	২৯৪
মা প্রসীদ গুণময়ী	৩	১০১
মা যার আনন্দময়ী	১৬	১১৫
মায়ার মরত ধামে	৩	২৭৬
(আমরা) মায়ের	৩৮	১১৭
মায়ের শ্রীপদ ভুলনা	৮০	৩২৪
মিছে তুই ভাবিস	৪	৪২৮
(রাখ) মিনতি রাখ	৭৩	২৪৫
মুঝে বারি বনবারী	৭৯	২২৫
মুড়ায়ে চাঁচর কেশ	৪৭	২৬১
মুরলী ধ্বনি শুনি	৩	২৪৮
মূর্ত্ত আজিকে মৃত্যু-	৩৮	১০৩
মূর্ত্ত মহেশ্বরমুজ্জ্বল	১১৪	৩২৮
মৃড় চন্দ্রচূড় হর	৩২	২৯
মেঘ বরিষণে নদীর	৫৯	৩৬৫
মেরা সোনেকী	৩	৪০৫
মেরে জনম মরণকে	৯৯	২২৬
মেরে তো গিরিধর	৯৯	২২৬
মোকো কাঁহা ঢুঁঢ়ো	১৫	৩৮৮
মোদের গরব মোদের	৪	৪০৪

বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা	বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা
মোদের গরব মোদের	৪	৪০৪	যাবে কিহে দিন	৮৫	৩৪৯
মোরা বিঘ্ন বাধা	১০৭	৪২৫	যার অন্তর রাম	৫২	২১১
মোরা শ্যাম সাগরে	৩	২২০	যুগে যুগে হরি	৭৫	২৮০
মোরি ইতনী বিনতি	৩	২৪০	যেদিন বিশ্ব মানব	১৭	৩৩৯
মোরে ডাকি লয়ে	১০৪	৩৮৬	যে দিন সুনীল জলধি	৫৮	৪০০
মোরে দেহি দেবী	৫৩	১৫৪	যোগাসনে মহাধ্যানে	৩২	১৯
মোহন মধুর কিবা	৪৭	৫৫	যোগী শিবশঙ্কর	১৮	৩৯
			যোগী হে, যোগী হে	১০৪	২৭
য			যোগেশ্বর হে	৩	১৯০
যখন গাহে নীল	৪৬	৪৪২	য্যা জগমে আয়া	৩	৩৭১
যখন তুমি গাওয়াও	৪	৪২২			
যখন ভেবে চিন্তে	২৯	৩৪৪	র		
যতদিন যায় তত	৩	৪২৭	রঘুপতি যাবেন	৩৮	২০৯
যতনে হৃদয়ে রেখো	১৬	১৪২	রঘুবর তুম্‌কো	৪৯	২০৭
যতো বুদ্ধিরজ্ঞান	৩	৯	রতন নূপুর মরি	৪৭	১০৮
যদি এ আমার	১০৪	৩৬৮	রণবেশে হেসে হেসে	৩৮	১২০
যদি গোকুল চন্দ্র	৪৪	২৩৬	রণে নেমেছে রে	৩	১২১
যদি তোর ডাক	১০৪	৩৯৬	রমাপতি রাম	৩	২০৪
যদি তোর হৃদ্‌	৪	৪২৪	রাখ মা আমায়	৩	১২৯
যদি দিন না দেবে	৫২	৩৮৪	(রাখ) মিনতি	৭৩	২৪৫
যমুনে এই কি তুমি	২৫	৪১৩	রাঙা জবা দিতে	৮৩	১৬৩
যশোদা নাচাত	৩	১৯২	রাঙা জবায় কাজ	৮৩	৪২১
যাও যাও গিরি	৩	৫৮	রাঙ্গা জবা কে দিল	৩২	১৩০
যা কুন্দেন্দু তুষার	৩	৪২	রাজ রাজেশ	৭৫	৩৩৭

বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা
রাজরাজেশ্বর দেখা	১৩০	৩৬০
রাধারমণ	১৮	২৪৫
রামকৃষ্ণ গুণধাম	১৩১	৩০৬
রামকৃষ্ণ চরণ	৫৬	২৯২
রামকৃষ্ণ নাম	৩	২৯১
রামকৃষ্ণ নাম গাও	৩৮	৩১১
(মধুর) রামকৃষ্ণ	৬৬	২৯৫
রামকৃষ্ণ নামের বান	৩	২৭৯
রামকৃষ্ণপদ শরণ	১৩১	৩৩৪
রামকৃষ্ণ শ্যাম শ্যামা	৫৬	২৯৭
রামচন্দ্র গুণধাম	৮১	২০৭
রামনাম জপত হ্যায়	১২৫	২০৬
রাম রাম জপুজীহ	৪৯	২০২
রিণি ঝিনি	৯৯	২১৭
রূপ যদি তোর এতই	৭৬	১৭০
রে মন কৃষ্ণ নাম	১২৫	২২৬
ল		
লক্ষ প্রাণের দুঃখ	৩৮	৪০৫
লটকি লটকি	৭৯	২১৯
লম্বিত গলে মুণ্ডমাল	৫১	১২৪
লম্বোদর গজানন	৯৮	১৩
লম্বোদর সুন্দরতনু	৩৮	৪৩০
লাগ রহো মন রাধা	৩	২৩৯
(আর) লুকাবি	১৮	১৬৮
লোহারই বাঁধনে	৩	৪২৬
শ		
(শিব) শঙ্কর বম্ বম্	৩২	২২
শঙ্কর মহাদেব	৩৮	২৬
শঙ্কর মহাদেব দেব	৪৯	২৯
শঙ্কর শিব পিনাকী	৩	২১
(আজি) শঙ্খে শঙ্খে	৩	৭০
শম্ভু শিব শঙ্কর হর	৩	২২
শম্ভু শুভঙ্কর শশাঙ্ক	৪৭	৩৬
শম্ভু হর নাচত ডমরু	১০০	২৩
শম্ভু হর মহেশ আদি	১০০	২১
(আজি) শরত শান্ত	৩	৭৭
শশধর তিলক ভাল	১০০	২০
শশী ভাল শোভে	৩	১৯
শারদে জাগো শরতে	৯০	৬২
শিব ঘুচাও আমার	৭৯	৩২
শিবময় এ সংসার	৩	২৪
শিব শঙ্কর বম্ বম্	৩	২৬
'শিব শিব' বল জীব	৩	২৮
শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে	৩	৯৩
শিশুর মত মা মা	৮৪	২৮৩
শীষ জটা নিয়ে গঙ্গা	৩	১৮

বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা
শুধ সঙ্গীত দীজিয়ে	৩	৪৭
শুনি হো ম্যয় হরি	৯৯	২২৮
শ্যাম কলেবর ধারী	৩	২১৯
শ্যাম ! মনে চাকর	৯৯	২২৭
শ্যামল কদম্ব মূলে	৩	২২৯
শ্যামল ! চিরজীবন	১২৩	৪৪৩
শ্যামল বংশীবালা	৩	২২৩
শ্যাম সুন্দরকো ধ্যান	৩	২৩২
শ্যাম সুন্দর মন	১৮	২৩০
শ্যামা চরণারবিন্দে	৪৭	১৬০
শ্যামা ধন কি সবাই	১৬	১১৯
শ্যামা পদ আকাশেতে	৬০	৯৯
শ্যামা, মন-ছাঁচে	৭৪	৮৮
শ্যামা মা উড়াচ্ছো	১১১	১৪৫
শ্যামা মা কি আমার	১৬	১৩৪
শ্যামা মায়ের চরণ	১৮	১১৭
শ্যামের বাঁশী যদি	৬৭	২৩১
শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর	৬৭	২৫৭
শ্রীচরণে নিবেদন	৫২	৪৪৮
শ্রীদশরথ নন্দন	৪৭	২০৩
শ্রীদুর্গা নাম ভুল'না	১১১	১০৬
শ্রীনাথ রঘুনাথ	১১৩	১৯১
শ্রীরামচন্দ্র কৃপালু	৪৯	১৯৮
শ্রীরাম তুঁহি কৃষ্ণ	৭	২৯৬
শ্বেতপদ্মাসনা দেবী	৩	৫৬
শ্বেতবরণী শ্বেতাব্জ	৩	৪৮
শ্বেতবরণী সরোজ	৩	৪৬
শ্বেতশতদলে সারদা	৩	৪৯
স		
সকল গর্ব্ব দূর করি	১০৪	৩৮৮
সকলি তোমার ইচ্ছা	১৬	৯৮
সজনিয়া পানিয়া	৩	২৪৩
সত্য মঙ্গল প্রেমময়	১০৪	৩৪৬
সত্যংশিব সুন্দর রূপ	৬৯	৩৫০
সদানন্দময়ী কালী	১৬	১৩২
সদাশিব ভজ মনা	৩	৩৭
সবারে বাসরে ভাল	৪	৪১৬
সর্ব্ববিদ্যা বিধায়িনী	৪৭	৫২
সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে		৭৮
সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী	৪৭	৩১৯
সমরে নাচেরে কার	১১০	১২৩
সমরে নাচেরে শ্যামা	৩৮	১১৬
সরস্বতী বাগ্‌বাণী	১২	৪৪
সংসার মায়া ছাড়িয়ে	৩	২৩৩
সংসারে যদি নাহি	৪	৩৮১
সাধন করনা চাহিয়ে	৯৯	২২২
সাধ সাধে কিরে	৪৭	১৫৯

বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা
সারদা বিদ্যা দায়ী	৩	৪৫
সিংহচারী থপথ ধাওয়ে	৩	৮৩
সীতাপতি রামচন্দ্র	৪৯	১৯৭
সুখ বৃন্দাবনে বহে	৩	২১৪
সুখের বাসনা কর	১৬	১৪০
সুখের লাগিয়া এঘর	৩৯	২৪৭
সুদীর্ঘ এ অমা নিশি	৪৭	১৬০
সুন্দর অনুপম হে	৪৭	৩৬৭
সুন্দর তোমারি নাম	৬৯	৩৫৩
সুন্দর দাও দরশন	৬৫	৪৫৫
সুন্দর লালা নন্দ	৮১	২৩০
সুন্দর সুখ সদন	৪৭	২১৩
সুমরণ কীজে	১২৭	২০১
সুমরণ হরিকো	৯৮	১৭৪
সুমর মন শঙ্কর	৩	৩৫
(ঐযে ঐ) সুরধুনী	৮১	২৬৩
সৃজন ছন্দে আনন্দে	১৮	৩৯
সেই বৃন্দাবনের লীলা	৫২	৪৫২
সে কি এম্নি মেয়ের	১১১	১২০
সে ডাকে আমারে	৪	৩৮০
সোহাগে মৃণাল ভুজে	১০৯	২৩৩
স্তিমিত চিৎ সিন্ধু	১২২	৩২৭
স্থির-গভীর-ক্ষীর	৪৭	১৬
স্থির শব প্রায় ধররে	৪৭	১১১
স্নিগ্ধ শুভ্র কমলদল	৬৪	৪৩
স্বদেশ আমার জননী	৩	৪০৬
স্বদেশ বিদেশ উজলি'	৮	৩৩৮
স্বরূপে আপন আছ	৪৭	৫
স্বস্বরূপে লীন আঁখি	৪৭	৩১২
স্বাগতম্ স্বাগতম্	৬৪	৪২৪
হ		
হও ধরমেতে ধীর	৪	৪০২
হর উরে কেন অভয়	৪৭	১৫৭
হর শঙ্কর শশি-শেখর	৩২	৩০
হর শশাঙ্ক শেখর	৯১	৩৪
হর হর শঙ্কর শম্ভু	৩	৩১
হর হর শঙ্কর শশাঙ্ক	৩	৩১
হর হর হর বম্ বম্	৩২	৩৩
হর হর হর ভূতনাথ	৭৯	২০
হর হর হর শশাঙ্ক	৩	১৮
হরি আমার প্রেম	৭৫	২৮১
হরি কাণ্ডারী যেমন	৫১	১৭৪
হরি গুণ গাওয়ে তব	৩	১৭৯
হরি তুম্ হর জনকী	৯৯	২৩৫
হরি দিবানিশি ডাকি	৩	১৭৯
হরি বল হরি বল	৩	১৭৬
হরি বিন তেরা কৌন	৩	১৮০

বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা
হরি-রস-মদিরা পিয়ে	৬৯	১৭৭
হরি হরি জপত রে	৩৫	১৭৮
হরি হরি হরি হরি	৩	১৭৩
হরি হে তুমি আমার	৪	১৭২
হরে মুরারে	৩	২২২
হাসি দশদিশি	৪৭	১৫৮
হৃদি বৃন্দাবনে আমারি	৫১	২৪৮
হৃদি বৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি	৫১	১৭৮
হে গোবিন্দ রাখ	১২৫	২৩৪
হেমাঙ্গিনী কে সুন্দরী	৯০	১৮৭
হে মোর চিত্ত	১০৪	৩৯৭
হের হর মনোমোহিনী	৩২	১০৪
হোলি খেলত আজু	৫২	২৪৪

সঙ্গীত সংগ্রহ

বৈদিক শান্তিপাঠ

ঋগ্বেদীয় শান্তিপাঠ

ওঁ বাঙ্‌মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্‌।
আবিরাবীর্ম এধি। বেদস্য ম আণীস্থঃ, শ্রুতং মে মা প্রহাসীঃ।
অনেনাধীতেনাহোরাত্রান্‌ সন্দধামি। ঋতং বদিষ্যামি।
সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু, তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্‌
অবতু বক্তারম্‌, অবতু বক্তারম্‌॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

হে ব্রহ্মন্‌! গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্ত আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হউক এবং আমার মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হউক অর্থাৎ আমার বাক্য ও মন পরস্পর সহানুভূতি সম্পন্ন হউক। হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্মন্‌! আপনি আমার নিকট আবির্ভূত হউন। হে বাক্য ও মন, তোমরা আমার নিকট বেদ আনয়ন কর, অর্থাৎ আমি যেন বেদ গ্রহণ করি ও তাহার অর্থ বুঝিতে সমর্থ হই; হে মন! তুমি আমার গুরুমুখ হইতে শ্রুত গ্রন্থ ও তাহার অর্থ ভুলিও না। এই গ্রন্থ অধ্যয়নের দ্বারা আমি যেন দিবা ও রাত্রিকে সংযুক্ত করিতে পারি অর্থাৎ দিবারাত্র যেন আমার এই অধ্যয়নের বিরাম না হয়। আমি বাচিক সত্য বলিব; আমি মানসিক সত্য চিন্তা করিব অর্থাৎ যথাযথ পাঠ করিব ও যথার্থ অর্থের চিন্তা করিব। সেই ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করুন, তিনি আমার গুরুকে রক্ষা করুন; আমাকে রক্ষা করুন, আচার্য্যকে রক্ষা করুন॥

আমাদিগের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হউক॥

শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয় শান্তিপাঠ

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

"অদঃ" ইন্দ্রিয়ের অগোচর কারণস্বরূপ ব্রহ্ম পূর্ণ; এবং 'ইদং' এই কার্য্যাত্মক ব্রহ্ম অর্থাৎ এই দৃশ্যমান জগৎও পূর্ণ; পূর্ণ কারণস্বরূপ ব্রহ্ম হইতেই এই পূর্ণ কার্য্যরূপ ব্রহ্ম অভিব্যক্ত হইয়াছেন। আবার প্রলয়কালে এই জগৎরূপ ব্রহ্ম তাহার পূর্ণত্ব লইয়া সেই কারণরূপ ব্রহ্মে বিলীন হইলে পর সেই একই পূর্ণ ব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকিবেন।

আমাদিগের ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হউক ॥

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয় শান্তিপাঠ

ওঁ সহনাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহবীর্য্যং করবাবহৈ,
তেজস্বিনাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

হে ব্রহ্ম, গুরু ও শিষ্য আমাদের উভয়কে আপনি সমানভাবে রক্ষা করুন অর্থাৎ জ্ঞান ও শক্তি দিন। আমাদের উভয়কে তুল্যরূপে বিদ্যাফল ভোগ করান। আমরা যেন সমানভাবে বিদ্যালাভের উপযোগী শক্তিসম্পন্ন হই। আমাদিগের অধ্যয়ন তেজঃসম্পন্ন হউক। আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি ॥

আমাদিগের ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হউক ॥

সামবেদীয় শান্তিপাঠ

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি, বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ
শ্রোত্রমথোবলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি।
সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদম্। মাঽহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাম্।
মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্তু।
অনিরাকরণং মেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু
ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

আমার অঙ্গসমূহ পরিতৃপ্ত হউক, বাগিন্দ্রিয়, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ ও বল এবং অন্যান্য সকল ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হউক। উপনিষদোক্ত সর্ব্ব ব্রহ্মবিষয় আমার নিকট প্রতিভাত হউক। আমি যেন ব্রহ্মকে পরিত্যাগ না করি। ব্রহ্মও যেন আমাকে পরিত্যাগ না করেন। আমার দ্বারা ব্রহ্ম যেন কখনও অস্বীকৃত না হন। ব্রহ্ম কর্ত্তৃক আমিও যেন অস্বীকৃত না হই। উপনিষদ সমূহে যে সকল প্রমাণিত সত্যের উল্লেখ আছে তাহা যেন পরমাত্মার চিন্তায় রত আমাতে প্রকাশিত হয়, তাহা যেন আমাতে প্রকাশিত হয়। আমাদের ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হউক।

অথর্ব্ববেদীয় শান্তিপাঠ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ।
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ॥
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভিঃ।
ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥

স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ। স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্বদেবাঃ॥
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো২রিষ্টনেমিঃ। স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

হে দেবগণ! আমরা যেন কর্ণদ্বারা মঙ্গলজনক বিষয় শ্রবণ করিতে পাই, চক্ষু দ্বারা মঙ্গলজনক বিষয় দর্শন করিতে পাই এবং সুস্থ অঙ্গে ও সুস্থ শরীরে যজ্ঞশীল ও স্তব পরায়ণ হইয়া দেবগণের হিতকর আমাদের আয়ু (দীর্ঘকাল) ভোগ করিতে পাই। বিশ্ববিখ্যাত ইন্দ্রদেব আমাদের মঙ্গল করুন। পোষণকারী গণদেবতারা আমাদের মঙ্গল করুন। কশ্যপ-পুত্র গরুড় আমাদের মঙ্গল করুন। সুরগুরু বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গল করুন। আমাদিগের ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হউক॥

তৈত্তিরীয়োপনিষদের বিশেষ শান্তিপাঠ

ওঁ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্য্যমা।
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ।
নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি।
ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি।
সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্।
অবতু বক্তারম্। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

দিনের দেবতা সূর্য্য আমাদের সুখকর হউন, রাত্রির দেবতা বরুণ আমাদের আনন্দদায়ক হউন, চক্ষুর দেবতা অর্য্যমা আমাদের কল্যাণকারী হউন, বলের দেবতা ইন্দ্র ও বুদ্ধির দেবতা বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গলকারী

হউন, বিস্তীর্ণপাদবিক্ষেপকারী বিষ্ণু আমাদের কল্যাণ করুন। ব্রহ্মকে নমস্কার করি। হে বায়ুদেব! আপনাকে নমস্কার করি। আপনিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম স্বরূপ। আপনাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিব। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সত্যরূপেই বলিব। কায়িক ও বাচিক সত্যরূপেই বলিব। হে বায়ুরূপী ব্রহ্ম! আপনি আমাকে রক্ষা করুন। আমাকে রক্ষা করুন। আমার গুরুদেবকে রক্ষা করুন। আমাদের ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হউক॥

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥

অর্পণং (স্রুবাদি যজ্ঞপাত্র) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম স্বরূপ) হবিঃ (ঘৃত) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম স্বরূপ) ব্রহ্মাগ্নৌ (ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে) ব্রহ্মণা (ব্রহ্মরূপ হোতা কর্ত্তৃক) হুতম্ (যে হোম নিষ্পন্ন হয় তাহাও) ব্রহ্মৈব (ব্রহ্মই অর্থাৎ সবই ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে) তেন (সেই) ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা (কর্ম্মরূপ ব্রহ্মে যিনি সমাহিতচিত্ত তাঁহার দ্বারা) ব্রহ্মৈব (ব্রহ্মই) গন্তব্যম্ (প্রাপ্তব্য)।

যজ্ঞ করিবার পাত্র ব্রহ্মস্বরূপ, হোমের ঘৃত ও ব্রহ্ম স্বরূপ, ব্রহ্মরূপ হোতা কর্ত্তৃক ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যে হোম হয় তাহাও ব্রহ্মস্বরূপই। এইরূপ কর্ম্মরূপ ব্রহ্মে যিনি সমাহিতচিত্ত তিনি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ যে ব্রহ্মৈকচিত্ত পুরুষ সর্ব্বকর্ম্মে কেবল ব্রহ্মবোধই করেন তিনিই ব্রহ্মলাভ করেন।

সঙ্গীত সংগ্রহ

শ্রীশ্রীগুরু সঙ্গীত

"যস্যদেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ"॥

ধ্যান

ওঁ ধ্যায়েচ্ছিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্
শ্বেতাম্বর পরিধানং শ্বেত-গন্ধানুলেপনম্
বরাভয়করং শান্তং করুণাময়-বিগ্রহম্
বামেনোৎপল-ধারিণ্যা শক্ত্যালিঙ্গিত-বিগ্রহম্
স্মেরাননং সুপ্রসন্নং সাধকাভীষ্ট দায়কম্॥

প্রণাম

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতম্
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং ত্বাং নমামি॥

ভৈরব—তেওরা

ভ্রূমধ্যে হের দ্বিদলে।

ত্রিতাপহর পরমানন্দকর গুরু চরণ কমলে।

শুক্লাম্বর কটি বিশাল বক্ষ মাঝে, সচন্দন শুক্ল ফুলমালা সাজে,
রকত-বাসা বামে শকতি রাজে, শত চাঁদ নিন্দি শ্রীমুখ উজলে॥
ভকতবৎসল বাঞ্ছা-কল্পতরু অহেতুক কৃপাসিন্ধু শ্রীগুরু,
প্রসন্ন দীন প্রতি ধরি দিব্যাকৃতি শ্রীসচ্চিদানন্দ লীলাছলে।
শান্ত মনোহর মধুর মূরতি স্নিগ্ধ শুভ্র শুদ্ধ জ্যোতি,
আব্রহ্ম সর্ব্ব পিতা প্রসূতি করুণা বীক্ষণ নয়ন যুগলে॥

ইমন্—চৌতাল

ধ্যাও গুরু স্বরূপ অমল অদ্বয় আনন্দময়
নিত্য নির্ব্বিকার নিরঞ্জন মন বুদ্ধি পারে সহস্রারে॥
ত্যজি এ জগৎ মিথ্যা মায়াময় নিরোধিয়া যত চিত্তবৃত্তিচয়
নাশিয়া বাসনা হও নির্ব্বিষয়
"এ নয় এ নয়" এই বেদান্ত বিচারে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে মিথ্যা দ্বৈত ভাণে
কোথা পাবে তাঁরে অহং অভিমানে
দেহ আত্ম বোধে মরীচিকা ভ্রমে বৃথা ভ্রম এ মরু মাঝারে।
দেশ, কাল, নাম, রূপ নাহি রয়,
ধ্যাতা, ধ্যান, ধ্যেয় ত্রিপুটী বিলয়,
পরিপূর্ণ শুদ্ধ চিদানন্দময় ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত চরাচরে॥

শ্রীগুরু স্তবাষ্টক

গৌড় সারঙ্গ—ঠুংরী

ভব-সাগর-তারণ-কারণ হে, রবি-নন্দন-বন্ধন-খণ্ডন হে,
শরণাগত কিঙ্কর ভীতমনে, গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥
হৃদিকন্দর-তামস-ভাস্কর হে, তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে,
পরব্রহ্ম পরাৎপর বেদ ভণে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥
মন-বারণ-শাসন-অঙ্কুশ হে, নরত্রাণ তরে হরি চাক্ষুষ হে,
গুণগান-পরায়ণ দেবগণে, গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥
কুলকুণ্ডলিনী-ঘুম-ভঞ্জক হে, হৃদি-গ্রন্থি-বিদারণ-কারক হে,
মম মানস চঞ্চল রাত্রদিনে, গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥
রিপু-সূদন মঙ্গল-নায়ক হে, সুখ শান্তি বরাভয়-দায়ক হে,
ত্রয় তাপ হরে তব নামগুণে, গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥
অভিমান-প্রভাব-বিমর্দ্দক হে, গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে,
চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তি ধনে, গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥
তব নাম সদা শুভ-সাধক হে, পতিতাধম-মানব-পাবক হে,
মহিমা তব গোচর শুদ্ধ মনে, গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥
জয় সদ্‌গুরু ঈশ্বর-প্রাপক হে, ভব-রোগ-বিকার-বিনাশক হে,
মন যেন রহে তব শ্রীচরণে, গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥

ভৈরব—তেতালা

গুরুনাথ সওয়নকে নিত সুমরে মন
জীবিত ছিন ভৌঙ্গুর।
জো চাহে তুঁ চতুর সুখ সৌম্পদ,
মৌঙ্গল নাম কমল মুখ সোঁ বদ,
জাকি কৃপা সব পূরত কাম ॥

থাম্বাজ—তেতালা

নমন করুঁ ম্যয় সদ্‌গুরু চরণা।
সব দুখ হরণা ভব নিস্তরণা ॥
শুদ্ধ ভাব ধর ঔন্তঃ করণা।
সুর নর কিন্নর বৌন্দিত চরণা ॥

হাম্বীর—তেতালা

নমন করুঁ ম্যয় গুরু চরণা,
ভব-ভয়-হরণা বন্দিত-চরণা,
তরণা প্রণত-জন-সুশরণা ॥
কলিমল-হরণা সবসুখ-করণা,
অভয়-বিতরণা জগদুদ্ধরণা,
পাতক-হরণা ॥

শ্রীশ্রীগায়ত্রী সঙ্গীত

ওঁকার

"সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণিচ যদ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ
ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥"

ইমন্—চৌতাল

ঐ রে ওঁকার ঝঙ্কার শুনি শ্রবণ ভুলিল মানসে মাতায়।
এ নামেতে নামী না জানি গো তুমি কত সুখময় ভাবা নাহি যায়॥
অণু বা বৃহৎ সৃষ্টি চরাচরে, সৃষ্টি স্থিতি লয়ে স্থূলে সূক্ষ্মাকারে,
স্পন্দনে স্পন্দনে অন্তরে বাহিরে প্রতি পরমাণু অবিরাম গায়॥
স্বর ত্রিসপ্তক গান্ধারাদি গ্রামে, রাগ তরঙ্গে ভিন্ন রূপে নামে,
ওঁকারে জনমে, ওঁকারে বিশ্রামে, ছন্দ শেষে সমে ওঁকারে মিলায়;
সত্ত্ব রজস্তমঃ প্রাতে তমঃপ্রায়, প্রকৃতির সনে অক্ষরে লুকায়,
তুমি, আমি, ইদং ভেদজ্ঞান যায়, যে বুঝে সে বুঝে কে বুঝিবে
কায়॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা

স্বরূপে আপন আছ সর্ব্বক্ষণ অন্য কিছু নাহি আর।
নীরব নিঃস্পন্দ সচ্চিদানন্দ নিরালম্ব নিরাকার॥
এক অদ্বিতীয় লীলার ছলনে, কতই ছন্দে কত স্পন্দনে,
কেন হও তুমি না জানি কেমনে সগুণ বহু সাকার॥
বেদ যাঁরে মন্ত্রে করে আমনন, যাঁর লাগি যত তপ আচরণ,
ব্রহ্মচর্য্য যাঁহারই কারণ তুমি সেই ওঁকার॥

আবাহন

আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রি ছন্দসাং মাতঃ ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তুতে॥

ভৈরব—একতালা

এস মা গায়ত্রি! ভুক্তি মুক্তি দাত্রি
সর্ব্বভূতধাত্রি চৈতন্যকারিণি!
দূরকর মায়া, হও গো সদয়া,
দেহ পদ ছায়া, অবিদ্যাবারিণি!
মন্ত্র মাত্র গানে মোহে হয় ত্রাণ,
ধীরে ধীমুকুরে স্ফুরে তত্ত্বজ্ঞান,
তেঁই সে গায়ত্রী বেদমাতা নাম,
আদর করে দেছেন বিশ্বামিত্রমুনি॥
বহুভাবে লীলা করি অভিলাষ
ঈক্ষণে ব্রহ্মাণ্ড কর মা প্রকাশ,
ত্রিগুণে ত্রিরূপে সৃষ্টিস্থিতি নাশ
একা স্বপ্রকাশ জ্যোতিঃস্বরূপিণি;
ত্রিলোকে ত্রৈবিদ্য ত্রয় অবস্থায়
নাভি-হৃদ্-মূর্দ্ধণি ত্রিবর্ণ ধেয়ায়,
ঋগ্-যজুঃ-সাম পাদত্রয় গায়
ত্রিগ্রাম ত্রিসপ্ত ত্রিমাত্র চারিণি॥

পর পদ তব তুর্য্য নিরুপাধি,
যে প্রভাবে প্রভু রুদ্র বিষ্ণুবিধি,
সদা সমাহিত যাহে সনকাদি
শুদ্ধ কর বুদ্ধি সৎ-স্বরূপে জানি।
আবির্ভব মম হৃদয় গহ্বরে,
সারদে, অভয়ে, বরদে, ত্র্যক্ষরে!
পদে করি লীন ধন্য কর মোরে
নমোনমো নম ওঁ ব্রহ্মযোনি ॥

প্রাতঃসন্ধ্যা

ভৈরবী—জলদ একতালা

টুক্‌টুকে লাল কে মা তুমি সকালবেলা হাঁসে বসে'।
রাঙ্গা রবির মাঝখানে ঐ একাকিনী দূর আকাশে ॥
কমণ্ডলু বাম করে, অক্ষসূত্র ধরি অপরে,
কচি মেয়ে কার মরিরে রাঙ্গা ঠোঁটে মৃদু হাসে ॥
গায়ত্রীনাম কে তোর দিলে, এত সুন্দর কে সাজালে,
বুকে ধরে' আপন করে' সাধ হয় রাখি ভালবেসে ;
মা তুই আমার মন বলে, নেমে আয় মা আমার কোলে,
তোরে ডেকে তোরে দেখে আনন্দে রই দোঁহে মিশে ॥

মধ্যাহ্নসন্ধ্যা

দেশ টোড়ী—চৌতাল

কে উজ্জ্বল সূর্য্যমণ্ডল মাঝে যৌবনে ঢল ঢল ঢল
আয়ত লোচনে শান্তি বিমল গরুড়-বাহনে বিহরে।
ফুল্ল নীল কমল ভাতি বিশ্বপালিনী বিষ্ণুশক্তি,
সনকাদি যাঁরে করেন প্রণতি পরম ভকতি ভরে॥
ত্রিদেব বন্দিত শ্রীপদ নখরে, আনন্দ অমৃত নির্ঝর ঝরে,
যজুর্ব্বেদ রূপা দিব্য চতুষ্করে, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বিতরে;
প্রেম পুলকে হইয়া মগন, পদপদ্ম মধু পিও ওরে মন,
পুনঃ নাহি হবে জনম মরণ ডুবিলে ও রূপ সাগরে॥

সায়ংসন্ধ্যা

গৌরী—একতালা

ঐ এলোরে সর্ব্বনাশী।
ডম ডম ডম ডমরু বাজায়ে বৃদ্ধা বৃষভে বসি॥
উদ্যত করে শূল সুভীষণ, পরিধানে ব্যাঘ্র-চর্ম্ম-বসন
হাড়মালা গলে ভস্মবিভূষণ শুভ্রা শুভ্রকেশী॥
তিমির-গ্রস্ত-অস্ত-সূর্য্যে, অঙ্গে কাল ভুজঙ্গ গর্জ্জে,
ত্রিনেত্র লাল অনল ভাল কণ্ঠে গরলরাশি;
রুদ্রাণীরূপা বিশ্ব নাশিতে, ভয়ঙ্করী ভব ভয় নিবারিতে,
ভূমানন্দোদয় হেন লয় চিতে, হেরি যদি স্বশিরসি॥

শ্রীশ্রীগণপতি সঙ্গীত

ধ্যান

ওঁ খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্র-বদনং লম্বোদরং সুন্দরম্
প্রস্যন্দন্মদ-গন্ধ-লুব্ধ-মধুপ-ব্যালোল-গণ্ডস্থলম্ ।
দন্তাঘাত-বিদারিতারি-রুধিরৈঃ সিন্দূর শোভাকরম্
বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্ ॥

প্রণাম

কেদারা—ঝাঁপতাল

যতো বুদ্ধিরজ্ঞাননাশো মুমুক্ষো-
র্যতঃ সম্পদো ভক্তসন্তোষিকাঃ স্যুঃ ।
যতো বিঘ্ননাশো যতঃ কার্য্যসিদ্ধিঃ
সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ ।

ইমন কল্যাণ—তেওরা

দশন দারিত শত্রু শোণিত রঞ্জিত সিন্দূরাভ সুন্দর !
স্থূল তনু গজ-বদন গণপতি খরব গৌরীসুত-লম্বোদর ॥
লোল গণ্ডযুগে পুঞ্জে পুঞ্জে মদ-গন্ধ-লুব্ধ মধুপ গুঞ্জে ।
মানস রঞ্জে চরণ কঞ্জে সাধকাভীষ্টদ নমো বিঘনহর ॥

ললিত—তেতালা

বিঘন হরণ গৌরীকে নৌন্দন
পূরণ করণ সকল মন কাজ।
এক দৌন্ত দয়া বৌন্ত চতুর ভুজ
হমরী অরজ শুনো মহারাজ॥

ভৈরব—চৌতাল

তুম্ হো গণপত দেব বুধ দাতা শীষ ধরে গজশুণ্ড॥
যোই যোই ধ্যাবত, সোই সোই ফল পাবত,
চন্দন লেপ কিয়ে ভুজদণ্ড॥
সিদ্ধেশ্বর নাম তুঁহারি, কহিয়ত যে বিদ্যাধর,
তিন লোগ মধ সপ্তদ্বীপ নবখণ্ড;
তানসেন তুমকো নিত সুমরত
সুর-নর-মুনি-গুণী গন্ধর্ব্ব পণ্ডিত॥

ভৈরব—ঝাঁপতাল

গণেশ গজমুখ সিদ্ধি বিধায়ক।
গিরীন্দ্র নন্দিনী নন্দন নায়ক॥
জিনি নবারুণ সিন্দূর শোভন
লম্বোদর তনু জগজন মোহন।
অভীষ্ট দায়ক বিঘ্ন বিনাশক
প্রাতঃ স্মররে দেব বিনায়ক॥

ভূপালী—কাওয়ালী

গাইয়ে গণপতি জগবন্দন,
শংকর সুঅন ভবানীনন্দন।
সিদ্ধি-সদন গজ-বদন বিনায়ক,
কৃপাসিন্ধু সুন্দর সব লায়ক॥
মোদক প্রিয় মুদমঙ্গল দাতা,
বিদ্যাবারিধি বুদ্ধিবিধাতা॥
মাঁগত তুলসীদাস করজোরে
বসহিঁ রামসিয়া মানস মোরে॥

ঝিঁঝিট—একতালা

এক রদন লম্বোদর নগ নন্দিনী নন্দন।
দ্বিরদ বদন সিদ্ধি-সদন সুর নর মুনি বন্দন॥
বেদতন্ত্রাচার্য্য শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মবিদ্যাবিদ্বরিষ্ঠ।
আদি পূজ্য ভক্তাভীষ্টদায়ক হৃদি রঞ্জন॥
গণপতি গতি মুক্তিদাতা বিঘ্ন হরণ মোহ ত্রাতা।
ওজোবীর্য্য ধৈর্য্যদাতা ভজনানন্দ বর্দ্ধন॥

বাগেশ্রী—তেওরা

গণপতি গণেশ গণনায়ক সিদ্ধিদাতা
বিঘ্ননাশন সকল জন মন মোহিত।
মূষিক-বাহন করীন্দ্র-বদন, সুরাসুর নর মুনি বন্দন,
রুদ্র-কুমার ত্রিলোক পূজিত॥
অরুণ-কিরণ-নিন্দিতবরণ ফণী মণি মুকুট শোভন,
অঙ্গে ঝলসিছে রত্ন অগণন, তোমারি গুণ তুলনাতীত॥
গোপেশ্বর যেন ও রাঙ্গা চরণে, নিশিদিন মগন থাকে একমনে,
কাতর-তারণ দয়ানিধে, যাচিছে তব পাশে নিয়ত॥

বাগেশ্রী—একতালা

গণেশ, গণ-নায়ক, করীন্দ্রবদন।
সুরাসুর-শিরোরত্ন-চুম্বিত-চরণ॥
বিঘ্ন বিনাশক, প্রণত-জন-পালক,
জ্ঞানাধার, জ্ঞানদাতা, মূষিক-বাহন॥
কুমার, ত্রিলোক-ত্রাতা, বিনায়ক, সিদ্ধিদাতা,
একদন্ত, গণপতি, মুনীন্দ্র বন্দন ;
তরুণ-অরুণ-কান্তি, নাশ প্রভো ! মনোভ্রান্তি,
অজ্ঞান-নাশক, মম মানস-রঞ্জন॥

তিলক কামোদ—তেওরা

বিঘ্ন-হরণ বুধ বিনায়ক নায়ক একদন্ত লম্বোদর
ধরণী ধরত গণপতি গুরু গণেশ।
ঋদ্ধি সিদ্ধিকে দাতা গজেন্দ্র-আনন,
কামনা পূরণ কীজে, দীজে শাস্ত্র প্রসাদ,
তাপর গুণী! গুণী কর বিদ্যা পর দীজে
হর লীজে কণ্ঠ-কলেশ॥

ভৈরব—চৌতাল

লম্বোদর গজানন গিরিজাসুত গণেশ,
এক-রদন প্রসন্ন বদন অরুণ ভেষ।
নরনারী গুণী গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ তম্বুর মিলি,
ব্রহ্মা বিষ্ণু আরত পূজত মহেশ॥
অষ্টসিদ্ধ নববিধ মূষিক বাহন
বিদ্যাপতি তোহি সুমরত তিন কো নিত শেষ।
তানসেনকে প্রভু তুমহি কুঁ ধ্যাবে
অবিঘন রূপ বিনায়ক রূপ স্বরূপ আদেশ॥

শ্রীশ্রীসূর্য্য সঙ্গীত

"ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষ্যাৎ"—ব্রহ্মসূত্র।

ধ্যান

ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং
ভানুং সমস্ত জগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈর্ম্মাণিক্য
মৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্॥

প্রণাম

জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

ভৈরব—একতালা

আদিত্য গোলকে পরম পুলকে হের নিত্য নিরঞ্জন।
প্রভায় যাঁহার বুদ্ধি অহঙ্কার ভাতে ইন্দ্রিয় মন॥
ভূর্ভুবঃ স্বঃ সর্ব্ব চরাচরে ওতপ্রোত ব্যাপ্ত অন্তরে বাহিরে।
বুদ্বুদের প্রায় যাহে হয়, যায় বিশ্বসৃষ্টি অগণন॥
এই অহং, বুঝ ইহা কিসে রয়, নিরালম্বে সর্ব্ববৃত্তি কর লয়
জ্ঞানানন্দময় আমি সে অদ্বয় সত্যমুক্ত সনাতন॥

শ্রীশ্রীনারায়ণ সঙ্গীত

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥"

ধ্যান

ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ!
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটীহারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃত শঙ্খচক্রঃ ॥

প্রণাম

নমো ব্রহ্মণ্য-দেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায়চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা

প্রিয় সুখময় হিরণ্ময় তনু মরি কিবা সাজে।
কমলাসনে নারায়ণ তপন-মণ্ডল মাঝে ॥
শঙ্খচক্র শ্রীকর কমলে,
কেয়ূর বাহুমূলে হার গলে,
কনক কুণ্ডল শ্রবণযুগলে শিরে কিরীট বিরাজে ॥

যোগীয়া ভৈরব—কাওয়ালী

অজ্ঞান তমো বারণ সগুণ চিজ্জ্যোতি ঘন।
নবীন নীরদ অঙ্গে ক্ষরে কত সুধাকর অগণন ॥
রকত শতদল জিনি আনন্দখনি,
ভকত মনোহর চরণ দুখানি,
তাহে মধুর ধ্বনি রতন শিঞ্জিনী পীতাম্বর গ্রন্থিভূষণ ॥
আয়ত-পদ্ম-পলাশ-লোচন,
বিম্বাধরে মৃদুহাস অতুলন,
দানব-দলন ত্রিদশ-পালন নমো নমো নারায়ণ ॥

সুরট মিশ্র—একতালা

স্থির-গভীর-ক্ষীর-সাগর-নীরে সুভোগী শেষ-শয়ন,
শুদ্ধ-সত্ত্ব-তনু শীতল উজল কান্তি-শান্তি-সদন।
রক্তিমাভ নীল পদপদ্মতল, ধ্বজবজ্রচিহ্ন তাহে সুমঙ্গল,
রাখিয়া কমলা কোলে পরম যতনে সেবে সর্ব্বক্ষণ ॥
পরিহিত চারু পীত পট্টাম্বরে, অচলা চপলা যেন জলধরে,
শঙ্খচক্র গদাপদ্ম চতুষ্করে, করী-অরি জিনি কটিতট ক্ষীণ ;
নাভি সুগহ্বর, বক্ষ সুবিশাল, গলে শুক্র ফুল্ল বন ফুলমাল,
শ্রীবৎসাঙ্ক ছলে ভকত বৎসল, ভৃগুপদ হৃদে করেন ধারণ ॥
শুকচঞ্চু জিনি নাসা সুগঠন, প্রশস্ত ললাটে তিলক শোভন,
কর্ণে ঝলমল রতন কুণ্ডল, ফুল ধনু ভুরু প্রসন্ন আনন ;
মস্তক মুকুটে কোটি শশিকর, রক্ত বিম্বাধরে সুধার সাগর,
আকর্ণ আয়ত আঁখি বিস্ফারিত, রমা-মনোহর নমো নারায়ণ ॥

শ্রীশ্রীশিব সঙ্গীত

(ধ্যান)

ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজত-গিরিনিভং চারু চন্দ্রাবতংসম্
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশু-মৃগ-বরাভীতি-হস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্র-কৃত্তিং বসানম্
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিল-ভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥

প্রণাম

নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়-হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥

ভৈরব—চৌতাল

ত্রাণ কর হে শঙ্কর।
আশুতোষ নাম, গুণে গুণ-ধাম,
হর মম দুঃখ হর হর হর॥
বিপদ কাণ্ডারী, প্রভু ত্রিপুরারি, বিখ্যাতগুণ ত্রিপুর।
পাপে হয়ে ভারি ভবে ডুবে মরি, ওহে গঙ্গাধর ধর ধর ধর॥
ওহে ত্রিনয়ন ত্রিতাপ হারী,
ত্রিপুরান্তক ত্রিশূলধারী
ত্রিজগত পাপ তাপ নিবার, কৃপানয়নে হের।
কি কর শঙ্কর শমন কিঙ্কর বাঁধে কর হে কি কর?
কর শত্রুক্ষয়, ওহে মৃত্যুঞ্জয়, দাশরথি কাঁপে থর থর থর॥

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

পীত জটা শিরে গঙ্গা উমঙ্গত ভাল বিশাল শশাঙ্ক বিরাজত।
লোচন তিন নাশে দুঃখ মোচন, আনন কানন কুণ্ডল শোভিত॥
অঙ্গে বিভূতি ধরে অহিভূষণ, শূল লিয়ে করে ডমরু বাজত;
রূপ অনুপ সদা শিব মূরত, ভৈরব রাগ মহা ছবি ছাজত॥

ভৈরব—চৌতাল

শীষ জটা নিমে গঙ্গা তরঙ্গ, ত্রিলোচন, চন্দ্র ললাট উপর।
লাল বিশাল ফণী শিখরী মণি, জ্যোত লসৈ কছু কুণ্ডল দুপর॥
বাঘাম্বর পহন শুভ্রবরণ, নীলকণ্ঠ নরমুণ্ড শোহে কণ্ঠপর।
হর রূপ কীয়ে ত্রিশূল লিয়ে, হর বল্লভ রীঝ বড়ো ডমরু পর॥

ভৈরব—তেওরা

হর হর হর শশাঙ্কশেখর শম্ভু শঙ্কর পিনাকধারী!
দেব ত্রিলোচন বৃষভবাহন জয় মহাকাল কাল-ভয়হারী॥
রজতশিখর শিরে জটাজুট গলে হাড়-মালা কণ্ঠে কালকূট,
ভালে বিভাবসু-নিভা পরিস্ফুট ধক্ ধক্ ধক্ জ্বলে অনিবার॥
শিরে সুরধুনী করে কুলু কুলু, ভাঙ্গ ধুতুরায় আঁখি ঢুলু ঢুলু,
নাচে সঙ্গে রঙ্গে ভূত প্রেতকুল, করে শূল দেব দেব ত্রিপুরারি॥
বিভূতি-ভূষণ, অঙ্গে ভুজঙ্গম, কটিতে শার্দ্দূলচর্ম্ম মনোরম,
পঞ্চমুখে সদা বম্ বম্ বম্, জয় ব্যোমকেশ শ্মশানবিহারী॥

শ্রীরাগ—ঝাঁপতাল

শশী-ভাল শোভে, সুরেশ্বরী শিরপর বিরাজত,
অরধ নয়ন, রুণ্ডমাল, দিগম্বর, ঈশ্বর।
বিভূতিভূষণ অঙ্গ, ঔর বৃষবাহন,
করে ত্রিশূল ধারণ, উমাপতি শঙ্কর ॥
মহাদেব, দেবেশ, মৃত্যুঞ্জয়, গণেশ,
বিশ্বম্ভর, মহাযোগী, মহেশ্বর ;
তেঁহারি চরণ ধ্যান করত গোপেশ,
দরশ দীজে দয়াল, শম্ভু শিব হর হর ॥

ভৈরব—ঝাঁপতাল

যোগাসনে মহা ধ্যানে মগ্ন যোগীবর,
অনন্ত তুষারে যেন অনন্ত শেখর ॥
প্রলয়-নীরব মাঝে, একাকী পুরুষ রাজে,
ভয়ে অগ্নি ভস্ম মাঝে ঢাকে কলেবর ॥
শিশু শশী নাহি আর, অন্ধকার নিরাকার,
এক, নাই দুই আর, প্রকৃতি নিথর।
কাল বদ্ধ বর্ত্তমানে, ব্যোমকেশ ব্যোম পানে,
নিত্য সত্য পূর্ণ জ্ঞানে, পূর্ণ মহেশ্বর ॥

ভৈরব—ঝাঁপতাল

শশধর-তিলক-ভাল গঙ্গা জটাপর,
করে লিয়ে ত্রিশূল রুদ্র বিরাজে।
ভস্ম অঙ্গ ছায়ি, গলে রুণ্ডমালা,
ভৈরব ত্রিলোচন হর যোগী সাজে॥
আসন-বাহন-বৃষ বসন মৃগ ছালে,
কালকূট কণ্ঠে ভরা, তিমির লাজে ;
গাবত হরিগুণ শ্রবণে অতি মধুর,
ধ্যাবত তান রাগে সদা হৃদি মাঝে॥

বসন্ত—তেওরা

ডমরু হর করে বাজে বাজে।
ত্রিশূল-ধর-অঙ্গ ভসম ভূষণ ব্যালমালা গলে বিরাজে॥
পঞ্চবদন পিনাকধর শিব, বৃষভবাহন ভূতনাথ,
রুণ্ড মুণ্ড গলে বিরাজিত অজর অমর দিগম্বর রে॥

কানাড়া—সুরফাক্তা

হর হর হর ভূতনাথ পশুপতি।
যোগীশ্বর মহাদেব শিব পিনাকপাণি॥
ঊর্দ্ধ জ্বলত জটাজাল, নাচত ব্যোমকেশ ভাল,
সপ্তভুবন ধরত তাল টলমল অবনী॥

ভৈরবী—ধামার

ধবল তুষার জিনি সিত শুভ্র কলেবর,
কনক বরণী সনে নেহার হে দিগম্বর ॥
ফণীমালা মণিমালা ঝলকে উজ্জ্বল জ্বালা
রাজীব চরণদল, ক্ষরে তাহে রবিকর ॥
দুগ্ধময়ী বারি মাঝে, মকরবাহিনী রাজে,
নলিনী ভূষিতা ঐ বরাভয়া বামা হের ॥

ইমন—সুরফাক্তা

শঙ্কর শিব পিনাকী গঙ্গাধর, বিষধর বামদেব ঈশ্বর ডমরুকর।
ভস্ম-অঙ্গ সোহে ভুজঙ্গ ভাল-চন্দ্র, শৃঙ্গী ফুঁকত হ্যায় ভোলা দিগম্বর ॥
তিলক-ললাট গলে রুণ্ডমাল, ত্রিনয়ন বরদাতা গৌরীসঙ্গ ত্রিশূলধর।
পশুপতি বিশ্বনাথ মৃত্যুঞ্জয়, জপ মহাদেব নাম হর হর ॥

ছায়ানট—সুরফাক্তা

শম্ভু হর মহেশ, আদি ত্রিলোচন।
ভবভয়হর ভবেশ, দীননাথ দানবদলন দীনেশ্বর ॥
জটাজূট পিনাকী, ভস্ম রুণ্ডমালা গরল গলেধর হর, ওহে বাঘাম্বর॥
নাচত চন্দ্রভাল, বম্ বম্ বাজে ঘন ঘন,
অতি অপূর্ব্ব হরিগুণ গাবে ত্রিপুরেশ্বর ;
বীরচন্দ্র নরপতি প্রকাশ কর নাদ,
অধর ধরে সুমধুর তান সাঁচী সুন্দর ॥

বেহাগ—তেওরা

জপত মন আনন্দ শিব শিব ;
জাহী সুমিরত, বিঘ্ন বিনাশত, কাটত যম কে ফন্দ ।
তিন লোক দয়াল, দাতা, হরত দুঃখ ঔর দ্বন্দ্ব ॥
বৃষভবাহন, রুচি ধতুরা শিবকে ভোজন ভাঙ্গ ।
ওঢ়না বাঘাম্বর, শির জটা-রমণিত গঙ্গ ॥
রুণ্ডমাল-ত্রিশূল-ডমরু-ভসম-শোভিত-অঙ্গ ।
তিন নেত্র, বিশাল মূরতি, তিলক-রাজিত-চন্দ ॥
ভূত প্রেত পিশাচ ভৈরব যোগিনী জিনকে সঙ্গ ।
পার্ব্বতীপতি চরণ কী রতি জপত ব্রহ্মানন্দ ॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী

(শিব) শঙ্কর বম্ বম্ ভোলা, কৈলাসপতি মহারাজ রাজা ।
ওঢ়ে সিংহ কি খাল, গলে ব্যাল-মাল, লোচন বিশাল
হ্যায় লালে লাল ; ভালে চন্দ্র শোভে সুন্দর বিরাজা ॥

খাম্বাজ—চৌতাল

শম্ভু শিব শঙ্কর হর শৈলরাজ-তনয়া-বর
চন্দ্রচূড় ত্রিপুর-মথন, স্মরহর শিব মৃত্যুঞ্জয় ।
শ্মশান-বিভূতি-বিভূষিতাঙ্গ, প্রখর প্রমথ পঙ্ক সঙ্গ,
শিরসি গঙ্গা গতি-তরঙ্গ, চরণ-শরণ-জন-কৃপাল ॥

ছায়ানট—সুরফাক্তা

শম্ভু হর নাচত ডমরু করে।
বাজাবত গজবদন লম্বোদর মৃদঙ্গ আনন্দ ভরে॥
পঞ্চবদন পিনাকী নাদ আলাপ করে, গাবে জলধিজল ধীর গভীরে।
রঙ্গনাথ নিরখত মোহন অনুপম জ্যোতিঃ সো বিরাজে॥

দরবারী কানাড়া—ঝাঁপতাল

গৌরাঙ্গ অরধাঙ্গ গঙ্গা তরঙ্গে, যোগী মহাযোগ কা রূপ রাজে।
বাঘছাল মুণ্ডমাল, শশীভাল করতাল,
তাঁ ডেক্ ডিমি ডিমিক ডিমি ডমরু বাজে॥
অম্বর বাঘাম্বর দিগম্বর জটাজূট ফণিধর ভুজঙ্গেশ অঙ্গ বিভূতি ছাজে।
বাণী বিলাস তুয়া ধাতা বিধাতা, যাতা সকল দুখ সদাশিব বিরাজে॥

সিন্ধু—ঝাঁপতাল

চিন্ত চিদাকাশে রজত-গিরি-নিভ মহেশ্বর।
শারদ-চারু-চাঁদ কত নিরমল নীলাম্বরে॥
রতনকল্লোজ্জ্বল, অঙ্গকান্তি সুবিমল,
পরশু মৃগ বর অভয় রাজে হের চতুষ্করে॥
প্রসন্ন পদ্মাসন, বেষ্টিত অমরগণ,
করে স্তুতি সজল নয়ন ভকতি ভরে জোড়করে॥
ব্যাঘ্র-কৃত্তি-বসান, বিশ্বাদ্য, বিশ্বকারণ,
পঞ্চানন, ত্রিলোচন, নিখিল-ভয়-হর হরে॥

সাহানা—ঝাঁপতাল

শিবময় এ সংসার ওরে জীব কি জাননা।
প্রকৃতি প্রভাবে শিবে করিছ জীব কল্পনা॥
যেই শিব সেই জীব, যেই জীব সেই শিব,
শিব ভিন্ন নহে জীব, যথা জলে বিম্ব ফেণা॥
শিব হতে এই জীব, এই জীব হয় শিব,
শিবপদ পায় জীব, শিব ভাবিয়ে,
অতএব ওরে জীব, সদা ভাব সদাশিব,
আছ জীব হবে শিব কি আর বল ভাবনা॥

ইমন—তেওরা

কে বৃষপরে, বম্ বম্ করে, বিমল কমলে চরণ দুখানি।
ত্রিশূলধারী, জটাজূট শিরে গরজে ফণী॥
হাড়মাল গলেতে লম্বিত, ইন্দু ভালে বিভূষিত,
আজানুলম্বিত বাহু সুললিত, জটাতে শোভিছে মা সুরধুনী॥

সিন্ধুমিশ্র—একতালা

নাচে বাহু তুলে, ভোলা ভাবে ভুলে, ববম্ ববম্ বাজে গালে।
(কিবা) রজতভূধর নিন্দি কলেবর, শশাঙ্ক সুন্দর শোভে ভালে॥
প্রেমধারে ত্রিনয়ন ছল ছল, ফণী ফন্ন ফণা জাহ্নবী কল কল,
জটা জলদজাল মাঝে॥

ইমন-কল্যাণ—কাওয়ালী

আশুতোষ শিব শঙ্কর ভোলা।
আধ চাঁদ ভালে, কপোলে কুণ্ডল কণ্ঠে হলাহল ফণীন্দ্র দোলা॥
বিভূতিভূষণ বৃষবরবাহন, বাঘাম্বরধর ডমরুবাদন,
ববম্ ববম্ উথলে ঘন রোল, ফণীমণীউজল জটা জলদজাল,
কল কল খল খল উথলে গঙ্গা॥

ঝিঁঝিট—একতালা

ভাঙ্গ খেয়ে বিভোর ভোলানাথ ভূতগণ সঙ্গে নাচিছে।
সদা কালী কালী কালী ব'লে মধুর ডমরু বাজিছে॥
শিরেতে শোভিছে জটাজূটফণী, ললাটে শোভিছে দেবী মন্দাকিনী,
চরণ প্লাবিয়া ভূধর ধরণী, কুলু কুলু ধ্বনি করিছে॥
বামেতে শোভিছে ভুবনমাতা, কি কব রূপ কি কব কথা,
চারি পাশে হেমলতা জড়িত জড়িত রয়েছে॥
কর্ণেতে শোভিছে ধুতুরার ফুল, ধুতুরা পানে আঁখি ঢুলু ঢুলু,
কালীধ্যানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম খসিয়া খসিয়া পড়িছে॥

কর্ণাটী—একতালা

তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা, বম্ বব বাজে গাল।
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে, দুলিছে কপাল মাল॥
গরজে গঙ্গা জটামাঝে, উগরে অনল ত্রিশূল রাজে,
ধক্ ধক্ ধক্ মৌলিবন্ধ জ্বলে শশাঙ্কভাল॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী

শিব শঙ্কর বম্ বম্ ভোলা।
বিভূতিভূষণ, দেব ত্রিলোচন, বৃষরাজরাজে বামে গিরিবালা;
রাজ রাজেশ্বর দেবাদিদেব হর ঢুঁড়ে শ্মশান ঘোরে যোগীরাজবর
জটাজূটধর, বাস বাঘাম্বর, করে শূল গলে হাড়মালা॥
প্রেমানন চারু, ভাবে ঢল ঢল, আঁখি ছল ছল, ভকতবৎসল ;
করুণ নয়নে, হেরি ভকতজনে, হরিছে ভবেশ ভবজ্বালা॥

ভৈরবী—দাদরা

নাচে পাগলা ভোলা বাজে বম্ বম্ বম্ ;
শিঙ্গা বাজিছে ভোঁ ভোঁ ভম্ ভম্ ভম্॥
শিরে করিছে গঙ্গা কল্ কল্ কল্, চরণ চাপেতে ধরা টল্ টল্ টল্,
মৃদঙ্গ ধরে তাল তাথম্ তাথম্॥
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে, ফন্ ফন্ ফন্ ফন্ ফণী গরজে,
নাদ উঠিছে সোঽহং সোঽহং॥

ইমন কল্যাণ—সুরফাক্তা

শঙ্কর মহাদেব ত্রিলোচন ত্রিপুরারি পরমেশ্বর প্রভু ঈশ মহেশ।
ধূর্জ্জটি স্মরহর শম্ভু শুভঙ্কর শশাঙ্ক-শেখর শিব যোগেশ্বর ;
পিনাকী ব্যোমকেশ ত্র্যম্বক গঙ্গেশ ভূতনাথ ভুবনেশ॥

আলাহিয়া—একতালা

যোগি হে, যোগি হে, কে তুমি হৃদি আসনে।
বিভূতি-ভূষিত শুভ্র দেহ নাচিছ দিক্‌বসনে॥
মহা আনন্দে পুলক কায়, গঙ্গা উথলি উথলি ধায়,
ভালে শিশু-শশী হাসিয়া চায়, জটাজূট ছায় গগনে॥

ভীমপলশ্রী—একতালা

বিশ্বেশ্বর বিশ্ব-পাবন ভব ভব-ভয়-ভঞ্জন,
মৃত্যুঞ্জয় মদন-দমন মরণ-জনম-নিবারণ॥
চরণ সরোজে নবারুণ ছটা, তাহে বিল্বদল চন্দনের ছিটা,
শার্দ্দূল ছালে কটিতট আঁটা যোগীজন-মনোমোহন॥
গলে হাড়মালা দল দল দোলে, বব বব বম্ বাজে ঘন গালে,
বাজায়ে ডমরু নাচে তালে তালে, নাচে সাথে ভূত অগণন॥
পন্নগভূষা পিনাকপাণি, ঝলমল ভালে জ্বলে নিশামণি,
কুলু কুলু শিরে বহে মন্দাকিনী, ঢুলু ঢুলু প্রেমে দু'নয়ন॥
সৃষ্টিলয়কারী জগতপিতা, জ্ঞানময় প্রেম ভকতিদাতা,
এ দীন সন্তানে ভুলে আছ কোথা, নিজ গুণে দাও দরশন॥

কেদারা—কাওয়ালী

জয় শিব শঙ্কর হর ত্রিপুরারি, পাশী পশুপতি পিনাকধারী।
শিরে জটাজূট কণ্ঠে কালকূট, সাধক-জন-গণ-মানস-বিহারী॥
ত্রিলোকপালক ত্রিলোকনাশক, পরাৎপর প্রভু মোক্ষবিধায়ক,
করুণানয়নে হের ভকত জনে, লয়েছি শরণ চরণে তোমারি॥

কেদারা—ঠুংরী

জয় পরমেশ্বর পরম ভিখারী, কল্পমেরু গুরু যোগ আচারী।
তরুতল আলয়, বসন দিশাচয়, ভীত-নিরাশ্রয়-ভবভয়হারী।
হর করুণাকর বরদাভয়কর, মদন-মান-হর শিব শুভকারী॥

কেদারা—ঢিমে তেতালা

'শিব শিব,' বল জীব ঘুচিবে অশিব সব,
শিব নাম ভরসা করি বিশ্ব পালেন কেশব।
বিরিঞ্চি করেন সৃষ্টি, শিব পদে রাখি দৃষ্টি,
কালচক্র গ্রহ রিষ্টি, শিব নামে পরাভব॥
শিব এ বিশ্বের সার, জ্ঞান-গুরু বিশ্বাধার,
শিব বিনা নাহি আর, নিস্তার-কারণ ,
অতএব শিব নাম, গান কর অবিরাম,
পাইবে পরম ধাম নামের গুণ কি কব॥

ঝিঁঝিট—দাদ্‌রা

গঙ্গাধর মহাদেব শুন পুকার মেরী।
দীজিয়ে বর বেগী নাথ কাহে করত দেরী॥
চন্দ্র ভাল কৃপা নিহাল মেটো ভ্রম মোহজাল,
কাশীমে বসাও নাথ কৃপা দৃষ্টি ফেরি॥
দেবীকে সহায় সদা সেবক তেরো কহায়,
আনন্দবন বাস আশ যাচত করজোরী॥

ঝিঁঝিট—দাদ্‌রা

শঙ্কর মহাদেব দেব সেবক সুর জাকে।
ভস্ম অঙ্গ শীষ গঙ্গ, বাহন অতি বল প্রচণ্ড,
গৌরী অরধাঙ্গ সঙ্গ ভঙ্গ রঙ্গ ছাকে॥
ধ্যাবত সুর নর মুনীশ, গাবত গিরিজা গিরিশ,
পাবত নহী পার শেষ ব্রহ্মাদিক থাকে॥
বর্ণত জন তুলসীদাস, গিরিজাপতি চরণ আশ,
ঐ সে বর বেশ নাথ ভক্ত হেতু তাকে॥

ইমন-ভূপালী—কাওয়ালী

ভূতনাথ ভব ভীম বিভোলা, বিভূতিভূষণ ত্রিশূলধারী।
ভুজঙ্গ ভৈরব বিশাল ভীষণ, ঈশান শঙ্কর শ্মশানচারী॥
বামদেব সিতিকণ্ঠ উমাপতি, ধূর্জ্জটী পশুপতি রুদ্র পিনাকী,
মহাদেব মৃড় শম্ভু বৃষধ্বজ, ব্যোমকেশ ত্র্যম্বক ত্রিপুরারি॥
স্থানু কপর্দ্দি শিব পরমেশ্বর, মৃত্যুঞ্জয় গঙ্গাধর স্মরহর,
পঞ্চবক্ত্র হর শশাঙ্কশেখর, কৃত্তিবাস কৈলাসবিহারী॥

ভৈরবী—কাওয়ালী

মৃড় চন্দ্রচূড় হর ভোলা।
ভূতনাথ বব বম্ বব বম্ বব নিনাদ ভৈরব অম্বু উথলা॥
মন্মথ-শাসন নয়ন হুতাশন, ফণীমাল গলে দল দল দোলা॥
তমাল-নিন্দিত কণ্ঠে হলাহল, জলদজাল জিনি জটাজূটদল,
ঢল ঢল কল কল গঙ্গা বিলোলা॥

ঝিঁঝিট—একতালা

হর শঙ্কর শশী-শেখর পিনাকী ত্রিপুরারে।
বিভূতিভূষণ দিক্‌বসন জাহ্নবী জটাভারে॥
অনল ভালে মদন-দহন, তরুণ-অরুণ-কিরণ-নয়ন,
নীলকণ্ঠ রজত বরণ, মণ্ডিত ফণীহারে॥
উক্ষারূঢ় গরল ভক্ষ্য, অক্ষমালা-শোভিত বক্ষ,
ভিক্ষা লক্ষ্য, পিশাচ পক্ষ, রক্ষক ভবপারে॥

ছায়ানট মিশ্র—কাওয়ালী

বেল পাতা নেয় মাথা পেতে, গাল বাজালে হয় খুসী।
মান অপমান সমান তো তার, তার কাছে নয় কেউ দোষী॥
এত তো ভুলে থাকে, নেচে আসে যে তায় ডাকে,
'বম্ ভোলা' বোল বলে কেন লও না যেচে যা খুসী;
যা ফেলে দেছে, নেয় সে বেছে, ভাল মন্দ নাই হুঁস্ই॥

মালকোষ—একতালা

বম্ বম্ বম্ হর হর।
বৃষভবাহন বিশালবদন ত্রিপুরনাশন ঈশ্বর॥
পাদ-কমলে শোভে শতদল, ত্রিনয়নে আছে শোভিত ভাল,
গলে বিলম্বিত হাড়মাল, জয় জয় শিব শঙ্কর॥

ইমন-ভূপালী—ঢিমে তেতালা

হর হর শঙ্কর, শশাঙ্কশেখর, ভবধব ভোলা, শিব মহেশ্বর।
ফণীন্দ্র ভূষণ, নগেন্দ্র-শাসন, উপেন্দ্র-মোহন, যোগীদিগম্বর॥
অনাদি অশেষ, পরেশ মহেশ, শেষ-বিষপানে অজর অমর,
বববম্ বববম্, গাল-বাদ্যকর, দৃমিকি দৃমিকি দৃমি বাজাবে ডম্বুর;
'তাতাথৈ' 'তাতাথৈ' তালে নাচে মহেশ্বর,
'অগড়্ বম্' 'অগড়্ বম্' সদা বাজে তম্বুর॥

মল্লার মিশ্র—কাওয়ালী

হর হর শঙ্কর, শম্ভু শুভঙ্কর, ধূর্জ্জটি স্মর-হর, পিনাকধারী।
চলে প্রমথনাথ, ভূত ভৈরব সাথ,
ভাবে ভোলা ভাঙ্গবিভোলা, শ্মশানচারী॥
ববম্ ববম্ বম্ বাজিছে বিষাণ ভাল
হর হর শঙ্কর গাহিছে প্রমথ পাল,
সঙ্গে বেতাল তাল, রঙ্গে দিতেছে তাল,
জটাজালে কল কল জাহ্নবী বারি॥
সোহং সোহং রবে ভৈরব ডমরু বাজে,
শিব শিব শঙ্কর, গরজে ভুজগরাজে,
রাজ রাজাধিরাজে, শম্ভু যোগীর সাজে,
যোগেশ্বর দিগম্বর, মন্মথ বারি॥

বাউল—আড়খেমটা

শিব ঘুচাও আমার মনের ভ্রম, বম্ বম্ বম্ ববম্ বম্।
আমি তোমা বিনে হ'য়ে আছি বাঁশ বাগানের কাণা ডোম॥
শিরে ঢালি গঙ্গা বারি, খুসী হবেন ত্রিপুরারি,
ঘুচিবে ভববারি, ঘোড়ার ডিম করবে যম॥

বসন্ত—একতালা

পশুপত গিরিজাপত হর শঙ্কর অরধাঙ্গী,
বামদেব মহাদেব গঙ্গাধর শিব পিনাকী॥
নবল কিশোর পৈ কীজে কৃপাদৃষ্টি,
ভক্ত যুগল চরণন কো শম্ভু সহিত শ্রীভবানি॥

আশোয়ারী—কাওয়ালী

তুআ চরণ-কমল-পর মন ভ্রমর, ভাল-ভানু! জ্যোঁ চন্দ্র চকোর।
জিমি চাতক বুঁদ স্বাতিকো, জলজ ভান ঘন মোর॥
জৈসে কুমুদিনী হিমকর চাহত, চকই চাহত ভোর;
জ্ঞান ধ্যান তুআ ভক্তি চাহত হৈ, শ্রীআনন্দকিশোর॥

রামকেলী—দাদ্‌রা

হর হর হর বম্ বম্ বম্ বামে শোভে গৌরী।
বাবা পাগলা ভোলা ত্রিপুরারি॥
আনিগে জবা তুলে, মাকে সাজাব ফুলে,
বাবাকে পূজবো দু'টো বিল্বদলে ;
বাবা ভক্তিতে ভোলে—মা ভক্ত নেহারে॥

ভৈরব—কাওয়ালী

আজু মম ভবন যোগী আওয়ে।
কর লিয়ে বীণা হরিগুণ গাওয়ে॥
অঙ্গ বভূত কাণমে কুণ্ডল
শীষ জটাপর ফণীগণ শোভে॥

রামকেলী—কাওয়ালী

জয় গঙ্গাধর শশাঙ্ক শেখর ত্রিপুর অসুর বিনাশ কারণ
রজত ভূধর বরবপু-ধর,
বিভূতি লেপিত কিবা সুশোভন ;
ভুজঙ্গ-ভূষণ জটা-বিভূষণ, পবিত্র জাহ্নবী শিরে রাজমান॥
বাস বাঘছাল গলে হাড়-মাল,
কপালে কুণ্ডল জ্বলে হুতাশন ;
হর দিগম্বর শিঙ্গা করে ধর, শ্মশান নিবাসী ডমরু-বাদন॥

আশাভৈরবী—কাওয়ালী

হর শশাঙ্ক শেখর, দয়া কর, বিভূতি ভূষিত কলেবর।
তরঙ্গ ভঙ্গিত ভুজঙ্গ রঙ্গিত কপর্দ্দ বর্দ্ধিত জটাধর ;
গণেশ শৈশব বিভূতি বৈভব, ভবেশ ভৈরব দিগম্বর॥
ভুজঙ্গ কুণ্ডল পিশাচ মণ্ডল মহাকুতূহল মহেশ্বর ;
রাজ প্রভায়ত পদাম্বুজানত সুদীন ভারত শুভঙ্কর॥

পূরবী মিশ্র—সুরফাক্তা

প্রথম প্রণতি পঞ্চবদন হর।
কটী তটে বাঘছাল শিব ত্রিগুণাকর॥
ভূত-প্রেত সঙ্গে, বিভূতি ভূষণ অঙ্গে,
ধা ধা ধা ধা ধূ ধূ ধূ ধূ তাল ধরে মৃদঙ্গে ;
পিঙ্গল জটা শিরে গলে শোভে ফণীহার॥

সুরট-মিশ্র—একতালা

পরমাচার্য্য যতিবর হর পরশু-অভয়-মৃগ-বর-ধর।
মনমথমথ প্রমথেশ্বর সতী-পতি ভাতি ভাস্বর॥
কটিতটপট বাঘছাল, ভুজঙ্গভূষণ রুণ্ডমাল
হিমগিরি সারি জটা-জাল শশিকলা ভাল সুন্দর॥
"গুরু" "গুরু" ঘন গরজি অম্বরে, দ্রবীভূতা ব্রহ্মশক্তি ভক্তি ভরে
শ্রীপদ ধোয়ায় নমি প্রেমনীরে গুঞ্জরি বম্ বম্ হর হর ;

নীলকণ্ঠভরা বিশ্বান্তক বিষে, আঁখি ছল ছল ব্রহ্মানন্দ রসে,
প্রশান্ত-বদনে মৃদু-মন্দ হাসে স্বরূপ প্রকাশে ঈশ্বর ॥
স্নেহময়ী মহামেঘাভকান্তি, ত্রিলোচনী কোলে ত্রিলোক শান্তি
স্মরণে হরেরে মরণ ভ্রান্তি সুশীতল হ'ল অন্তর ;
জগন্মাতরং পিতরং বন্দে, পরিপূর্ণ নিত্য পরম আনন্দে
সদয় হইয়া হৃদরবিন্দে বিরাজ গিরিজা শঙ্কর ॥

ইমন-কল্যাণ—ঝাঁপতাল

তুঁহি জগত গুরু তুঁহি পরমেশ্বর,
আদি অনাদি পিনাকধর শঙ্কর।
তুঁহি ভরণ পোষণ কর, সবকো তারণ,
সৃজন প্রলয় তুম্‌সে হোয়ে, বিশ্বেশ্বর ॥
ভাল চন্দ রুণ্ড মাল শোভিত
বৃষভ বাহন ঔর জগ অঘ হর।
জটাজূট মাঝ গঙ্গা বিরাজত
ধন্য ধন্য মহাদেব তুঁহি যোগেশ্বর ॥

ছায়ানট—ঝাঁপতাল

সুমর মন শঙ্কর গিরিজাপতি হর
জাকে জটাজূটমে পাবনী গঙ্গা।
গজ চর্ম্ম অম্বর আসন বাঘাম্বর
অব কোন রাজশ্রী বিষধর উমঙ্গ ॥

ধরে শশী ভালে আউর লিয়ে রুণ্ডমালা,
নখসে ধূর্জ্জটী ভস্ম তন মন তরঙ্গ।
পূজে সুরাসুর পাবত সকল বর
কর পুর রঙ্গ ঢঙ্গ লছমন উমঙ্গ॥

কেদারা—তেতালা

শম্ভু শুভঙ্কর শশাঙ্ক ভাল।
যমভয়-ভঞ্জন উমা-মনোরঞ্জন, গঙ্গা-জৃম্ভিত-জটা বিশাল॥
ভস্ম বিভূষণ ভুজঙ্গ অঙ্গে, ব্রহ্ম অণ্ড সংহরণ ভ্রূভঙ্গে,
ত্র্যম্বক তাণ্ডবে ভৈরব সঙ্গে নাচ দিগম্বর কপাল-মাল॥
শৃঙ্গ-ডমরু-ধর হর বৃষভাসন, নীলকণ্ঠ দক্ষাধ্বর-নাশন,
ত্রিপুর-বিনাশন অনঙ্গ-শাসন মৃত্যুঞ্জয় জয় জয় মহাকাল॥

মালকোষ—তেওরা

গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু।
নাচিছে সুন্দর নাচে স্বয়ম্ভু॥
সে-নাচ-হিল্লোলে জটা আবর্ত্তনে
সাগর ছুটে আসে গগন-প্রাঙ্গণে।
আকাশে শূল হানি', শোনাও নব বাণী,
তরাসে কাঁপে প্রাণী, প্রসীদ শম্ভু॥
ললাট-শশী টলি জটায় পড়ে ঢলি,
সে-শশী-চমকে গো বিজুলি ওঠে ঝলি।

ঝাঁপে নীলাঞ্চলে মুখ দিগঙ্গনা,
মুরছে ভয়ভীতা নিশি নিরঞ্জনা।
আঁধারে পথ-হারা চাতকী কেঁদে সারা,
যাচিছে বারিধারা ধরা নিরম্বু॥

ইমন—তেতালা

সদাশিব ভজমনা নিশদিন ;
রিধ-সিধ-দায়ক, বিনত-সহায়ক ; নাহক ভটকত, ফিরত অনবরত।
শঙ্কর ভোলা পারবতী-রমণ,
সিত তন পৌনগ-ভূষণ অনুপম কাঁহে ন সুমরত ভটকত তুঁ ফিরত॥

জয়জয়ন্তী—চৌতাল

ওঁকার-নাথ, অরূপ, অদ্বয়, অজ, অনাদি, অনন্ত, অব্যয়,
অঘ-নাশন, আনন্দময়, অমল, অচল, অক্ষর।
নমো নমো নর-দুঃখ-ভঞ্জন, নিত্য, নিষ্ক্রিয়, নিরঞ্জন,
মকরধ্বজ-মর্দ্দন, মোক্ষদায়ক, মঙ্গল-কর॥
শিব, শর্ব্ব, শম্ভু, শ্মশান-চর, বামদেব, বিভু, বরাভয়-কর,
যতিবর, যম-যন্ত্রণাহর, জয় জয় হে যোগীশ্বর॥

মেঘমল্লার—সুরফাক্তা

নেচেছ প্রলয়-নাচে, হে নটরাজ! নটরাজ!
তাথৈ তাথৈ বাজে গাল ববম্ ববম্, হাতে বাজে ডমরু ঐ।
অতীতের হাড়মালা বিরাটের বুকে দোলে,
নাচনের তালে জটা সে জটিল বাঁধ খোলে;
আজি এই মুক্তি হারার নয়নের ভীতি ভেঙেছ॥
নয়নের বহ্নিশিখা অসহায় সৃষ্টি নাশি,
ললাটে আশার আলো ঐ শিশু-শশীর হাসি;
প্রলয় লীলার মাঝখানেতে ডাকে মাভৈঃ, ডাকে মাভৈঃ, মাভৈঃ

আলাহিয়া-বেলাবল—তেতালা

অব শিব পার করো মেরে নেইয়া
অউ ঘট ঘাট অগাধ জলধি
বল্লী লাগে ন খেওইয়া॥
বারি বরোবর বারি রহো হ্যায়
তা পর অতি পূরবৈয়া।
থর থরাওয়ত কম্পত হিয়া মেরো
শিব কি দেত দুহৈয়া।
দেবী সহায় প্রভাত পুকারত,
শিব পিতু গিরিজা মেইয়া॥

আড়ানা—ঝাঁপতাল

যোগী শিব শঙ্কর ভোলা দিগম্বর।
ত্রিলোচন দেবাদি-দেব ধ্যানে সদা মগন ॥
চিরশ্মশানচারী অনাদি সমাধি-ধারী
স্তব্ধ ভয়ে চরণে তাঁরি প্রণতি করে গগন ॥
ত্রিশূল বিষাণ রহে পড়িয়া পাশে,
ললাটে কোটি ভানু হাসে ;
গঙ্গা তরঙ্গ হর বিশ্বভুবন।
ত্রাহি হে শম্ভু শিব ত্রাসে কাঁপে জড় ও জীব
ভোল এ বিষম তপ গাহিছে হে সঘন ॥

তিলক কামোদ—ঝাঁপতাল

সৃজন ছন্দে আনন্দে নাচ নটরাজ হে।
মহাকাল প্রলয় তাল বোল বোল ॥
ছড়াক তব জটিল জটা, শিশু-শশীর কিরণ ছটা
উমারে বুকে ধরিয়া সুখে রোল তোল ॥
মন্দাসুতা মন্দাকিনী সুরধুনী তরঙ্গে
সঙ্গীত জাগাও হে তব নৃত্য বিভঙ্গে।
ধুতুরা ফুল খুলিয়া ফেলি জটাতে পর চম্পা বেলী
শ্মশানে নব জীবন শিব জাগিয়ে তোল ॥

মিশ্র—একতালা

প্রলয়-নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে'
হে নটরাজ, জটার বাঁধন পড়্ল খুলে।
জাহ্নবী তাই মুক্তধারায়, উন্মাদিনী দিশা হারায়,
সঙ্গীতে তার তরঙ্গদল উঠ্ল দুলে'।
রবির আলো সাড়া দিল আকাশ পারে।
শুনিয়ে দিল অভয়বাণী ঘর-ছাড়ারে।
আপন স্রোতে আপনি মাতে,
সাথী হোলো আপন সাথে,
সব-হারা সে সব পেল তার কূলে কূলে॥

শ্রীশ্রীজয়দুর্গা সঙ্গীত

"অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাং।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্॥"

—দেবীসূক্ত

ধ্যান

ওঁ কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুল-ভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দু-রেখাং
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপিকরৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্।
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং
ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ॥

প্রণাম

জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তু তে॥

সাহানা—কাওয়ালী

ধেয়াও জয় দুর্গায় হিয়ায়।
কালাভ্রা শরীরাভা যোগীশ্বর-মনোলোভা,
কটাক্ষ হেরি যাঁর সভয়ে অরি পলায়॥
সিংহস্কন্ধে রূপে ত্রিভুবন আলো করে,
শঙ্খ, চক্র, অসি, ত্রিশূল করে ধরে,
ত্রিনয়নে স্নেহে হেরে, ভালে শিশু শশী ক্ষরে,
অজাদি সুর নিকরে স্তুতি করে যোড় করে,
চতুর্ব্বর্গ হেলে পায় সেবি যাঁর পায়॥

শ্রীশ্রীসরস্বতী সঙ্গীত

ধ্যান

ওঁ বাণীং পূর্ণানিশাকরোজ্জ্বলমুখীং কর্পূরকুন্দপ্রভাং,
চন্দ্রার্দ্ধাঙ্কিতমস্তকাং নিজকরৈঃ সংবিভ্রতীমাদরাং।
বীণামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ তুঙ্গস্তনীং,
দিব্যৈরাভরণৈর্বিভূষিত-তনুং হংসাধিরূঢ়াং ভজে॥

প্রণাম

সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তুতে॥

ইমনকল্যাণ—চৌতাল

যা কুন্দেন্দু-তুষার-হার-ধবলা যা শুভ্র-বস্ত্রাবৃতা,
যা বীণা-বরদণ্ড-মণ্ডিত করা যা শ্বেত-পদ্মাসনা।
যা ব্রহ্মাচ্যুত-শঙ্কর-প্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা,
সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষ-জাড্যাপহা॥

ভৈরবী—কাওয়ালী

ভারত কাব্য নিকুঞ্জে,—
জাগ সুমঙ্গল ময়ি মা !
মুঞ্জরি' তরু, পিক গাহি',
করুক প্রচারিত মহিমা।
তুলে লহ নীরব বীণা,
গীত-হীনা অতি দীনা ;—
হের ভারত চির-দুখ-শয়ন-বিলীনা ;
নীতি-ধর্ম্ম-ময় দীপক-মন্দ্রে,
জীবিত কর সঞ্জীবন-মন্ত্রে,
জাগিবে রাতুল চরণ-তলে,—
যত লুপ্ত পুরাতন গরিমা।

মাল গুঞ্জ—তেতালা

স্নিগ্ধ-শুভ্র-কমল-দল-বাসিনী (কিবা)।
বীণা করে শোভে বাগ্‌বাদিনী ॥
থির সুধাকর নিমেষ হারা,
ধরণী বুকে ঢালে রজত ধারা
অসীমে মিলায় শত রাগ রাগিণী ॥
জ্ঞান বিদ্যা যাচি তব চরণে,
গীতি-সুধা আন মর জীবনে
তোমার আসন তলে লুটাক এ পরাণখানি ॥

পরজ—চৌতাল

সরস্বতী বাগ্‌বাণী ব্রহ্মাণী দয়া কর্ দীজে
সপ্ত স্বর তিন গ্রাম শুধ্ বাণী।
আরোহী অবরোহী আস্থায়ী সঞ্চারী,
শ্রুতি মূর্চ্ছনা কে ভেদ দে ভবানি ॥
রাগরঙ্গ মুদ্রা শুধ্ সঙ্গত কী তান লয়ে,
গুরু বিচার কিয়ো দূর সোই কণ্ঠাণী ;
আনন্দ কর দীজে মাতঃ শ্রীআনন্দকিশোর কো,
নাদ ভেদ পাবে সো কহাবে জ্ঞানী ॥

ভৈরব—একতালা

বাণী চরণারবিন্দে মজ মজ মজ মজরে মন।
জ্বালা জুড়াইবে অমৃতত্ব পাবে হইবে সমূহ বাসনা পূরণ ॥
ঢল ঢল সুধাসিন্ধু সলিলে
হেলিছে দুলিছে আনন্দ হিল্লোলে
(মায়ের) রাঙ্গা শতদল চরণ যুগল আহা মরি মরি ভুবন মোহন ॥
অন্ধ মানস দেখিতে না পাও
কি সুখ লালসে ইতি উতি ধাও
কর পদ ধ্যান, গাও মায়ের গান, কর মধুপান হইয়ে মগন।
গর গর ভাবে হ'য়ে মাতোয়ারা
হেররে অদূরে বাণী বেদধরা
সৌম্য হতে কিবা ছবি সৌম্যতরা আহা মরি মরি দেখিনি এমন ॥

মালকোষ—কাওয়ালী

এস মা এস মা বীণাপাণি !
এস মাগো এস, হৃদাসনে ব'স, জগজ্জন-মনোমোহ নিবারিণী ॥
যুগ যুগান্ত সঞ্চিত তামস, চরণ পরশে নাশ গো মা নাশ।
হৃদি শতদলে আবার প্রকাশ, শারদে শুভদে মা সিতবরণী ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী

সারদা বিদ্যাদায়ী, দয়ালী দুঃখহরণী।
জগতজননী, জ্বালামুখী মাতা সরস্বতী ॥
দীজে সুদৃষ্টি সেবকপর আপনি, নারায়ণী,
শ্বেত কমলাসনী, শ্বেত-অঙ্গনী, শ্বেত-অম্বরী ॥

গান্ধারী—একতালা

মরাল-বাহিনি মরাল-গামিনি এসো মা মরতে নামিয়া,
বীণা-নিনাদিনি বিদ্যাদায়িনি বসো মা হৃদয়ে হাসিয়া ॥
কমল-বদনি কমল-বরণি দেবনর-হৃদে জ্ঞান-দায়িনি
মোহতিমির-নাশিনি জননি, চাহ মা করুণা করিয়া ॥
কত যুগ ধরি তমোবিভাবরী রেখেছে ভারত-বদন আবরি,
তুমি আসি পুনঃ দিলে দরশন দুঃখনিশি যাবে কাটিয়া ॥
উদিলে মা তুমি ভারত-গগনে জগতের তম যাবে এই ক্ষণে
'জয় বাণী' ধ্বনি গগনে সঘনে উঠিবে বিশ্ব ভেদিয়া ॥

মিশ্র পূরবী—সুরফাক্তা

প্রথম প্রণতি বাগ্‌দেবী বীণাপাণি।
শ্বেত শতদল শুভ্রা শ্বেত মরাল বাহিনি॥
অজ্ঞান মহাঘোরে জ্ঞান-বিভা-বিধায়িনি,
সুরাসুর-নর-মোহ-মুক্তি-প্রদায়িনি,
কিঙ্করে কৃপানেত্রে নেহার নারায়ণি॥

মিশ্র—দাদরা

শ্বেতবরণী সরোজবাসিনী ভুবন আলো রূপের ছটায়।
জিনি শতদল ও পদকমল, আয় সবে নমি ও রাঙ্গাপায়॥
তুলিয়ে কুসুম যতন করে, সাজাব মায়ে আদর করে;
বীণার তানে মজিয়ে প্রাণে, লহর উজান বহিয়ে যায়।
গুঞ্জরে অলি পড়ে ঢলি ঢলি মধু আশে মায়ের চরণে লুটায়॥

কল্যাণ—চৌতাল

জয় বাণি বীণাপাণি বাগ্‌বাদিনি নারায়ণি
মরাল বাহিনি জগততারিণি অজ্ঞান বিনাশিনি॥
বিশ্বভারতী পরমা প্রকৃতি, অমল ধবল মধুর মূরতি।
চতুর্ব্বেদ-করে জননী বিরাজ সত্য সনাতনি॥
অনাদি অক্ষরা পরাৎপরা, সারদে বরদে শুভঙ্করা,
মানস-কালিমা-সন্তাপ-হরা সর্ব্বসিদ্ধি জ্ঞানদায়িনি।
যোগীঋষি তুমি আরাধ্যা, সত্য গুণরূপিণি বিদ্যা,
ত্রিলোক-বন্দিতা অমর-বাঞ্ছিতা, নমামি চরণে ব্রহ্মবাদিনি॥

ইমন—একতালা

ওগো, কমল-আসনা, রঞ্জিনি, বীণাপাণি,
আমি কাহাকেও আর জানি না ভারতি! তোমারেই শুধু জানি॥
ওগো, মধুরছন্দা, হৃদয়ানন্দা, না জানি প্রভাত না জানি সন্ধ্যা,
তোমারি পূর্ব্বে অর্ঘ্য রচিয়া জীবন ধন্য মানি॥
জানি না তাহা ভাল কি মন্দ বাসহীন কিবা মধুরগন্ধ,
প্রীতি-পূরিত-পরমানন্দ লভিব চরণে দানি॥

বসন্ত—কাওয়ালী

পীযূষ-সিঞ্চিত সমীর-চঞ্চল কাঞ্চন-অঞ্চল দোলেরে।
সংশয়-শমন স্মৃতি-বিতরণ, চরণে জনমন ভোলেরে॥
চম্পক অঙ্গুলী করুণ পরশে বীণা পঞ্চমে বোলেরে।
জ্যোতিষ, গণিত বেদ, দরশন, শোভে কোমল কোলেরে॥
শুভ্র হিমগিরি কিরণ-বিকীরণে, অন্ধ আঁখিযুগ খোলেরে।
মাতিল ত্রিভুবন বাক্য-বিধায়িনী, বাণী জয় রব বোলেরে॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী

শুধ্ সঙ্গীত দীজিয়ে বাণি, সকল বিদ্যা তুঁ সৃজনকারিণী।
অমর অসুর নর মুনি গুণী কিন্নর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব-বৃন্দ মিল,
নিত করত তুআ গুণ বাখানী॥
ত্রিভুবন কারয তুম্ বিন ন হোয়, তুআ কৃপাসে নর হোবে জ্ঞানী।
তুআ গুণ অনন্ত অন্ত ন পাবত, জগমে কোই উপমা নহি দেখত,
ধন-পুস্তক-বীণা-ধারিণি॥

মল্লার—ঢিমা কাওয়ালী

এস, মানস-সরোবর-বাসিনি।

ঢল ঢল নীরে, শতদল শিরে

সুন্দর সুবিমল-হাসিনী ॥

মল্লার সুরে, ঝঙ্কার ধীরে,

রুণু রুণু ঝুণু ঝুণু চরণ নূপুরে

এস এস ধীরে, হৃদয়েরি তীরে,

বীণা-বিনিন্দিত-ভাষিণি ॥

ইমন-কল্যাণ—তেওরা

(মা) শ্বেতবরণী, শ্বেতাব্জ-বাসিনী,

ভুবনমোহিনী বীণাপাণি।

বিমল-বরণী, বরদে জননী,

সুখদা মোক্ষদা অনন্তরূপিণী ॥

কি কব মহিমা, কোথা মা বাণী,

অকৃতি অধম তারিণী ॥

চোর রত্নাকরে রত্ন প্রদানে কবি রত্নাকর করিলি মা,

দ্বৈপায়ন করি বেদের বিভাগ মহিমা তব প্রকাশিল মা।

ভবভূতি ভালে বিভূতি দায়িনী, কালিদাস-কবি-কণ্ঠ-নিবাসিনী।

তুমি গো মাতঃ সরোজবাসিনী সতী সরস্বতী জননী ॥

মুরারি করে সঁপি মুরলী আপনি, গাহিলে তুমি সা রে গা মা পা ধা নি
সৃজিলে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী, তানলয়স্বরে বিরাজ আপনি।
করুণাময়ী মা তুমি নারায়ণী, অজ্ঞানে জ্ঞানদা কৈবল্যদায়িনী,
নমামি মাতঃ সরোজবাসিনী! হের মা কাতরে সনাতনী॥

মালকোষ—ধামার

কমল আসনে ধবল বসনে, ত্রিতার করেতে ধরি,
এস মা অভয়া শিবের তনয়া, সেবকে করুণা করি।
আমরা তোমার অবোধ সন্তান, জানিনা জননি, পূজার বিধান,
বিরূপ হ'য়োনা, চরণে ঠেল না, শিরে ঢাল কৃপাবারি॥
অধম আমরা নাহিক সম্বল, সেবিতে তোমার চরণ কমল,
ঝরিছে সতত তাই আঁখিজল, আর কিছু দিতে নারি;
অভয় দানিতে আসিও আবার, বরষ পরেতে সম্মুখে সবার,
হাসিয়া খেলিয়া মনের হরষে, যেন গো পূজিতে পারি॥

বসন্ত—তেওরা

শ্বেত শতদলে সারদা রাজে।
অতি সুশীতল কান্তি বিমল নেহারি নয়ন মোহিল রে॥
শ্রবণে কুণ্ডল গলে গজমতি, অচলা দামিনী জিনিয়া মূরতি,
বীণারঞ্জিত পুস্তক করে, জয় জয় দেবি প্রণমামি তে॥

অয়ি মা ভারতি, বেদ মূরতি, পরমা শকতি, শিবের কন্যা,
ঋষি-আরাধিতা, অমর-পূজিতা, বিশ্ববন্দিতা, ত্রিলোকধন্যা ;
অজ্ঞাননাশিনী বিজ্ঞানদায়িনী, তুমি নারায়ণী বাগ্‌বাদিনি.
(যেন) বীণার ঝঙ্কার গুঞ্জে নিরন্তর মোদের অন্তর মাঝে॥

ইমন-কল্যাণ—ঢিমে-কাওয়ালী

চরণ কমলে প্রণমি জননি।
মোহিনী মূরতি হেরি আঁখি পালটিতে নারি,
শ্বেত সরোজ' পরে শ্বেত বসন ধরি, (আ মরি,)
কি নব সাজে সেজেছ মা নিস্তারিণি॥
তুমিই দিয়াছ মাগো অপূর্ব্ব এ দেহ বীণা,
মূলাধারে সহস্রারে ত্রিতন্ত্রী করি যোজনা,
পরম নাদ তত্ত্ব করিছে তায় আনাগোনা,
বীণার ভিতরে দিবা রজনী॥

বাহার—ঝাঁপতাল

বাগ্‌বাদিণী মাতঃ ভবানী।
নারায়ণী বুদ্ধি দেনী॥
চরণ সরোজ পর, কত (কোটি) চন্দ্র শোভত ;
যাচে অচলা ভক্তি চরণে তারিণী॥

আলাহিয়া—জলদ একতালা

ফুল্ল কমল'পরে পদতল, অমল ধবল বরণী !
কমল আসন কমল ভূষণ, বিমল-কমল-হাসিনী ॥
ভুবন ভরিল বীণার ঝঙ্কারে, সুরাসুরনর বন্দে তোমারে,
গুঞ্জি মধুপ ধায় পদতলে, কে তুমি বীণাবাদিনি ॥
এস মা বস মা হৃদয়কমলে, পূজিব চরণ প্রেম অশ্রুজলে,
কি আছে আমার দিব উপহার, বাল্মীকি-ব্যাস-জননি ॥

ইমন-কল্যাণ মিশ্র—একতালা

আবার ভারতে ভারতীর বীণা ঐ শুন গাহে মধুর তান ।
মরণ-সুপ্তি-মগন-পরাণে আবার করিছে চেতনা দান ॥
এস মা ভারতি বরষের পরে নিরানন্দ এই আঁধার কুটীরে,
অশ্রু-সলিল-সিক্ত, রিক্ত, দুরিত-পূরিত শোকেতে ম্লান ;
দৈন্য-বেদনা আছে শুধু মাগো পূজা-উপহার করিতে দান ॥
শুভ্র আলোকে পুলকিত করি নিরাশা জড়তা লহ লহ হরি,
এস মা হৃদয়-কমল আসনে সঁপিনু চরণে এ মন প্রাণ,
হুঙ্কার রবে ঝঙ্কারি বীণা শক্তিতে কর অভয় দান ॥

কাফি সিন্ধু—কাওয়ালী

সর্ব্ববিদ্যা-বিধায়িনি ! বাণি !
বন্দে বরদে হরি-বিরিঞ্চি-বন্দিনি, নমো বাগ্‌বাদিনি বীণাপাণি ॥
রাজহংসে রাখি রাঙ্গা রাতুল চরণে
সিত দশ শতদলে বিজনে আপন মনে
বাজাইছ বীণা অতি ললিত মোহন তানে
শ্রবণ ভুলিল মন গলিল মা শুনি শুনি ॥
সারদে সদয়া মোরে কৃপা করি সশরীরে,
সাধ না পূরালে গো মা পা দুখানি ধরি শিরে,
পিয়াসা মিটে না হায় ! চাওয়া পাওয়া না ফুরায়,
কি যে হয় না যুয়ায় জান অন্তর যামিনি ॥

মিশ্র-কেদারা—তেতালা

জয় বীণাপাণি সরোজ-বাসিনি
নীলাম্বরা পরা অম্বুজ-নয়নি ।
প্রফুল্ল প্রকৃতি ফুল্ল নিশাপতি
প্রফুল্ল বসন্তে প্রফুল্ল-দায়িনি
ভৈরব মল্লার দীপক ছায়ানট
ষড় রাগ আদি সৃজন কারিণি ॥

ইমন-কল্যাণ—তেওরা

বিঘ্ন বারিণি বরদে কল্যাণি সুখদে সারদে করি আবাহন।
দীন হীন জানি করুণাময়ি তুমি করুণ-নয়নে কর মা বিলোকন॥
মহাপ্রলয় অন্তে কারণ অর্ণবে একক পদ্মযোনি আকুল ভেবে যবে
ওঁকার বেদ হ'য়ে উদিলে হৃদয়ে ভূরাদি ব্রহ্মাণ্ড সৃজন কারণ॥
নিঠুর ব্যাধ-শর-নিহত পতি শোকে, ক্রৌঞ্চি-ক্রন্দন-করুণার্দ্র বুকে
'মা নিষাদ' বলি বাল্মীকি মুখে সুললিত ছন্দে গাহিলে রামায়ণ॥
মূর্খ কালিদাসে শ্রীপদ পরশে করিলে মহাকবি জগজনে ঘোষে ;
তেমনি কৃপালেশে স্নেহময়ি মা এসে
জ্ঞান কণা দাসে কর মা বিতরণ॥

ভৈরবী—তেওরা

চিরতুষার মণ্ডিত পূত উন্নত হিম ভূধর শিরে।
শুভ্র ভাল ফলকে নবালোকে ঝলকি তরুণ অরুণ উদে ধীরে॥
শান্ত সমাহিত শিখরস্থিতমুনি, হেরে সহস্রারে শুভ্র বরণী,
চিদানন্দ প্রতিবিম্বিত জ্যোতিঃ শ্রীসরস্বতী স্বচ্ছ ধী-নীরে॥
চাঁদের মেলা নখে পদারবিন্দে, লুব্‌ধ যতিচিত পরমানন্দে,
করি প্রণতি স্তুতি বিবিধ ছন্দে পিয়ে সুধা মধু স্তব্‌ধ স্থিরে ;
স্তিমিত আকর্ণ নয়ন ধ্যানে, মগনা বীণাযোগে সামগানে,
কড়ি কোমল শ্রুতিস্বরে মূরতিমতী স্ফুরে ভৈরবী রাগিণী'রে॥

বাহার—একতালা

বিকশিত কত সিত শতদল নিরমল সুধা সায়রে।
আনন্দে আকুল ভক্ত অলিকুল ঐঁ ঐঁ ঐঁ গুঞ্জরে॥
শুভ্র কিরণে গগন উদ্ভাসি, শ্বেত সহস্রারে হের ঐ বসি,
নিঙ্গাড়িয়া আহা! কত শত শশী নিরমিল পদ নখরে॥
অরুণ বরণ অলক্তক আভা, তুষারনিন্দিত পাদপদ্মশোভা,
ব্রহ্মানন্দময় ভক্ত মনোলোভা স্মরণে মরণ হরে রে;
আবেশে বিভোরা বীণা করি করে শুদ্ধ তান মান তাল লয় সুরে.
স্তব্ধ সপ্তলোক সুরাসুর নরে, হাসিমাখা মুখে ঝঙ্কারে॥
ষড়ঙ্গ, অথর্ব্ব, ঋক্, যজুঃ, সাম, মূর্ত্তিমতী কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ, জ্ঞান.
বিতরিতে সুতে পরম নির্ব্বাণ মাতৃভাবে স্থূল আকারে;
চরণ কমলে লহরে শরণ, অনায়াসে কর অবিদ্যা বারণ,
জ্ঞান-সুধা পানে জিনিয়া মরণ, বিহর আনন্দ সাগরে॥

হাম্বির—কাওয়ালী

মগন রহরে ঐ পায়, আহা মরি হায়!
নির্দ্বন্দ্ব নিস্পন্দ মহানন্দে ধররে হিয়ায়॥
ভুক্তি মুক্তি ফেলি দূরে, ভুলি অহং অভিমান.
ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানাজ্ঞান, কর সব সম্প্রদান.
বিকল্প রহিত হের ভাবমাত্র বিদ্যমান,
প্রশান্ত আনন্দ শুধু শুদ্ধ সে নীরবতায়॥

হাম্বির—কাওয়ালী

মোহন মধুর কিবা বাজে।

আব্রহ্ম সর্ব্বভুবনে বিমোহিত রব শুনে
অঙ্গে কোটি ইন্দু প্রভা কেরে তুষার সন্নিভা
মগনা বাজায় বীণা শ্বেত সহস্রার মাঝে॥
গায়ত্র্যাদি ছন্দে চারি বেদ মত্ত স্তুতি গানে,
তন্ন তন্ন জ্ঞানে সমাহিত যাঁরই সন্ধানে,
ব্রহ্মানন্দ মূর্ত্তিমতী বাণী হ'য়ে সরস্বতী,
সুতে কোলে নিতে তুলে মৃন্ময়ী চিন্ময়ী সাজে॥
ফুল্ল শুক্ল ফুল দল সুগন্ধি চন্দনে মাখি,
ভক্তিভরে গদ গদ প্রেমাশ্রু পূরিত আঁখি,
শিশুর সরল মুখে আধ আধ মা ডাকি
অঞ্জলি ভরিয়া পূজ রাতুল পদ পঙ্কজে॥

ভৈরবী—তেওরা

জয় জ্ঞান প্রদায়িনি!
জয়মা সারদা অভয়া বরদা বেদ বেদান্ত জননি!
(জয়) শুভ্র বরণা শান্তনয়না
সুন্দর চারু অতি শোভমানা
সুনীল-বাসসী পদ্ম-নিলয়না জয় মরাল গামিনি॥

(আজ) কর্ম্মের মাঝে ধর্ম্মের ধ্যানে
জ্ঞান বিজ্ঞান সঙ্গীত গানে
আনন্দ তরঙ্গ তোল তোল প্রাণে জয় জীবন দায়িনি!
(তব) সপ্ত বীণা-তারে আলোক ঝঙ্কারে
নিখিল বিশ্বে পুলক সঞ্চারে
জাগ্রত নন্দিত করো করো তারে, জয় প্রকাশ রূপিণি॥

ঝিঁঝিট—ধামার

শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা।
শ্বেতাম্বরধরা নিত্যা শ্বেতগন্ধানুলেপনা॥
শ্বেতাক্ষসূত্রহস্তা চ শ্বেতচন্দনচর্চ্চিতা,
শ্বেতবীণাধরা শুভ্রা শ্বেতালঙ্কারভূষিতা॥
বন্দিতা সিদ্ধগন্ধর্বৈবরর্চ্চিতাসুরদানবৈঃ,
পূজিতা মুনিভিঃ সর্বৈঃ ঋষিভিঃ স্তুয়তে সদা;
স্তোত্রেণানেন তাং দেবীং জগদ্ধাত্রীং সরস্বতীং,
যে স্মরন্তি ত্রিসন্ধ্যায়াং সর্ব্বাং বিদ্যাং লভন্তি তে।

আগমনী

(মেনকার উক্তি)

সিন্ধু-খাম্বাজ—তেতালা

আনিবে কবে ভবনে মোর উমাধনে।
সব জ্বালা সুশীতল হবে আঁধার হৃদয় আলো
গৌরীর সেই নিরমল মুখচন্দ্র দরশনে॥
রুক্ষ জটা হয়েছে সে সুকুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশে,
মসি-বর্ণ কষিত সে স্বর্ণকান্তি তপঃ ক্লেশে,
উন্মনা একা কৈলাসে বিজনে ভৈরবী বেশে
হেরিনু রয়েছে বসে রজনী শেষে স্বপনে॥
আকুলা বিহ্বলা হ'য়ে ডাকিনু "মা উমা" বলে
ধেয়ে গিয়ে অপর্ণারে অমনি করিনু কোলে
অশ্রুভরা দুনয়নে সোহাগে অতি যতনে
চুমিতে বদনে নিদ টুটিল বিহগ গানে॥

বেহাগ-খাম্বাজ—তেতালা

দিন গণি গণি বরষ যাপিনু কত আর সহে মায়ের প্রাণে,
কিরূপে আছ হরে সঁপি সে গৌরীরে নিশ্চিন্ত অন্তরে এ হিমভবনে॥
যুগে যুগে কত ঘোর তপফলে ত্রিলোক ধন্যা কন্যা পেনু কোলে
কিসে হেন ধনে রহি বল ভুলে সদা হৃদি জ্বলে সে মুখ স্মরণে॥
কিভাবে কৈলাসে আছে উমা জামাই, বহুদিন গত তত্ত্ব নাহি পাই
আনিতে প্রের দূত নতুবা নিজে যাই, করহে অনুমতি মিনতি চরণে॥

ভৈরবী—জলদ-তেতালা

কবে যাবে বল গিরিরাজ! গৌরীরে আনিতে।
ব্যাকুল হয়েছে প্রাণ উমারে দেখিতে হে॥
গৌরী দিয়ে দিগম্বরে, আনন্দে রয়েছ ঘরে,
কি আছে তব অন্তরে না পারি বুঝিতে।
কামিনী করিল বিধি, তাই যে তোমারে সাধি,
নারীর জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে॥
সতিনী সরলা নহে, স্বামী সে শ্মশানে রহে,
তুমি হে পাষাণ তাহে, না কর মনেতে॥

গুণকিরি—একতালা

যাও যাও গিরি, আনিতে গৌরী, উমা নাকি বড় কেঁদেছে।
দেখেছি স্বপন, নারদ বচন, উমা মা মা বলে কেঁদেছে॥
সোণার বরণী গৌরী আমার, ভাঙ্গড় ভিখারী জামাই তোমার,
মায়ের বসন ভূষণ সব আভরণ তাও বেচে নাকি ভাঙ্গ খেয়েছে॥

আলাইয়া—একতালা

কুস্বপন দেখেছি গিরি উমা আমার শ্মশানবাসী।
অসিত বরণা উমা মুখে অট্ট অট্ট হাসি॥
এলোকেশী বিবসনা উমা আমার শবাসনা
ঘোরাননা ত্রিনয়না ভালে শোভে বালশশী॥

যোগিনীদল সঙ্গিনী, ভ্রমিছে সিংহবাহিনী
হেরিয়া রণরঙ্গিণী মনে বড় ভয় বাসি।
উঠ হে উঠ অচল, পরাণ হোল বিকল
ত্বরায় কৈলাসে চল আন উমা সুধারাশি॥

(গিরিরাজের উত্তর)

বেহাগ-খাম্বাজ—তেতালা

বৃথা গঞ্জনা রাণি! দিও না সব জানি
উমা বিরহে মোর ও কাতর অন্তর।
কন্যা বয়স্থা হ'লে, রীতি ভূমণ্ডলে,
পিতা মাতারে ফেলে, যায় পতিঘর॥
কে বুঝিবে, কায় কব কি ব্যথা প্রাণে
সাধ হয় নাকি রাখি নয়নে নয়নে।
মোর কি দোষ তায় সাধ্য নাই নিরুপায়
পাঠাতে নাহি চায় কঠোর শঙ্কর॥
সম্বৎসর পরে, যদি বা আনি ঘরে,
জান ত নিতে আসে তিনটি দিন পরে।
কত মিনতি করি, ধ'রে দুটি করে
বিদায় দিই ডরে পাছে রোষেন হর॥

(কৈলাসে গৌরীর উক্তি)

সিন্ধুমিশ্র—একতালা

তোমারি কারণে কঠিন পরাণে সম্বৎসর ভুলে আছি হে মায়েরে।
যাব পিতৃঘর শুন প্রাণেশ্বর অনুমতি কর দিনত্রয় তরে॥
সবেমাত্র ভ্রাতা ডুবে সিন্ধুতলে, কত করে আমায় পেয়েছে মা কোলে
তিল আধ আহা ! অদর্শন হ'লে সারা হ'ত মাতা উমা উমা ক'রে॥
অচল পিতা নিতে আসিতে না পারে মাতা জীবন্মৃতা আছেন অন্তরে
দেখেছি স্বপনে সহেনা সহেনা কর হে করুণা যাচি যোড় করে।

(হরের উত্তর)

সিন্ধুমিশ্র—একতালা

দিয়ে প্রেমডুরি, কেনরে শঙ্করি ! বাঁধিলি ভিখারী ভোলারে ঘরে ;
(আমি) মুদি ত্রিনয়ন সমাধিমগন ব্রহ্মানন্দে বেশ ছিনু গিরি শিরে॥
জানিরে চঞ্চলে চপলার প্রায় ভালবেসে এস কাঁদাতে আমায়,
অমর হইয়া যুগ যুগ যায় যোগে তপোধ্যানে নারি ধরিবারে॥
নয়ন মুদিলে ভাবি বা হারাই সশঙ্ক অমনি চমকিয়া চাই
দক্ষ যজ্ঞ কথা আজ ও ভুলি নাই তাই বাজে ব্যথা মরম মাঝারে॥
যাবে পিতৃগৃহে নাহি তাহে মানা, কার সাধ্য রোধে তব ইচ্ছা বিনা.
এই ভিক্ষা দেখো পাগলে ভুল না সর্ব্বত্যাগী হর শুধু তোরি তরে।

(ষষ্ঠী রাত্রে মেনকার উদ্বেগ)

ললিত—একতালা

নিদ্রা নাহি আসে, উঠে আর বসে,
চেয়ে দেখে নিশি পোহাল কি না।
যা শুনে শ্রবণে সবই হয় মনে ঐ বুঝি উমা এসে ডাকে মা॥
কভু তন্দ্রাঘোরে স্বপনেতে হেরে, আসিতেছে সিংহ আরোহণ করে
গৌরী বলে ধেয়ে কোলে নিতে গিয়ে
জেগে দেখে চেয়ে কোথাও কিছু না॥
কভু বা দু আঁখি ফিরায় যে দিকে, দশদিকে শুধু উমাময় দেখে,
বুঝাইলে মনে প্রবোধ না মানে, বলে সখি! একি হ'লগো বলনা॥
সখি বলে স্থির হও গিরিরাণি! দুখহরা দুর্গা আসিবে এখনি
প্রভাতাপ্রায় নিশা, হ'ল ব'লে উষা, করি বেশভূষা আনিবে চলনা॥

পিলু-বাহার—যৎ

(গিরি) এবার আমার উমা এলে আর উমায় পাঠাব না।
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ, কারো কথা শুন্‌ব না॥
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়,
মায়ে ঝিয়ে ক'রব ঝগড়া, (তারে) জামাই বলে মান্‌ব না॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
(জামাই) শ্মশানে মশানে ফিরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না॥

মনোহরসাহী—একতালা

শারদে জাগো শরতে গো (শিবে)।

নিদ্রা পরিহরি জাগো শুভঙ্করী আয় মা বিল্বমূলে কৈলাস-বাসিনি।
অকাল বোধনে জাগ কাত্যায়নী, পূর্ব্বেতে জাগিয়া যেন মা আপনি
কাত্যায়ন মুনি তুষিলে জননী, দেখা দিলে সাজি মহিষমর্দ্দিনী।
রাবণ বিনাশে শ্রীরামে রাখিতে, অকাল বোধনে বিরিঞ্চি যেমতে
বোধিলা তোমারে, আমি ভক্তিভরে আনন্দ অন্তরে বোধি মা তেমনি
ষষ্ঠী সন্ধ্যাকালে এই বিল্বমূলে এস ভূমণ্ডলে দেব চতুর্দ্দোলে।
অথবা কেশরী পৃষ্ঠে বিশ্বেশ্বরী সাজি স্বর্ণগৌরী পূর্ণ চন্দ্রাননী।
(ওমা) যে পদ পূজিয়া মহেন্দ্র-বৃত্রারি রিপুবধি নিলা রাজ্য মহেশ্বরি।
ভবপ্রীতা ভণে তেমতি এক্ষণে পূজি সযতনে সে পদ দুখানি॥

কীর্ত্তন—ঝাঁপতাল

জাগ জাগ যোগেশ্বরি দুর্গে দুর্গতি-নাশিনী।
অকাল বোধনে জাগ বিল্বমূলে কাত্যায়নি॥ (মা)
সঙ্কটে বাসব তোমা বোধিয়া পরমেশ্বরী,
অবহেলা ক্রমে রণে বধিলা দুরন্ত অরি।
রাবণ বিনাশ তরে রাখিতে শ্রীরঘুবরে
অকালে ব্রহ্মা কাতরে বোধিলা বিশ্বজননী॥ (মা)
মহিষাসুর নাশিতে ডাকে কাত্যায়ন মুনি,
সন্ধ্যাকালে বিল্বমূলে দেখা দিলে কাত্যায়নী।
নিরাকারা কৃপা করি সাজিলে বিচিত্রা নারী,
কনক চম্পক গৌরী তেজে কোটি সৌদামিনী॥ (মা)

পূর্ণেন্দু সদৃশাননা অধরে মধুর হাসি।
ভালে অর্দ্ধ চন্দ্ররেখা সিংহোপরি মুক্তকেশী।
দশভুজা রণবেশী অঙ্গে মরকত রাশি।
ষোড়শী হররূপসী ত্রিনয়না ত্রিভঙ্গিনী॥ (মা)
সঙ্কটে পড়িয়া আজি কাতরে মা ভবপ্রীতা,
নিশিমুখে বিল্বমূলে ডাকেগো বিশ্বপ্রসূতা।
নিবারি সর্ব্ববিপদে, রাখ মা অভয় পদে,
জাগ মধুর শরতে শরচ্চন্দ্র নিভাননী॥ (মা)

জয়জয়ন্তী—একতালা

গা তোল গা তোল বাঁধ মা কুন্তল
ঐ এল পাষাণী তোর ঈশানী।
ল'য়ে যুগল শিশু কোলে "মা কৈ, মা কৈ" ব'লে,
ডাকিছে মা তোর ঐ শশধর-বদনী॥
মা তোমার এই কন্যে ত্রিভুবন ধন্যে,
কভু এ সামান্যে নয় গো রাণি;
আমরা ভাবতেম ভবের প্রিয়ে, আজ শুনি তোর মেয়ে,
তিনি নাকি ভবের ভয়-হারিণী॥
মা তোমার এই তারা চন্দ্রচূড়-দারা চন্দ্র-দর্পহরা চন্দ্রাননী।
এমন রূপ দেখি নাই কারো মনের অন্ধকার
হরে মা, তোর হর-মনোমোহিনী॥

বিভাস-যোগিয়া—জলদ তেতালা

এলো গিরিনন্দিনী,
লয়ে সুমঙ্গল ধ্বনি, ঐ শুন ওগো রাণি।
চল বরণ করিয়ে, উমা আনি যেয়ে, কি কর পাষাণ-রমণী গো!
অমনি উঠিয়ে, পুলকিত হয়ে, ধাইল যেন পাগলিনী।
চলিতে চঞ্চল, খসিল কুণ্ডল, অঞ্চল লোটায় ধরণী॥
আঙ্গিনার বাহিরে, হেরিয়ে গৌরীরে, দ্রুত কোলে নিল রাণী।
অমিয় বরষি, উমা মুখ-শশী, চুম্বয়ে যেন চকোরিণী॥
গৌরী কোলে করি, মেনকা সুন্দরী, ভবনে লইল ভবানী।
কমলাকান্তের, পুলকে অন্তর, হেরি ও বিধুমুখখানি॥

মনোহরসাহী—একতালা

গিরি গণেশ আমার শুভকারী
পূজে গণপতি পেলাম হৈমবতী
চাঁদের মালা যেন চাঁদ সারি সারি॥
বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন,
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন,
ঘরে আনব চণ্ডী, কর্ণে শুনব চণ্ডী,
আসবে কত দণ্ডী জটাজুটধারী॥
মেয়ের কোলে মেয়ে দুটি রূপসী
লক্ষ্মী সরস্বতী শরতের শশী
সুরেশ কুমার গণেশ আমার
তাদের না দেখিলে ঝরে নয়ন বারি॥

বিভাস—একতালা

করী অরি পরে আনিলে হে কারে, কৈ গিরি মম নন্দিনী,
আমার অম্বিকা দ্বিভুজা বালিকা, এ যে দশভুজা ভুবন মোহিনী।
কিবা সে দক্ষিণে গজেন্দ্র-বদন, প্রকাশিত যেন প্রভাতী তপন,
ষড়ানন স্ববামেতে সুশোভন, কমলা ভারতী সহকারিণী।
দক্ষিণাঙ্গ রাখি মৃগেন্দ্র পরেতে আর পদ আরোপিয়ে অসুরেতে,
দাঁড়িয়ে আছেন কিবা ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীতে জ্ঞান হয় পূর্ণ ব্রহ্মসনাতনী।
শুনেছি পুরাণে ওহে গিরিবর, এইরূপ আরাধিয়ে রঘুবর,
বরদার বরে জয়ী লঙ্কেশ্বর, উদ্ধারিয়েছিলেন জনকনন্দিনী।
তারাচাঁদ কহে শুন গিরিরাণি, এই সেই তোমার পরাণ ঈশানী,
নাশিতে ভূভার দশভুজাকার মহিতে মহিষাসুর মর্দ্দিনী।

ভৈরবী—একতালা

আর জাগাস্ নে মা জয়া অবোধ অভয়া
কত করে উমা এই ঘুমাল।
উমা জাগিলে একবার, ঘুম পাড়ান ভার
মায়ের চঞ্চল স্বভাব চিরকাল॥
কাল উমা আমার এল সন্ধ্যাকালে,
কি জানি কি রূপে ছিল বিল্বমূলে,
বিল্বমূলে স্থিতি করিয়ে পার্ব্বতী,
জাগিয়ে যামিনী পোহাল॥

উপরোধ উমা এড়াতে না পেরে,
সারাদিন বেড়ায় প্রতি ঘরে ঘরে,
সন্ধ্যাবেলা অবশ হল ঘুমের ঘোরে,
মায়ের মুখের পান মুখে রহিল
উমার সঙ্গে জয়া যদি করবি খেলা,
খেলবি গো জয়া জাগিলে মঙ্গল।
দ্বিজ রাধিকায়, বলে উমা না জাগিলে
জগতে কে জাগিবে বল॥

সাহানা—যৎ

কেমন করে হরের ঘরে ছিলি উমা বল মা তাই,
কত লোকে কতই বলে, শুনে প্রাণে মরে যাই॥
মার প্রাণে কি ধৈর্য্য ধরে, জামাই নাকি ভিক্ষা করে,
এবার নিতে এলে পরে, (বলব) উমা আমার ঘরে নাই॥
চিতাভস্ম মাখি অঙ্গে জামাই ফিরে নানা রঙ্গে,
তুই নাকি মা, তারি সঙ্গে তোর সোনার অঙ্গে মাখিস্ ছাই॥

কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর—একতালা

এলি কি গো উমা, হর-মনোরমা,
কৈলাস-চন্দ্রমা হলি কি উদয়।
মা বলে একবার, আয় কোলে আমার,
না হেরে সংসার হেরি শূন্যময়॥

প্রাণের প্রাণ উমা, তুই যে প্রাণ-পাখী,
না হেরিলে তোরে ঝরে দুটি আঁখি,
একবার আয় আয় দেখি, উমা চন্দ্র-মুখি !
তুই যে আমার সর্ব্ব সুখের নিলয় ॥
নৈশ-নীলাম্বরে নিরখি যখন,
চন্দ্রমার ছবি ভুবন-মোহন,
মনে পড়ে মা, তোর ও চন্দ্র-বদন
শত ধারে চক্ষে বারিধারা বয় ॥

পিলু বারোঁয়া—জলদ তেতালা

উমা আয় মা আমার কোলে ।
বহুদিন পরে আবার ডাক দেখি মা ব'লে ॥
সেই যে দশমী দিনে, গেলি গো মা আর এলিনে,
পাষাণ প্রাণে যাস্ কেমনে কাঁদায়ে আমায় ফেলে ॥
এবার যেন তিন দিন পরে, যেতে চাসনে হরের ঘরে,
মন যে আমার কেমন করে কি জানাব মুখে বলে ॥
হিয়ার মাণিক আয় মা বুকে, চুমো খাই এ চাঁদ মুখে,
সকল ভুলে মহাসুখে মা মেয়ে রই দুইয়ে মিলে ॥

সাহানা—ঝাঁপতাল

ভিখারী হরের ঘরে কি সুখে থাক শঙ্করী ?
শুনেছি সে পাগল ভোলা, আছে গঙ্গা শিরে করি।
অঙ্গে তার নাহি বাস, কৈলাসে সতত বাস,
নিত্য করে উপবাস, সন্ন্যাসী সে জটাধারী।
ভস্মমাখা কলেবর দিক হয়েছে অম্বর
নেশাতে সদা বিভোর, অঙ্গে ফণী বিষধরী।
মুখে না হাসে মধুর, কিন্তু দেখি ভাব উদার,
তাও শুনেছি সুরাসুর করে আরাধনা তারি।

(অরুণোদয়ে উমার আগমনে মেনকার সম্ভাষণ)

ভৈরবী—যৎ

এস ঘরে নয়নতারা হারানিধি মোর।
আশে শুধু বেঁচে আছি পথ চেয়ে তোর॥
দুখিনী জননী ফেলে ভাল তো মা ছিলি ভুলে,
পাষাণ নন্দিনী ব'লে এতই কঠোর॥
সুধামাখা হাসি মুখে, জুড়াও পরাণ মা ডেকে,
সব দুখ ভুলি হই আনন্দে বিভোর।
মুখ হেরি আঁখি ভরি, স্নেহভরে বুকে ধরি,
শান্ত হ'ক চুমি অধর, এ চিত চকোর॥

(গৌরীর উত্তর)

সাহানা—ঝাঁপতাল

তুমি তো মা ছিলে ভুলে আমি পাগল নিয়ে সারা হই।
হাসে কাঁদে সদাই ভোলা জানে না সে আমা বই॥
ভাঙ্গ খেয়ে মা সদাই আছে
থাকতে হয় মা কাছে কাছে
ভাল মন্দ হয় গো পাছে, সদাই মনে ভাবি তাই॥
দিতে হয় মা মুখে তুলে, নয়তো খেতে যায় গো ভুলে,
ক্ষেপার দশা ভাবতে গেলে আমাতে আর আমি নই।
ভুলিয়ে যখন এলাম ছলে
(ওমা) ভেসে গেল নয়ন জলে
একলা পাছে যায়গো চলে আপন হারা এমন কই॥

বাঙ্গালী—একতালা

আজ আগমনীর আবাহনে কিস্সুর উঠেছে বেজে।
দোয়েল শ্যামা ডাক দিল তাই বরণের এয়ো সেজে॥
ভরা ভাদরের ভরা নদী কুলু কুলু ছোটে নিরবধি।
সে সুর গীতালি দেয় করতালি, নাচে তরঙ্গ দোলনে রে॥
পূরব দীপক আরতির দীপ শত ছটা মেঘ জালে,
দিক্‌বালা তায় আলতা গুলেছে রক্ত আকাশ থালে।
ঘাসের বুকেতে শিশির নীর ধোয়াবে ও রাঙ্গা চরণ ধীর
সবুজ আঁচলে মুছে নেবে বলে ধরণী শ্যামলা সেজেছে রে॥

মিশ্র আসোয়ারী—একতালা

(আজি) শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও জননী এসেছে দ্বারে।
সপ্তসিন্ধু কল্লোল রোল বেজেছে সপ্ত তারে॥
সুর সপ্তক তুলেছে তান সপ্ত ঋষির গানে
সপ্ত স্বর্গে দুন্দুভি ঘোষে সপ্ত গ্রহের টানে;
অন্তরে আজ সপ্ত সুরের নব জাগরণ স্বরে॥
সাতরাঙ্গা রবি রামধনু হাতে মরণের বাণ হানে
সপ্ত কোটি সুসন্তান বিজয় মাল্য আনে।
সপ্ত তীর্থ একসাথ হয় হৃদি মন্দির দ্বারে
তুলে নাও বুকে তারে॥

খাম্বাজ মিশ্র—একতালা

তব চরণ ধোয়াবে শারদ শিশির
শেফালি অর্ঘ্য দেবে।
ধরণী শ্যামল আসন বিছাবে
তুমি মা আসিবে যবে॥
রক্ত ঊষাতে সিন্দূরের টিপ
পরাবে মা তোর ভালে।
চাঁদিমা আরতি দিয়ে যাবে মাগো
সুনীল গগন তলে

কত শত শত কমল কুমারী
তোমারে পূজিতে চাহে,
দিকে দিকে তব আগমন গীতি
দোয়েল শ্যামা গাহে ॥

ভাটিয়ালী—কাহারবা

তোরা আজ গারে আগমনী।
গেয়ে যা প্রাণ ভরেরে, আসে দুর্গা-রাণী ॥
সারাটি বরষ ধরি, আঁধার এ গিরিপুরী ;
সব দুখ দূরে যাবে আসিলে শিবানী ॥
আসে গণপতি, লক্ষ্মী, সরস্বতী,
কার্ত্তিক আসে ঐ চড়িয়া ময়ূরী ;
ঐ শোন কেশরী, গরজে হরষে মরি রে !
সাজা তোরা ফুলের সাজি (আমার) আসে হৃদয়রাণী ॥

বেহাগ—জলদ-তেতালা

আজু মন্দিরে ওমা ! শঙ্করী শঙ্কর পেয়ে।
পূজয়ে ভকত বৃন্দ, জবা সচন্দন দিয়ে ॥
আনন্দিত নর-নারী, সবে পুলকিত হিয়ে।
মগন ভকতগণ, সদা ডাকে মা বলিয়ে ॥

সুরাসুর নাগ নর, নাচে উল্লসিত হ'য়ে।
দিবানিশি নাহি জ্ঞান, তব মুখ নিরখিয়ে॥
মহাপাপী দুরাচারী, নিস্তারিল নাম ল'য়ে।
পতিত কমলাকান্ত, রহিল চরণ চেয়ে॥

প্রসাদী, লুম্-ঝিঁঝিট—একতালা

কে গো আমার মাকি এলি।
আয় মা মনের কথা বলি (ওমা শোন মা, দুটো কথা)॥
এত দুঃখ দিয়ে শ্যামা যদি দয়া প্রকাশিলি,
তবে মা হয়ে মা মায়ের মত ছেলের কথা শোন্ মা কালী॥
দাঁড়া গো মা হৃৎকমলে, পূজি মানসকুসুম তুলি,
ভক্তিচন্দন মাখাইয়ে পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি॥
করিব সুমহৎ হোম চিৎকুণ্ডে অনল জ্বালি,
পূর্ণাহুতি দিব তাহে 'জয় কালী, জয় কালী' বলি॥
প্রাণান্ত এ দক্ষিণান্ত, কর্ম্মফল মা তুই সকলি,
মায়ের ছেলে প্রেমিক এখন, যার কাছে কাল কৃতাঞ্জলি॥

(মহাষ্টমী সন্ধিক্ষণে গিরিরাজের উমাকে মহিষ-মর্দ্দিনীরূপে দর্শন)

টৌড়ী ভৈরবী—একতালা

প্রতি অঙ্গে বসি, কত পূর্ণশশী হাসে যেন আহা শারদ গগনে।
পুঞ্জে পুঞ্জে অলি চলি চলি চলি গুঞ্জরে রাঙ্গা কমল চরণে॥

ষোড়শী অতসী কুসুম বরণ, দশ করে ধরে দশ প্রহরণ,
ত্রিভঙ্গ সংস্থানে আলোকি ভুবন করিতেছে রণ অসুরের সনে ॥
বামে শিখী পৃষ্ঠে করে ধনুঃশর, ষড়ানন কান্তি অতীব সুন্দর,
সিন্দূর বরণ খর্ব্ব লম্বোদর গজানন রাজে মূষিকে দক্ষিণে ;
শুভ্র-বরণা শ্বেত-পদ্মাসীনা, বামে বাগ্বাদিনী ঝঙ্কারে বীণা,
দক্ষিণে রমা কনক-প্রতিমা রূপে অনুপমা কমল আসনে ॥
দাঁড়ায়ে দক্ষিণপদে সিংহপৃষ্ঠে, মহিষস্কন্ধে বামপদাঙ্গুষ্ঠে,
দৈত্যবক্ষে শূল হানে রোষদৃষ্টে বাঁধি নাগপাশে কেশ আকর্ষণে ॥
হেরিতে বাহিরে হেন ভয়ঙ্করা, অন্তরে অনন্ত করুণার ধারা,
রোষারুণ ত্রিনয়ন স্নেহভরা তুষ্টা রুষ্টা সুত-কল্যাণ কারণে ॥
ভালে শশিকলা সুন্দর শোভন, জটাজূট শিরে প্রসন্ন আনন
জবা বিল্বদলে পূজ, হের মন, রাতুল চরণ অতৃপ্ত নয়নে ॥

(সন্ধিক্ষণ)

মিশ্র-নট নারায়ণ—একতালা

তাণ্ডবে নাচ চামুণ্ডে চণ্ড মুণ্ড খণ্ডিনী।
খলখল হেসে আসব আবেশে এলোকেশে উলঙ্গিনী ॥
খড়গ প্রহারি হুঙ্কারে, চূরে অসুর অহঙ্কারে,
হও প্রসন্ন সকল বিঘ্ন হন হন রণ-রঙ্গিণী ;
করম খণ্ড চণ্ডিকে জগদম্বে শম্ভু-সঙ্গিনী ॥

পরজ মিশ্র—যৎ

বলিস দুদিন থাকতে হেথা কালকে ভোলা নিতে এলে।
ক্ষতি কি তায় বলনা আমায় থাকবে ঘরে ঘরের ছেলে ॥
বুঝিয়ে দুটো মিষ্টি করে ভুলিয়ে তাকে রাখিস ধরে।
মনের মতন পেলে পরে থাকবে ভুলে নেচে খেলে ॥
সিদ্ধি বাটব আপন হাতে শুনেছি সে তুষ্ট তাতে।
গঙ্গা জল আর বেল পাতাতে নিত্য মাথায় দেব ঢেলে ॥
ঝি জামাই তো আনে সবাই আমার মনে সে সাধ কি নাই ?
কেমন করে আনব জামাই তোর দেখা পাই বছর গেলে ॥

সিন্ধু—একতালা জলদ

উছলি ঐ ভুবন ভাসায় ক্ষুদ্র হিয়ায় নাহি ধরে।
অপার আনন্দ আজি নিত্যানন্দময়ী ঘরে ॥
মায়ের আমার সোণার গায়, সোণামণি শোভা না পায়,
সাজাব আয় রাঙ্গা জবায় করায়ে স্নান প্রেমনীরে।
করতালি দাওরে সবাই, নেচে নেচে মার গুণ গাই,
সকল সমান ভেদ কোন ও নাই মাতি মাতাই নারীনরে ॥

সিন্ধু খাম্বাজ—যৎ

(ওগো) নবমী নিশি তুমি আর যেন পোহায়োনা,
তুমি গেলে আমার উমা যাবে এ দুঃখীর প্রাণ আর বাঁচবে না।
সপ্তমী অষ্টমীতে আমি ছিলাম মনের সুখেতে,
ওরে নবমী তুই মাথা খেতে কেন এলি বল্‌না ॥

(বিজয়া দশমী—মেনকার উক্তি-হরের প্রতি)

রামকেলী—যৎ (৭ মাত্রা)

পাঠাতে নারিব উমায় যাও হে হর, যাও হে ফিরে।
মন চায় তো রহ কিম্বা মেয়ে জামাই একত্তরে ॥
তোমার তো নাই মান অপমান, এখান ওখান সবই সমান,
এমন ক'রে শ্মশান মশান বেড়াও কেন ঘুরে ঘুরে ॥
অভাব কিসের বল আমার, যোগাব যা চাই হে তোমার,
ন্যাংটা ক্ষ্যাপা ত্রিসংসার কাজ কি তোমার ভিক্ষা ক'রে ॥
যথাই থাক হরগৌরী, সেই ঠাঁইই কৈলাস পুরী,
নিজগুণে কৃপা করি উভয়ে স্থির রহ ঘরে ॥

(মেনকার উক্তি—উমার প্রতি)

কীর্ত্তন ভাঙ্গা—একতালা

বল গো মা উমা কোন প্রাণে তোমা পাঠাইব আজ হরেরি ঘরে।
থাকে সে শ্মশানে ভূতগণসনে লাজ ভয় নাই ভবের অন্তরে ॥
রাখি আমি তোরে নয়নে নয়নে
পলকে প্রলয় হেরি তোমা বিনে।
মা ডাক শুনিলে ও চাঁদ বদনে চাহিনা কিছুই এ তিন সংসারে ॥
বিঁধে যদি কাঁটা তোর রাঙ্গা পায়,
বাজে মোর বুকে কে বুঝিবে তায়,
মোরে ফেলে তুই যাইবি কোথায় প্রাণহীন প্রাণে বাঁচিব কি ক'রে ॥

(মেনকার প্রতি উমার সান্ত্বনা বাক্য)

টোড়ী ভৈরবী—একতালা

কি যে স্নেহডোরে বেঁধেছ মা মোরে,
ছেড়ে যেতে তোমা মন নাহি সরে,
সাধে কি মা যাই ভোলা তোর জামাই,
আর যে কেহ নাই একা আমি ঘরে ॥
ভাবে বিভোর সদা চান না আঁখি মিলে,
খেতে ও যান ভুলে খাওয়ায়ে না দিলে,
কার্ত্তিক গণেশ এই দুটি ছেলে,
অস্থির ক'রেছে যাব যাব ক'রে ॥
নন্দী ভৃঙ্গী ভূত প্রমথ সকলে,
যোগিন্যাদি মোরে, জানে মা ব'লে।
আমি যেমন তোমার, তারাও তেমনি ছেলে,
কেমনে বল ফেলে থাকি স্থানান্তরে ॥
স্থির হও মাগো শান্ত কর মন,
বুঝে ও কেন হও উতলা এমন।
মুদিলে নয়ন করিবে দর্শন
তোমার কোলেই আছি চিরকাল ধ'রে ॥

(প্রার্থনা) সুরট—একতালা

কোটি বিজলি অঙ্গে উজলি আজি এ বঙ্গে,
দুখ দুর্গতি হরণে দুর্গে হের কৃপা অপাঙ্গে।

করী-অরি-পরে আরোহণ করি, দশ করে দশ প্রহরণ ধরি,
দক্ষিণে হেরম্ব, কমলা, বামে বাণী, ষড়ানন সঙ্গে ;
স্নেহভরে আসি রিপুগণ নাশে, পরম উল্লাসে অট্ট অট্ট হাসে,
মহিষমর্দ্দিনী উমা এলোকেশে নাচ গো মা রণরঙ্গে ॥
নত কিঙ্কর কাতর আহ্বানে, তনু ধরি এস পতিত ত্রাণে,
লীলাছলে কোটি যোগিনীর সনে শুনি পুরাণ প্রসঙ্গে ;
সব সম্পদসিদ্ধি বিধানে শক্তি বিদ্যা ধর্ম্মে জ্ঞানে।
আনন্দ দাও ভারত সন্তানে, ভাসাও প্রেমতরঙ্গে ॥

ভৈরব—একতালা

(আজি) শরত শান্ত উষার তিলকে শূন্য কুটীর দ্বারে।
(ঐ) এলো গো জননী মুক্ত আলোকে ফুল্ল কুসুম ভারে ॥
সম্ভার শত নাহি মা পূজার ভকত শরণে লহ উপহার ;
অশিব-নাশিনী শিব করমা মঞ্জুল ফুল হারে ॥

মিশ্র খাম্বাজ—একতালা (জলদ)

অম্ব-অন্নপূর্ণে, আবিরেহি ভো ভবানি !
নমে কিঙ্কর, মোহ ঘোর হর আসি কাশীরাণি !
বিশ্বেশ্বর হর ত্রিপুরারি মাগে তব আগে সাজি ভিখারী ;
কেন মোরা দীন মা মহেশ্বরী যাদের হেন কল্যাণী ?
পীযূষ সিঞ্চি পদনখ কোণে শকতি সঞ্চার নারীনর প্রাণে ;
আনন্দ দাও নাশ রিপুগণে রাখগো পরমেশানি !
ধন, ধর্ম্ম, অন্ন, বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, সকলে ভারতে করি সমুজ্জ্বল,
দে মা সমদৃষ্টি প্রেম নিরমল, সবে কর মহাজ্ঞানী ॥

শ্রীশ্রীমাতৃ সঙ্গীত

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে, শিবে, সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে, ত্র্যম্বকে, গৌরি, নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি !
গুণাশ্রয়ে, গুণময়ি, নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥
শরণাগত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥
জয় নারায়ণি নমোঽস্তুতে, জয় নারায়ণি নমোঽস্তুতে।
জয় নারায়ণি নমোঽস্তুতে, জয় নারায়ণি নমোঽস্তুতে।

জয়জয়ন্তি—চৌতাল

ত্বং অপারা, বিশ্বসারা, বিশ্বাধারা বিশ্বরঞ্জিনী ;
সর্ব্বভূত-আত্মভূত, সর্ব্ববিভূতি-প্রবিধায়িনী ॥
ত্বং অনল-ক্ষিতি-অনিল, ব্যোম-সলিল-সংরূপিণী,
তুমি অমেয়া মহেশজায়া, ভো অভয়া ভয়বারিণি ॥
বিরাজিতা শব-আসনে, কভু প্রমত্তা আসব পানে,
কভু যুক্তা শিব সনে, শিবে গো শিবানি ;
ওমা ত্রিগুণধারিণি, গুণাতীতা ত্রিনয়নি,
প্রেমিকের ত্রিতাপের তাপ সংহর হর-মোহিনি ॥

খাম্বাজ—চৌতাল

নীলবরণী নবীনা রমণী নাগিনীজড়িত জটাবিভূষিণী ;
নীল নলিনী জিনি ত্রিনয়নী নিরখিলাম নিশানাথ-নিভাননী ॥
নিরমল-নিশাকর-কপালিনী, নিরুপমা ভালে পঞ্চরেখাশ্রেণী,
নৃকর-চারুকর-সুশোভিনী, লোলরসনা করালবদনী ॥
নিতম্বে বেষ্টিত শার্দ্দূলছাল, নীল পদ্ম করে, করে করবাল,
নৃমুণ্ড-খর্পর অপর দ্বিকরে লম্বোদরী লম্বোদর-প্রসবিনী ;
নিপতিত পতি শবরূপে পায়, নিগমে ইহার নিগূঢ় না পায় ;
নিস্তার পাইতে শিবের উপায়, নিত্যসিদ্ধা তারা নগেন্দ্রনন্দিনী ॥

দেশ—তেওরা

(এমা) কালভয়বারিণি কপালিনী, কালরূপিণী,
শম্ভুভামিনী, নিশুম্ভঘাতিনী, সমরবাসিনী, সুরবন্দিনী ॥
পুর-হর-মনোমোহকারিণী, সত্যবাদিনী ;
তত্ত্বদায়িনী, ত্রাসনাশিনী, ত্রাণকারিণী, তিমিরবরণী ॥
ত্রিগুণধারিণী, ত্রিদেবজননী, ত্রিলোকেশী, তেজরূপিণী ;
অন্নদায়িনী, অমরপালিনী, অসুরদলনী, আদিকারিণী,
আশুতোষ-হৃদিবিলাসিনী, আত্মরূপিণী ॥

খাম্বাজ—তালফেরতা চৌতাল, সঞ্চারী—ধামার

জগত জননী জাগিয়াছে আজি জয় মা তারিণী গাও রে
বাজাও ডঙ্কা নাহিক শঙ্কা ঘুচে গেছে ভবভয় রে ॥
নেহারি দানব-নিপীড়িত ধরা, দানব-দলনী পাগলের পারা,
মুখে অট্টহাস ত্রিভুবন-ত্রাস বুঝিবা সৃষ্টি যায় রে ॥
ডাকিনী যোগিনী নাচিছে সঙ্গে, গ্রাসিছে দানব কত না রঙ্গে,
রুধির লেগেছে সকল অঙ্গে পদভরে ধরা টলে রে।
দানব নাশিতে অসিমুণ্ডধরা, ভকতের তরে বরাভয়করা,
রুদ্র মধুরে অপরূপ তারা, হেরিলে প্রাণ জুড়ায় রে ॥

জয়জয়ন্তি—ধামার

আহা মরি মরিরে, কিরূপ মাধুরী, ও বামা কে আসে
হাসিতে হাসিতে ঘনবরণী।
বিবসনা নবীনা রমণী এলায়ে পড়েছে বেণী
চরণে নূপুর, কটিতে কিঙ্কিণি, আসব আবেশে লোহিত-লোচনী ;
(বামার) ভালে শিশুশশী সীমন্তে সিন্দূর, পীযূষপূর্ণ পীন পয়োধর
অসিমুণ্ডধরা বরাভয়া মুণ্ডমালিনী ;
সাধক হৃদয় ভাবেতে ধন্য, নিরুপমা নারী নহে সামান্য
ত্রিতাপহারিণী শিবের কামিনী বিশ্বপ্রসবিনী ভুবনমোহিনী ॥

জয়জয়ন্তি—চৌতাল

তুমি শ্যামা হররমা উমা রমা মনোমোহিনী,
তুমি পরা বিশ্বাধারা বরাননী বরবর্ণিনী ॥
যোগীবর হৃদয়কন্দর জ্ঞানভাস্কর প্রবিধায়িনী
সতী সাবিত্রী জগদ্ধাত্রী মুক্তিদাত্রী ভোগদায়িনী ॥
বিবসনী তুমি কৃপাণী, গলদ্রুধির-শিরোমালিনী,
বরাভয়া ত্রিনয়নী, ত্রিবর্গদায়িনী ;
ওমা ভূধরনন্দিনী, দনুজ-দল-দলনি,
প্রেমিকের ভব ভয় হর হর মা হররাণি ॥

ইমন-কল্যাণ—ধামার

বামা কেরে এলোচিকুরে !
বিহরে আনন্দময়ী শবহৃদি' পরে ॥
বসন নাহিক গায়, পদ্মগন্ধে অলি ধায়,
চলে যেতে ঢলে পড়ে আসব ভরে ॥
যে ঠেকেছে রাঙ্গা পায়, হত-দিতি-সুতচয়,
স্পর্শমাত্র শিব হয় সমর মাঝারে ;
কমলাকান্তের ভাষী, সর্ব্বনাশি, ধরে অসি
করিলি সব কাশীবাসী জনমের তরে ॥

তিলক-কামোদ—সুরফাক্তা

কেরে বামা ভুবনমোহিনী, করালিনী রঙ্গিণী,
রণ-মাঝারে আলো করি, কিবা বিহরে নিবিড় নীরদবরণী ॥
বিকশিত-চারু-দশনা, ঘোর-লোহিত-লোচনা, অট্টহাসি-আননা,
বিবসনা শব-আসনা, দানব-দৃপ্ত-দলনী ॥
ভীম মধুর কান্তি, নাশে মানস ভ্রান্তি, দরশনে চিরশান্তি,
যাচে হৃদয় আকুল অভয় শ্রীপদতরণী ॥

বাহার—ধামার

কে এল এলোকেশে ন্যাংটা বেশে রণেতে,
নাচে শবে, নাশে সবে, শিবা সব সঙ্গেতে ॥
অধরে রুধির ধারা, সর্ব্বাঙ্গ শোণিত ভরা,
শাণিত কৃপাণধরা, কাঁপে ধরা ভয়েতে ॥
শব দোলে কর্ণমূলে, নরশির শোভে গলে,
অনল জ্বলিছে ভালে, কালফণী কাঁধেতে ;
প্রেমিক বলে ওমা কালি, ভূভার হরিলি খালি,
ক'রলিনে ভার আমার খালি, পারি না ভার বহিতে ॥

ইমন-কল্যাণ—তেওরা

সিংহচারী খপথ ধাওয়ে, অসুর-সুরগণ গগন ছাওয়ে,
রক্ত-বীজ-মারী করে রুধির ধারে ॥
ইন্দ্র চন্দ্র করত ধ্যান, ভয়ে ধরণী কম্পমান,
আওয়ে হরি শঙ্খ শানে সকল চরণ পাওয়ে ॥
ব্রহ্মা হরি হর ধরণী অম্বর, সিদ্ধ কিন্নর সজল জলধর,
জ্যোতিঃ সঞ্চারে ॥

খাম্বাজ—চৌতাল

দীনতারিণী, দুরিতহারিণী, সত্ত্বরজস্তম ত্রিগুণধারিণী,
সৃজন-পালন-নিধনকারিণী, সগুণা নির্গুণা সর্ব্বস্বরূপিণী ॥
ত্বংহি কালী তারা পরমাপ্রকৃতি, ত্বংহি মীন কূর্ম্ম বরাহ প্রভৃতি,
ত্বংহি স্থল জল অনল অনিল, ত্বংহি ব্যোম ব্যোমকেশ-প্রসবিনী ॥
সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসক ন্যায়, তন্ন তন্ন জ্ঞানে ধ্যানে সদা ধ্যায়,
বৈশেষিক বেদান্ত ভ্রমে হ'য়ে ভ্রান্ত,
তথাপি অদ্যাপি জানিতে পারেনি ॥
নিরুপাধি আদিঅন্তরহিত, করিতে সাধক জনার হিত,
গণেশাদি পঞ্চরূপে কালবঞ্চ, ভবভয়হরা ত্রিকালবর্ত্তিনী ॥
সাকার সাধকে তুমি যে সাকার, নিরাকার উপাসকে নিরাকার,
কেহ কেহ কয় ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময়, সেই তুমি নগতনয়া জননী ;
যে অবধি যার অভিসন্ধি হয়, সে অবধি সে পরব্রহ্ম কয়,
তৎপরে তুরীয় অনির্ব্বচনীয় সকলি মা তারা ত্রিলোকব্যাপিনী ॥

বাগেশ্রী—ধামার

ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে, গলিত-চিকুর আসব-আবেশে
বামা রণে দ্রুতগতি চলে, দলে দানবদলে, ধরে করতলে গজ গ্রাসে
কালীর শরীরে রুধির শোভিছে, কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে.
নীলকমল শ্রীমুখমণ্ডল, অর্দ্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে॥
নীলকান্ত মণি নিতান্ত, নখরনিকর তিমির নাশে,
রূপের ছটায় তড়িত ঘটায়, ঘন ঘোর রব উঠে আকাশে;
দিতিসুতচয়, সবার হৃদয়, থর থর থর কাঁপে হুতাশে,
কোপ কর দূর, চল নিজপুর, নিবেদে শ্রীরামপ্রসাদ দাসে॥

বাহার—ধামার

দ্যাখনা চেয়ে ন্যাংটা মেয়ে, করতেছে কি কারখানা.
হাস্য করে, আস্যে পোরে, মত্ত মাতঙ্গ সেনা॥
আসব পানে মত্ত মন, রোষে আরক্ত নয়ন.
নৃত্য করে অনুক্ষণ, সঙ্গে পিশাচ দানা॥
রুধির ধরে উদরে . কাঁপে ধরা পদ ভরে.
হুহুঙ্কার রব করে, সদাই লোল রসনা ;
(যত) ভীষণ আকার ধর, ভীত নহে এ অন্তর.
অন্তে হ'য়ো না অন্তর প্রেমিকের এই বাসনা॥

দেশ-মল্লার—তেওরা

বড় ধুম্ লেগেছে, হৃদিকমলে।
মজা দেখিছে আমার মন-পাগলে॥
হতেছে পাগলের মেলা ক্ষেপাতে ক্ষেপীতে মিলে,
আনন্দেতে সদানন্দে আনন্দময়ী পড়ছে ঢলে॥
দেখে অবাক লেগেছে তাক্ ইন্দ্রিয় আর রিপুদলে,
পেয়ে সুযোগ এই গোলযোগ জ্ঞানের কপাট গেছে খুলে॥
প্রেমিক পাগল বলে সকল, তাব'লে আমার মন কি টলে,
(যার) পিতামাতা বদ্ধ পাগল ভাল হয় কি তাদের ছেলে॥
শোন্ মা তারা ভূভারহরা এই বেলা মা রাখছি ব'লে
(যখন) ভাসব' জলে অন্তকালে তনয় ব'লে করিস্ কোলে॥

কামোদ—চৌতাল

পঙ্কজ বনে রাত্রদিনে কি রঙ্গ করিছ শিবা
সদা শিব সঙ্গে আনন্দে, আনন্দময়ি॥
তুমি একা হ'য়েছ দ্বিধা পরমপুরুষ প্রকৃতিনারী ;
কতই নামে কতই রূপ ধরি কত লীলা কর, লীলাময়ি॥
সকল আকারে আছ মা অন্তরে,জানিতে না পারে জীব তোমারে
তুমিই নিত্যা নিরাকারা চিদানন্দ-ব্রহ্মময়ী ;
তুমি কৃপা কর যারে সেই তোমারে জানিতে পারে,
প্রসীদ প্রসীদ প্রসীদ, দেবেশি,
সাধকের হৃদিপদ্মে প্রকাশ, করুণাময়ি॥

আড়ানা—চৌতাল

জগতজননি, আমায় তরাও গো মা তারা।
জগতকে তরালে আমাকে ডুবালে আমি কি জগত ছাড়া, মা তার
দিবা অবসান রাত্রিকালে, দিয়েছি সাঁতার শ্রীদুর্গা ব'লে,
মম জীর্ণ তরী মা আছ কাণ্ডারী, (তবু) ডুবিল ডুবিল ডুবিল ভর
রামপ্রসাদ ভাবিয়ে সারা, মা হ'য়ে পাঠালি মাসীর পাড়,
কোথায় গিয়েছিলি এধর্ম্ম শিখিলি,মা হ'য়ে সন্তান ছাড়া গো মা

পরজ-বাহার—ঝাঁপতাল

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়,
কালী কালী কালী বলে অজপা যদি ফুরায়॥
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়,
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়॥
জপ যজ্ঞ পূজা হোম আর কিছু না মনে লয়,
মদনের যাগ যজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায়॥
কালী নামের এত গুণ কেবা জানতে পারে তায়,
দেবাদিদেব মহাদেব যাঁর পঞ্চমুখে গুণ গায়॥

ইমন-কল্যাণ—চৌতাল

ওমা ভবভয়বারিণি, এলাম ভবে দেখা দে গো জননি,
দিও না যাতনা ত্রিনয়না, দিবানিশি ভাসি দুঃখে গো তারিণি ॥
তব পদে এই মিনতি, না জানি জননি তোমার স্তুতি,
গতি হীনের অতি মূঢ়মতি, কর দীনে ত্রাণ, ত্রাণকারিণি ॥
দাসের দোষ হর হর-মনোরমা তনয়েরে ঘৃণা ক'রনা গো উমা,
এ পাপাঙ্গে গো অপাঙ্গে কর কৃপা শ্যামাঙ্গিনী ;
এ রঙ্গভূমির রঙ্গ, কালস্রোতে হ'লে ভঙ্গ,
প্রেমিকের না হয় আতঙ্ক, কর কৃপা কপালিনি ॥

পরজ-বাহার—সুরফাক্তা

দয়াময়ী হ'য়ে গো মা নিদয়া হ'য়ো না শ্যামা।
ও হর ললনা, বুঝিতে পারি না, এ কেমন তোমার ছলনা ॥
ভেবেছিলাম ভবে ভবজায়া ভেবে করব ভবব্যাধি সান্ত্বনা,
(আমার) আশা সকল করিলি বিফল সফল ভ্রমণ হ'ল না ॥
প্রপঞ্চ জগতে পরিজন ভূতে লজ্ঘাইয়া দিচ্ছে যাতনা,
খেতে শুতে যেতে ফেরাস তাদের মতে
স্বাধীনতা প্রেমিক পেলে না ;
এত যে চাতুরী করিবি শঙ্করি, স্বপনেও তা ত জানি না,
(এখন) কর মা উপায় দিয়ে স্থান ও পায় বৃথা জনম যেন যায় না ॥

আড়ানা—তাল ফেরতা (চৌতাল, সঞ্চারী—ধামার।)

দূরিতবারিণি ও মা হররাণি, ডাকিছে কাতরে এ দীন সন্তান.
করিয়া যতন কমল আসন পেতেছি হৃদয়ে কর অধিষ্ঠান ॥
শিখাইয়া দাও তুমি মা ভবানি, কেমনে পূজিব চরণ দু'খানি.
ভজন পূজন কিছুই না জানি, তাই ভাবি কিসে পাব পদে স্থান
ভরসা কেবল করুণা তোমার তাই এ সন্তান ডাকে বার বার.
নাশ মা তাহার অজ্ঞান-আঁধার তনয়ে তোমার দাও দিব্য জ্ঞান.
যেন নাহি ভুলি চরণ দু'খানি এই মতি দাও তনয়ে জননি.
অকূল পাথার কিসে হই পার, ভব দুঃখ যেন হয় অবসান।

স্বরট-মল্লার—তেওরা

শ্যামা, মন-ছাঁচে তোমাকে ফেলে,
মনোময়ী মূর্ত্তি আজ ল'ব তুলে ॥
মন যে আমার খাদে ভরা, তোমার ভাবে কৈ মা গলে.
ভাবরূপিণী হও তারিণি, গ'লে আমার ভাব অনলে ॥
দেখিব রূপ তোমার স্বরূপ. যে রূপেতে ভোলা ভোলে.
পুরাও আশা, কৃত্তিবাসা, দিয়ে দেখা হৃদিকমলে ॥
গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা, কি হবে মা বন ফুলে.
কি দিয়ে পূজিব তোমায় ভাবছি ব'সে তাই বিরলে ॥
আমি আমার নই জননি, আমার নাই কিছুই ভূতলে.
এ ব্রহ্মাণ্ড তোমার সৃষ্টি, দৃষ্টিহীনে আমার বলে ॥
প্রেমিক বলে শোন্‌রে যুক্তি যথাশক্তি ভক্তিজলে.
ধু'য়ে দে মা'র রাঙ্গা চরণ, মনফুল দে পদতলে ॥

কানাড়া—চৌতাল

কালী কপালিনী পূর্ণ সনাতনী, কলুষনাশিনী কৈবল্যদায়িনী,
জ্ঞান-ভক্তি-প্রদায়িনী, পতিত-জন-পাবনী ॥
কাতরে ডাকে মা অকৃতি সন্তান, কৃপা করি তারে দাও পদে স্থান,
দাও সেই জ্ঞান যাহে পায় ত্রাণ এ ভব-সাগরে, জগতজননি ॥
যে জন তোমার ও রাঙ্গা চরণ, হৃদয়ে সতত করে মা স্মরণ,
ভবভয় তার হয় নিবারণ অন্তে শান্তিধামে যায় সে তখনি ;
তুমি বিনা আর কে আছে আমার, মাগি গো শরণ শ্রীপদে তোমার
করো না নিরাশ হও মা প্রকাশ, দাও দরশন, করুণারূপিণী ॥

পরজ-বাহার—ঝাঁপতাল

কি বিচিত্র চিত্রকরী শঙ্করি, ধন্য তোমারে,
হ'লে চিত্রে চিত্তযোগ জ্ঞানযোগ যায় দূরে ॥
বিশাল বিশ্বফলকে আঁকিছ প্রতি পলকে,
সীমা করি লোকালোকে মহামোহ রাগ সারে ॥
আশারূপ মহাহ্রদে পড়ে যায় ধরিতে চাঁদে,
কেহ কাঁদে মনের খেদে মত্ত কেহ অহঙ্কারে ;
কেহ আনন্দে মগন পেয়ে তনয় রতন,
কেহ অশ্রু বিসর্জ্জন করে মৃতসুত হেরে ॥
কল্পনা পাদপমূলে বসেছে কেউ কুতূহলে,
কেহ ভাসে সকল ফেলে অকালে কাল-স্রোত নীরে ;
এ অকৃতির এম্নি রীতি অসত্যে সত্য প্রতীতি,
করি শ্যামা এ মিনতি রেখ'না আর প্রেমিকেরে ॥

কেদারা—ধামার

অন্ন দে মা অন্নপূর্ণে অন্ন দে মা অন্নদে !
সারদে হৃদয়পদ্মে জ্ঞানং দেহি মে জ্ঞানদে ॥
ধন্য কাশী শিব ধন্য সুরধুনী অবতীর্ণ।
বিরাজিতা অন্নপূর্ণা অঞ্জলি করে ভবদে ॥
হ'য়েছে মা ক্ষুধাব্যাধি দে মা গো সুধা-ঔষধি,
অন্তে চরণে সমাধি মোক্ষং দেহি মে মোক্ষদে

সুরট-মল্লার—ঝাঁপতাল

অন্তরে জাগিছ গো মা, অন্তরযামিনি,
কোলে করে আছ মোরে দিবস যামিনী ॥
অধম সুতের প্রতি, কেন এত স্নেহ প্রীতি,
প্রেমে আহা একেবারে যেন পাগলিনী ॥
কখনো আদর করি, কখনো সবলে ধরি,
পিয়াও অমৃত শুনাও মধুর কাহিনী ;
নিরবধি অবিচারে কত ভালবাস মোরে,
উদ্ধারিছ বারে বারে পতিতোদ্ধারিণি ॥
বুঝেছি এবার সার, মা আমার আমি মার,
চলিব সুপথে সদা শুনি তব বাণী ;
করি মাতৃস্তন্যপান, হব বীর বলবান্,
আনন্দে গাহিব জয় ব্রহ্মসনাতনী ॥

আড়ানা—ঝাঁপতাল

দুর্গে দলনী দুঃখ দারিদ্র্যদহনী
দুষ্ট-বিদারিণী হর-শম্ভু-জায়া ॥
অসুর-সংহারিণী রক্তবীজ-নাশিনী
দীন-অভয়বরা-সুর-নর-পায়া ॥
সংসার-তারিণী তারা তরণীতে
উদ্ধারে কৃপালী, যো কর মা মায়া ;
সপ্তদ্বীপ নব খণ্ড ত্রৈলোক্য-ব্যাপিত
যাচে সুযশ চারু আনন্দ দায়া ॥

দুর্গা—তেওরা

মহাকালের কোলে এসে গৌরী হ'ল মহাকালী।
শ্মশান চিতার ভস্ম মেখে ম্লান হ'ল মার রূপের ডালি ॥
তবু মায়ের রূপ কি হারায়
সে যে ছড়িয়ে আছে চন্দ্রতারায়।
মায়ের রূপের আরতি হয় নিত্য সূর্য্য-প্রদীপ জ্বালি ॥
উমা হ'ল ভৈরবী হায়, বরণ ক'রে ভৈরবেরে,
হেরি শিবের শিরে জাহ্নবীরে শ্মশানে মশানে ফেরে ;
অন্ন দিতে ত্রিজগতে,
অন্নদা মোর বেড়ায় পথে,
ভিক্ষু শিবের অনুরাগে ভিক্ষা মাগে রাজদুলালী ॥

মালকোষ—ধামার

ঈশ্বরী পরমা।
নির্গুণা ত্রিগুণা একা হও নানা
অচিন্ত্য অতুলনা তুমিই আমার মা॥
জগত জীব ঈশ ভিন্ন ব্যবহারে
লীলা কর সৃজন পালন সংহারে
এ মায়া সরায়ে স্বরূপ মহামায়ে
দেখাও সচ্চিদানন্দময়ি! শুদ্ধা ভূমা॥

মালকোষ—ধামার

ভীমা হনে ঐ অসুর গণে, রণে।
নাচে উলঙ্গিনী জলদ অঙ্গিনী শাণিত উদ্যত কৃপাণ ধারণে॥
রুধির প্লাবিত ভূপাতিত হত, ছিন্ন কর পদ কবন্ধ কত শত
গ্রাসে ধরি করী সেনানী রথীরথ
ঝরেক সে শোণিত হুঙ্কারি বিতত ঘোর আননে॥
অট্ট অট্ট হাসে মূরছে দিতি সুত, ধরণী অম্বর সিন্ধু মুখরিত,
শক্র বিধি হরি সুর ব্রহ্মর্ষি নত
ভক্তিভরে তোষে দেবী-সূক্ত সমুচ্চারণে॥
অরুণ শ্রীচরণ অম্ভোরুহ রাজে, রুণু রুণু রুণু শিঞ্জিনী বাজে
শয়িত শঙ্কর ধরে হৃদয় মাঝে
সমাধি নির্ব্বীজে মৃতের ব্যাজে ভীতি বারণে॥

ভৈরবী—তেওরা

বিন্ধ্যগিরিবর শিখরচারিণী, রুচির-জলধর-রূপধারিণী,
সকল সুরকুল কুশলকারিণী দূরিতবারিণী হে ॥
জয় ভবানী ভয়হারিণী নরকবারিণী হে ;
মত্ত-করিবর-তুল্যগামিনী, সুঘট-কটিতট কনকবরণী,
রূপ-জিত-জগদখিলকারিণী নর-কপালিনী হে ॥
সর্ব্বপর্ব্বত-রাজকন্যা নত সুরাসুর যিনি শরণ্যা,
বিতর করুণা বরাননে দেবী ধন্যা হে ;
কুন্দ-ফুল-দল-বিমল-হাসিনী, বিশ্বপ্রেমিক হৃদয়চারিণী,
জিত-শুম্ভ-নিশুম্ভ-নাশিনী, কলুষনাশিনী হে ॥

সাহানা—ঝাঁপতাল

শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা,
সুধা পানে ঢল ঢল ঢলে কিন্তু পড়ে না ॥
বিপরীত রতাতুরা পদভরে কাঁপে ধরা,
উভয়ে পাগলের পারা লজ্জা ভয় আর মানে না ॥

দরবারী কানাড়া—চৌতাল

কে ও ললনা নলিনী-বদনা দানব-দলনা বলরে আমায়,
মরি কি মাধুরী যেন স্বর্ণগিরি রবিশশী হারি পতিত পায় ॥
গলিত চিকুরে শ্রীঅঙ্গ প্রভা নব নীলঘনে চপলারি আভা,
কপোল কমলে অনিল হিল্লোলে, অলকার ছলে মধুপ ধায় ॥
রাজে মৃগরাজে সাজে অপরূপ, আসব আবেশে সুধায় লোলুপ,
হুহুঙ্কার ধ্বনি কাঁপিছে অবনী, চরণে শরণ বিপিন লয় ॥

সাহানা—ঝাঁপতাল

মদমত্ত-মাতঙ্গিনী উলঙ্গিনী নেচে ধায়,
নিবিড় কুন্তলদল বিজড়িত পায় পায়॥
নখরে অরুণ ছুটে পদচিহ্নে পদ্ম ফুটে,
মকরন্দ গন্ধে অন্ধ ভৃঙ্গবৃন্দ গুঞ্জি ধায়॥
অট্টহাস্য অবিরত তড়িত প্রকট কত,
উজল ঝলকে আলো কালবরণ ঘটায়॥

পরজ-বাহার—ঝাঁপতাল

কি তার তারা নামের, সে সুতার যে জন জানে,
অন্য তার সুতার লাগে কি তার রসনে ?
তনুবীণা তনু তারে নিঃস্বরে যে স্মরে তাঁরে,
তারা তা'রে সদা তারে বিপদে পদ প্রদানে॥
প্রকৃত প্রকৃতি ভাবে বিকৃত প্রকৃত ভাব,
শরীর সেতারে তার করি ভব গুণ রব ;
খাইলেন হলাহল তবু না গ্রাসিল কাল
মৃত্যুঞ্জয় নাম হ'ল তারিণী নামের গুণে॥
মন যদি নাহি পার বাজাইতে সে সেতার,
গুরুদত্ত জ্ঞান সার ধ্যান কর মনে মনে ;
আছে সরস রসনা কালী নাম সদা কর না,
ঘুচিবে ভবযন্ত্রণা মন্ত্রণা প্রেমিক ভণে॥

গৌড়সারঙ্গ—ঝাঁপতাল

অভয়ার অভয়পদ কর মন সার,
ভবভয় সব দূরে যাবে রে তোমার ॥
অকর্ম্মজনিত ভয় যদি ভোগাধীন হয়,
ভয়হরা তারা নামে পাইবে নিস্তার ॥
ভ্রান্তিযুক্ত শ্রান্তিহীন, হেলায় হারা'লে দিন,
এখনো কর বিধান মনরে আমার ;
আদিভূতা সনাতনী চরণ কররে ধ্যান,
না হইও অকিঞ্চন আকিঞ্চনে বদ্ধ আর ॥

পরজ-বাহার—ঝাঁপতাল

পাবি না ক্ষেপা মায়েরে ক্ষেপার মত না ক্ষেপিলে,
সেয়ান পাগল বুঁচ্‌কিবগল, কাজ হবে না ওরূপ হ'লে ॥
শুনিস্‌নে তুই ভবের কথা, এ যে বন্ধ্যার প্রসব ব্যথা,
সার করে শ্রীনাথের কথা, চোখের ঠুলি দে না খুলে ॥
মায়া মোহ ভোগতৃষ্ণা দেবে তোরে যতই তাড়া,
বোবার মত থাক্‌বি বসে, সে কথায় না দিয়ে সাড়া ;
নিবৃত্তিরে লয়ে সাথে, ভ্রমণ কর তত্ত্বপথে,
নৃত্য কর প্রেমে মেতে, সদা কালী কালী বলে ॥
মজা আছে এ পাগলে, জানবি আসল পাগল হ'লে,
'আয়রে পাগল ছেলে' ব'লে, ঐ পাগলী মায়ে নেবে কোলে ;
জুরাবে পাগলের মেলা ঘুচিবে ত্রিতাপের জ্বালা,
শান্তিধামে করবি লীলা এ যুক্তি প্রেমিক বলে ॥

মল্লার—একতালা

মরি কি রূপমাধুরী, (আহা মরি মরি) ॥
ভুবন-আভা মানস-লোভা কিবা শোভা নেহারি ।
বিহরে সমর-সাজেরে শিবানী শঙ্করী ॥
অধরে মৃদু হাসির রেখা, যেন গো দামিনী গগনে আঁকা,
ভকত-হৃদয়ে বিতরে আলো মোহ-তিমির নিবারি ॥
শ্রবণে কুণ্ডল করে ঝলমল, গলে দোলে মণি-মুকুতা-মালা,
লোচন বিশাল কুন্তল-দল, নিবিড় নীরদ যায় হারি ॥

জংলা—একতালা

আর কাজ কি আমার কাশী ।
মায়ের পদতলে পড়ে আছে, গয়া গঙ্গা বারাণসী ॥
হৃৎকমলে ধ্যানকালে, আনন্দ সাগরে ভাসি,
(ওরে) কালীর পদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি ॥
কালী নামে পাপ কোথা, মাথা নাই তার মাথা ব্যথা,
(ওরে) অনলে দহন যথা হয়রে তূলারাশি ॥
গয়ায় করে পিণ্ডদান, বলে পিতৃঋণে পাব ত্রাণ,
(ওরে) যে করে কালীর নাম, তার গয়া—শুনে হাসি ॥
কাশীতে ম'লেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি,
(ওরে) সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় তার দাসী ॥

নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
(ওরে) চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি ॥
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে,
(ওরে) চতুর্ব্বর্গ করতলে ভাবিলে রে মন এলোকেশী ॥

নিসাসাগ—ঝাঁপতাল

জয়তি জয় দুর্গে জগতারিণি জ্বালামুখি !
জগন্ময়ি যোগেশি জন পালিনি নাশিনি !
জগমন-মোহিনি যোগেন্দ্র-গতি-দায়িনি ।
জীবশিব-কারিণি জ্যোতিঃ-স্বরূপিণি !
ত্রিজগত-নাশিনি জয়ন্তি যদুনন্দিনি ॥

মালকোষ—একতালা

(ওমা) দীন তারিণি তারা !
দিনে দিনে দিন কেটে গেল মাগো আর কতদিন রব তোমা ছাড়া ॥
পাঠালি যদি মা এ ভব সংসারে
(কেন) চির পরাধীন করিলি আমারে ;
পরাধীনতার সহেনা যাতনা, নে মা কোলে তুলে ওমা দুখহরা ॥

খাম্বাজ—যৎ

জয় জয়ন্তী দেবী রুদ্রাণী ব্রহ্মাণী জয় জয় শ্যামা।
কল্যাণী জীব-কলুষ-বিনাশিনী কালবারিণী নিরুপমা॥
চরণ সরোজে, রতন নূপুর বাজে ; নাচে বামা অষ্ট যামা—
সুরাপানে ঘোর লোহিত লোচনী, সদাশিব মনোরমা॥
কে জানে ধ্যানে, জ্ঞানে, সুর নর মুনিবর তব মহিমার সীমা
তুমি আদি, তুমি অন্ত, অনন্ত মা, তুমি মহেশের কর সিদ্ধকাম

কেদারা—সুরফাক্তা

দেবী দুঃখ-হারিণী, তারিণী, দুর্গা
দুরিত-বারিণী মাতঃ, তুমি জগদম্বা।
আগম নিগমে শুনি, তুমি প্রাণ স্বরূপিণী
জীবগতি-বিধায়িনী মোক্ষদা রুদ্রা॥

মনোহরসাহী—ঝাঁপতাল

সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।
পঙ্কে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি।
কারে দাও মা ব্রহ্মপদ, কারে কর অধোগামী॥
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী।
আমি রথ তুমি রথী, যেমন চালাও তেমনি চলি।

কীর্ত্তন—ঝাঁপতাল

শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘুড়িখান উড়তে ছিল।
কলুষের কুবাতাস পেয়ে গোপ্তা খেয়ে পড়ে গেল ॥
মায়া কান্নি হোলো ভারি, আর আমি উঠাতে নারি।
দারাসুত কলের দড়ি, ফাঁস লেগে সে ফেঁসে গেল ॥
জ্ঞান-মুণ্ড গেছে ছিঁড়ে, উঠিয়ে দিলে অমনি পড়ে।
মাথা নাই সে আর কি উড়ে, সঙ্গের ছয় জন জয়ী হ'ল ॥
ভক্তি ডোরে ছিল বাঁধা, খেলতে এসে লাগল ধাঁধা,
নরেশচন্দ্রের হাসা কাঁদা, না আসা এক ছিল ভাল ॥

ইমন কল্যাণ—একতালা

অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কর সন্তানে তব আজ।
আশীর্ব্বাদের বর্ম্ম পরাও ঘুচায়ে দৈন্য সাজ ॥
তপ্ত কর মা হৃদয়-রুধির, দূর করে দাও ভীতি অশ্রুনীর,
দাঁড়াই আমরা মা তোরে ঘিরিয়া বিশ্ব-সভার মাঝ ॥
মানুষ আমরা, নহি ত মা হীন, তুই যার মা সে কি কভু দীন?
তবে কেন মিছে, পড়ে থাকা পিছে, কেন এ অলীক লাজ?
এসো এসো এসো, এসো মা আমার, দশপ্রহরণ-ধারিণী,
হাস মা অট্ট অট্ট হাস্য ভূলোক-দ্যুলোক-নাদিনী,
(মোরা) করি বিদূরিত স্বার্থ দ্বন্দ্ব সাধিয়া তোমার কাজ ॥

ভীমপলশ্রী—কাওয়ালী

মাকে দেখব বলে ভাবনা কেউ ক'রো না আর।
সে যে তোমার আমার মা শুধু নয় জগতের মা সবাকার॥
মা যদি নিদয়া হ'ত, তবে কি আর প্রসবিত,
পৃথিবী শুকায়ে যেত, অন্ন বিনা হাহাকার॥
অস্পৃশ্য চণ্ডাল হ'তে, ব্রাহ্মণাদি সকল জেতে
মা বলে ডাকিলে কভু হয় না নিস্ফল তার॥
অঙ্গে দরদর ধারে, যবে স্বেদবিন্দু ঝরে,
বায়ুরূপে কে তোমারে বাতাস করে অনিবার॥
ছেলের মুখে 'মা', মা' বাণী শুনবেন বলে ভবরাণী,
আড়াল থেকে শুনেন পাছে দেখিলে না ডাকে আর॥

সিন্ধু খাম্বাজ—যৎ

মন গরিবের কি দোষ আছে।
তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা, যেমনি নাচাও তেমনি নাচে॥
তুমি কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম মর্ম্ম কথা বুঝা গেছে,
ওমা তুমি ক্ষিতি তুমি জল, ফল ফলাচ্ছ ফলা গাছে॥
তুমি শক্তি, তুমি ভক্তি, তুমিই মুক্তি শিব বলেছে,
ওমা তুমি দুঃখ, তুমি সুখ, চণ্ডীতে তা লেখা আছে;
প্রসাদ বলে কর্ম্ম সূত্র সে সূতার কাটনা কেটেছে,
ওমা মায়া সূত্রে বেঁধে জীব ক্ষ্যাপা ক্ষ্যাপি খেল খেলিছে॥

জংলা—দাদরা

আমার মাকে কি দেখেছিস্ তোরা, বল্ সত্যি ক'রে।
মায়ের নব নব নব রূপে ভুবন মন হরে॥
মা ত আমার নয় রে কল্পনা ঐ দেখ্ চিন্ময়ী হাস্যবদনা,
মায়ের স্নেহ-চক্ষে প্রেমবক্ষে অমিয় ঝরে॥
হাসিমুখে করে ভুবন আলো, মায়ের কোলে শোভে ভক্তদল,
মায়ের প্রসারিত প্রেমবাহু আমাদের তরে॥
আয় রে আয় ও জগৎবাসী, তোরা দেখে যা একবার আসি,
মোদের জননীর ও রূপরাশি পরাণ ভরে।
(ও রূপ) যে দেখেছে সেই মজেছে জনমের তরে॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী

মা প্রসীদ গুণময়ী প্রপন্নে।
বিরিঞ্চি-শরণ্যে, ত্রিলোক-মান্যে,
অনন্য গতি মম ত্বং বিনে॥
ত্বমেকা প্রকৃতি ব্রহ্ম আচ্ছাদনী,
মহামায়া রূপে ত্রিজগত মনোমোহিনী
সৃজন-পালন-নিধন কারিণী দেহি পদাশ্রয় এ জঘন্যে॥
ত্বং সর্ব্বং নহি কিঞ্চিদস্তি ত্বদন্যৎ, ত্বং পরাৎ পরতরং
ত্বঞ্চ বিদ্যা মহাবিদ্যা জ্ঞানদা সুমতিদায়িনী মা, মতি হীনে।

মূলতান—একতালা

আয় মা সাধন-সমরে।
দেখব মা হারে কি পুত্র হারে ॥
আরোহণ করি পুণ্য-মহারথে,
ভজন পূজন দুটো অশ্ব জুড়ি তাতে,
দিয়ে জ্ঞান-ধনুকে টান, ভক্তি-ব্রহ্মবাণ বসে আছি ধরে ॥
এবার এস আমার রণে, শঙ্কা কি মরণে, ডঙ্কা মেরে লব মুক্তিধন
আমার রসনা ঝঙ্কারে তারানাম হুঙ্কারে কার সাধ্য আমার সনে রণ
বারে বারে তুমি দৈত্যরণজয়ী, এবার আমার রণে এস ব্রহ্মময়ি,
দ্বিজ রসিকচন্দ্রে বলে, মা তোমারি বলে, জিনিব আমি তোমারে ॥

ইমন মিশ্র—কাওয়ালী

জাগো, ওগো দয়াময়ি জননি,
তব মন্দির দ্বারে আজি, মিলিত তব সন্তানগণ ॥
দেশ দেশান্তর করি অনুসন্ধান কুসুম চন্দন,
আজি এনেছি জননি, পূজিতে তব চরণ ॥
তব মঙ্গল মন্ত্রে তোমারি সন্তান, বিস্মৃত গর্ব্ব ভেদ অভিমান,
নব আশা পুলকিত প্রাণ,
দেহ শিক্ষা নব দীক্ষা, জননি, মেলি করুণা-নয়ন ॥
করে আশীষ তুলি পুণ্য পাণি, শুনাও সন্তানে অভয় বাণী;
শত বিষাদ দৈন্য সরম মানি পড়ুক সরিয়া ;
(আজি) দিকে দিকে তব বিজয়শঙ্খ উঠুক বাজিয়া বাজিয়া,
পুলক-উৎসবে, হোক্ পরিপূরিত মম দীন ভবন ॥

কানাড়া—ঠুংরী

কা'র বামা রণে নাচিছে।
সুধা পানে ঢল ঢল ঢলে পড়িছে॥
একেত নীরদ-কায় ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা তায় ;
কালিন্দী-সলিলে যেন জবা ভাসিছে।

সুরট—একতালা

কে নাম দিয়েছে ত্রিগুণধারিণী, কে নাম রেখেছে নিস্তারিণী,
বল মা হতে উমা কার কাছে এত মা হয়েছ তুমি আদরিণী॥
(আমি) সাধ ক'রে উমা নাম রেখেছিলাম,
উমা গো আমি আজ ত শুনিলাম,
ভবের সবে নাকি রেখেছে তোর নাম, ভব-ভয়-হারিণী॥
সুখের তরে তোরে হরে সঁপিলাম, দুঃখে দুঃখে কাল হর অবিরাম,
কে রেখেছে মা তোর দুঃখ-হরা নাম, আমি ত জানি দুঃখিনী॥
সদানন্দের ঘর অন্ন শূন্য সদা, কে রেখেছে তোর নামটী অন্নদা,
দাশরথি যদি ভয়ে কাঁপে সদা কে নাম দিল ভয়হারিণী॥

কানাড়া—একতালা

মূর্ত্ত আজিকে মৃত্যু-রূপিণী নৃত্য করিছে রঙ্গে।
অট্ট হাসিছে দানব নাশিছে ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে॥
প্রলয় অনল জ্বলে ত্রিনয়নে, রুদ্র ঝঞ্ঝা গরজে সঘনে ;
দৈত্য-দলনী অমর-পালিনী, ত্রাহিমে চির-প্রপন্নে॥

শঙ্করা—একতালা

হের হর-মনোমোহিনী কে বলে রে কাল মেয়ে।
(আমার) মায়ের রূপে ভুবন আলো চোখ থাকে ত দেখনা চেয়ে।
বিমল হাসি ক্ষরে শশী, অরুণ পড়ে নখে খসি,
এলোকেশী শ্যামা ষোড়শী ;
কমলভ্রমে ভ্রমর ভ্রমে, বিভোর ভোলা চরণ পেয়ে॥

ইমন কল্যাণ—সুরফাক্তা

নবীনা নীরদ বরণী ত্রিনয়নী সনাতনী
সমর বাসিনী শ্যামা এলোরে রণে॥
অট্ট হাস্য মুখরা, শাণিত কৃপাণ ধরা
লোহিত লোচনী তারা আসব পানে বিভোরা,
বিবসনা এলোকেশী, দৃপ্ত-দানব-ত্রাসী চলে গজগমনে॥
কম্পিত ত্রিভুবন, শঙ্কিত সুরগণ,
মূৰ্চ্ছিত ত্রিলোচন নিপতিত চরণে।
শিব সীমন্তিনী অশিব বিনাশিনী,
জীব গতি বিধায়িনী ব্রহ্মাণী করালিনী ;
বিনাশি ষড় অসুরে নিবস হৃদয় পুরে প্রসীদ প্রপন্নে॥

আড়ানা—একতালা

কালী নাম জপরে মন (ভব) যাতনা সব যাবে দূরে ;
যে নামের গুণে কত জনগণে তারিলে অনায়াসে।
কেনরে মন বিষয়-বিষে মত্ত হয়ে রয়েছ বসে,
এসব ত্যজিয়ে সদা ভাব হৃদে, ওপদ পাবে কিসে॥

কীর্ত্তন—ঝাঁপতাল

নামেরি ভরসা কেবল শ্যামা গো তোমার।
কাজ কি আমার কোশাকুশি, দেঁতোর হাসি লোকাচার ॥
নামেতে কাল-পাশ কাটে, জটে তা দিয়েছে রটে,
আমরা ত সেই জটের মুটে, হয়েছি আর হব কার ॥
নামেতে যা হবার হবে, মিছে কেন মরি ভেবে,
নিতান্ত করেছি শিবে, শিবেরি বচন সার।

ছায়ানট—তেতালা

দীন-তারিণী বলে মা, ডাকি গো তোরে।
তবে কেন দীনের প্রতি নিদয়া হইলি শ্যামা ॥
যদি পুণ্যফলে তারা তরে যায় মা ভবদারা,
তারা নামে দুঃখ-হরা ভবে আর কে কবে গো মা ॥

ভৈরবী—একতালা

মা ত্বং হি তারা, তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা।
আমি জানি গো ও দীনদয়াময়ী, তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা ॥
তুমি জলে তুমি স্থলে, তুমি আদ্যমূলে গো মা,
আছ সর্ব্বঘটে অক্ষপুটে সাকার আকার নিরাকারা ॥
তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী, তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা,
অকূলের ত্রাণকর্ত্রী, সদা শিবের মনোহরা ॥

কানাড়া—একতালা

শ্রীদুর্গা নাম ভুল'না—ভু'লনা, ভু'লনা, ভু'লনা।
শ্রীদুর্গা স্মরণে সমুদ্রমন্থনে, বিষপানে বিশ্বনাথ ম'লনা ॥
যদ্যপি কখনও বিপদ ঘটে, শ্রীদুর্গা স্মরণ করিও সঙ্কটে.
তারায় দিয়ে ভার সুরথ রাজার, লক্ষ অসিঘাতে প্রাণ গেল না ॥
বিভু নামে এক রাজার ছেলে, যাত্রা করেছিল শ্রীদুর্গা ব'লে.
আসিবার কালে সমুদ্রের জলে ডুবেছিল তবু মরণ হ'ল না ॥

সিন্ধু-কানাড়া—যৎ

আর কেন মা ডাকছ আমায়, এই যে এয়েছি তোমার কাছে।
আমায় নাও মা কোলে, দাও মা চুমা, এখন তোমার যত আছে ॥
সাঙ্গ হ'ল ধূলা খেলা, হ'য়ে এল সন্ধ্যাবেলা ;
ছুটে এলাম এই ভয়ে মা, এখন তোমায় হারাই পাছে ॥
আঁধার ছেয়ে আসে ধীরে, বাহু দিয়ে নাও মা ঘিরে ;
ঘুমিয়ে পড়ি এখন আমি—মা তোমার ঐ বুকের মাঝে ॥
এবার যদি পেয়েছি শ্যামা, আর তো তোমায় ছাড়ব না মা।
(ওমা) ঘরের ছেলে পরের কাছে, মায়ে ছেড়ে সে কি বাঁচে ॥

ভৈরবী—একতালা

একবার গাল ভরা মা ডাকে।
(তোরা) মা ব'লে ডাক, মা ব'লে ডাক, মা ব'লে ডাক মাকে ॥
ডাক এমনি করে, আকাশ ভুবন সেই ডাকে যাক ভ'রে ;
আর ভা'য়ে ভা'য়ে এক হ'য়ে যাক যেখানে যে থাকে ॥

দুটি বাহু তুলে নৃত্য ক'রে ডাকরে মা মা বলে,
আর নেচে নেচে আয়রে মায়ের ঝাঁপিয়ে পড়ি কোলে ;
মায়ের চরণ দুটি জড়িয়ে ধ'রে আনরে মায়ে লুটে,
ছেলের শুনলে সে ডাক দেখব সে মা কেমন ক'রে থাকে ॥
দিয়ে করতালি মা মা বলি ডাকরে এমনি ভাবে,
উঠে প্রবল বন্যা ভাবে ভুবন ভাসিয়ে দিয়ে যাবে ;
মায়ের বুকের উপর আছড়ে প'ড়ে চক্ষু দুটি মুদে,
আমার গান ভেসে যাক, প্রাণ ভেসে যাক, দেখি শুধুই মাকে ॥

আশাবরী—একতালা

ও দুটি চরণ সার ! দীনের শরণ নাহি গো আর।
কলুষ-ক্লেশ-হারিণী, তারিণী, হর মা মোর মোহ-আঁধার ॥
অট্টহাস্য শাণিত কৃপাণে
কাট পাশ নাশ অভিমানে।
পতিত পাবনি, জানি গো সন্তানে অহেতুক তব কৃপা অপার ॥
মন-সর-নীর সমল চঞ্চল
কর ধীর স্থির প্রশান্ত নির্ম্মল ;
বিকাশ যুগল চরণ কমল জনম সফল কর আমার ॥

মিশ্র-খাম্বাজ—জলদ একতালা

রতন নূপুর মরি কি মধুর রুণু রুণু রুণু বাজে।
রকত কঞ্জ গঞ্জন পদ যুগ সরসিজ রাজে॥
পদ্মাসন রেখেছি পাতিয়া তাহে পদ দিয়া পীযূষ পিবিয়া
নাচ ব্রহ্মময়ি! ধিয়া ধিয়া ধিয়া নন্দন হৃদি মাঝে॥
নীল জলদ ললিত উজ্জ্বল,
বিজলী-লসিত তনু নির্ম্মল;
ধ্বনি কিণি কিণি কনক কিঙ্কিণী ক্ষীণ কটিতটে বাজে।
ধন্য জনম সফল জীবন ভুঞ্জিয়া মকরন্দ এমন,
নন্দিত অতি করি বন্দন মত্ত মধুপ গাজে॥

সিন্ধু—যৎ

মন তোর এমন মা থাকিতে ঘুরে মর এ ভ্রম কেমন।
শব হ'য়ে শিব সার ভেবে যাঁর, হৃদে ধরেন রাঙ্গা চরণ॥
ব্রহ্মানন্দ চাও যদি, ভাব শ্যামায় নিরবধি
আলো হবে আঁধার হৃদি জ্বলে উঠবে জ্ঞান-তপন॥
মা মা ব'লে সকল ভুলে ডাক দেখিরে হৃদয় খুলে।
লবেন আসি কোলে তুলে স্নেহময়ী করি যতন॥

টোড়ী-ভৈরবী—একতালা

ডেকে ডেকে তারা, হলাম জ্যান্তে মরা
তবু না জাগিলি কুল-কুণ্ডলিনি।
দীনে কর দয়া, জাগো যোগমায়া, এত ঘুম ভাল নয়গো জননি॥

সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে মূলাধারে, বামাবর্ত্তে বেড়িয়াছ স্বয়ম্ভূরে,
হয়ে ভুজঙ্গিনী, বিদ্যুত-বরণী, যোগনিদ্রাগতা শাস্ত্রে এই শুনি ;
কোথা সে সুষুম্না, কোথা মূলাধার, নয়ন মুদিলে হেরি মা আঁধার,
খুলে দে মা আঁখি প্রাণভরে দেখি
জ্ঞান দে জ্ঞানদে মহেশ মোহিনি ॥
খুলে দিয়ে মম সূক্ষ্ম ব্রহ্মদ্বার, ফণা তুলি উর্দ্ধে উঠ মা আমার,
ক্রমে ধীরে ধীরে আসি সহস্রারে শিব সঙ্গে মিশ ত্রিগুণধারিণি ;
সর্ব্বতত্ত্ব যথা মহাশূন্যে লয়, নিরুদ্ধ সর্ব্বচিত্ত-বৃত্তিচয়,
ত্যজি নামরূপ ব্রহ্মানন্দময় সিন্ধু অঙ্গে যথা মিশে তরঙ্গিণী ॥

ভৈরবী—একতালা

মন শরণ লওরে রাঙ্গা পায়।
ভাল মন্দ হয় হবে মোর ব্রহ্মময়ীর দায় ॥
দুর্গা দুর্গা দুর্গা স্মরি, ভাসায়ে দে জীর্ণ তরী ;
মা আমার আছেন কাণ্ডারী, কি ভাবনা তায় ॥
কালী নামের পাল তুলিয়ে
বেলাবেলি চলরে বেয়ে ;
ঢেউ কাটিয়ে যাই উজিয়ে ত্রিবেণী যথায়।
তথা প্রেম তরঙ্গে খেলে হংস সনে হংসী মিলে ;
কি আনন্দ তথায় বলে বুঝান না যায় ॥

কানাড়া—জলদ একতালা

টুক্‌টুকে ঐ পা দুখানি মরিরে প্রাণভরে দেখি।
লুট্‌লে মজা জট্‌লে ঠাকুর ছুট্‌রে ছুট্‌ অবোধ আঁখি॥
নখগুলিতে থরে থরে, কত চাঁদ কে গণেরে,
সারাক্ষণটী ইচ্ছে করে, ঐ পায়ে গা ঢেলে থাকি॥
মরি কিবা আলতার বাহার, কি দিবরে তুলনা তার;
ফুল্ল নীল কমল হাসে অরুণ কিরণ অঙ্গে মাখি॥
মন ভোম্‌রা ছাড় গুণ্‌ গুণ্‌ গুণ্‌, মধুপানের লাগিয়ে দে ধুম্‌,
নেশার ঘোরে হয়ে নিঝুম্‌ থাক্‌রে পড়ে' মাখামাখি॥

বাগেশ্রী—তেতালা

করমা করুণা শরণাগত কিঙ্করে।
বিতর চরণ হর ধরে যাহা হৃদিপরে॥
রাখি হৃদি পদ্মাসনে, জবা রকত চন্দনে।
পূজি পরম যতনে, ধোয়ায়ে নয়ননীরে॥
জপি মা মা কালী কালী তনুমন প্রাণ ঢালি,
আপনারে যাই গো ভুলি গলি আনন্দ পাথারে;
ভূমা পরমাৎপরমা, অসীমা অরূপনামা,
নির্ব্বিকল্প রহি তোমা জানা অজানার পারে॥

বাগেশ্রী—একতালা

স্থির শব প্রায় ধররে হিয়ায় কালীর অতুল রাতুল চরণ।
সরবস্ব ধন, তনু প্রাণমন, পরাভক্তিভরে কর সমর্পণ ॥
নিরমল করি অন্তঃকরণে,
গুরুদত্ত মন্ত্র জপি একমনে ;
দিব্য ভাবঘন মূরতিধেয়ানে, অবিচ্ছিন্ন ধারে কর দরশন ॥
ভাবে রূপ ভাব, ভাবাতীতে ক্রমে,
সূক্ষ্ম কর লীন অতি সূক্ষ্মতমে,
হের সৌম্যতমা শ্যামা সে অহমে জীবজীবন সঞ্জীবন।
হেতু, দেশ, কাল, ত্রিপুটী বিলয়ে,
অভিন্ন অদ্বয় স্বরূপে তুরীয়ে,
নদী-সম সিন্ধু-সঙ্গমে মিলিয়ে একাকারে লভ অভয় শরণ ॥

বেহাগ—একতালা

নিবিড় নীল কাদম্বিনী কে বিহরে।
কোটি বিজলি ঝলকে অঙ্গে টলমল ত্রিভুবন পদভরে ॥
একাকিনী নগ্না কে বামা ষোড়শী, উন্মাদিনী রণে নাচে এলোকেশী।
শবরাশি মাঝে ফেরে সর্ব্বনাশী, মহাকাল হেরি আতঙ্কে শিহরে ॥
প্রলয় ঝটিকা বহে তপ্তশ্বাসে, বিস্তারি বদন ব্রহ্মাণ্ড গরাসে ;
গ্রহতারা খসে অট্ট অট্ট হাসে ঘেরি শিবা সব ডাকে ঘোরস্বরে ॥
চন্দ্র সূর্য্য বহ্নি নয়ন প্রভায়, যে দিকেতে চায় সাগর শুকায় ;
'মা' 'মা' ভক্তিভরে উভরায়, কি ভয় মরণে নির্ভয়ে ডাকরে ॥

বেহাগ—একতালা

ঘোর তামসী মোহনিশি মাগো কবে হবে অবসান।
(কবে) উষার আলোকে পরম পুলকে গাহিব তোমারি গান॥
তৃষিত চাতক প্রায়,
তব কৃপাকণা বরিষণ আশে ডাকিব শুধু তোমায় ;
নবঘনরূপে এসে, স্নিগ্ধ করিবে আনন্দ সিঞ্চনে তপ্ত হৃদয়াকাশে.
শীতল শান্তি সমীরে অলসে ঢেলে দিব মনপ্রাণ॥
হ'য়ে তব ভাবে ভোর, চরণ-নখর-শশধর-সুধা লভি এ চিত চকোর,
অহরহ মাতোয়ারা, পরাণ ভরিয়া করিব পান অবিরল সুধাধারা,
হাসি হাসি আসি কালী এলোকেশী করিবে অভয় দান।
সুধায় ডুবিব সুধাময় হ'ব সুধায় করিব স্নান॥

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

ভবানী দয়ানী মহাবাক্‌বাণী
সুর-নর-মুনি-জন মানি সকল বুধজ্ঞানী।
জগজননী জগজানি মহিষাসুর-মরদনী,
জ্বালামুখী চণ্ডী অমরপদ-দানী॥

আশাবরী—তেতালা

তুমি ভুবন মোহিনী, তারা, কেন ভীষণরূপ ধরি মগনা রণরঙ্গে।
তুমি নিখিল বিশ্বমাতা, সমর কি সাজে সুত সঙ্গে॥
সুজন দুর্জ্জন কি মার সকাশে ভিন্ন
তবে রোষ কর কি প্রসঙ্গে।
জ্ঞানহীন তব সুত রামপ্রসন্নে চাও গো করুণা অপাঙ্গে॥

মারোয়া—তেতালা

জগত-জননী জগদোম্ব ভবানী ;
কির্‌পা-করণী, দুখ-হরণী, সুখ-করণী ।
প্রণতজন-শরণী ভব-জলধি-তরণী ॥
ম্যাঁয় পতিত সেবক চরণনকো
মুঝ্‌ পর্‌ কির্‌পা দৃষ্টি অব্‌ কীজে ;
মহামায় জোগনী শিবানী ।
প্রণতজন-শরণী, ভব-জলধি-তরণী ॥

মিশ্র ঝিঁঝিট—একতালা
('আমার দেশ' সুর)

পরাণ খুলে সবাই মিলে মা মা ব'লে ডাক একবার,
মা ডাক শুনে বাজিবে পরাণে অমনি আসিবে মা আমার ।
মিলি সমস্বরে গাও ভক্তিভরে 'এসমা এসমা মা আমার'
মিলিয়া সকলে মা ব'লে ডাকিলে
দূরে মা থাকিতে পারে কি আর ?
আজি গাও মায়ের জয় কিসের সংশয় দূরে যাবে ভয় হৃদয়ভার ॥
শুনি পুরাকালে দেবতা সকলে মাকে নাকি ডেকেছিল,
ত্রিদিবের সেই আকুল আহ্বানে মায়ের আসন টলেছিল,
উদয় হইয়ে দানব নাশিয়ে অভয়া অভয় দিয়েছিল,
বিপদে পড়িয়ে মা ব'লে ডাকিলে আবার আসিবে বলেছিল ।
আজি গাও মায়ের জয় কিসের সংশয় দূরে যাবে ভয় হৃদয়ভার ॥

সুমধুর তানে উন্মত্ত পরাণে প্রসাদ যবে গাহিল গান,
কন্যারূপ ধ'রে দেখা দিয়ে তাঁরে জুড়াইল তাঁর তপ্তপ্রাণ,
শিশু রামকৃষ্ণ কেঁদেছিল যবে 'দেখা দে দেখা দে' মা আমার,
জননী আসিয়ে কোলে নিয়ে তাঁরে মুছাইল তাঁর নয়নধার।
আজি গাও মায়ের জয় কিসের সংশয় দূরে যাবে ভয় হৃদয়ভার।
পুরাতন সব তত্ত্ব ভক্তিযোগ কেনরে গেলি ভুলিয়া ?
মিথ্যা হিংসা দ্বেষ মান অভিমানে কেনরে রহিলি ডুবিয়া ?
চেয়ে দেখ তোদের জগতজননী আছেরে নয়ন মেলিয়া,
ব্যাকুল অন্তরে মা ব'লে ডাকিলে এখনই আসিবে ছুটিয়া।
আজি গাও মায়ের জয় কিসের সংশয় দূরে যাবে ভয় হৃদয়ভার।
মিলিয়া সকলে মা ব'লে ডাকিলে দূরে মা থাকিতে পারিবে না,
আসিবে এখনি মোদের জননী ঘুচাবে মরম বেদনা।
আজি শুভদিনে মায়ের সদনে মিলিয়ে সকল ভকতপ্রাণ,
গাও "আমরা মায়ের, মা আমাদের" ভুলে গিয়ে জাতি কুলমান
আজি গাও মায়ের জয় কিসের সংশয় দূরে যাবে ভয় হৃদয়ভার।

কানাড়া—একতালা

মা আমাদের এসেছে আজ আর মোরা ভয় করি কারে
দুঃখ বিপদ তুচ্ছ করি চলব মোরা এ সংসারে॥
মা'র পায়ে যে শরণ লয় তার কি থাকে মরণ ভয় ?
শিব হয়েছেন মৃত্যুঞ্জয় মায়ের চরণ হৃদে ধরে॥
এই মিনতি ওমা তারা, হই না যেন দিশেহারা,
তোমার কাজে বাঁচবো মোরা, মরিব তোমারই তরে॥

মিশ্র—খেমটা

আমরা মায়ের ছেলে, আমরা মায়ের ছেলে।
আমরা কি কম, আস্থক না যম, জিনব অবহেলে॥
পথের'পরে, বিপদ পেলে, দলতে পারি পদতলে।
মোদের হুঙ্কারেতে, সাগর শুকায়, পাহাড় পড়ে ঢলে॥
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহতারা, মায়ের কথায় ঘুরছে তারা
এমন মায়ের ছেলে মোরা দুর্ব্বল কে বলে॥
মোদের আবার পাপ কোথায়, স্বর্গ নরক কে বল চায়?
কাজ ফুরালে সন্ধ্যাবেলায় মা করিবে কোলে॥

সিন্ধু খাম্বাজ—যৎ

মা যার আনন্দময়ী সে কি নিরানন্দে থাকে।
ইহকালে পরকালে মা তারে আনন্দে রাখে॥
সদানন্দময়ী তারা সদানন্দের মনোহরা,
এই মিনতি করি তারা ঐ পদে যেন মতি থাকে॥

ইমন-পূরবী—একতালা

এস মা এস মা ও হৃদয় রমা, পরাণ-পুতলী গো,
(মম) হৃদয়-আসনে হও মা আসীন, নিরখি তোমারে গো॥
আছি জন্মাবধি তোর মুখ চেয়ে, ধরি এ জীবন যে যাতনা স'য়ে,
(তা'ত তুমি জান মা—অবোধ সন্তানের দুঃখ)
(মম) হৃদয়কমল বিকাশ করিয়ে প্রকাশ তাহাতে গো॥

মিশ্র ভৈরবী—ঢিমে তেতালা

দেখা যদি নাহি দিবে কেমনে থাকিব তবে
মরু-সম এই ভবে বল ওগো জননী।
দিন যায়, মাস যায়, বরষও নিমেষ প্রায়
এখনো না দিলি দেখা কেন ওগো ভবানী॥
জীবন প্রভাতে হায়, কত আশা নিয়ে বুকে
চেয়েছিনু মুখ-পানে ভাবিনু পাইব তো'কে ;
এবে দেখি সব মিছে, মরীচিকা সম বাজে
মম দরশন-আশ মিটিলনা শিবানী॥

খাম্বাজ—যৎ

নাচেরে শ্যামা মা আমার নাচে রণবেশে।
চলিতে ঢলিয়ে পড়ে আসব আবেশে॥
চিকুর এলায়ে অঙ্গে নাচে বামা রঙ্গে ভঙ্গে
ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে হেসে অরি নাশে॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী

সমরে নাচেরে শ্যামা শিব সীমন্তিনী।
আলো করে কালো রূপে করাল বদনী॥
রোষেতে লোচন লাল রুধিরে চরণ লাল ;
রাঙ্গা পায়ে জবা লাল মরাল গামিনী॥
অপরূপ তনু কাল, কাল সে চিকুর-জাল ;
দশন ঝলকে যেন মেঘেতে দামিনী॥

মিশ্র ভৈরবী—একতালা

শ্যামা মায়ের চরণতলে সব করেছি সমর্পণ।
আমার ধরা আমার আলো আমার সাধের দুই নয়ন ॥
মা আমার তাই নিজের রূপে ডুবিয়ে দিলেন চুপে চুপে
মায়ের কালো রূপের আলোয় স্নান করেছে হৃদয় মন ॥

আশাবরী—কাওয়ালী

মজরে মজরে মন ও রাঙ্গা চরণে।
তুলনা মিলে না তার এ তিন ভুবনে ॥
বারেক হেরিলে তায় সব দুঃখ দূরে যায়
পড়ে থাক ঐ পায় জীবনে মরণে ॥

মল্লার—একতালা

(আমরা) মায়ের ছেলে সবাই মিলে মাকে পূজিব।
রাঙ্গা পায়ে রাঙ্গা জবা দিয়ে সাজাব ॥
মা আমাদের আমরা মায়ের, ভয়, ভাবনা নাইক মোদের।
মায়ের কাজে মায়ের ধ্যানে পরাণ সঁপিব ॥

অরুণ-মল্লার—খেমটা

আমরা মায়ের ছেলে আমরা মাকে ডাকি।
সুখে দুখে মাকে নিয়ে থাকি॥
নাহি কোন ভয় পেয়েছি অভয়।
সুখে নাচি গাই যমে দিয়ে ফাঁকি॥

ভৈরবী—একতালা

জয় জয় জগবন্দিনী।
দেবি, দুঃখহারিণী তারিণী মহেশ-হৃদয়বাসিনী॥
সুরাসুরনর সবার পূজিতা আগম নিগমে সৃজনকারিণী,
জ্ঞানদা বরদা সুখদা মোক্ষদা তুমি মা অন্নদা জয়পরায়ণী॥
ভৈরবী ভবানী নগেন্দ্রনন্দিনী, নাগ-নাগ-পাশা ঘোরনিনাদিনী,
জ্ঞানেন্দ্র উপেন্দ্র যোগেন্দ্রাদি কত চরণে পড়িয়া দিবস রজনী
গুরুমুখে শুনি তুমি মা ভবানী, আদ্যাশক্তি শিবে সবার জননী,
মা মা বলে ডাকে মা তোমারে, তাই মা তোমারে মা বলিয়ে জানি

জয়জয়ন্তী—একতালা

এস মা এসমা ও হৃদয় রমা নিরখি তোমারে জুড়াই জীবন
করুণ নয়নে নেহারি এ দীনে সব দুঃখ কর বিমোচন॥
জনম অবধি শত জ্বালা স'য়ে, ধ'রে আছি প্রাণ আশাপথ চেয়ে
আর কাঁদায়োনা ওমা হররমা এই বেলা দাও দরশন॥

সিন্ধু খাম্বাজ—জলদ একতালা

জয় জয় জগজননী দেবী, সুর-নর-মুনি-অসুরসেবী
ভক্ত-ভূতি-দায়িনী ভয়হরণী কালিকা।
মঙ্গল-মুদ-সিদ্ধি-সদনী, পর্ব্ব-শর্ব্বরীশ-বদনী,
তাপ-তিমির-তরুণ-তরণী কিরণমালিকা॥
বর্ম্ম-চর্ম্ম কর-কৃপাণ, শূল-শৈল-ধনুষ-বাণ
ধরণী-দলনী দানব-দল-রণ-করালিকা।
পূতনা পিশাচ প্রেত, ডাকিনী শাকিনী সমেত,
ভূতগ্রহ বেতাল খগ মৃগালি জালিকা॥
জয় মহেশ-ভামিনী, অনেক রূপ-নামিনী,
সমস্ত লোক স্বামিনী হিম-শৈল-বালিকা।
রঘুপতি-পদ-পরম-প্রেম, তুলসী চাহে অচল নেম,
দেহু হয়ো প্রসন্ন পাহি প্রণতপালিকা॥

বেহাগ—কাওয়ালী

আশাবাসা ঘোর-তমোনাশা বামা কে (মোহিনী)।
ঘোর ঘটা কান্তিছটা ব্রহ্মকটা ঠেকেছে॥
রূপসী শিরসি শশী, হরোরসি এলোকেশী ;
মুখজ্বালা সুধাঢালা কুলবালা নাচিছে॥
দ্রুত চলে আস্য টলে, বাহুবলে দৈত্যদলে ;
ডাকে শিবা কব কিবা নিশি দিবা ক'রেছে॥
ক্ষীণ-দীন ভাগ্যহীন দুষ্টচিত্ত সুকঠিন ;
রামপ্রসাদে কালীর বাদে কি প্রমাদে ঠেকেছে॥

জংলা একতালা

সে কি এম্‌নি মেয়ের মেয়ে।
যার নাম জপিয়ে মহেশ বাঁচেন হলাহল খেয়ে ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করে মা কটাক্ষে হেরিয়ে।
আবার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখে উদরে পুরিয়ে ॥
যে চরণে শরণ ল'য়ে দেবতা বাঁচেন দায়ে।
দেবের দেব মহাদেব যার চরণে লুটায়ে ॥
প্রসাদ বলে রণে চলে মা রণময়ী হ'য়ে।
শুম্ভ নিশুম্ভকে বধে হুঙ্কার ছাড়িয়ে ॥

খাম্বাজ—যৎ

কে নাচে সমরে বামা তিমিরবরণী ;
শোণিত সায়রে যেন ভাসিছে নীল নলিনী ॥
কেরে ঘূর্ণিতলোচনী ত্রিনয়নী দিগম্বরী,
পদভরে ধরাধর অধীরা ধরণী ;
তাই ভেবে শ্রীচরণে পড়ে আছেন শূলপাণি ॥

বেহাগ—ঠুংরী

রণবেশে হেসে হেসে ঐ বামা এসেছে।
করে অসি পদে শশী কি রূপসী সেজেছে ॥
নয়নে অনল জ্বলে, নরশির শোভে গলে,
দলিতে দনুজদলে ঢলে ঢলে চলেছে ॥
রুধির লেগেছে গায়, নীল জলে জবা প্রায়,
সাধে কিরে ঐ পায় পশুপতি পড়েছে ॥

বাউল—জলদ একতালা

রণে নেমেছে রে কার বামা ওকে দেখতে যাবি ;
(তোরা) দেখতে যাবি, দেখতে যাবি, রূপ দেখিলে অবাক্ হবি॥
(মায়ের) মাথার মুকুট গগন ঠেকে গলায় নরশির-হার,
পদভার সইতে নারে ধরা হ'ল ভার ॥
(মায়ের) রূপ ত নয়, আ মরে যাই, কাজল জিনেও কাল,
(আবার) কি অদ্ভুত মূর্ত্তি ধ'রে ভুবন করেছে আলো ॥

মল্লার—সুরট একতালা

বামা কা'র রমণী রণমাঝে নেচে নেচে যায় গো ?
নেচে নেচে যায় গো বামা, নেচে নেচে যায় গো ॥
একে মায়ের চরণ কালো, কালো রূপে ভুবন আলো
(যেন) নীল জলে জবা ফুল ভেসে ভেসে যায় গো ॥

খাম্বাজ—জলদ একতালা

দনুজদলনী, নিজজন-প্রতিপালিনী শ্রীকালী।
চণ্ড মুণ্ড খণ্ড খণ্ডি, মহিষাসুর ছিন্দি ভিন্দি,
শুম্ভ নিশুম্ভ সভট সমরে নিমেষে মহাকালী ॥
ধ্যাওত তুয়া পাওত, ইন্দ্রাদিক-সুর অষ্টসিদ্ধি,
অর্থাদিক চতুরবর্গ তুয়া কৃপা মৃড়ানী ;
মাঙ্গে তুঁঝে অচলাভক্তি, দীজে নিজ দাস জানি,
সদা ভক্তবৎসল হো মাতঃ তুঁ কৃপালী ॥

কানাড়া—ঢিমে তেতালা

ধিয়া তাধিয়া নরমালী।

ঘোর আননা, রক্তদশনা, রণাঙ্গনা মা করালী॥

অট্ট অট্ট হাস, ত্রিপুর ত্রাস, প্রলয়-জলধি-ঘন-গভীর ভাষ :
দম্ভ বিনাশ, অসুর ত্রাস, কোটি অরুণ ছটা চরণে বিকাশ
মানস সকাশ আশ্রিত আশ, যামিনী-রূপিণী, অম্বে, জগদম্বে,
জয়ন্তে, জয়দে মা কালি, অম্বিকে, ত্র্যম্বক কামিনি করালি॥

বাগেশ্রী—একতালা

ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা, ভবভয়হরা ;

অসিকরা, অকলঙ্ক-শশি-শেখরা॥

জগত জনের মাতা, তদন্তরে অন্নদাতা :

কালপ্রাপ্তা পুনঃ সেই জীবের জীবনহরা॥

মহিষাসুরমর্দ্দিনী, ত্রিভুবনমোহিনী,

ত্রিশূলধারিণী মাগো জটাজূটধরা॥

রামশঙ্কর বলে এই ক'রো মা লয়কালে,

দুর্গানাম বলে যেন রসনা মধুরাক্ষরা॥

খাম্বাজ—আদ্ধা-কাওয়ালী

সমরে নাচেরে কার এ রমণী,
নাশিছে তিমিরে তিমিরবরণী ॥
হুহুঙ্কার রবে মগনা তাণ্ডবে ;
চমকে দমকে যেন রে দামিনী ॥
অট্ট অট্ট হাসি সমর উল্লাসি,
দিতিসুত নাশে দনুজদলনী ॥
অসুরে সংহারে অসির প্রহারে,
বরাভয় করে সুজন-পালিনী ॥
বামা ভয়ঙ্করা ভীষণে মধুরা ;
হরমনোহরা মানসমোহিনী ;
সংসার-অরণ্যে অনন্যশরণ্যে,
শ্রীরামপ্রসন্নে শরণদায়িনী ॥

বারোয়া—আড়খেমটা

নব-সজল-জলধর-কায়।
শ্যামারূপ হেরিলে, কালীরূপ হেরিলে, প্রাণ গলে যায় ॥
কপালে সিন্দূর, কটিতে ঘুঙ্গুর, রতন-নূপুর পায় (মায়ের) ;
হাসিতে হাসিতে, দানব নাশিছে, রুধির লেগেছে গায় (মায়ের) ॥
চরণ যুগল, অতি সুশীতল, প্রফুল্ল কমল প্রায় (আ মরি) ;
কমলাকান্তের মন নিরন্তর, ভ্রমর হইতে চায় (ও পদে) ॥

সাহানা—কাওয়ালী

কত চাঁদ শ্রীপদ-নখ-ফাঁদে সুধা আশে,
অরুণ কিরণে নব-নীল-নলিনী হাসে ॥
উলঙ্গ রক্তাক্ত কায়, এলোকেশী ভীমা ধায়,
বিধি-হরি-হর কাঁপে ত্রাসে ;
হাসি ভাষে স্নেহভরে, বামা বরাভয় করে,
তনয় হৃদয় সুখে ভাসে ॥
ঘোর শ্মশান ভিতরে, শিবা ঘোর রব করে,
সুখে মহাকাল-সহবাসে ;
বসি শব-শিব-বুকে, সুপ্রসন্ন হাসি মুখে,
বিপরীত-রতি-রসোল্লাসে ॥
রবি শশী এক ঠাঁই, হেন কভু শুনি নাই,
কঠোরে কোমলে একাবাসে ,
অদ্ভুত মরি মরি, এ তত্ত্ব বুঝিতে নারি,
ভয়ঙ্করী তবু ভয় নাশে ॥

কানাড়া—একতালা

লম্বিত গলে মুণ্ডমাল দম্ভিতা ধনি মুখ-করাল
স্তম্ভিত পদে মহাকাল, কম্পিতা ভয়ে মেদিনী ॥
দিগ্বসনা চন্দ্র-ভাল, এলায়ে পড়েছে কেশজাল,
শোভিত অসি করে কপাল প্রখরা শিখরি-নন্দিনী ॥
চারিদিকে কত দিকপাল, ভৈরবী শিবা তাল বেতাল,
অতি অপরূপ রূপ বিশাল কালী কলুষনাশিনী ॥

কালাংড়া—একতালা

(আহা) তাই শিবের নয়ন ভুলেছে,
অনুপম রূপ চিকণ কাল হেরিয়ে ॥
তা না হলে ত্রিলোচন পরম যতনে কেন,
শ্রীচরণ হৃদে ধরেছে ॥
চাঁদ ভ্রমে চকোরিণী, ঘন ভ্রমে চাতকিনী,
নলিনী ভরমে ভ্রমরিণী এসেছে ;
হারাইয়ে নিজ মণি, ব্যাকুলা হইয়ে ফণী,
ওরূপ নেহারি রয়েছে ॥
হারাইয়ে ফুলধনু, অভিমানে ত্যজি তনু
বিরহিণী হৃদয়ে শরণ লয়েছে ;
ও রূপ-আনন্দ-নিধি, কমলাকান্তের হৃদি
সরোজে প্রকাশ করেছে ॥

মুলতান—কাওয়ালী

কামিনী যামিনী-বরণে বামা কে এল রণে।
উলঙ্গ এলোকেশী, বাম করে ধরে অসি, উল্লসিতা দানব নিধনে ॥
পদভরে বসুমতী সভীতা কম্পিতা অতি
তাই দেখি পশুপতি পতিত চরণে রণে।
শ্রীরামপ্রসাদে কয়, তবে আর কি রে ভয়
অনায়াসে যম জয় জীবনে মরণে ॥

কানাড়া—একতালা

কেরে কামিনী, নব দামিনী, রূপের ছটায় বিজলী খেলায়,
দনুজদলনী, অসুরনাশিনী, ভুবনমোহিনী কে এলি ধরায় ॥
দু'টি পদতলে, অলি দলে দলে, মধু লোভ ছলে ঘুরিয়া বেড়ায় :
সার ধন বলি, নিল হৃদে তুলি, ভোলা ভাবে ভুলি লুটিছে পায় ।
কোটী-সূর্য্য-উজল-নয়না, ভীমা ভৈরবী কালবরণা,
অট্টহাসিনী গজগামিনী করালবদনী অম্বিকে,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ দায়িকে ।
মুক্তকেশী কেশরাশি ঢাকা তমালের পাশে যেন চাঁদরেখা,
মেঘে বিদ্যুতে যেন মিশে থাকা, ষড়রিপুদলে দলিছে পায় ॥
(মায়ের) ক্ষীণ কটি হেরি, বুঝিবা কেশরী, লাজ পাশরি কাননে ধায়,
কদলীর তরু, জিনিয়া উরু, দর দর ধারে রুধির বয় ।
সুরপালিনী, মদমর্দ্দিনী, রণ-রঙ্গিণী নেচে বেড়ায় ।
করম-ডোর, নাশ গো মোর, গরভ যাতনা দিওনা আমায় ॥

ভীমপলশ্রী—একতালা

জীব সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে ।
ভক্তি রথে চড়ি, লয়ে জ্ঞান তূণ, রসনা ধনুকে দিয়ে প্রেম গুণ,
ব্রহ্মময়ীর নাম ব্রহ্ম অস্ত্র তাহে সন্ধান করে ॥
আর এক যুক্তি রণে, চাই না রথরথী, শত্রুনাশে জীব হবে সুসঙ্গতি,
রণভূমি যদি করে দাশরথি ভাগীরথীর তীরে ॥

পাঁচালী

বলরে বল শ্রীদুর্গা নাম।
(ওরে আমার মন রে)॥
'দুর্গা' 'দুর্গা' 'দুর্গা' ব'লে পথে চ'লে যায়।
শূল হস্তে শূলপাণি রক্ষা করেন তায়॥
তুমি দিবা তুমি সন্ধ্যা তুমি সে যামিনী।
কখন পুরুষ হও মা কখন কামিনী॥
তুমি বল ছাড় ছাড় আমি না ছাড়িব।
বাজন নূপুর হয়ে মা চরণে বাজিব॥
মীন হয়ে রব জলে নখে তুলে লবে।
শঙ্করী হইয়ে মা গো গগনে উড়িবে॥
নখাঘাতে ব্রহ্মময়ী যখন যাবে গো পরাণী।
কৃপা করে দিও রাঙ্গা চরণ দুখানি॥

ভীমপলশ্রী—একতালা

দোষ কারো নয় গো মা,
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।
ষড়রিপু হ'ল কোদণ্ড স্বরূপ, পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ;
সে কূপে বেড়িল কাল রূপ জল, কাল-মনোরমা॥
আমার কি হবে তারিণী, ত্রিগুণধারিণী, বিগুণ করেছে সগুণে;
কিসে এ বারি নিবারি, ভেবে দাশরথির অনিবার বারি নয়নে;
ছিল বারি কক্ষে, ক্রমে এল বক্ষে, জীবনে জীবন কেমনে হয় মা রক্ষে,
আছি তোর অপিক্ষে, দে মা মুক্তি ভিক্ষে, কটাক্ষেতে ক'রে পার॥

কীর্ত্তন—একতালা

একি বিকার শঙ্করী, কৃপা-চরণ-তরী পেলে ধন্বন্তরি।
অনিত্য গৌরব হ'ল অঙ্গদাহ,
'আমার আমার' একি হ'ল পাপ মোহ
(তায়) ধনজনতৃষ্ণা না হয় বিরহ, কিসে জীবন ধরি॥
অনিত্য আলাপ, কি পাপ প্রলাপ, সতত সর্ব্বমঙ্গলে;
মায়া-কাকনিদ্রা তাহে দাশরথির নয়ন যুগলে;
হিংসারূপ তাহে সে উদরে কৃমি,
মিছে কাজে ভ্রমি সেই হয় ভূমি,
রোগে বাঁচি কি না বাঁচি, ত্বন্নামে অরুচি, দিবা শর্ব্বরী॥

খাম্বাজ—একতালা

মা তুমি কে, কেউ জানে না।
তোমায় নানা লোকে বলছে নানা॥
বেদাগমে পুরাণেতে বলে গেছে নানা খানা,
তাই যে তোমার ঠিক মহিমা একথা ত কেউ বলেনা॥
বেদান্তে যে আছে অন্ত তাতো কভু যায় না জানা,
সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসায় মীমাংসা কিছুই হল না॥
অনন্তরূপিণীর অন্ত বৈশেষিকেতেও মিলে না,
চিদাকাশে যার যা ভাসে তাই তাদের বোধের সীমানা॥
প্রেমিক বলে গোলেমালে সেরে গেছে সব ক'জনা,
ব্রহ্মা বিষ্ণু শূলপাণি (তোমার) স্বরূপ দেখতে সবাই কাণা॥

জয়জয়ন্তী—একতালা

রাখ মা আমায় কোলে করে ও প্রেমরূপিণী,
আমার আর কে আছে, রাখ্‌বে কাছে, তুই বিনে জননি ॥
আমি ঘুমাইলে রাখ কোলে করে,
(আবার) জাগিলে নয়ন মেলে কোথা যাও জননি ॥
অবোধ শিশু ছেলে ডাকে মা মা বলে,
আমি কা'রে ডেকে কা'র মুখ দেখে রইব গো জননি ॥
আমায় (আর) ভুলাইও না, ভুলে থেক না,
তুমি থাক আমার কাছে কাছে দিবস রজনী ॥

ভৈরবী—একতালা

আমার মন যদি যায় ভুলে।
তবে বালির শয্যায় কালীর নাম দিও কর্ণমূলে ॥
এ দেহ আপনার নয়-রে সদা রিপু সঙ্গে চলে।
তবে আনরে ভোলা জপের মালা, (দেহ) ভাসাই গঙ্গাজলে ॥
ভয় পেয়ে রাজা রামকৃষ্ণ ভোলাপ্রতি বলে।
আমার ইষ্ট প্রতি দৃষ্টি খাট কি আছে কপালে ॥

ভৈরবী—একতালা

আমার কেমন মা তা কেমন করে বলতে গো পারি।
না সুরূপা না কুরূপা না পুরুষ না নারী ॥
কখন মা চতুর্ম্মুখ কভু পঞ্চানন,
কখন ত্রিনেত্র কভু সহস্রলোচন,
কখন দ্বিপঞ্চভুজা কভু দ্বিভুজ মুরলীধারী ॥

কভু গলে বনমালা কভু অঙ্গে বাঘছালা,
কখনও সিংহবাহিনী কখনও মরালচারী।
কখনও অনন্ত দেহ অনন্ত-চরণ-শির,
প্রতি রোমকূপে কত ব্রহ্মাণ্ড র'য়েছে স্থির,
কভু পরমাণুর চেয়ে ক্ষুদ্র রূপ তাঁহারি॥
জলে স্থলে আকাশেতে যে দিকেতে চাই,
সেই খানে মা ছড়িয়ে আছে দেখতে আমি পাই,
(আবার) মনের মধ্যে দয়া মায়া চিন্তারূপে মা আমারি

কাফি—দাদ্‌রা

রাঙ্গা জবা কে দিলে মা তোর পায়ে মুঠো মুঠো।
দেনা মা সাধ হয়েছে পরিয়ে দেনা মাথায় জুটো॥
মা বলে ডাকব তোরে, হাত তালি দে নাচব ঘুরে;
দেখে তুই হাসবি কত আবার বেঁধে দিবি ঝুঁটো॥

মনোহরসাহী—ঝাঁপতাল

জয় কালী জয় কালী বলে যদি আমার প্রাণ যায়।
শিবত্ব হইব প্রাপ্ত, কাজ কি বারাণসী তায়॥
অনন্তরূপিণী কালী, কালীর অন্ত কেবা পায়,
কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য জেনে শিব পড়েছেন রাঙ্গা পায়॥

ছায়া-খাম্বাজ—একতালা

কখন কি রঙ্গে থাক মা, শ্যামা সুধাতরঙ্গিণি।
তুমি রঙ্গে ভঙ্গে অপাঙ্গে অনঙ্গে ভঙ্গ দাও জননি॥
লম্ফে ঝম্পে কম্পে ধরা, অসিধরা করালিনী।
(তুমি) ত্রিগুণা ত্রিপুরা তারা ভয়ঙ্করা কালকামিনী॥
সাধকের বাঞ্ছা পূর্ণ কর নানা-রূপ-ধারিণী।
(কভু) কমলের কমলে নাচ মা পূর্ণব্রহ্ম-সনাতনী॥

মল্লার—একতালা

দ্যাখনা সমর আলো করে রে কার কামিনী।
সজল-জলদ জিনিয়া কায়, দশনে প্রকাশে দামিনী॥
এলায়ে চাঁচর-চিকুর-পাশ, সুরাসুর মাঝে না করে ত্রাস,
অট্টহাসে দানব নাশে, রণ প্রকাশে রঙ্গিণী॥
কিবা শোভা করে শ্রমজ-বিন্দু, ঘন তনু ঘেরি কুমুদবন্ধু,
অমিয়সিন্ধু হেরিয়ে ইন্দু মলিন এ কোন মোহিনী ;
একি অসম্ভব ভব-পরাভব, পদতলে শব-সদৃশ নীরব,
কমলাকান্ত কর অনুভব, কে বটে এ গজগামিনী॥

বারোয়া—ঠুংরী

কেন মা তোর পাগলিনী বেশ।
পাগলিনী বেশ মা তোর এলোথেলো কেশ॥
এলায়ে পড়েছে বেণী যেন কালভুজঙ্গিনী,
কটিতে কিঙ্কিণী বাজে, চরণে মহেশ॥

মনোহরসাহী—ঝাঁপতাল

সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনোমোহিনী।
তুমি আপনি নাচ, আপনি গাও, আপনি দেও মা করতালি
আদিভূতা সনাতনী শূন্যরূপা শশি-ভালী।
ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন, মুণ্ডমালা কোথায় পেলি॥
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, আমরা তোমার তন্ত্রে চলি।
তুমি যেমনি নাচাও তেমনি নাচি, যেমনি বলাও তেমনি বলি
অশান্ত কমলাকান্ত দিয়ে বলে, মা, গালাগালি।
এবার সর্ব্বনাশী ধ'রে অসি ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো খেলি॥

আশোয়ারী—ঝাঁপতাল

তারা তরণী নাম জগমে তরয় কো।
য়া জগমে জপু মূঢ় হরে তাপ তন কো॥
আগম নিগম বেদ ব্রহ্মা বাখানত।
সংকটহরণি মাত হরে পাপ জনকো॥
জোই জোই ধ্যাবত ইচ্ছাফল পাবত।
আবত ন এহি জগমে পুনরাগমন কো॥
তানতরঙ্গ তুয়া ঘট ঘট বিরাজত।
ঐসী অরী মাত কৃপা করন কো॥

সিন্ধু-বারোয়াঁ—একতালা

তুলে নে রাঙ্গা জবা মায়ের পায়ে সাজবে ভাল।
চল ত্বরা, পূজব তারা, মায়ের রূপে ভুবন আলো॥
নাচবে শ্যামা হৃদ্‌কমলে, ধোব চরণ নয়নজলে,
ডাকব তাঁরে কালী বলে ঘুচে যাবে মনের কালো॥

প্রসাদী—একতালা

('মা তুমি কে কেউ জানে না'—সুর)

ডাক দেখি মন মনে মনে, মা যে মনের কথাই আগে শুনে॥
ভাল মন্দ কাজ কি বুঝে, ভার দেনা মা'র শ্রীচরণে,
(তুই) নির্ভাবনায় থাক্‌তে পাবি, কা চিন্তা মরণে রণে॥
ঘুম ভাঙ্গাতে হবে, মা' যে ঘুমে আছেন পদ্মবনে,
(তিনি) জাগ্‌লে খেতে দিবেন সুধা, ভবের ক্ষুধা যাবে ক্ষণে॥
দীন-তারিণী দীনভাবে ডাক, মলা যেন রয় না মনে,
চাঁদের দেখা পায় কে কোথা মেঘ যদি থাকে গগনে ;
চোখের জলে ধুয়ে মুছে (মাকে) বস্‌তে দে হৃৎ-সিংহাসনে।
(তুই) ভক্তি মন্ত্রে মা বলে ডাক্, কাজ নাই অন্য আয়োজনে॥

প্রসাদী—একতালা

ভাব কি ভেবে পরাণ গেল ; (মায়ের)।
(যাঁর) নামে হরে কাল, পদে মহাকাল, তাঁর কেন কাল রূপ হল।
কাল রূপ অনেক আছে, এ বড় আশ্চর্য্য কাল,
(যাঁরে) হৃদ্‌মাঝারে রাখলে পরে হৃদয়পদ্ম করে আলো॥

নামে কালী রূপে কালী, কাল হতেও অধিক কাল.
(ও রূপ) যে দেখেছে সেই মজেছে অন্যরূপ লাগেনা ভাল
প্রসাদ বলে কুতূহলে, এমন মেয়ে কোথায় ছিল.
(যাঁরে) না দেখে নাম শুনে কানে মন গিয়ে তায় লিপ্ত হল

মল্লার—একতালা

শ্যামা মা কি আমার কাল রে।
লোকে বলে কালী কাল, আমার মন ত বলে না কাল রে
কখনও শ্বেত কখনও পীত কখনও নীল লোহিত রে.
(আমি) আগে নাহি জানি কেমন জননী, ভাবিয়ে জনম গেলরে
কখনও পুরুষ কখনও প্রকৃতি কখনও শূন্যরূপা রে,
(মায়ের) এ ভাব ভাবিয়ে কমলাকান্ত সহজে পাগল হ'ল রে

কীর্ত্তন—ঝাঁপতাল

ভেবে দেখ মন কেউ কারু নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে।
ভুলোনা দক্ষিণাকালী বদ্ধ হ'য়ে মায়াজালে॥
যার জন্য মর ভেবে, সে কি তোমার সঙ্গে যাবে।
সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া, অমঙ্গল হবে বলে॥
দিন দুই তিনের জন্য ভবে, কর্ত্তা বলে সবাই মানে।
সেই কর্ত্তারে দেবে ফেলে কালাকালের কর্ত্তা এলে॥

ভীমপলশ্রী—একতালা

আমি 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তার কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী ॥
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ, সুরাপান আদি বিনাশি নারী।
এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক, ব্রহ্মপদ নিতে পারি ॥

কীর্ত্তন—ঝাঁপতাল

এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক করে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি জানিতে পারে ॥
বিল ক'রে ঘুণী পাতে, মীন প্রবেশ করে তাতে।
গতায়াতের পথ আছে, তবু মীন পালাতে নারে ॥
গুটীপোকায় গুটী করে পালালেও পালাতে পারে।
মহামায়ায় বদ্ধ গুটী আপনার জালে আপনি মরে ॥

প্রসাদী—একতালা

আমি ঐ খেদে খেদ করি।
তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি ॥
মনে করি তোমার নাম করি, কিন্তু সময়ে পাসরি।
আমি বুঝেছি জেনেছি, আশয় পেয়েছি এ সব তোমার চাতুরী ॥
কিছু দিলে না পেলে না, নিলে না খেলে না, সে দোষ কি আমারি।
যদি দিতে পেতে, নিতে খেতে, দিতাম খাওয়াতাম তোমারি ॥

যশ, অপযশ, সুরস, কুরস সকল রস তোমারি।
(ওগো) রসে থেকে রসভঙ্গ,কেন রসেশ্বরী ॥
প্রসাদ বলে মন দিয়েছ, মনেরে আঁখি ঠারি।
(ওমা) তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি পোড়া মিষ্টি বলে ঘুরি ॥

পিলু-বাহার—যৎ

মন বলি ভজ কালী ইচ্ছা হয় তোর যে আচারে।
গুরুদত্ত মহামন্ত্র দিবানিশি জপ করে ॥
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,
আহার কর মনে কর আহুতি দিই শ্যামা মারে ॥
যত শোন কর্ণপুটে, সবই মায়ের মন্ত্র বটে,
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে ॥
আনন্দে রামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজেন সর্ব্বঘটে,
নগর ফের মনে কর প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে ॥

প্রসাদী—একতালা

এবার কালী তোমায় খাব (খাব খাব গো দীন দয়াময়ী)।
খাব খাব বলি গো মা উদরস্থ না করিব।
এই হৃদি পদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে পূজিব ॥
(তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার,)
গণ্ডযোগে জনমিলে সে হয় মা-খেকো ছেলে।
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা, দুটোর একটা ক'রে যাব।

হাতে কালী মুখে কালী, সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিব।
যখন আসবে শমন বাঁধবে কসে, সেই কালী তার মুখে দিব॥
যদি বল কালী খেলে, কালের হাতে ঠেকা যাব।
আমার ভয় কি তাতে কালী বলে কালেরে কলা দেখাব॥
ডাকিনী যোগিনী দিয়ে তরকারী বানায়ে খাব।
মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে অম্বলে সম্বরা চড়াব॥
কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ ভালমতে তাই জানাব।
তাতে মন্ত্রের সাধন, শরীর পাতন, যা হবার তাই ঘটাইব॥

আলাইয়া—একতালা

কা'র কামিনী মরাল-গামিনী নীরদ-বরণী দামিনী বিহরে।
অরুণ কিরণ চমকে চরণে, দশ সুধাকর জড়িত নখরে॥
নব ইন্দিবর ত্রিনয়নে শোভে, উড়ে অলিকুল পরিমল লোভে,
এলোথেলো কেশ, পাগলিনী বেশ, শোণিতের ধারা বহিছে অধরে॥
গলে দোলে কিবা নরশির হার, নর-করশ্রেণী কিঙ্কিণী বামার,
করাল-বদনা বিকট-দশনা দেখে হয় ত্রাস, অন্তর শিহরে॥

সিন্ধু খাম্বাজ—বং

মজলো আমার মন-ভ্রমরা শ্যামাপদ নীল কমলে।
(শ্যামাপদ নীল কমলে, কালীপদ নীল কমলে)
যত বিষয়মধু তুচ্ছ হ'লো' কামাদি কুসুম সকলে॥

চরণ কাল ভ্রমর কাল, কালোয় কালো মিশে গেল.
পঞ্চতত্ত্ব প্রধান মত্ত রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে॥
কমলাকান্তের মনে, আশাপূর্ণ এত দিনে
(তায়) সুখ দুখ সমান হ'ল আনন্দ-সাগর উথলে॥

প্রসাদী—একতালা

ডুব দেরে মন কালী বলে, হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু'চার ডুবে ধন না পেলে।
তুমি দম সামর্থ্যে এক ডুবে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কূলে॥
জ্ঞান সমুদ্রের মাঝে রে মন, শান্তিরূপা মুক্তাফলে।
তুমি ভক্তি ক'রে কুড়ায়ে পাবে, শিবযুক্তি মত চাইলে॥
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার-লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক-হলদি গায় মেখে যাও, ছোঁবেনা তার গন্ধ পেলে
রতন মাণিক্য কত প'ড়ে আছে সেই জলে।
রামপ্রসাদ বলে, ঝম্প দিলে মিলবে রতন ফলে ফলে॥

প্রসাদী—একতালা

ঘুচিয়ে দে মা ভবের বাসা।
করতে পারিনা আর যাওয়া আসা॥
সুখে শুয়ে সুখের কোলে দেখলাম কত সুখের আশা।
এখন সে আশা নিরাশাপূর্ণ, ঠিক যেন মা মৃগের তৃষা॥
মায়ায় ভুলে মায়ার বলে করিলাম যাদের ভরসা।
ও মা ইহকালে পরকালে তারাই আমার কর্ম্মনাশা॥

পেয়ে এমন সোনার জমি সময়ে হ'ল না চষা।
ওমা ভুলিয়ে দিলে আমায় তখন গোল ক'রে পাঁচ বেটা চাষা॥
প্রেমিক বলে ঠেকে ঠুকে কেটেছে মা মায়ার নেশা,
এখন কৃপা কর কৃপাময়ি করেছি ও পদ ভরসা॥

প্রসাদী—একতালা

ক্ষেপার হাট-বাজার, মা তোদের ক্ষেপার হাট-বাজার।
(গুণের কথা কব কার, মা)
তোরা ছুই সতীনে কেউ বুকে কেউ মাথায় চড়িস্ তাঁর॥
কর্ত্তা যিনি ক্ষ্যাপা তিনি ক্ষেপার মূলাধার।
(আবার) চাকলা-ছাড়া চেলা ছুটো সঙ্গে অনিবার॥
গজ বিনে গো আরোহণে ফিরিস্ কদাচার।
মণি মুক্তা ফেলে পরিস্ গলে নরশির হার॥
শ্মশানে মশানে ফিরিস্ কার বা ধারিস্ ধার।
এবার রামপ্রসাদকে ভবঘোরে করতে হবে পার॥

প্রসাদী—একতালা

কাজ কি মা সামান্য ধনে
(ও কে) কাঁদছে গো তোর ধন বিহনে॥
সামান্য ধন দিলে তারা পড়ে রবে ঘরের কোণে,
যদি দাও মা আমায় অভয় চরণ রাখি হৃদি পদ্মাসনে॥

গুরু আমায় কৃপা ক'রে মা যে ধন দিলেন কানে কানে।
এমন গুরু-আরাধিত মন্ত্র তাও হারালেম সাধন বিনে ॥
প্রসাদ বলে কৃপা যদি মা হবে তোমার নিজগুণে।
আমি অন্তিম কালে জয় দুর্গা বলে, স্থান পাই যেন ঐ চরণে ॥

প্রসাদী—একতালা

আমি জানি না তন্ত্র সাধনা।
কেবল কালী নামটি ডাক রসনা ॥
কালী কল্পলতায় ফলে, চতুর্ব্বর্গ তা জাননা ?
(ও মন) নামের গুণে পূরায় মনের, শবাসনা সব বাসনা ॥
মায়ের নামে সুধা ঝরে, ভব ক্ষুধা তো থাকে না ;
ডাকলে তারা সারাৎসারা, পায়না রে যম-যাতনা ॥
(যার) অন্তরেতে মুক্তকেশী, মুখে দুর্গানাম রটনা
গয়া গঙ্গা বারাণসী, ঘরে বসি পায় সেজনা ॥
ভবপ্রীতা কাতরে কয় (মা), ঘুচাও মনের দুর্ভাবনা।
অজপান্তে পদপ্রান্তে স্থান দিবি গো ত্রিনয়না ॥

সুরট-মল্লার—একতালা

সুখের বাসনা কর আর ক'দিন।
ত্যজি অন্য বোল 'কালী' 'কালী' বল মানব জনম যদিন ॥
পাবে ব্রহ্মপদ অক্ষয় সম্পদ স্মরণ করিবে এদিন।
সৃষ্টি স্থিতি লয় যা হইতে হয় সে হবে তোমার অধীন ॥

যখন যেমন বিধির লিখন সেইরূপে যাবে সেদিন।
ভাবিলে বিষাদ ঘটিবে প্রমাদ কালী না বলিবি যেদিন॥
কমলাকান্ত হইয়ে ভ্রান্ত ভুলেছ ন'মাস ন'দিন।
বারে বারে আসি দুঃখ রাশি রাশি যাতনা সবে আর ক'দিন॥

প্রসাদী-ঝিঁঝিট—একতালা

কালী সব ঘুচালি লেঠা।
শ্রীনাথের বচন আছে যেমন মানবি কি না মানবি সেটা।
শ্মশান পেলে ভালবাস মা তুচ্ছ করি মণি কোঠা।
আপনি যেমন ঠাকুর তেমন ঘুচল না আর সিদ্ধি ঘোঁটা॥
তুমি যারে কৃপা কর মা, অপূর্ব্ব তার রূপের ছটা।
(তার) কটিতে কৌপীন জোটেনা গায়ে ছাই আর মাথায় জটা॥
ভূতলে আনিয়ে মাগো করলি আমায় লোহা পেটা।
তবু কালী বলে ডাকি মা সাবাস্ আমার বুকের পাটা॥
সুখে রাখ দুঃখে রাখ মা, কি করিব দিয়ে খোঁটা।
আমি সাধ করে পরেছি এখন পুঁছতে নারি সাধের ফোঁটা॥
চাক্‌লা জুড়ে নাম রটেছে প্রসাদ ব্রহ্মময়ীর বেটা।
মায়ে পোয়ে এমন ব্যবহার মর্ম্ম ইহার বুঝবে কেটা॥

প্রসাদী—একতালা

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি॥
কালী নাম কল্পতরু, হৃদয়ে রোপণ করেছি।
এ দেহ বেচে ভবের হাটে দুর্গানাম কিনে এনেছি॥

দেহের মধ্যে সুজন যেজন, তাঁর ঘরেতে ঘর ক'রেছি।
এবার শমন এলে হৃদয় খুলে দেখাব ভেবে রেখেছি ॥
সারাৎসার তারা নাম, আপন শিখাগ্রে বেঁধেছি।
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে, যাত্রা করে বসে আছি ॥

কালেংড়া—ঝাঁপতাল

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।
মন তুই দ্যাখ্ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে ॥
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি
রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা ব'লে ডাকে।
কুরুচি কুমন্ত্রী যত, নিকট হ'তে দিওনাক,
জ্ঞান নয়নে প্রহরী রাখ, সে যেন সাবধানে থাকে ॥
কমলাকান্তের মন, ভাই আমার এই নিবেদন,
দরিদ্রে পাইলে ধন সে কি অযতনে রাখে ॥

প্রসাদী, লুম্-ঝিঁঝিট্—একতালা

মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত, অভাবে কি ধরতে পারে ॥
অগ্রে শশী বশীভূত কর তব শক্তি সারে।
ওরে কোঠার ভিতর চোর কুঠরী, ভোর হ'লে সে লুকাবে রে ॥

ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন, আগম নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তি রসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে॥
সে ভাব লাগি পরম যোগী, যোগ করে যুগ যুগান্তরে।
হ'লে ভাবের উদয় লয় সে যেমন, লোহাকে চুম্বকে ধরে॥
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি, বোঝ না রে মন ঠারে ঠোরে॥

বাউল—জলদ একতালা

আমায় দে মা পাগল ক'রে (ব্রহ্মময়ী)।
আর কাজ নাই মা জ্ঞান বিচারে॥
তোমার প্রেমের সুরা পানে কর মাতোয়ারা,
ওমা ভক্তচিত্তহরা ডুবাও প্রেমসাগরে॥
তোমার এ পাগলা গারদে, কেহ হাঁসে কেহ কাঁদে,
কেহ নাচে আনন্দ ভরে;
ঈশা মুসা শ্রীচৈতন্য, ওমা প্রেমের ভরে অচৈতন্য,
হায় কবে হব মা ধন্য, (ওমা) মিশে তার ভিতরে॥
স্বর্গেতে পাগলের মেলা, যেমন গুরু তেমনি চেলা,
প্রেমের খেলা কে বুঝতে পারে;
তুমি প্রেমে উন্মাদিনী, ওমা পাগলের শিরোমণি,
প্রেমধনে কর মা ধনী, কাঙ্গাল প্রেমদাসেরে॥

প্রসাদী—একতালা

মন রে কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জমিন রইল পতিত, আবাদ ক'ল্লে ফল্‌তো সোনা॥
কালী নামে দাওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁসে না॥
অদ্য কিম্বা শতাব্দান্তে, বাজাপ্ত হবে জান না।
এখন আপন একতারে, (মনরে ;) চুটিয়ে ফসল কেটে নে না॥
গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে, ভক্তিবারি সেঁচে দে না।
একা যদি না পারিস মন রামপ্রসাদকে সঙ্গে নে না॥

প্রসাদী—একতালা

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালীকল্পতরুমূলে রে চারি ফল কুড়ায়ে পাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
বিবেক নামে তার বেটা, তত্ত্ব কথা তায় শুধাবি॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে দূর হতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞানসিন্ধু মাঝে ডুবাইবি॥
শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি।
তাদের দুই সতীনে পিরিত হলে তবে শ্যামা মাকে পাবি॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ-খোঁটায় বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ, তবে জ্ঞান খড়্গে বলি দিবি॥

অহঙ্কার অবিদ্যা তোর পিতামাতায় তাড়িয়ে দিবি।
যদি মোহ গর্ত্তে টেনে নেয়, ধৈর্য্য খোঁটা ধ'রে রবি॥
প্রসাদ বলে এমন হ'লে কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর মনের মত মন হবি॥

সিন্ধু-খাম্বাজ—যৎ

আপনাতে আপনি থেকো মন যেও নাকো কারু ঘরে।
যা চাবি তা ব'সে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥
পরম ধন ঐ পরশ মণি, যা চাবি তা দিতে পারে।
কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচছুয়ারে॥

প্রসাদী—একতালা

শ্যামা মা উড়াচ্ছো ঘুড়ি (ভব সংসার বাজার মাঝে)।
আশা বায়ু ভরে উড়ে, বাঁধা তাহে মায়া দড়ি॥
কাক গণ্ডি মণ্ডী গাঁথা পঞ্জরাদি নানা নাড়ী।
ঘুড়ি স্বগুণে নির্ম্মাণ করা কারিগরি বাড়াবাড়ি॥
বিষয়ে মেজেছ মাঞ্জা, কর্কশা হ'য়েছে দড়ি।
ঘুড়ি লক্ষের দুটো একটা কাটে, হেসে দেও মা হাত চাপড়ি।
প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি।
ভবসংসার সমুদ্র পারে পড়বে গিয়ে তাড়াতাড়ি॥

ভৈরবী—একতালা

গো আনন্দময়ী হ'য়ে মা আমায় নিরানন্দ কোরো না।
ও দুটী চরণ বিনে আমার মন, অন্য কিছু আর জানে না।
তপন-তনয়, আমায় মন্দ কয়, কি বলিব তায় বল না॥
ভবানী বলিয়ে ভবে যাব চলে, মনে ছিল এই বাসনা।
অকূল পাথারে ডুবাবি আমারে (ওমা) স্বপনেও তাতো জানি ন
আমি অহর্নিশি দুর্গানামে ভাসি, তবু দুঃখ রাশি গেল না
এবার যদি মরি ও হর-সুন্দরী, তোর দুর্গানাম আর কেউ লবে ন

তিলক-কামোদ—কাওয়ালী

জাগো জাগো কুলকুণ্ডলিনি!
আদি শকতি পরাবিদ্যা নারায়ণী, ব্রহ্মসনাতনী, বাগ্‌বাদিনী॥
ত্রিভুবন-মোহিনী, ত্রিজগত-জননী,
কোটীবিজলীপ্রভা জীবগতি-দায়িনী,
আধারপদ্মে ত্রিকোণপীঠে স্বয়ম্ভু-হর-বেষ্টিনী॥
(ষড়) চক্রভেদিনী, সহস্রারগামিনী,
শিবসঙ্গ-বিলাসিনী জয় জয় যোগিনী,
অকূল সাধকে তুমি কূলদায়িনী, পরমকলা কুলীনা কুলকামিনী॥

ভৈরবী—একতালা

জাগ মা কুলকুণ্ডলিনি, তুমি নিত্যানন্দ-স্বরূপিণী
তুমি ব্রহ্মানন্দ-স্বরূপিণী,
প্রসুপ্ত ভুজগাকারা, আধার-পদ্মবাসিনী ॥
ত্রিকোণে জ্বলে কৃশানু, তাপিত হইল তনু,
মূলাধার ত্যজ শিবে স্বয়ম্ভু-শিব-বেষ্টিনী ॥
গচ্ছ সুষুম্নার পথ, স্বাধিষ্ঠানে হও উদিত
মণিপুর অনাহত বিশুদ্ধাজ্ঞা সঞ্চারিণী ॥
শিরসি সহস্রদলে, পরম শিবেতে মিলে,
ক্রীড়া কর কুতূহলে সচ্চিদানন্দদায়িনী ॥

পিলু—যৎ

উঠ গো করুণাময়ী, খোল গো কুটীর দ্বার,
আঁধারে হেরিতে নারি হৃদি কাঁপে অনিবার।
তারস্বরে ডাকিতেছি তারা তোমায় কতই বার,
দয়াময়ী হয়ে আজি একি হেরি ব্যবহার ॥
সন্তানে রাখি বাহিরে আছ শুয়ে অন্তঃপুরে
'মা' 'মা' বলে ডেকে মোর অস্থি চর্ম্ম হ'ল সার ॥
খেলায় মত্ত ছিলেম বলে বুঝি মুখ বাঁকাইলে,
একবার চাও মা বদন তুলে, খেলিতে যাবনা আর।
মা বিনে কে লবে আর অকৃতি অধমের ভার ॥

খাম্বাজ—যৎ

বারে বারে যত দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা
সে কেবল দয়া তব, জেনেছি মা দুঃখহরা।
সন্তান মঙ্গল তরে জননী তাড়না করে
(ওমা) তাই বহিতেছি শিরে সুখ দুঃখেরি পসরা॥
তুমি মা দীন তারিণী, শরণাগত-পালিনী,
আমি ঘোর পাতকী বলে তোমায় হয়েছি হারা॥
আমি মা তোর পোষা পাখী, যা শিখাও মা তাই শিখি,
(ওমা) শিখায়েছ তারা বুলি তাই ডাকি মা তারা তারা॥

বেহাগ-খাম্বাজ—ঠুংরী

ওমা তোর কোলে লুকায়ে থাকি।
চেয়ে চেয়ে মুখ পানে মা, মা, মা, বলে ডাকি।
ডুবি চিদানন্দ রসে মহাযোগ নিদ্রাবশে,
হেরি তোমায় অনিমেষে নয়নে নয়ন রাখি॥
দেখে শুনে ভয় করে, হৃদি কেঁপে উঠে ডরে,
রাখ আমায় বুকে করে স্নেহের অঞ্চলে ঢাকি॥

ঝিঁঝিট—একতালা

মাতিয়ে দে মা আনন্দময়ি, একেবারে মেতে যাই,
তেমি করে মাতিয়ে দে মা, যেমন মেতেছিলেন রাই॥
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে, তব নামসুধা পানে,
ওমা মাতুক যত নরনারী দেখে শুনে প্রাণ জুড়াই॥
নামসুধা-রস পান করিলে ভব ক্ষুধা যায় মা দূরে,
হয় যে মহাভাবের উদয়, সে সুধা পান করতে চাই॥

পরজ—একতালা

শ্যামা ধন কি সবাই পায়, রে কালী ধন কি সবাই পায়,
অবোধ মন বুঝে না একি দায়।
শিবেরও অসাধ্য সাধন মন মজান রাঙ্গা পায়॥
ইন্দ্রাদি সম্পদসুখ তুচ্ছ হয় যে ভাবে মায়।
সদানন্দ সুখে ভাসে শ্যামা যদি ফিরে চায়॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র যে চরণ ধ্যানে না পায়।
নির্গুণ কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়॥

প্রসাদী—একতালা

ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।
যেমন ভাব তেম্নি লাভ মূল সে প্রত্যয়॥
কালীর ভক্ত জীবন্মুক্ত নিত্যানন্দময়॥
কালীপদ সুধাহ্রদে যদি চিত্ত ডুবে রয়।
যাগ যজ্ঞ পূজা বলি কিছুই কিছু নয়॥

বাউল—একতালা

মা আছেন আর আমি আছি ভাবনা কি আছে আমার;
মার হাতে খাই পরি মা নিয়েছেন আমার ভার॥
(পড়ে) সংসার পাকে ঘোর বিপাকে যখন দেখবি অন্ধকার,
(দেখবি) অন্ধকারের বিপদ হতে মা যে করেছেন উদ্ধার।
ভুলেও থাকি তবুও দেখি ভোলে না মা একটি বার,
(বড়) স্নেহের আধার মা যে আমার, আমি যে মার মা আমার॥

ঝিঁঝিট—পোস্তা

আর কারে ডাকব শ্যামা ছাওয়াল কেবল মাকে ডাকে।
আমি তেমন ছেলে নই মা তোমার ডাকব গো 'মা' যাকে তাকে
মা বইত শিশু জানে না, মা বইত কিছু বোঝে না,
মা ছাড়া কভু থাকে না; (আমি) থাক্‌ব গো মা লয়ে কাকে॥
মা যদি সন্তানে মারে, (তবু) শিশু কাঁদে মা মা করে,
ঠেলে দিলে গলা ধরে ছাড়ে না মা যতই বকে॥
জগতজননী হও, পুত্রভার মাগো লও,
কত আব্দার ছেলের সও, তাইতে তনয় তোমায় ডাকে॥

সিন্ধু খাম্বাজ—যৎ

আছে কার মা এমন দয়াময়ী আমাদের মা তুমি যেমন।
তুমি সঙ্গে থাক দিবানিশি চোখের আড় কর না কখন॥
পরীক্ষার অনল জ্বেলে, আপনি দাও মা তাতে ফেলে;
আপনি দাও মা উপায় বলে, যে ভাবে যার বাঁচে জীবন।
তুমি ভালবাস যেমন, আমি ত বাসিনা তেমন,
ভালবাসা শিখাও আমায় (তুমি) আমায় ভালবাস যেমন॥

কাফি-সিন্ধু—কাওয়ালী

দেহি পদতরণী, জননী।
দিন দিন যায় দিন, আসে মাগো সেই দিন
দিনে রেতে তাই তোরে ডাকি দীনতারিণি ॥
জানিনা কি বলে আমি ডাকিব গো মা তোমায়,
শিখায়েছ মা বলিতে মা বলিয়ে ডাকি তাই,
কুপুত্র যদিও হয়, কুমাতা কখনও নয়,
চরণে শরণ তাই লয়েছি নিস্তারিণি ॥
সংসার-প্রান্তরে শ্মশান-বাহিনী কূলে,
এ দীন পথিক বসে বিষয়-পাদপ মূলে,
আসে ঐ কাল-ফণী, দংশিতে মোরে জননী,
ত্রাসিতে পরাণে তাই ডাকি মা ত্রিনয়নি ॥
মায়া মায়াবিনী মোরে কুপথেতে লয়ে যায়,
দেখাও সুপথ মোরে সদা জ্বলি সে জ্বালায়,
যায় যায় প্রাণ যায়, তাই ডাকি মা তোমায়,
অকূলে কর মা কোলে ওমা কূলদায়িনি ॥

ছায়ানট—কাওয়ালী

আর কিছু নাই সংসারের মাঝে কেবল শ্যামা সার রে।
ধ্যান কালী জ্ঞান কালী প্রাণ কালী আমার রে ॥
আসিয়ে ভুবনে এ তনুধারণে যাতনা না হয় কার রে।
(একবার) হেরিলে ও কায়, সব দুঃখ যায়, এই গুণ শ্যামা মার রে ॥

এ ভবে এসেছে, কেহ সুখে আছে, পেয়ে শিরে রাজ্যভার রে
(আমার) দরিদ্রের ধন, ও রাঙ্গা চরণ, গলায় করেছি হার রে ॥
কমলাকান্ত, হইয়ে ভ্রান্ত, যাওয়া আসা বারম্বার রে।
(মায়ের) অভয় চরণ, লহরে শরণ, আনায়াসে পাবি পার রে ॥

কেদারা—ঢিমে তেতালা

ভজরে শ্যামা পদ পঙ্কজরাজ,
পিও, পিও, পিও মধু হয়ে মাতোয়ারা ॥
মা, মা, মা ঝঙ্কার মন-মধুকর
ঝরুক অবিরল অখণ্ড অমৃত ধার ;
অহর্নিশি অনিমেষে মার মুখ নেহার,
তারা, তারা, তারা বলে হয়ে যাও হারা ॥

গৌরী—একতালা

ভবে সেই সে পরমানন্দ।
যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে ॥
সে জন না যায় তীর্থপর্য্যটনে কালীছাড়া কথা না শুনে কাণে,
সন্ধ্যা পূজা কিছু না মানে, যা করেন কালী সেই সে জানে ॥
কালীর চরণ যে করেছে স্থূল, সহজে হয়েছে বিষয়েতে ভুল,
ভবার্ণবে পাবে সে কূল, মূল হারাবে সে কেমনে ॥
রামকৃষ্ণ কয় এমন জনে, লোকের নিন্দা না শুনে কানে
আঁখি ঢুলু ঢুলু রজনী দিনে কালী নামামৃত-পীযূষ পানে ॥

কীর্ত্তন—একতালা

একবার বিরাজ গো মা হৃদি কমলাসনে।
তোমার ভুবনভরা রূপটী একবার দেখে লই মা নয়নে॥
তুমি অন্নপূর্ণা মা, শ্মশানে শ্যামা, কৈলাসেতে উমা, তুমি বৈকুণ্ঠে রমা,
ধর বিরিঞ্চি-শিব-বিষ্ণুরূপ সৃজন-লয়-পালনে॥
তুমি পুরুষ কি নারী, বুঝিতে নারি, স্বয়ং না বুঝালে তাকি বুঝিতে পারি,
তুমি আধা রাধা আধা কৃষ্ণ সাজিলে বৃন্দাবনে॥
তুমি জগতের মাতা, যোগীজনানুগতা, অনুগত জনে কৃপাকল্পলতা,
তোমায় মা বলে ডাকিলে নাকি কোলে নাও ভক্তজনে॥
দুঃখ-দৈন্যহারিণী, চৈতন্যকারিণী, অন্য কিছু চাইনা বিনা চরণ দুখানি,
আমি প্রেম-সরোজে সাজাব পদ বাসনা মনে মনে॥
পরিব্রাজক ভিখারী সাধ মনেতে ভারী, মধুহাসিমাখা মার মুখখানি হেরি,
বসে মায়ের কোলে মা মা ব'লে মাতিব যোগধ্যানে॥

প্রসাদী—একতালা

(আমি) এবার ভাল ভাব পেয়েছি।
ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি॥
যে দেশে রজনী নাই, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমি কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি॥

কাফি সিন্ধু—কাওয়ালী

মোরে দেহি দেবি দরশন।
আর দুঃখ দিওনা দীনে দীন-দয়াময়ী!
দনুজদলনী দেবি, দেব-আরাধ্য ধন॥
জানি মা তব চরণ অপারের সুখতরী,
কি জানি শেষের দিনে পাছে ও পদ পাসরি,
তাই মা আকুল প্রাণে তোমার তরে নেহারি,
লুকায়ে থেকোনা কর দ্রুত পদে আগমন।
দীন-তারিণি, মম দিন আগত দেখি,
দিনে রেতে তাই তোরে এত পরিত্রাহি ডাকি,
জানিনা জননি আর ক'দিন বা আছে বাকি,
এই বেলা কর আসি দীনের দুঃখমোচন।
সভয়ে ডাকি অভয়ে কর মা অভয় দান,
ভব ভয় হ'তে দীনরামে কর পরিত্রাণ,
তুমি না করিলে দুঃখ কে করিবে অবসান,
কুপুত্র হয় মা যদি কুমাতা নহে কখন॥

প্রসাদী—একতালা

এবার আমি বুঝব হরে।
(মায়ের) ধরব চরণ লব জোরে।
ভোলানাথের ভুল ধরেছি বলব এবার যারে তারে।
পিতা হ'য়ে মায়ের চরণ হৃদে ধরে কোন বিচারে॥

পিতা পুত্রে এক ক্ষেত্রে দেখা মাত্র বলব তাঁরে।
মায়ের চরণ করে হরণ মিছে মরণ দেখাও কারে॥
মায়ের ধন সন্তানে পায় সে ধন নিলে কোন্ বিচারে।
আপন ভাল চায় যদি সে চরণ ছেড়ে দিক্ আমারে॥
শিবের দোষ বলি যদি বাজে আপন গা'র উপরে।
রামপ্রসাদ বলে ভয় করিনে (মার) অভয় চরণের জোরে॥

লুম-ঝিঁঝিট—একতালা

ফিরিয়ে নে তোর বেদের ঝুলি।
ওমা মজাস্‌নে আর আমায় কালী॥
ভবের খেলা খেলতে ভবে আমাকে একলা পাঠালি।
কি ভাব ভেবে বলনা শিবে ভানুমতীরে জুটিয়ে দিলি॥
মায়ায় মজে বেদে সেজে বারে বারে যতই খেলি।
এমনি অধঃপেতে ঝুলি খেলার জিনিষ হয় না খালি॥
মনে করি খেলব না আর ভানুমতীরে ছাড়তে বলি।
এমনি কুহকিনীর কুহক আবার তার কুহকে ভুলি॥
এমন সর্ব্বনেশে মায়া মহামায়া কোথায় পেলি।
আর যে পারিনা ওমা ব'লতে আত্মারামের বুলি॥
প্রেমিক বলে কি ব'লে মা তনয়ে বেদে সাজালি।
দয়াময়ি! 'দয়াময়ী' নামে কালি! কালী দিলি॥

কেদারা—কাওয়ালী

এস ভীমা ভবানি ভৈরব ভামিনী, এস মা, আজি এ শ্মশানে।
এস শোণিতসিক্ত শাণিত অসি নিয়ে, এস মা লোহিত-লোচনে।
এস অয়ি জননি প্রলয়রূপিণী হয়ে,
দৈত্য-দম্ভনাশী বিকটহাসি লয়ে,
খর্পর করে, নরশির ধরে, দামিনী জ্বালিয়া দশনে॥
নাচ শব-পরে, বাজুক দামামা, নাশ গো অসুরে, মৃত্যুরূপিণী মা,
আমি যাব সঙ্গে, মরিতে রঙ্গে, গাহিয়া জয় মা সঘনে॥

বেহাগ—ঝাঁপতাল

নাম ধরেছ 'সর্ব্বনাশী' ডাকব তোরে কি আর বলে॥
মা বলতে সাধ হয় না তোমা, মার ব্যাভার তোর নাইক মূলে॥
কে শুনেছে এমন কথা হাতে কেটে ছেলের মাথা,
কোন মাতা পরেছে কোথা ছেলের মাথার মালা গলে॥
নাম অভয়া, ভয়ঙ্করী, একি ধারা বুঝতে নারি,
ভয়ে যম যায় না কাছে, পালায় ছুটে নাম শুনিলে।
শুভঙ্করী বলে সবে, কার শুভ করেছ কবে?
নাম নিলে সার ঝুলি কাঁথা, সাক্ষী শিব ঐ চরণ তলে॥
বুঝতে নারি তোর মর্ম্ম, নাই কো মা তোর ধর্ম্মাধর্ম্ম,
প্রসবি গ্রাসিছ বিশ্ব, কি রহস্য কোন্ ছলে॥
আগম নিগম তন্ত্রসারে, গুণের কথায় সবাই হারে,
সৃষ্টিছাড়া কি বেয়াড়া, জোড়া তোর নাইকো মিলে॥
অপরের কি কব কথা, ভাঙ্গড় ভোলা বৃদ্ধ পিতা
তোর তরে সার ঝুলি কাঁথা, ভয়ে লুটায় চরণ তলে॥

কাফী—ঠুংরী

কোন্ হিসাবে হরহৃদে দাঁড়ায়েছ মা পদ দিয়ে।
সাধ ক'রে জিভ বাড়ায়েছ মা, যেন কত ন্যাকা মেয়ে॥
জেনেছি জেনেছি তারা, তারা গো তোর এমনি ধারা,
তোর মা কি তোর বাবার বুকে দাঁড়িয়েছিল. এমনি ক'রে॥

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

জানি গো জননি, তুমি কেমন লোকের মেয়ে মা।
পাষাণকুলে জন্ম তোমার পাষাণ তোমার হিয়ে মা॥
অন্নপূর্ণা নাম ধর, অন্নেতে পূর্ণিত কর,
তবে কেন বিশ্বেশ্বর বেড়ায় গরল খেয়ে মা॥

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—একতালা

হর উরে কেন অভয় চরণ, মম শিরে মা গো দাওনা।
ভোলাই শুধু কি তোর এত আপনার, আমি কি তোমার কেউ না॥
শব হয় শিব শ্রীপদপরশে, তবে আমি মাগো এতই ঘৃণ্য কিসে,
চিদানন্দময়ী স্নেহভাবে হেসে, চাও চাও ফিরে চাও না॥
তমোময়ী, অমানিশা ভালবাস, আঁধার হৃদয়ে স্বরূপ প্রকাশ,
মহামায়ে মায়ামোহতমো নাশ, দাও জ্ঞান সুধা পিয়াও না॥
লহ লহ জিহ্বা করিয়া বিস্তার, এস, ধর, পিয় হৃদ্ রক্ত-ধার,
দেহ প্রাণ মন সকলি তোমার, নিজগুণে এসে লও না॥
বিধি বিষ্ণু শিব নাহি পান যাঁয়, আমি ক্ষুদ্র কিসে তুষিব তোমায়
না হলে করুণা, কেবা তোমা পায়, তনয়ে সদয়া হও না॥

মিশ্রকানাড়া—একতালা

হাসি দশদিশি সুধা বরষে, ভাষি মধুর মন্দ্রে হরষে।
এস নিদাঘ-দগধ হৃদয় গগনে অঘ নাশ শুভ পরশে॥
প্রেমতরঙ্গ ভঙ্গে রঙ্গে পূর্ণা তটিনী ধরুক তান,
নাচুক ঠমকি দেখি দেখি শিখী শাখে সুখে পাখী করুক গান,
শ্রীমতী শ্যামা ধরণী শস্যে সুরসাল ফলভারে,
বরুক তোমারে সৌরভময় মধুভরা ফুলহারে,
বেদছন্দে ভারতী করুক মঙ্গল আরতি,
আনন্দময়ি, ধন্য কর মা পদারবিন্দ দরশে॥

সিন্ধু—কাওয়ালী

মা আমার কালো তাই কাল ভালবাসি।
শ্মশানে মায় পড়ে মনে হ'য়েছি তাই শ্মশানবাসী॥
মা-কাঙ্গালে ছেলে আমি মা, ভিন্ন আর কারেও না চাই,
মা নামে সাধা রসনা মা মা বলে ডাকে গো তাই,
মার চরণে বাঁধা এ প্রাণ, মা আমার ধ্যান মা আমার জ্ঞান,
কেও কোথাও নাই মায়ের সমান মার তরে তাই মন উদাসী।
কাল অঙ্গে সাজে ভাল তাই রাঙ্গা জবা তুলে,
ভক্তিসূত্রে গাঁথিমালা সিক্ত করি আঁখিজলে,
বুক চিরে রক্ত দিয়ে, সাধ পদ দিই সাজায়ে,
বেঁচে আছি পথ চেয়ে হেরিতে মার মুখের হাসি॥

বাউলের সুর—একতালা

সাধ, সাধে কিরে ডাকি শতমুখে মা মা স্বরে।
দেখি লক্ষ চোখে নিষ্পলকে (মার) পা দুখানি সুস্থিরে॥
(ওরে) চিত্রপট দেখে, (মাকে) কালো কয় লোকে,
(সং) চিদানন্দঘন দীপ্ত দিব্য আলোকে,
মন না পায় যাঁকে, কে কায় আঁকে লুকায় তাঁয় তদাকারে॥
(শুদ্ধ) স্নিগ্ধ প্রেমের বায়, কত রূপের ঢেউ উঠায়,
হংস কোলে হংসী খেলে অমিয় বন্যায়,
(লেশ) আভাসে যাঁর শবাকার শুক সনকাদি শঙ্করে॥
(ওরে) স্মৃতিমাত্রে যাঁর, হয় হৃদয় নির্ব্বিকার,
বয় কি যেন অনুভবে আনন্দাশ্রুধার,
(অসার) বিষয় সুখ কি ছার্ রে উচ্চ ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করে॥
ছাড়ি অহং অভিমান, সঁপি তনু মন প্রাণ,
শরণ লয় যে চরণ, যাহার মাই ধ্যান জ্ঞান,
হন তায় অনুকূল, অতি ব্যাকুল, বাতুল হয় যে তাঁর তরে॥
(তেমন) সৌভাগ্য উদয়, যার তার কিরে হয়,
সে পায় তখন, মা যায় যখন স্বয়ং হন সদয়,
(সেত) যুক্তিতর্কে নয় রে যদি ভক্তি না রয় অন্তরে॥
আমি সার ভেবে রে তাই, সদা মারই গুণ গাই,
মঙ্গলের ভার, মোর মঙ্গলার, ভাবনা আমার নাই,
এখন হেরি এই চাই, মা সব ঠাঁই একাই বহুরূপ ধরে॥

ভৈরবী—একতালা

শ্যামা চরণারবিন্দে ভজ ভজ মজ মজরে মন।
সরল নির্ম্মল সুস্থির অন্তরে জপ শ্যামা মা মা অনুক্ষণ॥
ঢল ঢল সুধা সরসী সলিলে হেলিছে দুলিছে আনন্দহিল্লোলে
রাঙ্গা শতদল চরণ যুগল আহা মরি মরি ভুবন মোহন॥
অন্ধমানস দেখিতে না পাও, কি সুখ লালসে ইতি উতি ধাও,
তনু মন দাও মার গুণ গাও সুখে মধু খাও হ'য়ে নিমগন॥
গরগর ভাবে হয়ে মাতোয়ারা, হেররে অদূরে হর মনোহরা,
যত সৌম্য হতে অতি সৌম্যতরা ছবি অনুপম দেখিনি এমন।

খাম্বাজ—যৎ

সুদীর্ঘ এ অমানিশি কর শ্যামা অবসান।
উজলিয়া দশদিশি এস মা কাঁদে সন্তান॥
ঝলকি পলকে লুকায় যথা বিজলির রেখা,
ধ্যান অবকাশে মম হৃদাকাশে দিয়ে দেখা,
নিবিড় আঁধারে ফেলি কোথা পুনঃ যাও চলি,
ছলনা ছাড়মা কালি, কোলে তুলি রাখ প্রাণ॥
বরিষার ধারা প্রায় সদা ঝরে অশ্রুধারা,
তাহে অন্ধ আঁখিতারা ডাকি তারা তারা তারা,
মুছায়ে নয়ন স্নেহে দেমা মুখে স্তন্যধারা,
আনন্দেতে আত্মহারা মুখ হেরি করি পান॥

কাফী-সিন্ধু—কাওয়ালী

কি উপায় শঙ্করি! বল কি করি?
অসংখ্য এ বৃত্তিগণে বল নিবারি কেমনে
সুতীব্র বৈরাগ্য দাও, শকতি দাও পদ স্মরি ॥
রসনা স্ববশে আনি রুচি দাও নাম গানে,
ইন্দ্রিয় সকলে টেনে ফিরায়ে লও তব পানে
বিনাশ সব বিঘ্ন ধেয়ানে মজাও মন
প্রকাশ আনন্দ ঘন স্বরূপ হৃদয়ে ধরি ॥

মিশ্র-রাগ

আমার মনের কালী অঙ্গে মেখে
হলি মা' তুই কালী।
তাই বুঝি মা মলিন হ'লো
অমন রূপের ডালি।
অশান্ত এই ছেলের তরে
শান্তি বুঝি নেই মা ঘরে,
ওমা কেশ এলিয়ে শ্মশানে তুই
বেড়াস রাজ-দুলালী।
কালো ছেলের মা বলে তুই
আপনি হলি কাল বরণ
আমার অনুরাগের রং লেগে মা
রাঙ্গা হল যুগল চরণ।

এবারে মোর অশ্রু জলে
মা তোর কালি যাক্ মা গলে
তোর রূপের দেউল করবো উজল
ভক্তি প্রদীপ জ্বালি ॥

পূরবী—একতালা।

ঐ দেখ রবি পশ্চিম গগনে মিছে কাজে তোর দিন গেল ব'য়ে
প্রখর ঐ দিনকর অস্তে যাবে ভাব নাই সুখ স্বপন দেখিয়ে ॥
ক্রমে তমোরাশি দিয়ে আসি দেখা, কি হবে দুর্গম মহাপথে এক
পান্থবাসে তোর যাদের সাথে দেখা
একে একে যাবে সকলে ছাড়িয়ে
দুদিনের তরে আসিয়া বিদেশে এত আয়োজন বৃথাসুখ আশে
আছ অচেতন মোহনিদ্রাবশে স্বদেশের কথা সব পাসরিয়ে ॥
প্রাতে কিবা কাজে হেথা এসেছিলে
এত বেলা বল কি কাজে কাটালে
অমূল্যরতন হেলে হারাইলে কি সুখ পাইলে দেখ বিচারিয়ে ॥
এখনও গগনে আছে ক্ষীণ জ্যোতি, এখনও স্থির কর অস্থির মতি
ডাক দুর্গা ব'লে ঘুচিবে দুর্গতি কি ফল বলনা অতীত স্মরিয়ে ॥

মিশ্র-রাগ

রাঙা জবা দিতে গিয়ে
মরি আমি লজ্জা পেয়ে
তোর চরণ যে মা আরও রাঙ্গা
বনের জবা ফুলের চেয়ে।
এমন রাঙা জবার ডালি
কোন্ বনে পাব মা কালী,
আমি চেয়ে চেয়ে দেখি শুধু
ধারা বহে নয়ন বেয়ে।
নৃত্য কালীর রূপে মাগো
নৃত্যে যখন উঠিস্ মেতে
পাছে তোর চরণে ব্যথা বাজে
শিব দিল তাই হৃদয় পেতে।
ওই চরণে ওমা শ্যামা
সন্তানে তোর ঠাঁই দেনা মা
মায়ার বাঁধন মুক্ত করে
মুক্তকেশী কালো মেয়ে॥

বাগেশ্রী—তেতালা

ওরাঙ্গা চরণে কেবা লাল জবা দিয়েছে রে।
একলা ঘরে মাকে পেয়ে মনের সাধে সাজিয়েছে রে॥
একে মায়ের কালো বরণ, আলতা মাখা দুটি চরণ।
তায় আবার রক্তচন্দন, মাকে কেমন মানিয়েছে রে॥

(ভৈরবী ধ্যান) ভৈরবী—একতালা

কোটি অরুণ কিরণ কান্তি অরুণ বসন গায়।
রকতোৎপল চরণ যুগল অনুপম মরি হায়॥
পীনস্তন-যুগ রঞ্জিত রুধিরে লম্বিত মুণ্ডমালা তদুপরে।
মৃদুমন্দ হাসি মাখা বিম্বাধরে অমিয় নির্ঝর তায়॥
জপমালা, বিদ্যা, বর ও অভয়, ধরে চতুষ্করে, তুষিতে তনয়
বদন মণ্ডলে লোচনত্রয়, তরুণ অরুণ প্রায়;
মস্তকে মুকুট করে ঝলমল, অবিদ্যা আঁধার ঘোর নিবারিল
দশদিশি আলো, হৃদয় কমল ফুটিল রূপ প্রভায়॥

মিশ্র-রাগ

ভয়ঙ্করী তোরে কালী কে বলে মা তারা।
তোর অভয় চরণ ছুঁয়ে মা মোর ভয় হ'ল সব হারা।
রুদ্রাণী তোর নাচন তালে প্রলয় যখন এগিয়ে চলে
হয় সেই প্রলয়ের অন্তরালে নূতন ভুবন গড়া॥
মায়া মোহে মত্ত হয়ে জীব যদি রয় ভুলে,
মরণ ছলে তুই মা তারে নিস্ গো কোলে তুলে।
ভব-ভয়ে ও শঙ্করী আমি যে মা ভয়ে মরি
আয় মা হ'য়ে ভয়ঙ্করী ভাঙ্গতে পাষাণ কারা॥

ভৈরবী—একতালা

করুণা কর মা কালি!
দিব মা শ্রীপদ-পঙ্কজ-যুগে তনু প্রাণ পুষ্পাঞ্জলি॥
সর্ব্ববৃত্তিশূন্য মন কবে হবে,
তোমা ভিন্ন অন্য চিন্তা না রহিবে,
রসনা কেবল মা বোল রটিবে অন্য শব্দ সব ভুলি॥
মাতৃভাবে ভোর হ'য়ে অনিবার,
নয়নে গলিবে প্রেম অশ্রুধার,
শ্যামাময় হেরি বিশ্বসংসার আঁখি মুদি কিম্বা খুলি;
কে আমি কে তুমি সব ভেদ ভুলি,
কালী ভেবে ভেবে হয়ে যাব কালী,
নির্ব্বিকল্পে মন নিরালম্বে ঢালি স্বরূপে যাইব গলি॥

মিশ্র-রাগ

আমার নাই আঁধারের ভয়
কালো মায়ের রূপে আলোর
ঝরণা ধারা বয়॥
সকল জ্ঞানের অতীত যে মা,
তাই তো কালো আমার শ্যামা
জ্ঞান-রূপী শিব চরণে তাঁর
লুটিয়ে পড়ে রয়॥

তোর কালো রূপের পর্দ্দা খানার
আড়াল দিয়ে কালী,
নিভিয়ে দে মা ত্রিতাপ জ্বালা
দহনে জ্বলি।
আলোর জ্বালায় জ্বলি যত
আঁধার কালী স্নিগ্ধ তত
ঐ শীতলে নে মা তুলে
আলোর করি ক্ষয়॥

ঝিঁঝিঁট-খাম্বাজ—একতালা

তুমিই তবে শ্যামা, কঠিনা কেন মা, মাতো কভু কারও এমন নয়
বরং এই রীতি, কুসন্তান প্রতি জননীর প্রীতি অধিকই হয়॥
অবিরত কত আকুল অন্তরে, কাতরে কাঁদিমা মা মা স্বরে,
শুনেও শুননা, চাহ না ত ফিরে, বলনা বেদনা কতই সয়॥
দুর্দ্দৈবে মজিনু খেলা ছলে ভুলে,
সুখে আছি ভেবে ফেলে গেছ চলে
এস এস কালি, নাও কোলে তুলে, থেক নাক ভুলে ডাকে তনয়
ছেঁড়ে ত দেব না এবার তোমায় পেলে,
সোহাগে জড়ায়ে র'ব তব গলে
স্নেহসিন্ধু জলে ডুবে সব ভুলে আমি গ'লে হ'ব আনন্দময়॥

কেদারা—একতালা

ঘোর অমানিশি কে ঐ ষোড়শী চলিতে চরণ টলেরে।
মরি হায় হায়! নব ঘন কায় কতই বিজলি ঝলেরে॥
নিপতিত পশুপতি পদতলে, হাসি অসি-করে দলে রিপু দলে।
জিহ্বা লহ লহ রুধিরাক্ত দেহ মাভৈঃ মাভৈঃ বলেরে॥
কটিতে অসুর-কর-মেখলা আজানুলম্বিত গলে মুণ্ডমালা
উলঙ্গিনী বালা এলোকুন্তলা, আসব আবেশে চলেরে॥
আয়ত ত্রিনেত্র অরুণ বরণ, স্নেহ ঢল ঢল প্রেম প্রস্রবণ,
মদন-মথন মনো বিমোহন হেরি প্রাণ মন গলেরে॥
উল্লাসে রসনা মা মা ভাষে, অবশ অন্তর অপূর্ব্ব আবেশে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানাজ্ঞান যায় ভেসে আনন্দ সাগর জলেরে॥

মিশ্র-রাগ

দেখিছে মা কাল রূপে ভুবনখানি আলো করা
এই কাল চোখেই যায় গো দেখা তোমার সৃষ্ট সকল ধরা।
ডুব দিব মা কাল জলে থাকব কালীর চরণ তলে
কাল হতে আলোর জনম কাল রূপে জগৎ ভরা।
কাল কৃষ্ণ কাল কালী আকাশ ভুবন সবি কালী
মাগো আমার মনের কালী দূর করে দাও তমোহরা।
প্রাণ হবে মোর কালী মাখা রইব তোমার মায়ায় ঢাকা
মাগো তোমার চরণ কমল রবে আমার হৃদয় জোড়া।

মিশ্র-দেশ—দাদ্‌রা

বল্‌রে জবা বল্—
কোন্ সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণ তল ?
মায়া তরুর বাঁধন টুটে
মায়ের পায়ে পড়লি লুটে,
মুক্তি পেলি, উঠলি ফুটে আনন্দবিহ্বল।
তোর সাধনা আমায় শেখা জীবন হোক সফল॥
কোটি গন্ধ কুসুম ফুটে বনে মনোলোভা—
কেমনে মার চরণ পেলি তুই তামসিক জবা;
তোর মত মার পায়ে রাতুল
হ'ব কবে প্রসাদী ফুল
কবে উঠবে রেঙে
ওরে মায়ের পায়ের ছোঁয়া লেগে,
কবে তোরই মত রাঙ্‌বে রে মোর মলিন চিত্তদল॥

বাগেশ্রী—দাদ্‌রা

(আর) লুকাবি কোথায় মা কালী।
বিশ্বভুবন আঁধার ক'রে তোর রূপে মা সব ডুবালি॥
সুখের গৃহ শ্মশান ক'রে বেড়াস মা তুই আগুণ জ্বালি।
(আমায়) দুঃখ দেওয়ার ছলে মা, তোর ভুবন ভরা রূপ দেখালি॥
পূজা ক'রে পাইনি তোরে (মাগো) এবার চোখের জলে এলি
বুকের ব্যথায় আসন পাতা বস মা সেথা দুখ-দুলালী॥

বেহাগ-খাম্বাজ—একতালা

কানন খুঁজিয়া রাঙ্গাজবা ফুল এনেছি যতনে তুলিয়া।
বারেক এস মা, রাঙ্গা পা তুখানি সাজাই মানস ভরিয়া॥
হীরক-স্ফটিক-রজত-কাঞ্চন কোথা গেলে মাগো পাব সেইধন।
বন ফুল যার, নাহি কিছু আর, লও মা অধম বলিয়া॥
বিপদেরি ত্রাস, সদা হা হুতাশ পদে পদে মাগো আশাতে নিরাশ।
প্রাণেরি বেদনা কেহতো বোঝে না, দেখনা করুণা করিয়া॥

ভৈরবী—একতালা

ভুবন ভুলাইলি মা ভবমোহিনী।
মূলাধারে মহোৎপলে বীণাবাদ্য-বিনোদিনী॥
শরীর শারীর যন্ত্রে, সুষুম্নাদি ত্রয় তন্ত্রে,
গুণ ভেদে মহামন্ত্রে তিনগ্রাম-সঞ্চারিণী॥
আধার ভৈরবাকার, ষড়্‌দলে শ্রীরাগ আর,
মণিপুরেতে মল্লার বসন্তে হৃদ্‌প্রকাশিনী।
বিশুদ্ধ হিন্দোল সুরে, কর্ণাটক আজ্ঞাপুরে,
তান-মান-লয়-স্বরে ত্রিসপ্ত-স্বরভেদিনী॥
মহামায়া মোহপাশে, বদ্ধ কর অনায়াসে,
তত্ত্ব লয়ে তত্ত্বাকাশে স্থির আছে সৌদামিনী।
শ্রীনন্দকুমার কয়, তত্ত্ব না নিশ্চয় হয়,
তব তত্ত্ব গুণত্রয় কাকীমুখ-আচ্ছাদিনী॥

জৌনপুরী—দাদ্‌রা

কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন।
মায়ের রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব, যাঁর হাতে মরণ বাঁচন।
কালো মায়ের আঁধার কোলে শিশু রবি শশী দোলে,
(মায়ের) একটুখানি রূপের ঝলক—স্নিগ্ধ বিরাট নীল গগন॥
পাগলী মেয়ে এলোকেশী নিশিথিনীর ছুলিয়ে কেশ,
নেচে বেড়ায় দিনের চিতায় লীলার যে তাঁর নাইক শেষ॥
সিন্ধুতে মার বিন্দুখানিক ঠিক্‌রে পড়ে রূপের মাণিক,
বিশ্বে মায়ের রূপ ধরে না মা আমার তাই দিগ্‌বসন॥

মিশ্র-রাগ

রূপ যদি তোর এতই ভালো মুণ্ডমালা কেন গলে
দয়াময়ী নাম যদি মা শিব কেন তোর চরণ তলে।
যার রূপে হয় ভুবন আলো তার কেন হায় বরণ কালো
যার করুণায় বিশ্ব মাতায় খড়্গ তাহার করতলে।
যোগী ঋষি তোমার লীলা পায় না আজও ধ্যানের মাঝে
অভয়া তোর চরণ ছায়া রাখিস আমার হৃদয় মাঝে
কাঁদলো তোরই ছেলে মেয়ে শ্যামা মা তোর পথ চেয়ে
পূজার ডালা সাজিয়েছি মা ব্যথায় ভরা নয়ন জলে।

মিশ্র-রাগ

ভুলিস্‌নে ভুলিস্‌নে ওমা
আমি যে তোর অবোধ ছেলে।
আমি যদি থাকি ভুলে
নিস্ মা কোলে ছেলে ব'লে ॥
যে-বাঁধনে বাঁধা থাকি
হয় মা মনে বারেক ডাকি,
(ওমা) দয়াময়ী দিস্‌নে ফাঁকি
ভুলিস্‌নে মা দিন ফুরালে ॥
খেলাঘরে ধুলো-খেলা
যতই খেলি ততই জ্বালা,
ডাকি তোরে বিপদ্-বেলা
চরণ দিস্ মা মরণকালে ॥

শ্রীশ্রীহরি সংকীর্ত্তন

মিশ্র সাহানা—দাদরা

হরি হে, তুমি আমার সকল হবে কবে ?
আমার মনের মাঝে, ভবের কাজে মালিক হ'য়ে র'বে-কবে ?
আমার সকল সুখে, সকল দুখে,
তোমার চরণ ধর্‌ব বুকে ;
কণ্ঠ আমার সকল কথায়
তোমার কথাই ক'বে।

কিন্‌ব যাহা ভবের হাটে,
আন্‌ব তোমার চরণ বাটে ;
তোমার কাছে, হে মহাজন,
সবই বাঁধা র'বে—কবে ?
স্বার্থ-প্রাচীর ক'রে খাড়া,
গড়্‌ব যবে আপন কারা,
বজ্র হ'য়ে তুমি তারে
ভাঙ্‌বে ভীষণ রবে॥

পায়ে যখন ঠেল্‌বে সবাই,
তোমার পায়ে পাইব ঠাঁই ;
জগতের সকল আপন হ'তে
আপন হবে—কবে ?

শেষে ফির্‌ব যখন সন্ধ্যাবেলা,
সাঙ্গ ক'রে ভবের খেলা,
জননী হ'য়ে আমায়
কোল বাড়ায়ে ল'বে ॥

রামকেলী—তেতালা

হরি হরি হরি হরি জপনা।
জব লগ প্রাণ রহে ঘট ভীতর, তব লগ য়হ জগ আপনা আপনা ॥
মাতা পিতা দারা সুখ সৌম্পদ, বিরথা জগত কল্পনা রে মনা ;
চৌন্দ্রমুখী হিত বাল কেষ্ণ ছব, আখর জগকো সপনা সপনা ॥

ভৈরবী—একতালা

দীনের ঠাকুর তুমি হরি দীন জনের প্রাণসখা।
দীন জনে ডাকলে পরে অমনি এসে দেও হে দেখা ॥
নাই ভেদাভেদ বামুন চাঁড়াল, হয়গো যে জন তোমার কাঙাল ;
এসে তারে কর দয়া হৃদয়টি যার প্রেমমাখা।
সরল প্রাণে ডাকলে পরে, লও তুমি তায় কোলে করে ;
আমরা অতি অবোধ শিশু, পাই যেন ঐ চরণ-রেখা ॥

বেহাগ—কাওয়ালী

কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব, তোমারি রসাল নন্দনে।
কবে তাপিত এ চিত করিব শীতল, তোমারি করুণা-চন্দনে॥
কবে ভবের সুখ, দুঃখ চরণে দলিয়া,
যাত্রা করিব গো শ্রীহরি বলিয়া,
চরণ টলিবে না, হৃদয় গলিবে না, কাহারো আকুল ক্রন্দনে॥
কবে তোমাতে হয়ে যাব আমার আমি হারা,
তোমার নাম নিতে নয়নে ব'বে ধারা,
এ দেহ শিহরিবে ব্যাকুল হবে প্রাণ বিপুল পুলক-স্পন্দনে॥

বারোয়াঁ—জলদ একতালা

হরি কাণ্ডারী যেমন আর কি তেমন আছে নেয়ে।
পার করেন দীনজনে অধম-তারণ চরণ দিয়ে॥
তরণীর এম্নি গুণ, নাইকো হাল তার নাইকো গুণ,
চলে সে আপনি তরী অধমতারণ চরণ পেয়ে॥

পুরিয়া—সুরফাক্তা

সুমরণ হরিকো করোরে যাসে হোবে ভবপার.
রহ শিখ জান মান কহো হ্যায় পুরাণ, মো ভগবান আপ করতার।
দীনবন্ধু দয়াসিন্ধু পতিতপাবন, আনন্দকন্দ তোসে-কহত হুঁ পুকার:
তানসেন কহে নিরমল সদা রহিয়ে, নর দেহ ন হো বার বার।

কীর্ত্তন—একতালা

এমন মধুমাখা হরিনাম নিমাই কোথা হ'তে এনেছে।
নাম একবার শুনে হৃদয়বীণে অম্নি বেজে উঠেছে॥
বহুদিন শ্রবণে শুনেছি ঐ নাম, কভু ত এমন করেনি পরাণ,
আজ কি যেন কি এক নব ভাবোদয়, হৃদয় মাঝারে হতেছে॥
কেটে গেছে বিষম নয়নের ঘোর, গলে গেছে কঠিন হৃদয় মোর,
আজ কি যেন কি এক উজল জগতে, আমায় নিয়ে চলেছে॥
আজ হ'তে নিমাই তোর সঙ্গে রব, জ্ঞানের গরব আর না করিব,
আজ সব ছেড়ে দিয়ে হরি হরি বলে, নাচিতে বাসনা হতেছে॥
কে যেন কহিছে মোর কাণে কাণে, পারের উপায় হল এতদিনে,
আজ প্রেমের পসরা ধরি নিজ শিরে, প্রেমের ঠাকুর এসেছে॥

মিশ্র খাম্বাজ—জলদ একতালা

কেন বঞ্চিত হব চরণে?
আমি, কত আশা ক'রে বসে আছি, পাব জীবনে, না হয় মরণে।
আহা তাই যদি নাহি হবে গো—
পাতকি-তারণ-তরীতে তাপিত আতুরে তুলে না লবে গো;
হ'য়ে পথের ধূলায় অন্ধ, এসে দেখিব কি খেয়া বন্ধ?
তবে পারে ব'সে 'পার কর' বলে পাপী, কেন ডাকে দীন-শরণে?
আমি শুনেছি হে তৃষা-হারী!
তুমি এনে দাও তারে প্রেম-অমৃত, তৃষিত যে চাহে বারি;
তুমি আপন হইতে হও আপনার, যার কেহ নাই তুমি আছ তার;
একি সব মিছে কথা? ভাবিতে যে ব্যথা বড় বাজে প্রভু, মরমে॥

কীর্ত্তন—ঝাঁপতাল

হরি বল, হরি বল, হরি বল ভাইরে।
হরিনাম তরণী বিনে, অন্যগতি নাই রে॥
অপবিত্র পবিত্র বা যে ভাবে যে থাক,
হৃদয় খুলে বাহু তুলে হরি বলে ডাক.
আছে যত পাপরাশি, নাম তরঙ্গে যাবে ভাসি.
উদয় হবেন জ্ঞান-শশী, অন্ধকার যাবে দূরে॥
হরে কৃষ্ণ হরে রাম মুকুন্দ মুরারে, মাধব মধুসূদন, মধুকৈটভারে.
গোপাল গোবিন্দ রাম, কেশব করুণাধাম.
বল বল বল অবিরাম, (আয় ভাই)
হরি নাম সুধা রসে তাপিত প্রাণ জুড়াই রে॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা

কবে তব দরশনে হে প্রেমময় হরি।
কবে উথলিবে হৃদিমাঝে চিদানন্দ লহরী॥
(সে দিন আমার কবে হবে ইত্যাদি)
তনু হবে রোমাঞ্চিত, প্রাণমন পুলকিত.
নয়নে বহিবে বারি (রূপ মাধুরী হেরি)॥
তোমার প্রেম মূরতি, নিরমল মুখ-জ্যোতি.
নিরখিব প্রাণ ভরি (ভাবে প্রেমে মগ্ন হয়ে)।
সব সাধ মিটাইব, স্পর্শ আলিঙ্গন করি॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা

কতদিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার।
হয়ে পূর্ণকাম বলব হরি নাম, নয়নে বহিবে প্রেম অশ্রুধার॥
কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণমন, কবে যাব আমি প্রেমের বৃন্দাবন,
সংসার বন্ধন হইবে মোচন, জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন আঁধার॥
কবে পরশমণি করি পরশন, লৌহময় দেহ হইবে কাঞ্চন,
হরিময় বিশ্ব করিব দর্শন, লুটাইব ভক্তি পথে অনিবার॥
কবে যাবে আমার ধরম করম, কবে যাবে জাতি কুলের ভরম
কবে যাবে ভয় ভাবনা সরম, পরিহরি অভিমান লোকাচার॥
মাখি সর্ব্ব অঙ্গে ভক্ত পদ ধূলি, কাঁধে লয়ে চির বৈরাগ্যের ঝুলি,
পিব প্রেম বারি দুই হাতে তুলি, অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেম যমুনার॥
প্রেমে পাগল হয়ে হাসিব কাঁদিব, সচ্চিদানন্দ সাগরে ভাসিব,
আপনি মাতিয়ে সকলে মাতাব, হরিপদে নিত্য করিব বিহার॥

কীর্ত্তন—একতালা

হরি-রস-মদিরা পিয়ে মম মানস মাত রে।
(একবার) লুটায়ে অবনীতল, হরি হরি বলি কাঁদ রে॥
গভীর নিনাদে হরি নামে গগন ছাও রে,
নাচো হরি ব'লে দু বাহু তুলে, হরি নাম বিলাও রে।
হরি-প্রেমানন্দ-রসে অনুদিন ভাস রে,
গাও হরি নাম, হও পূর্ণকাম, নীচ বাসনা নাশ রে॥

জয় জয়ন্তি—ঝাঁপতাল

হৃদি বৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি।
ওহে ভক্তিপ্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধাসতী॥
মুক্তি কামনা আমারি, হবে বৃন্দে গোপনারী,
দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী॥
আমায় ধর ধর জনার্দ্দন, পাপভার গোবর্দ্ধন,
কামাদি ছয় কংসচরে, ধ্বংস কর সম্প্রতি;
বাজায়ে কৃপা বাঁশরী, মন-ধেনুকে বশ করি
তিষ্ঠ হৃদি-গোষ্ঠে পুরাও ইষ্ট এই মিনতি॥
প্রেমরূপ যমুনা কূলে, আশা বংশী বট মূলে,
স্বদাস ভেবে সদয়-ভাবে, সতত কর বসতি॥
যদি বল রাখাল প্রেমে, বন্দি থাকি ব্রজ ধামে,
জ্ঞানহীন রাখাল তোমার, দাস হবে হে দাশরথি।

রাজবিজয়—তেওরা

হরি হরি জপত রে।
জপ করন তুম হোয়ে রে ভবপার রে॥
যো সৃজন করত ত্রিভুবন রে ঔর সব জীব রে,
যো মুক্তি দেত করত প্রতিপালন রে।
যো ধরত বহু রূপ নিমিখ রে, ধরণীধর গিরিধারী রে,
অব কহত গোপেশ, সো নাম পার না পাবে রে॥

কাফি—কাওয়ালী

হরি দিবানিশি ডাকি তাই।
আমায় দাও দাও দরশন যাতনা জুড়াই ॥
চির সুখ আশে সংসারে সঁপিয়ে মন—
কত দুখ পাই হরি কাহারে জানাই।
মন-বেদনা জানাই হরি যাতনা জুড়াই ॥

বাগেশ্রী—তেতালা

নিস বাসর হরি নাম উচার তুঁ ;
মরে রসনে জিন্দেগি থোড়ী
ঔঁসর বীতী পাছি না আওয়ত ॥
বার বার সমঝাউ না সমঝত
তুঁ না মানে মোরি কহী ;
পছতৈ হ্যায় জিন্দেগি থোড়ী
ঔঁসর বীতী পাছি না আওয়ত ॥

বিভাস—কাওয়ালী

হরিগুণ গাওয়ে তব্ সুখ পাওয়ে,
কেঁও নহি মন ! হরি নামকো রটনা।
জ্ঞান দৃষ্টিমে বিচার করকে,
দেখো জগমে তুআ কোই নহি আপনা ॥

আশোয়ারী—কাওয়ালী

হরি বিন তেরা কৌন সহাই।
হরি বিন কা কী মাতপিতাস্থত বনিতা কো কাহুঁকো ভাই॥
ধন ধরণী অরু সম্পত নগরী জো মাস্থো আপনাই
তন ছুটে কছু সৌঙ্গ চালেন কাহাঁ তাহি লপটাই॥

মিশ্র খাম্বাজ—একতালা

খেলার ছলে হরি ঠাকুর গড়েছেন এই জগৎখানা।
চারদিকে সব খেলার মেলা, খেলার শুধু আনাগোনা॥
খেলতে খেলা ভবের পাশে, কোত্থেকে সব মানুষ আসে,
খানিক খেলে খেলা ফেলে কোথায় যে যায় যায়না জানা।

খাম্বাজ—একতালা

ধীর সমীরে গাও রে গভীরে পরাণ ভরিয়ে হরি গুণ গান।
মাতিবে মাতাবে এ বিশ্বে মোহিবে, দেহে সঞ্চারিবে নব নব প্রাণ।
জীবের দুর্গতি হেরিয়ে নয়নে, আনিয়াছে গোরা এ নাম ভুবনে;
রোগ শোক আদি সংসার দহনে, পাবে শান্তি, কর নাম সুধা পান।
ভব তাপে যার হৃদি জ্বলে যায়, জুড়াইবে হৃদি এ নাম সুধায়,
অশান্তি অনল দূরে চলে যায়, খুলে যায় প্রাণে অমৃতধাম॥

কীর্ত্তন—ঝাঁপতাল

আমার চোখ বেঁধে ভবের খেলায় বল্‌ছ হরি, আমায় ধর।
আঘাত দিয়ে কহ মোরে, এই ত আমার কর।
হাত বাড়ায়ে ম'লেম্ ঘুরে, কাছে থেকেও রইলে দূরে;
এত আমার আপন হ'য়েও রইলে সদা আমার পর।
ফুরায়ে যে এল বেলা, সাঙ্গ কবে ক'রবে খেলা?
হরি) তুমি কর তোমার লীলা, আমার প্রাণে লাগে ডর।
শকতি নাই তোমায় ধরি, হার মেনেছি, হে শ্রীহরি।
দিয়ে খুলি, চোখের ঠুলি দেখা দাও হে দুঃখহর॥

পিলু—যৎ

আমায় রাখ্‌তে যদি আপন ঘরে, বিশ্ব-ঘরে পেতাম না ঠাঁই;
দু'জন যদি হ'ত আপন, হ'ত না মোর আপন সবাই।
নিত্য আমি অনিত্যরে, আঁক্‌ড়েছিলাম রুদ্ধ দ্বারে,
কেড়ে নিলে দয়া ক'রে তাই হে চির! তোমারে চাই।
সবাই যেচে দিত যখন, গরব ক'রে নিইনি তখন,
পরে আমায় কাঙাল পেয়ে বল্‌ত সবাই, নাই গো নাই।
তোমার চরণ পেয়ে হরি! আজকে আমি হেসে মরি,
কি ছাই নিয়ে ছিলাম আমি, হায়রে কি ধন চাহি নাই॥

কীর্ত্তন—একতালা

চিন্ময় মম মানস হরি চিদ্ঘন নিরঞ্জন।
কিবা অনুপম ভাতি, মোহন মূরতি, ভকত-হৃদয়-রঞ্জন॥
নব রাগে রঞ্জিত, কোটী শশী-বিনিন্দিত,
কিবা বিজলী চমকে, অরূপ আলোকে, পুলকে শিহরে জীবন॥
হৃদি কমলাসনে, ভাব তাঁর চরণ,
দেখ শান্ত মনে, প্রেম নয়নে, অপরূপ প্রিয়-দর্শন।
চিদানন্দ রসে ভক্তিযোগাবেশে হওরে চির মগন॥

কীর্ত্তন—একতালা

আয়রে আয় জগাই, মাধাই, জয় হরি বলে।
জয় হরি বলে, রে মাধাই, জয় হরি বলে॥
এমন মধু মাখা নাম,
নিলে জুড়ায় তাপিত প্রাণ,
হউক না কেন পাষাণ হৃদয় নামেতে যাবে গলে॥
নামের মহিমা অপার
তাতে নাইকো জাত্ বিচার,
গোলোক হতে গৌর নিতাই এনেছে রে ভূতলে॥
এমন দয়াল কে আছে,
বিনামূল্যে প্রেম যাচে,
তোরা নেচে নেচে আয়রে দুভাই নামের নিশান তুলে।

কাফি—তেতালা

তার' তার' হরি, দীন জনে।
ডাকো তোমার পথে করুণাময়, পূজন-সাধন-হীন জনে॥
অকূল সাগরে না হেরি ত্রাণ, পাপে তাপে জীর্ণ এ প্রাণ,
মরণ-মাঝারে শরণ দাও হে, রাখো এ দুর্ব্বল ক্ষীণ জনে॥
ঘেরিল যামিনী নিভিল আলো,
বৃথা কাজে মম দিন ফুরালো ;
পথ নাহি প্রভু, পাথেয় নাহি, ডাকি তোমারে প্রাণপণে।
দিক্‌হারা সদা মরি যে ঘুরে, যাই তোমা হ'তে দূরে সুদূরে,
পথ হারাই রসাতল-পুরে, অন্ধ এ লোচন মোহ-ঘনে॥

ঝিঁঝিট—একতালা

দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু, কৃপাবিন্দু বিতর।
(মম) হৃদি বৃন্দাবনে কমল-আসনে প্রাণমন সনে বিহর॥
নয়ন মুদি বা চাহিয়া থাকি, অথবা যে দিকে ফিরাই আঁখি,
ভিতরে বাহিরে যেন হে নিরখি তব রূপ মনোহর॥
এই কর হরি দীন-দয়াময় তুমি আমি যেন দুটি নাহি রয়,
জলের তরঙ্গ জলে কর লয়, চিদ্‌ঘন শ্যামসুন্দর॥
ঐ পদে 'পরিব্রাজকের' গতি, যেন ভাগীরথী সাগর-সংহতি,
জীব শিব দোঁহে অভেদ মূরতি, জীব নদী, তুমি সাগর॥

ঝুমুর-সঙ্গীত

[ঝুমুর বলিতে আমরা সাধারণতঃ সাঁওতাল, বাউরী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের দ্বারা গীত অশ্লীল সঙ্গীতই বুঝিতাম। কিন্তু শ্রীশ্রী৺বৈদ্যনাথের প্রধান পাণ্ডা সদুপাধ্যায় শ্রীশ্রীভবপ্রীতানন্দ ওঝা মহাশয়, দেবদেবী বিষয়ক ও অধ্যাত্মিক ভাব-সম্বলিত বহু ভক্তি রসাত্মক ঝুমুর গান রচনা করিয়া ও প্রচার করিয়া ইহাকে উচ্চাঙ্গের ভজন সঙ্গীতে পরিণত করিয়াছেন। আমরা তাঁহার অনুমতিক্রমে তৎপ্রণীত "বৃহৎ ঝুমুর-রস মঞ্জরী" নামক পুস্তক হইতে কয়েকটি গান সংগ্রহ করিয়া দিলাম।]

বৈদ্যনাথ-মাহাত্ম্য বর্ণন।

গীত সূচনা

এই ত্রিভুবন চয়, রাবণ করিয়া জয়
ভাবে রাজা বসি' সিংহাসনে।
শঙ্কাহীন লঙ্কা হ'বে সুর সশঙ্কিত র'বে
ভবনে আনিলে ত্রিলোচনে॥

* * * *

ঝুমুর

আনিব সহিত গৌরী দেব-দেব ত্রিপুরারি
আর যত প্রমথ সকল গো।
উপাড়িয়া কৈলাস অচল গো
দর্পিত ভাবিয়া বাহুবল॥ (রং)

ধীরে তুলিব ভূধরে জানিতে না দিব হরে

না করিব অচলে চঞ্চল গো।

সাবধানে আনিব কেবল গো ॥ (রং)

এত ভাবি লঙ্কাপতি কৈলাসে করিলা গতি

তুলিবারে চাহেন অচল গো।

নিষেধিলা নন্দী মহাবল গো ॥ (রং)

ক্রোধে ধরি নন্দী করে ফেলে সুর বনান্তরে

ভবপ্রীতার ভরসা কেবল গো।

শিবপদ সরোজ যুগল গো ॥ (রং)

* * * *

ঝুমুর

এমত চিন্তিত মন কৈলাসে গেল রাবণ,

উমাসহ যথা বসেন ত্রিলোচন গো। (রং)

আপনার দশ শির লোটায় ভূমি উপর

ঝর্ ঝর্ ঝরে ও বিশ নয়ন গো ॥ (রং)

প্রমথে কহিলা হর, উঠাহ লঙ্কা-ঈশ্বর

ধরি করে দূত উঠায় তখন গো।

উঠি রাজা জোড় করে, ভক্তি ভাবে স্তবে হরে,

ভবপ্রীতা তাহা করে প্রকাশন গো ॥ (রং)

* * * *

মিশ্র ছন্দ

এমতি স্তবিলা হরে লঙ্কার রাবণ।
নাচিতে লাগিলা শিব প্রেমেতে মগন॥
শুনিয়া রাবণ-স্তুতি তুষ্ট মনে পশুপতি
হাসিয়া কহিলা ক্ষান্ত হও দশানন।
মনোনীত বর চাহ অররু-রাজন॥

রাবণের জ্যোতির্লিঙ্গ লাভ

ঝুমুর

শুনি আনন্দে রাবণ কহে কর জুড়ি'
শুন দেব ত্রিপুরারি চল চল প্রভু লঙ্কার ভবন।
জয় ত্রিলোচন॥ (রং)
আজি হেথায় আইনু এই আশে নিতে তোমা নিজবাসে
ঘরে ব'সে সেবিব শ্রীচরণ॥ (রং)
শুনি' হাসি' কহেন দেব গঙ্গাধর শুন শুন লঙ্কেশ্বর
এই লহ সুলিঙ্গ দশানন॥ (রং)
লিঙ্গ অচল হবে, যথা করিবে স্থাপন শুন বীর দশানন
ভবপ্রীতা করে যার শ্রীপাদ পূজন॥ (রং)

শিব বর্ণন

ভাদ্রমাসের ঝুমুর

বন্দি শিব ত্রিদশেশ ত্রিলোচন অম্বিকেশ
ত্রিলোকেশ ত্রিলোকে ত্রিতাপবারী ॥
হর ত্রিপুরারি ! ত্রিনেত্র ত্রিগুণ হে ত্রিশূলধারী ॥ (রং)
শঙ্কর শম্ভু সুরেশ সদানন্দ ব্যোমকেশ
ভূতেশ ভৈরব ভীম ভয়হারী ॥ (রং)
বৃষকেতু পঞ্চানন পার্ব্বতীর প্রাণধন
পতিতপাবন শম্ভু শুভকারী ॥ (রং)
গঙ্গাধর গণধাতা তুমি হে গণেশ পিতা
তুমি ভবপ্রীতার হৃদিবিহারী ॥ (রং)

শ্রীশ্রীদশভুজা বর্ণন—ঝুমুর

হেমাঙ্গিনী কে সুন্দরী দশকরে অস্ত্র ধরি
বিনাশিছে দেব অরিকুল গো ॥
শ্রীচরণে সাজে জবাফুল ॥ (রং)
পূর্ণেন্দু-বদনা সতী তারুণ্য লাবণ্যবতী
পশুপতি ওরূপে আকুল গো । (রং)
জটা মুকুট মণ্ডিত বালেন্দু ভালে ভূষিত
সুশোভিত অরুণ-দুকূল গো ॥ (রং)
দক্ষিণপদ সিংহেতে বামে চাপি দৈত্যনাথে
হৃদয়েতে বিঁধেছে ত্রিশূল গো ॥ (রং)
মায়ের অভয়পদ ভবপ্রীতার সুসম্পদ
বিপদ ভঞ্জনে অনুকূল ॥ (রং)

শ্রীশ্রীসরস্বতী বর্ণন—ঝুমুর

কোটি শশধর অধিক সুন্দর বিরাজে ধবলকায়।
প্রফুল্ল কমল শ্রীমুখ মণ্ডল কুণ্ডল কর্ণে দোলায়॥
শ্বেত শতদলে ওকে বামা শোভা পায়? (রং)
খঞ্জন-গঞ্জন রঞ্জিত অঞ্জন নয়ন যুগল তায়।
সুমধুর হাসি অধরে প্রকাশি ভুবন জনে ভুলায়॥ (রং)
মণি-মরকত অঙ্গে সাজে কত ভূষিতা স্বর্ণ ভূষায়।
বয়সে নবীনা করে স্বর্ণ-বীণা চিকুর পায়ে লোটায়॥ (রং)
রাঙ্গা পদতলে সুখে হংস খেলে ত্রিভঙ্গ ভাবে দাঁড়ায়॥
ভবপ্রীতা বলে চরণ কমলে মম মন-অলি ধায়॥ (রং)

শ্রীশ্রীলক্ষ্মী বর্ণন—ঝুমুর

কনক-কমলে কণক-বরণা ও কে রামা মৃদুহাসিনী
কমল-বদনা কমল-নয়না কমল-শ্রীফল ধারিণী॥
চঞ্চল চলনা ও কার ললনা? তার রূপ যেন স্থিরদামিনী॥ (রং)
দুকূলে রতন, রতন কঙ্কণ, কটিতটে রত্নকিঙ্কিণি
ভ্রূমধ্যে সিন্দূর তিলকসুন্দর বিম্বাধরা পিক-ভাষিণী॥ (রং)
যাঁর পদরেণু পেয়ে সুরপতি ভুঞ্জেন অমরা রাজধানী।
এই সে ললনা কেশব-বাসনা ঐশ্বর্য্য-মন্দির-বাসিনী॥ (রং)
নিবিড় নিতম্ব ঢেকেছে চিকুর ত্রিভঙ্গিনী সিন্ধুনন্দিনী।
হেরে পদদ্যুতি ম্লান ত্বিষাম্পতি ভবপ্রীতা-প্রতিপালিনী॥ (রং)

মৈথিলী হিন্দী—ভাদুরিয়া ঝুমুর

খালি হাথে একা আয় ভুললোঁ ধন্ জন পায় অন্তরে হুলাসা।
কামিনী কাঞ্চন লাগি বাড়ত পিয়াসা ॥
রে মন চারি দিন কে বাসা ॥ (রং)
পানীকে বাতাসা যৈসন্ তন্‌কে তামাসা।
মাটি পানী অগিনী আর পবন সহিত চার পঞ্চম আকাশা।
তহিসে গঠিত দেহা তেকরো কি আশা ? (রং)
জব লাগি সুতনারী বিত ও মহল ভারী যব লাগী শ্বাসা।
দেতোরে কঞ্চন-কায়া জারীকে হুতাশা ॥ (রং)
ভবপ্রীতা কহে সার যাতায়াত বারম্বার বাঁধন করম পাশা
কালীকে চরণ ধ্যানে ছুটে জনম ত্রাসা ॥ (রং)

অভেদ-সঙ্গীত

খাম্বাজ—চৌতাল

যোগেশ্বর, হে যোগীশ্বর, যজ্ঞেশ্বর, জগদীশ্বর।
যদুনাথ, জটাজূটধারী, হরি হরি হরি, হর হর হর॥
জলধর জিনি বরণ ভাতি, রজত নির্ম্মিত মোহন মূরতি:
করে সুদর্শন, ত্রিশূল ধারণ, পীত বসন, বাঘাম্বর॥
বন মালা হাড় মালা দোলে গলে, চন্দন চর্চ্চিত শিশু শশী ভালে:
বামে শোভে গৌরী, কিশোর কিশোরী,
অপরূপ রূপ, অকিঞ্চন হের॥

জংলা—একতালা

কালী হলি মা রাসবিহারী (নটবর বেশে বৃন্দাবনে—)।
পৃথক প্রণব নানা লীলা তব কে বুঝে একথা বিষম ভারী।
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী।
ছিল বিবসন কটি এবে পীত ধটী, এলোচুল চূড়া বংশীধারী॥
আগেতে কুটিল নয়ন অপাঙ্গে, মোহিত করেছ ত্রিপুরারি।
এবে নিজ কাল তনু রেখা ভাল, ভুলালে নাগরী নয়ন ঠারি।
ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন ত্রাস, এবে মৃদুহাস ভুলে ব্রজকুমারী।
শোণিত সায়রে নেচেছিলে শ্যামা, এবে প্রিয় তব যমুনাবারি।
প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাষিছে, বুঝেছি জননি! মনে বিচারি।
মহাকাল কানু, শ্যাম শ্যামা-তনু, একই সকল বুঝিতে নারি।

জয়জয়ন্তি—ঝাঁপতাল

শ্রীনাথ রঘুনাথ যদুনাথ তুঁহী,
কৌশিলানন্দন তুঁহী যশোমতী সুঅন তুঁহী ;
সুখকে সদন তুঁ কৃপারাম তুঁহী ॥
সীতাপতি তুঁহী, রাধাপতি তুঁহী,
মায়াপতি জগৎপতি সর্ব্ব তুঁহী ॥
আর্ত্তিহরণহার, সুখকে দেনিহার,
মোক্ষকে করনিহার, করতার তুঁহী ॥
প্রভুসম জগতমাহি দিখত কতহুঁ নাহি,
রায়জী শরণ জনক অবলম্ব তুঁহী ॥

দেশ—কাওয়ালী

বনফুল-ভূষণ শ্যাম মুরলীধর,
গোপিনী রঞ্জন বিপিন বিহারী ॥
বিভূতি ছাদন বিষাণ বাদন,
ঈশান ভীষণ শ্মশানচারী ॥
দুকূল চোরা রাস রসিক ভরা,
উলঙ্গ ভৈরব ধূর্জ্জটী স্মর-হর
রুনু রুনু ঝুনু ঝুনু মঞ্জির গুঞ্জন,
ডমরু ডিমি ডিমি তাণ্ডব নর্ত্তন।

মানোন্মাদিনী রঙ্গিণী গোপিনী,
মোহন মান-ভিখারী
মৃড় চন্দ্রচূড় হাড়মাল গলে,
জটা তরঙ্গিত জাহ্নবী বারি ॥

স্বরট মল্লার—একতালা

আজ কেন কালী কদম্বের মূলে।
নরশির হার লুকালি কোথায়, বনফুল মালা কে দিল গলে ॥
রঙ্গিণী সঙ্গিনী ডাকিনী যোগিনী কোথায় লুকালে,
বামকরে অসি, শ্যামা মুক্তকেশী, মোহন চূড়া বাঁশী
রাধা রাধা বলে ॥

পিলু—একতালা

যশোদা নাচাত তোরে বলে নীলমণি,
সে রূপ লুকালে কোথা করালবদনী শ্যামা ॥
(একবার নাচ গো শ্যামা) (অসি ফেলে বাঁশী লয়ে)
(মুণ্ডমালা ফেলে বনমালা লয়ে) (শিব বলরাম হোক)
(তেমনি তেমনি তেমনি করে নাচ গো শ্যামা)
(একবার বাজা গো মা, তোর মোহন বেণু)
(যে বেণুর রবে গোপীর মন ভুলিত)
(যে বেণুরবে ধেনু ফিরাতিস্) (যে বেণুরবে যমুনা উজান বয়) ॥

গগনে বেলা বাড়িত, রাণীর মন ব্যাকুল হতো,
বলে, 'ধর, ধর, ধর, ধররে গোপাল, ক্ষীর সর ননী'।
এলায়ে চাঁচর কেশ, রাণী বেঁধে দিত বেণী॥
শ্রীদামের সঙ্গে, নাচিতে ত্রিভঙ্গে, গো মা,
(আবার) তাথৈয়া তাথৈয়া তাতা থৈয়া থৈয়া, বাজিত নূপুর-ধ্বনি।
শুনতে পেয়ে আসত ধেয়ে, যত ব্রজের রমণী গো মা॥

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—একতালা

জাননারে মন, পরম কারণ, শ্যামা মা শুধু মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ, করিয়ে ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয়॥
হয়ে এলোকেশী, করে লয়ে অসি, দনুজ-তনয়ে করে সভয়,
(কভু) ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়া বাঁশী ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়॥
কভু বাঁধে ধড়া, কভু বাঁধে চূড়া, ময়ূরপুচ্ছ শোভিত তায়।
কখন পার্ব্বতী, কখন শ্রীমতী, কখন রামের জানকী হয়॥
ত্রিগুণ ধারণ করিয়ে কখন করয়ে সৃজন পালন লয়।
(কভু) আপনার মায়ায় আপনি বাঁধা, যতনে এ ভব যাতনা সয়॥
যে রূপে যে জন, করয়ে সাধন সেইরূপে তার মানসে রয়;
কমলাকান্তের হৃদি-সরোবরে কমলে কামিনী উদয় হয়॥

মুলতান—একতালা।

কই গো কুটিলে, কুটিল কালা, এ যে দেখি কালী কপালিনী।
যতনে রাধিকা পূজেন কালিকা, তবে কেন তারে বলিস্ কলঙ্কিনী॥
কই গো মিলি যত ব্রজবালা, কই গো গলে দোলে বনমালা,
আজানুলম্বিত শোভে মুণ্ডমালা, খেলা করে লয়ে যতেক যোগিনী॥
কই গো কুটিলে শিরে শিখিচূড়া, কই গো কটিতটে পীতধড়া,
মোহন মুকুট মস্তকেতে বেড়া, দাঁড়ায়ে রয়েছে হয়ে উলঙ্গিনী॥
কই গো অলকা আবৃত বদন, কই গো ঈষৎ বঙ্কিম নয়ন,
আকর্ণ পূরিত আরক্ত লোচন, সিন্দূরবিন্দু ইন্দুনিভাননী॥
কই গো করেতে কুলনাশা বাঁশী, কই গো অধরে মৃদুমন্দ হাসি,
বামকরে শোভে সুশাণিত অসি, লোল জিহ্বা ঘোরনিনাদিনী॥
কই গো হৃদয়ে ভৃগুপদ আঁকা, কই গো ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম বাঁকা,
বক্ষে পয়োধর স্বচক্ষে যায় দেখা, দেখ দেখি বাঁকা কোথাও দেখিনি॥
তুই রে বাদিনী ননদিনী বলে, বৃথা বাদ রাধার রটালি গোকুলে,
যা হবার তা হবে, আয় ঘরে ফিরে [illegible]

গৌরী—চৌতাল

বংশীধর, পিনাকধর, গঙ্গাধর, গিরিধর।
জটাধর, মুকুটধর, রাজত হরিহর॥
চন্দনধর, ভস্মধর, পীতাম্বর, মৃগচর্ম্মাম্বর।
চক্রধর, ত্রিশূলধর, মুরহর, শঙ্কর॥
সুধাধর, বিষধর; গরুড়াসন, বৃষবাহন।
মানধর, পরমেশ্বর, ঈশ্বর॥
কহে মিঞা তানসেন তোম দ্বৌ স্বরূপ এক,
হুঁজে কৃপা কর শির পর আভি কর॥

কীর্ত্তন

(তুমি) নিকুঞ্জ কাননে শ্রীরাধাচরণে ধর মা মানের দায়।
(কভু) তব পদতলে ধরি বক্ষঃস্থলে শিব লুটে শব প্রায়॥
(কভু) শিখিপুচ্ছ শিরে মুরলী অধরে ত্রিভঙ্গ কদম্ব মূলে।
(কভু) ভীম হুহুঙ্কারে ধাও অসিকরে সর্ব্বনাশী এলোচুলে॥
(তুমি) কভু পীতবাস মৃদুমন্দ হাস কুল নাশ আঁখি ঠারি,
(কভু) অট্টহাসা ভীমা, ঘুর্ণিত নয়না কালত্রাসী দিগম্বরী॥
(তুমি) কভু রাখাল সনে, চরাও ধেনু বনে, কৃষ্ণ হয়ে বনমালী।
(কভু) যোগিনী সঙ্গে মগ্না রণরঙ্গে নৃমুণ্ডমালিনী কালী॥
(কভু) কুঙ্কুম আবীর চর্চ্চিত শরীর হোরি খেল গোপী সনে,
(কভু) রক্তে রাঙ্গি কায়, রাঙা জবা পায়, দিয়ে ভজে ভক্তগণে॥
(মাগো) তুমি সীতারাম, তুমি রাধাশ্যাম, তুমি শিব, তুমি শক্তি,
আমি মূঢ় শ্যামা, কি জানিব তোমা দে মা পদে শুদ্ধা ভক্তি॥

শ্রীশ্রীরামচন্দ্র সঙ্গীত

ধ্যান

ওঁ নব-তৃণদল-বর্ণং পঙ্কজাক্ষং স্মিতাস্যং
করধৃত-শরচাপং রত্ন-সিংহাসনস্থং।
শিরসি মুকুট-শোভং জানকীবামভাগং
হৃদয় সরসিরুহে ভাবয়েদ্রামরূপম্॥

প্রণাম

রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥

ভৈরব—ঝাঁপতাল

প্রাতে কর দরশন নব দূর্ব্বাদলবরণ
প্রেম আনন্দঘন রামরূপ মাধুরী।
বামে কনকবরণী সীতা সতী শিরোমণি,
দুঁহুঁ ভাবে মগন দোঁহে দোঁহারূপ হেরি॥
সাজি অরুণ কিরণে, আবেশে আনন্দ মনে,
উন্মাদিনী কুলুকুলু তানে গোদাবরী।
আবেশে অবশ অঙ্গ, করিয়া কতই রঙ্গ,
ঠমকি ঠমকি চলে তুলিয়া লহরী॥

বসি পঞ্চবটী বনে পর্ণকুটীর প্রাঙ্গণে,
শাখী শাখে রামগুণ গাহে শুকসারী।
সৌমিত্রি অঞ্জলি করে পূজে ফুল্ল ফুল হারে,
হরারাধ্য শ্রীচরণে ঢালি আঁখি বারি॥

টোড়ী ভৈরবী—কাওয়ালী

ভজু মন রাম চরণ দিন রাতি।
রসনা কস ন ভজো তুঁ হরিপদ সুমিরত কেঁও অলসাতি॥
জাকে কহত দহত দুঃখ দারুণ, শুন ত্রয়তাপ বুঝাতি।
শুনত সুযশ সুশীল সো হরিজন, দেত সলাহ সোহাতি॥
রামচন্দ্রকে নাম অমিয় রস, সো রস কাহে ন খাতি।
তুলসীদাস য়হ বিনয় করতু হৈ, প্রথম আরজ কী পাতি॥

ঝিঁঝিট—একতালা

সীতাপতি রামচন্দ্র, রঘুপতি রঘুরাই।
ভজলে অযোধ্যানাথ, দুসরা ন কোই॥
রসনা রস নাম লেত, সন্তানকো দরশ দেত।
ঈষৎ মুখচন্দ্র বিন্দু, সুন্দর সুখ-দাই॥
হসন বোলন চতুর-চাল, অয়ন বয়ান দৃগ-বিশাল।
ভ্রুকুটি-কুটিল তিলক-ভাল, নাসিকা সুহাই॥
কেশরকো তিলক ভাল, মানো রবি প্রাতঃকাল।
মানো গিরি-শিখর ফোড়ি, সুর-সরি বহিরাই॥

মোতিনকো কণ্ঠমাল, তারাগণ উর বিশাল।
শ্রবণ-কুণ্ডল ঝলমলাত, রতি-পতি ছবি ছাই॥
সখা সহিত সরযূতীর, বিহরে রঘুবংশ বীর।
তুলসীদাস হরষ নিরখি চরণ রজ পাই॥

গৌড় সারঙ্গ—কাওয়ালী

জয় রঘুনন্দন, রাম নিরঞ্জন জনকসুতা রতিকান্ত
সুর-নর-বানর, খেচর নিশাচর, যছুগুণ গাবে অনন্ত।
দূর্ব্বাদল নব, শ্যামল সুন্দর, কঞ্জ-নয়ন রণ-ধীর।
বামে ধনুর্দ্ধর, দক্ষে নিশিত শর, জলধি-কোটি-গম্ভীর॥
শ্রীপদ পাদুক, ধর ভরতানুজ, চামর ছত্র নো ধারী।
শিব চতুরানন, সনক সনাতন, শতমুখ রহ করজোড়ি।
ভকত-আনন্দন, মারুত-নন্দন, চরণ কমল করুঁ সেবা
গোবিন্দদাস, হৃদয় নিবাস, হরি নারায়ণ দেবা॥

ইমন-কল্যাণ—তেওরা

শ্রীরামচন্দ্র কৃপালু ভজু মন, হরণ-ভব-ভয়-দারুণং।
নব-কঞ্জ-লোচন, কঞ্জ-মুখ-কর, কঞ্জ-পদ কঞ্জারুণং॥
কন্দর্প অগণিত অমিত ছবি নব নীল-নীরজ-সুন্দরং।
পট পীত মানহুঁ তড়িত রুচি শুচি নৌমি জনক-সুতা-বরং।
ভজু দীনবন্ধু দীনেশ দানব-দৈত্য-বংশ-নিকন্দনং।
রঘুনন্দ আনন্দ-কন্দ কৌশল-চন্দ দশরথ-নন্দনং॥

শির মুকুট কুণ্ডল তিলক চারু উদার অঙ্গ-বিভূষণং।
আজানু-ভুজ শর-চাপ-ধর, সংগ্রাম-জিত খর-দূষণং॥
ইতি বদত তুলসীদাস শঙ্কর-শেষ-মুনি-মন-রঞ্জনং।
মম হৃদয়-কঞ্জ নিবাস করি কামাদি-খল-দল-গঞ্জনং॥

পিলু-বারোয়া—পোস্তা

চল ভাই ভার ল'য়ে যাই অযোধ্যায় রাম রাজা হবে।
দিব তাঁর চরণে ভার, রাম বিনে ভার কে আর লবে॥
দিয়ে ভার লয়ে শরণ, বলব তাঁর ধরে চরণ,
এবার ভার লইলাম হরি আর ভার দিও না ভবে॥
পাপেতে হয়েছি ভারি, আর ভার সইতে নারি,
না ভজে ভূভারহারী, ভার হ'ল ভার বইতে ভবে॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা

ঠমকি চলত রামচন্দ্র বাজত পৈঁজনিয়াঁ॥
কিলকিলাই উঠত ধায়, গিরত ভূমি লটপটায়;
ধায়ী মাতু গোদ লেত দশরথকী রাণীয়াঁ॥
তুলসীদাস অতি আনন্দ, হেরত মুখারবিন্দ;
রঘুবরকী ছবি সমান রঘুবর ছবি বাণিয়াঁ।
অঙ্গ রজঃ অঙ্গলাই, বিবিধ ভাঁতি সোঁ দুলার;
তন মন ধন বার বার কহত মৃদু বাণিয়াঁ॥

কীর্ত্তন (ঝুমুর)—গড়-খেমটা

জয় জয়, রাম সিয়া, রাম সিয়া, রাম সিয়া রাম।
সিয়া রাম হী আধার, জানে সারা সংসার,
দেখো দিল মেঁ বিচার॥
উনকী মহিমা অপার, কোই পাবে ন পার
গুণ গাবে হাজার॥
হরণ ধরণী কে ভার, লিয়ে নর কে অবতার,
নমো দশরথকুমার॥
কানে কুণ্ডল বিশাল, তিলক সোভে জাকে ভাল,
লটপট পাগিয়া রসাল॥
শ্রীদশরথ কে লাল, কোশল-পালক কৃপাল,
রাজীব লোচন বিশাল॥

সিন্ধু কাফি—ঢিমে তেতালা

দরদ না জানে কোই, মীরা অপনে রাম দেওয়ানে।
ঘায়ল কী গত ঘায়ল জানে, আউর না জানে কোই॥
শূল কে উপর সেজ পিয়াকে, কিস্ বিধে মিলন হোই॥

সিন্ধু-খাম্বাজ—কাওয়ালী

ইতনী মিনতি রঘুনন্দন সে, দুঃখ-দ্বন্দ্ব হামারা মিটাও জী॥
আপনে পদ-পঙ্কজ-পিঞ্জর মে চিত-হংস হামার বৈঠাও জী॥
তুলসীদাস কহ কর জোড়ি ভব-সাগর পার উতার জী॥

ঝিঁঝিট কাফি—কাওয়ালী

বার বার সমুঝায় রহ্যোঁ ম্যয়, মান লেরে মন মেরী কহিকো। .
দুঃখ সুখ জো বীতি সো বীতি, য়াদ ন কর বরবাদ বহীকো॥
এক ব্রহ্ম পূর্ণ সব জগমেঁ, ছোড় কপট কী গাঁঠ গহীকো॥
জানকী দাস সুমিরো শ্রীরঘুবর, গঈ সো গঈ, অব রাখ রহিকো॥

গৌরী—কাওয়ালী

মঙ্গল মূরতি মারুত-নন্দন, সকল অমঙ্গল-মূল-নিকন্দন।
পবন-তনয় সন্তন-হিতকারী, হৃদয় বিরাজত আওধবিহারী॥
মাতু-পিতা-গুরু-গণপতি শারদ, শিবাসমেত শম্ভু-শুক-নারদ;
চরণ বন্দি বিনবৌঁ সব কাহু, দেহু রাম-পদ নেহ নিবাহু;
বন্দৌ রাম-লক্ষণ-বৈদেহী, যে তুলসী কে পরম সনেহী॥

ইমন—তেতালা

সুমরণ কীজে রাম চন্দকো, ত্রিভুবন বন্দন করত হ্যায় জাকো।
রঘুবর সুন্দর রাজ রাজেশ্বর, গুণ বরণন কর ক্যাসেকে তাকো॥

ভৈরব—তেতালা

প্রাত সময়ে রঘুবীর জাগায়ে কৌশল্যা মাতারী।
উঠ লালজী ভোর ভঁয়ো হ্যায় সুরনর মুনি হিতকারী॥
বন্দিগণ গন্ধর্ব্ব গুণ গায়ে দেই দেই করতারি;
সেনা সহিত শিব দ্বার হি ঠারে হোত কোলাহল ভারী॥

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—একতালা

রাম রাম জপুজীহ, সদা সানুরাগ রে
কলি ন বিরাগ যোগ জাগ তপ ত্যাগ রে ॥
রাম নাম সুমরণ, সব বিধিহী কো রাজ রে।
নাম কো বিসারিবো, নিষেধ শিরতাজ রে ॥
রাম নাম কামতরু, দেত ফল চার রে।
কহত পুরাণ বেদ, পণ্ডিত পূরবি রে ॥
রাম নাম মহামণি, ফণী জগ জাল রে।
মণি বিনু ফণী জিয়ে, ব্যাকুল বিহাল রে ॥
রাম নাম প্রেম পরমারথ কো সার রে।
রাম নাম তুলসী কো জীবন-আধার রে ॥

খাম্বাজ—একতালা

আমার কি ফলের অভাব, তোরা এলি বিফল ফল যে ল'য়ে।
পেয়েছি যে ফল জনম সফল, মোক্ষ ফলের বৃক্ষ রাম হৃদয়ে ॥
শ্রীরাম কল্পতরু-মূলে ব'সে রই,
যখন যে ফল বাঞ্ছা সেই ফল প্রাপ্ত হই,
ফলের কথা কই (ধনি গো,) ও ফল গ্রাহক নই,
যাব তোদের প্রতিফল যে দিয়ে ॥

খট্ ভৈরবী—একতালা

ওরে কুশীলব, করিস কি গৌরব, বাঁধা না দিলে কি পারিস বাঁধতে।
ভব-বন্ধন-বারণ-কারণ, শুনরে জ্ঞানহীন ;
আমি অনেক দিন বাঁধা আছি, মা জানকীর চরণ প্রান্তে ॥
ভবচিন্তাহারী প্রতি আমি রত, প্রাণ দিয়েছি পদ প্রান্তে অবিরত,
আমি চিন্তামণির প্রিয়সুত, ওরে চিন্তামণিসুত, পারোনা চিনতে ॥

সাহানা—একতালা

শ্রীদশরথ নন্দন পদারবিন্দ বন্দ রে।
রাম সীতা রাম রাম গাও অভিরাম ছন্দ রে ॥
মারুতি প্রীতি বর্দ্ধন, মকরধ্বজ-মর্দ্দন।
যম-যন্ত্রণা-ভঞ্জন, ভজ রঘুকুল চন্দরে ॥
নধর দূর্ব্বা শ্যামল, নয়নানন্দ নির্ম্মল।
মণ্ডিত জটা মণ্ডল মুখে হাসি মৃদু মন্দরে ॥

আশোয়ারী—তেতালা

আরে মন সমঝ সমঝ পগ ধরিয়ে ;
আরে মন ইস জগমেঁ নহিঁ আপনা কোঈ
পরছাঈ সেঁা ডরিয়ে ॥
দৌলত দুনিয়া কুটুম কবীলা
ইনসেঁা নেহন কবহু ন করিয়ে ;
রামনাম সুখধাম জগতপত
সুমরণ সোঁ জগ তরিয়ে ॥

ভৈরবী—তেতালা

ভজ মন রাম চরণ সুখ দাই ॥
জিহি চরণনসে নিকসী সুরসরী শঙ্কর জটা সমাই।
জটা শঙ্করী নাম পর্য্যো হ্যায়, ত্রিভুবন তারণ আই ॥
জিন চরণনকী চরণ পাদুকা ভরত রহ্যো লব লাই।
সোই চরণ কেবট ধোই লীনে তব হরি নাও চলাই ॥
সোই চরণ সন্তন জন সেবত সদা রহত সুখদাই।
সোই চরণ গৌতম-ঋষি-নারী পরশি পরম পদ পাই ॥
দণ্ডক বন প্রভু পাবন কিন্‌হো ঋষিয়ন ত্রাস মিটাই।
সোই প্রভু ত্রিলোককে স্বামী কনক মৃগা সঙ্গ ধাই ॥
কপি সুগ্রীব বন্ধু-ভয়-ব্যাকুল তিন জয়-ছত্র ফিরাই।
রিপুকো অনুজ বিভীষণ নিশিচর পরশত লঙ্কা পাই ॥
শিব সনকাদিক অরু ব্রহ্মাদিক শেষ সাহস মুখ গাই।
তুলসীদাস মারুত-সুতকী প্রভু নিজ মুখ করত বড়াই ॥

দেশ—তেতালা

রমাপতি রাম সুমর ভবতরণা ;
হরি চরণন চিত ধরণা।
মুরারি গুণন করি শ্রবণ সুরত দেখো
প্রভুজীকি আঁখিয়া গঙ্গাকী তট সঙ্করণা ॥

জয়জয়ন্তী—তেতালা

কিথে রাম রহে মন মোহন রে।
ঢুণ্ড ফিরি ম্যায় বন বন রে ॥
উন বিন ম্যয়কা কাহু ন ভাওয়ে
নয়নন দ্বারে আঙ্গন রে ॥

দুর্গা—ঝাঁপতাল

ভজ মন রাম রাম।
সুন্দর শ্যামলরূপ মনোহর গুণধাম ॥
সকল রিপু-নাশন, ধনুধারী নারায়ণ ;
যোগী ভোলা নৃত্য করে গাহে রাম রাম ॥

বাগেশ্রী—ঝাঁপতাল

বিনতি শুনো মোরী ; অওধ পুরকে বসৈয়া ;
তুম বিনা কওন মোরে দুখকে হরৈয়া।
যাঁহা যাঁহা পরি ভীর তাঁহা তাঁহা দিও ধীর
জানকী পতি রাম ভবকে তরৈয়া ॥

গৌড় সারঙ্গ—তেতালা

ভজ মন রাম নাম সুখ দাঈ ;
ঘড়ি ঘড়ি পল পল অওধ বিতত সব
ফির পাছে পস্‌তাঈ।

ভাই বন্ধু সব কুটুম কবীলা
দেখত জীয়ল লচাঈ ;
অন্ত সমে কোই কাম ন আওয়ত
চত্র কহে সমঝাঈ ॥

বসন্ত—তেওরা

জয়তি সীতাপতি রাবণারি !
আশ্রিত ভয় হর ত্যাগী নৃপবর
সত্য পালক ভূভার হারী ॥
অমর বন্দিত অরাতি ত্রাস শূর
নিষাদ সেবিত লোক নাথ ;
নীতি রক্ষিত প্রজানুরঞ্জিত
মুনি-মানস মোহনকারি !!

ইমন—চৌতাল

রাম নাম জপত হ্যায় শ্মশানে শঙ্কর।
পঞ্চ বদন পিনাক পাণি তারক ব্রহ্ম নাম ॥
চন্দ্র সূর্য্য আদি তারাগণ
জিনকো প্রতাপে হোত চলন
সৃজন পালন লয় কারণ, সোই রাম নিরঞ্জন ॥
শুক সনক সনাতন
বশিষ্ঠ বাল্মীকি গৌতম
নারদ তুম্বুরু সুর ব্রহ্মে গাওয়ে তব গুণ গান।

সুরদাস মন উল্লাস
রামচন্দ্রকে চরণ আশ
যুগ যুগ হো ম্যয় দাস গাওয়ত নাম রাম রাম রাম ॥

পিলু—তেতালা

রঘুবর তুম্‌কো মেরী লাজ।
সদা সদা মঁ্যায় সরণ তিহারী তুম্‌হি গরীব নিবাজ ॥
পতিত-উধারণ বিরদ তুম্‌হারী,
শ্রবণন শুনি আওয়াজ।
হৌঁ তো পতিত পুরাতন কহিয়ে, পার উতারো জাহাজ ॥
অঘ-খণ্ডন দুখ-ভঞ্জন জনকে,
যহী তিহারো কাজ।
তুলসী দাস পর কির্‌পা কীজে ভকতি-দান দেহু আজ ॥

দেশ মিশ্র—তেতালা

রামচন্দ্র গুণধাম আমারি!
নব-দূর্ব্বাদল কান্তি উজল হৃদি মন্দির মঙ্গলকারী বিহারী ॥
সর্ব্বারাধ্য হে দেব দেব শ্রীঅযোধ্যা পুরজন তাপ নিবারী ;
কৌশল্যাসুত দশরথ নন্দন নট সুন্দর সরযূ তটচারী ॥
কমলনেত্র বিমল মুখ মণ্ডল তরুণারুণ ভাতি গণ্ডে,
বক্ষ পীণ কটি ক্ষীণ অসীম শক্তি সুবলিত-ভুজ দণ্ডে।
রম্ভা-তরু-উরু চরণে উদিত চারু চন্দ্র নখর দ্বৌ সারি
শীর্ষে প্রখর কোটি ভানু করোজ্জ্বল ঝলমল মুকুট করে ধনুধারী ॥

মিশ্র—দাদ্‌রা

জগৎ দেখনা চেয়ে যাচ্ছি বেয়ে সোণার তরণী।
তরীর উপর শ্যাম কলেবর রাম রঘুমণি॥
যিনি ভবের জলে অবহেলে করেন জীবে পার।
আজকে তারে নিচ্ছি বেয়ে হ'য়ে কর্ণধার।
(মোরা) পারের কড়ি চেয়ে নেব চরণ তুখানি॥

ভৈরব—কারফা

মনোয়া ভজলে সীতারাম।
ভজলে সীতারাম মনোয়া কাহে ন জপতে নাম।
দিন দিয়া জী হরি গুণ গাওয়ে গুরু দিয়া যো নাম॥
রাম গড়্‌কে বৈঠে রামজী, সবকী মজরা লীজে
যো য্যায়সা নকরী করেগা, উনকো ত্যায়সা দীজে॥
লেড়কা বালা লালন পালন তেনকী তুধ পিলাওয়ে
মরণ কালমে শরণ লেকে বাবা কর বোলাওয়ে॥
এক নর ভুলে, তু নর ভুলে, ভুলে জগৎ সংসার
জান্ শুনকে যো নর ভুলে, উনকে নেহি পার॥

খাম্বাজ—একতালা

জয় সীতাপতি সুন্দর তনু প্রজারঞ্জনকারী।
রাঘব রামচন্দ্র জয়তু সত্য-ব্রত-ধারী—॥
ধরণী পূত চরণ পরশে, পুরবাসীগণ মগ্ন হরষে;
আকাশ হইতে নিত্য বরষে দেবতা কৃপাবারি॥

ঝিঁঝিট—একতালা

জয় জয় রাজা রামচন্দ্র জয় জয় সীতামায়ী।
জয় শত্রুঘন ভরত লক্ষ্মণ সবাকার জয় গাই ॥
জয় হনুমান রামময় প্রাণ,
অবিরাম মুখে জপে রামনাম ;
রামের সেবায় সঁপিলে হেলায় তন মন প্রাণ তুমি ॥
স্বর্গে কি মরতে যেখানে যে জন,
রাম নাম মুখে করয়ে কীর্ত্তন।
জাতি কুল মান নাহি করি জ্ঞান তা সবার পায়ে নমি ॥

ইমন খাম্বাজ—দাদ্‌রা

রঘুপতি যাবেন রণে ঐ ডাকে আয় যাই সবে।
ধর্ম্মদলন দুষ্ট রাবণ তার শাসন আজ নষ্ট হবে ॥
অত্যাচারের আগুণ জ্বেলে
সত্যকে যে পায়ে ঠেলে
নিত্য রাজার আদেশ পেলে তার গরব আর কদিন রবে ॥
শক্তিরূপা মা জানকী,
দস্যুপুরে সে থাকে কি ?
ভক্ত-হৃদয়-পদ্মাসনে রাম সনে সে নিত্য রবে।
আর কেন ভাই মিথ্যা ভয়
হুঙ্কারিয়া গাও রামের জয়
জনম মরণ ঘুচল এবার ঝাঁপ দিয়ে জীবন আহবে ॥

ভূপালী—ধামার

বিহরে রঘুবংশবীর, জানকী সহিত সরযূতীরে,
আরতি করে কুসুমভারে, দেব মানব ভকতি ভরে।
পরম আনন্দ রাজে, অযোধ্যা নগরী মাঝে,
ধন্য জীবন দরশনে শ্রীরামগুণাধারে॥

বেহাগ—তেতালা

নাম জপন্ কেঁও ছোড় দিয়া ?
রাম নাম জপন্ কেঁও ছোড় দিয়া ?
ক্রোধ না ছোড়া ঝুঠ্ না ছোড়া
সৎবচন কেঁও ছোড় দিয়া।
ঝুঠে জগ্‌মে দিল্ লাল্‌চা কর,
আসল রতন কেঁও ছোড় দিয়া ?
কৌড়ীকো তো খুব সম্‌হালা,
লাল রতন কেঁও ছোড় দিয়া ?
জিঁহি সুমিরন্ তে অতি সুখ পাওয়ে
সো সুমিরন্ কেঁও ছোড় দিয়া ?
খালস্ এক ভগবান্ ভরোসে
তন্ মন্ ধন্ কেঁও না ছোড় দিয়া ?

দরবারী কানাড়া—ঢিমা তেতালা

জিনকে হৃদিমে শিরি রাম বসে
উন সাধন ঔর কিয়ে ন কিয়ে।
জিন সন্ত চরণ রজ কো পরসা
উন তীরথ নীর পিয়ে ন পিয়ে॥
সব ভূত দয়া জিনকে চিতমে
উন কোটন দান দিয়ে ন দিয়ে।
জিন রাম রূপতো ধ্যান ধরে
উন রামনাম ন লিয়ে ন লিয়ে॥

দরবারী কানাড়া—ঢিমা তেতালা

যার অন্তর রাম সুবাস ভরে
সে কি ধায় সদা জপ কৃচ্ছ তরে?
যেই সজ্জন সাথ সদা বিহরে,
সে কি তীর্থ নীর পরশে শিহরে?
সব জীব দয়া যার চিত্ত পুরে
সে কি মরে দান ক'রি বিশ্ব ঘুরে?
যেই রামরূপ নিতি ধ্যান ধরে
সে কি মুখে নিরন্তর নাম করে?

ভীম-পলশ্রী—একতালা

কনকাম্বর-কমলাসন-জনকাখিল ধাম।
সনকাদিক-মুনি-মানস-সদনানঘ ভূম॥
শরণাগত-সুরনায়ক-চিরকামিত কাম।
ধরণী-তল তরণ-দশরথ-নন্দন রাম॥
পিশিতাশন-বনিতাবধ-জগদানন্দ রাম।
কুশিকাত্মজ-মখ-রক্ষণ-চরিতাদ্ভুত রাম॥
ধনি-গৌতমগৃহিণী-স্বজদঘ-মোচন রাম।
মুনিমণ্ডল-বহুমানিত পদপাবন রাম॥
স্মরশাসন-সুশরাসন লঘু-ভঞ্জন রাম।
নর-নির্জর জন-রঞ্জন-সীতাপতি রাম॥
কুসুমায়ুধ-তনু-সুন্দর-কমলানন রাম।
বসুমানিত-ভৃগুসম্ভব-মদমর্দ্দন রাম॥
করুণারস-বরুণালয় নতবৎসল রাম।
শরণং তব চরণং ভব হরণং মম রাম॥

বেহাগ

নান্যা স্পৃহা রঘুপতে হৃদয়েঽস্মদীয়ে
সত্যং বদামি চ ভবানখিলান্তরাত্মা।
ভক্তিং প্রযচ্ছ রঘুপুঙ্গব নির্ভরাং মে
কামাদিদোষরহিতং কুরু মানসং চ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সঙ্গীত

ধ্যান

ওঁ ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দু-বদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদার-কৌস্তভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গোগোপসংঘাবৃতং,
গোবিন্দং কমবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে॥

প্রণাম

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণত-ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

খাম্বাজ—একতালা

সুন্দর সুখ সদন সুবেশ রসময় শ্রীশ্যাম।
নির্ম্মল নীল কমল কান্তি নটবর সুঠাম॥
বঙ্কিম ঠামে চরণে চরণ, কটিতটে চারু পীত বসন।
বনমালা গলে শিখিপুচ্ছ শিরে কুঞ্চিত কেশদাম॥
মুখে মৃদু হাসি কদম্বের মূলে, অধরে বাঁশরী রাধা রাধা বলে।
প্রেমে ঢল ঢল নয়ন যুগল পরমানন্দ ধাম;
চলে ব্রজবালা আলু থালু বেশে, শুনি বেণুধ্বনি আকুল পিয়াসে,
আপনা পাসরা বিভোরা আবেশে মূরছিত কোটি কাম॥

বেহাগ—একতালা

কিবা ঘোর নিশায়।
নিখিল জগত ঝিল্লিরবাবৃত জীবগণ যত অলসে ঘুমায়॥
এমন সময় পতিত পাবন, জগত জীবন ব্রহ্ম সনাতন
ত্যজিয়া সাধের বৈকুণ্ঠ ভুবন অবতীর্ণ হ'তে আইলেন ধরায়॥
রোহিণী নক্ষত্র অষ্টমী তিথিতে দেবকী জঠর সাগর হইতে
শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রমা উদিল ভারতে নাশিতে জীবের ভার।
বসুদেব অতি কাতর অন্তরে, তিমিরে তিমির-মণি কোলে করে
বাসুকী মাথায় ফণীছত্র ধরে হাঁটিয়া যমুনা পার হ'য়ে যায়॥

রামকেলী—কাওয়ালী

সুখ-বৃন্দাবনে বহে প্রেমলহরী।
লীলা ছলে আসি, লয়ে ব্রজবাসী আপনা পাসরি আছেন শ্রীহরি।
নবজলধর বরণ সুন্দর, কিবা নটবর বেশ মনোহর
চাঁদের নিছনি জিনিয়া লাবনী, প্রেমপীযূষখনি বদনে বাঁশরী॥
দিবসে রাখাল চরান গোপাল, নিশি আগমনে ব্রজগোপীসনে
প্রেমের মিলনে লীলা-নিধুবনে, স্থির-বিজলী বামে রাধা রাসেশ্বরী।
নানা ছাঁদে বাজে মূরলী মধুর, আকুল গোকুল শ্রবণে সে সুর
তরুশাখে নাচে ময়ূরী ময়ূর, গোপী চলে জলে ফেলিয়া গাগরী॥

সুরট—একতালা

কৃষ্ণ কেশিসূদন, কংসারে জয় কালীয়দমন,
কলপপাদপ কেশব কমলেশ কমল লোচন।
শ্রীহরি নমো নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ॥
গোকুল বালক গোলোক বিহারী, গোপাল, গোপীমোহনকারী,
জয় গোবিন্দ গোষ্ঠবিহারী গোবর্দ্ধন-ধারণ।
শ্রীহরি নমো নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ॥
ত্রিলোক-পালক ত্রিতাপ-হরণ, দামোদর দীন-শরণ
নব নটবর নীরদবরণ নমঃ শ্রীনন্দ নন্দন;
পার্থ-সারথে প্রভো পরাৎপর, প্রণতার্ত্তিহ পরমেশ্বর,
বৃন্দাবনচন্দ্র বনোয়ারি বংশীবাদন।
শ্রীহরি নমো নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ॥
ভকতবৎসল ভূভার হরণ, ভগবান ভব ভয় নিবারণ
মাধব মুরারে, মদন মোহন মুকুন্দ মধুসূদন;
যজ্ঞেশ যমুনা তট নিবাস, রুক্মিণী-বল্লভ রাস-বিলাস
রস-সাগর রসিক প্রবর রাধা-হৃদয় রঞ্জন।
শ্রীহরি নমো নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ॥

মালকোষ—তেওরা

তুমি কি গো শুধু খেয়েছিলে ননী, তুমি কি শুধুই বংশীধারী ?
তুমি কি শুধুই শ্যাম নটবর, মোহেছিলে শুধু ব্রজেরি নারী ?
নহ কি গো তুমি অসুর-বিনাশী, কংস-পূতনা-কৌরব-ত্রাসী,
ধরম স্থাপনে স্বজন-বিনাশী কৃষ্ণ সুদর্শন-ধারী ?
তুমি কিগো শুধু সুখবনমালী, নহ তুমি শ্যামা করালিনী কালী
ভৈরবী, ভীমা, নরমুণ্ডমালী, জনগণ-ভয়-হারী ?
শিখাইতে জ্ঞান করম ভকতি, এস হে আবার পার্থ-সারথি,
দূর কর নাথ মম দুরমতি, মোহতিমির নিবারি' ॥

খাম্বাজ—যৎ

দ্বাপরেতে এসেছিলে কংস রাজার কারাগারে।
ধরা যখন ধৈর্য্যহারা অবিচারে অত্যাচারে ॥
ধর্ম্ম যখন মর্ম্মাহত, পাপে ধরা অবনত,
জন্ম নিলে মানুষরূপে, দুঃখ নিশার অন্ধকারে ॥
আবার কিগো এলে তুমি ধন্য করে পুণ্যভূমি
আর্ত্তজনের রোদন শুনি নীরবে নয়ন ঝরে।
এস তবে হে সারথি, (মোদের) মনোরথে হও হে রথী
ধন্য কর জীবন মোদের এবার নব যুগান্তরে ॥

ভজন

রিণি ঝিণি রিণি ঝিণি মঞ্জীর বাজে,
বাজে, বাজে, বাজে মন-মাঝে।
বহে যমুনা উজান গাহে কল কল গান
'মীরা'কে চিত-চোর গিরিধারী নাগর
নাচত অঙ্গন-মাঝে।
শুনি মুরলী-ধ্বনি মধু মাধবী রাতে
ঝরে প্রেমের সলিল মম নয়ন পাতে ;
মম চিত্তের বান গাহে আনন্দ গান
হৃদি-যমুনা-তীরে শুনি কল কল তান।
এস কৃষ্ণ-মুরারি, সুন্দর গিরিধারি,
(এস) মীরাকে হৃদয় মাঝে ॥

ভজন

প্রভুজী! তুঁহু হামারি প্রাণ তুঁহু জগৎ তুঁহু আশমান্।
তুঁ হামারি আঁখ কি শশী তুঁ হামারি সুরকি বংশী
তুঁহু হামারি প্রেম কি প্রীতম্ তুঁহু হামারি গান।
তুঁ হামারি জ্ঞান কি বাতি তুঁ হামারি হিয়াকি ছাতি
তুঁহু হামারি দুখ্ কি শান্তি 'দাসী মীরা'কে ধ্যান ॥

পূরবী—একতালা

বাজে শ্যামের মোহন বেণু, বেণু রব শুনে জুড়াল তনু ॥
যে বনে বাজিছে সেই বনে যাই, এ ছার জীবনে আর কাজ নাই,
পূরাইব আশ মন অভিলাষ, হয়ে থাকি শ্যামের চরণ-রেণু ॥
পঞ্চমেতে পাখী ধরিয়াছে গান, পবন দাঁড়ায়ে শুনিতেছে তান,
যাঁহার নামেতে যমুনা উজান, হাম্বা হাম্বা রবে ডাকিত ধেনু ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী

গিরি-গোবর্দ্ধন-গোকুলচারী, যমুনাতীর-নিকুঞ্জবিহারী।
শ্যাম, সুঠাম, কিশোর, ত্রিভঙ্গিম, চিত্ত-বিনোদনকারী ॥
পীতাম্বর, বনপুষ্প-বিভূষণ, চন্দনচর্চ্চিত মুরলীধারী।
জিসি রবসে মোহিত বৃন্দাবন, উছলত যমুনাবারী ॥
নূপুরশিঞ্জিত নৃত্য বিমোহন, কপট-চপল চতুরালী।
প্রেমনিমীলিত নয়ন-বিলোল কদম্বতলে বনমালী ॥
নন্দকি নন্দন, মায়ী যশোদা, নয়নাঞ্জন ব্রজবাল-পিয়ারী।
জিসি লাগি থী কুল ছোড়ি রাধা আকুলত সব ব্রজনারী ॥
কংশবিনাশক, মথুরাপতি জয়, নিখিল-ভকতজন-শরণ।
দুর্জ্জন-পীড়ক, সজ্জন-পালক, সুরনরবন্দিত চরণ ॥
জয় নারায়ণ, শ্রীশ, জনার্দ্দন, জয় পরমেশ্বর, ভবভয়হারী।
জয় কেশব, মধুসূদন, জয় গোবিন্দ মুকুন্দমুরারি ॥

পিলু বারোয়াঁ—কাওয়ালী

শ্যাম কলেবরধারী বনবারী।

ব্রহ্মা জিনকে পার ন জানে, জিনকী মহিমা বেদ বাখানে,
সন্তনকে হিতকারী বনবারী॥
ত্যজি গোলোক নররূপ ভয়ে হ্যাঁয়, গোয়াল বাল সব সাথ মিলে হ্যায়
কিয়ে মাখন কী চোরি বলিহারি বনবারী॥
শুনি ধ্বনি মুরলী বৃন্দাবন মে, সুধ ন রহত কছু গোপী তনমে,
ভই সকলবনচারী কুলনারী বনবারী॥
কংসাসুর অরু কালীয়মর্দ্দন, ভক্তবছল কেশব মধুসূদন,
ধ্রুব প্রহ্লাদ উধারী শুভকারী বনবারী॥

খাম্বাজ—একতালা

লটকি লটকি চলত মোহন আবে।
আবে মোহন অধরে মুরলী মধুর মধুর বাজে॥
চঞ্চল কুণ্ডল চপল দোলনী মৌর মকুট চন্দ্র কলনী,
মন্দ হঁসিনী জিয়কী রছিনী মোহন মূরতি রাজে॥
ভ্রুকুটী কুটিল কজ্জ্বল নয়ন, অধর অরুণ মধুর বয়ন,
গতি গয়ন্দ চারু তিলক ভাল পর বিরাজে॥
লছমন দাস শ্যামরূপ ন কিসিক শোভা অনুপ,
রসিক ভূপ বদন নিরখি কোটী মদন লাজে॥

সুরট মিশ্র—একতালা

চন্দ্রকিরণ অঙ্গ নমো বামনরূপধারী।
গোপীগণ-মনোমোহন, মঞ্জুকুঞ্জ-চারী॥
ব্রজবালক সঙ্গ, মদনমান ভঙ্গ, উন্মাদিনী ব্রজকামিনী উন্মাদ তরঙ্গ,
দৈত্য-ছলন নারায়ণ, জয় জয় গিরিধারী ;
ব্রজবিহারী, গোপনারী-মান-ভিখারী, জয় রাধে শ্রীরাধে॥

দেশমিশ্র—একতালা

কেশব কুরু করুণা দীনে, কুঞ্জকাননচারী।
মাধব মনোমোহন, মোহন মুরলীধারী॥
(হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, মন আমার)
ব্রজকিশোর, কালীয়হর, কাতর-ভয়-ভঞ্জন,
নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখিপাখা, রাধিকা-হৃদি-রঞ্জন ,
গোবর্দ্ধনধারণ, বনকুসুমভূষণ, দামোদর কংসদর্পহারী।
শ্যাম রাস-রসবিহারী (হরিবোল, ইত্যাদি)॥

তিলক-কামোদ—কাওয়ালী

মোরা শ্যামসাগরে ভাসি মীন ;
শ্যামসাগরে মোরা ভাসি নিশিদিন॥
নীল নভে শোভে শশী, মোরা তায় তারারাশি,
শশী সনে পরকাশি হই তাহে লীন॥
হেরি নব-ঘন পাশে, অচলা চপলা হাসে,
মোরা ভাসি সুখে সদা শোকতাপহীন॥

কীর্ত্তন—খয়রা

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।

দেই তুলসী তিল, দেহ সমর্পিনু, দয়া জনু ন ছোড়বি মোয়॥ "

গণইতে দোষ, গুণলেশ না পাওবি, যব তুহুঁ করবি বিচার।

তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি, জগ বাহির নহি মুঞি ছার॥

কিয়ে মানুষ পশু পাখী কিয়ে জনমিয়ে, অথবা কীট পতঙ্গ।

করম-বিপাকে গতাগতি পুনপুন, মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ॥

ভনয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর, তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।

তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন, তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥

বেহাগ—কাওয়ালী

কাঁহা জীবন-ধন বৃন্দাবন-প্রাণ কাঁহা মেরি হৃদয়কী রাজা।

শূন্য হৃদয়পুরী আও আও মুরারি মোহন বাঁশরী বাজা॥

নয়ন-সলিলে বসন তিতাওল, সাধ কি সায়র হিয়া'পর শুকাল;

শিরতাজ মেরি শিরোপরি আজা॥

নয়না কা রোসনি নয়না ছোড়াকে, ঘুরত ফিরত কাহা ফাঁকে ফাঁকে,

হা হা পিয়াবঁধু এ কোন্ সাজা॥

গৌর সারঙ্গ—তেতালা

পল ন লাগে মেরে আঁখিয়া।

তুঁয়া বিনা জিয়া নাহি পরত চায় না॥

আওয়ন কাঁহা গই, অবহু ন আওয়ে;

তরপত হুঁ দিন রাতিয়া॥

ইমন কল্যাণ—ঢিমা কাওয়ালী

হরে মুরারে মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
কলির পীড়নে ব্যথিত জীবগণে পরম ঔষধি এ ঘোর সংসারে॥
যেভাবে যেই ভাবে সেই ভাবে তারে,
তার হে কৃপাময় এ ঘোর সংসারে,
প্রেমনবঘন তুমি হে শ্রীমাধব উজলিছ সদা আনন্দ নীরে॥
উচ্চ পুচ্ছচূড়া শিরে শিখিপাখা,
পরাৎপর গুরু পরম সখা,
অন্তে শুনি যেন গঙ্গা নারায়ণ রাম নাম পরাণ ভরে॥

ভৈরবী—কহরবা

সাধন করনা চাহিয়ে মনবাঁ ভজন করনা চাই।
প্রেম লাগান চাহিয়ে মনবা প্রীত করনা চাই॥
নিত নাহন্‌সে হরি মিলে তো জলজন্তু হ্যায়,
ফল মূল খাকে হরি মিলে তো বাহুর বাঁদরায়॥
তুলসী পূজন্‌সে হরি মিলে তো ম্যাঁয় পূঁজু তুলসী ঝাড়
পাত্থর পূজন্‌সে হরি মিলে তো ম্যাঁয় পূঁজু পাহাড়॥
তিরণ ভখন্‌সে হরি মিলে তো বহুৎ মৃগী অজা।
স্ত্রী ছোড়ন্‌সে হরি মিলে তো বহুৎ রহে হ্যায় খোজা॥
দুধ পিনেসে হরি মিলে তো বহুৎ বৎস বালা।
মীরা কহে বিনা প্রেম্‌সে মিলে নহীঁ নন্দলালা॥

বৃন্দাবনীসারঙ্গ—কাওয়ালী

গাওরে সঘনে বীণা হরিগুণ গাওরে।
সুরাগে সুতানে ভরা, ললিত পীযূষপরা।
উদারা মুদারা তারা তাহাতে মিশাও রে॥
গলে দোলে মৃদু হিল্লোলে বনমালা,
অধরে ধরেছ হাসি লাল বিজলি খেলা
গোপকুলতারণ পতিতপাবন ভজ হরিশ্রীচরণ নাম বিলাও রে॥

বেহাগ খাম্বাজ—একতালা

মম মানস-মাধবী-কুঞ্জে শ্যাম বিহর গো নিশিদিন।
আমার পরাণ রাধারে পাগল করিয়া বাজাও মোহন বীণ॥
তব বীণার ছন্দে জাগিবে হিয়া, উঠিবে কুঞ্জ মুঞ্জরিয়া,
মম নয়ন সলিলে যমুনা বহিবে লহরি ছুটিবে ক্ষীণ॥
যবে দিনশেষে নামিবে নিশি, নিবিড় জলদে ঘেরিবে দিশি,
কবে আঁখির পলকে আঁধারে মিশি নিমিষে হব বিলীন॥

সিন্ধু মিশ্র—ঠুংরী

শ্যামল বংশীওয়ালা, নন্দলালা, মাতোয়ালা, গোকুল কে উজিওয়ালা
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহু সাঁজ সবেরে, কৃষ্ণ নাম সব দুঃখ হারে,
কৃষ্ণহী ভবসাগর পারে পার লগানেওয়ালা॥
কোই কহত হ্যায় কৃষ্ণ মুরারী, কোই কহত হ্যায় রাস-বিহারী,
কোই কহত হ্যায় হরে মুরারি জপে তুলসী মালা॥

খাম্বাজ—একতালা

পরব্রহ্ম পরমেশ্বর পুরুষোত্তম পরমানন্দ।
নন্দকে নন্দন আনন্দকন্দ যশোদানন্দ শ্রীগোবিন্দ ॥
করুণাময় কমল নয়ন, কৃপাসিন্ধু সর্ব্বচৈন
পুরাণ কর্ত্তা কিশোর, গুণনিধান গোকুলচন্দ্র ॥
মধুসূদন মদনমোহন, মুরলীধর সর্ব্ব সোহন,
মেঘশ্যাম মূরত বীণা গাবত মন গুণ আনন্দ ;
দীননাথ দুঃখভঞ্জন, ভক্তবৎসল জগবন্দন,
জগজীবন জগন্নাথ, কাটিত দুঃখ ফন্দ ধন্দ।

ঝিঁঝিট—একতালা

মেরে তো গিরিধর গোপাল দুস্‌রো ন কোই।
যাকে সির মৌর মুকুট মেরোপতি সোই ;
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কণ্ঠমাল হোই ॥
তাত মাত ভ্রাত বন্ধু আপনো ন কোই।
অবতো বাত ফৈল গয়ী জানে সব কোই ॥
সন্তন সঙ্গ বৈঠ বৈঠ লোক লাজ খোই।
ছাঁড় দই কুল কী কান ক্যা করেগা কোই ॥
অঁসুঅন জল সীঁচ সীঁচ প্রেম বীজ বোই।
মীরা প্রভু লগন লাগি, জো হোয় সো হোই ॥

মূলতান—কাওয়ালী

মুঝে বারি বনবারী সেঁইয়া যানেকো দে।
যানেকো দেরে সেঁইয়া যানেকো দে (আজু ভালা)॥
মেরা বনবারী বাঁদি তুহারি, ছোড় চতুরাই সেঁইয়া যানেকো দে।
(আজু ভালা, মোরে সেঁইয়া)
যমুনা কি নীরে ভরোঁ গাগরিয়া,
(কর) জোড়ে কহত সেঁইয়া যানেকো দে॥

মধু মাধবী সারঙ্গ—কাওয়ালী

দরশন দেনা প্রাণপিয়ারে, নন্দলালা মেরে নৈনো কে তারে।
দীননাথ দয়াল সকল গুণ, নবকিশোর সুন্দর সুখ বারে॥
মনমোহন মন রুকত ন রোক্যো দরশন কিঞ্চিত চাহ হামারে।
রসিক খুশাল মিলনকী আশা, নিশিদিন সুমিরণ ধ্যান লগাবে॥

ভজন—কারফা

আঁখিয়া হরি দরশন কি পিয়াসী।
দেখ্যো চাহত কমল নয়নকি নিশিদিন রহত উদাসী॥
কেশর তিলক মোতিনকি মালা, বৃন্দাবনকে বাসী।
নেহ লাগায় ত্যাগী গয়ে তৃণসম, ডারি গয়ে গল ফাঁসি॥
কাহুকে মনকী কো জানত, লোগনকে মন হাঁসি।
সুরদাস প্রভু তুমহারে দরশ বিনা লৈহোঁ করবত কাসী॥

ভৈরবী—দাদ্‌রা

গোবিন্দকো ভজন করলে মন রঙ্গ।
অন্তরযামী নর নারায়ণ পূরত সবকে কাম ॥

ভৈরবী—তেতালা

রে মন কৃষ্ণ নাম কহি লীজে।
গুরুকে বচন অটল করি মানহি, সাধু্ সমাগম কীজে ॥
পঢ়িয়ে গুনিয়ে ভগতি ভাগবত, আউর কহা কথি কীজে।
কৃষ্ণনাম বিনু জনমু্ বাদিহি, বিরথা কাহে জীজে ॥
কৃষ্ণনাম রস বহ্যো জাত হ্যায়, তৃষাবন্ত হৈ্ব পীজে।
সুরদাস হরি শরণ তাকিয়ে জনম সফল করি লীজে ॥

প্রভাবতী—তেতালা

মেরে জনম-মরণকে সাথী থাঁনে নহি বিসরুঁ দিনরাতী
থাঁ দেখ্যোঁ বিন ফল ন পড়ত হ্যায় জানত মেরী ছাতী।
ঊঁচী চঢ় চঢ় পন্থ নিহারুঁ রোয় রোয় আঁখিয়া রাতী ॥
যো সংসার সকল জগ ঝুঠো, ঝুঠা কুলরা ন্যাতী।
দো কর জোড়্যাঁ আরজ করুঁ ছুঁ শুন লীজ্যো মেরী বাতী ॥
য়ো মন মেরো বড়ো হরামী জুঁ্য মদমাতো হাথী।
সৎগুর হাথ ধর্‌য্যো শির উপর অঙ্কুশ দৈ সমঝাতী ॥
পল-পল পিবকো রূপ নিহারুঁ নিরখ নিরখ সুখপাতী।
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর হরি-চরণা চিতরাতী ॥

মধুমাধবী-সারঙ্গ—তেতালা

নন্দনন্দন বিলমাঈ বদরানে ঘেরী মাঈ।
ইতঘন লরজে উতঘন গরজে, চমকত বিজ্জু সবাই।
উমড় ঘুমড় চহুঁ দিসসে আয়া, পবন চলৈ পূরবাঈ॥
দাহুর মোর পপীহা বোলৈ, কোয়ল শবদ শুনাঈ।
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর, চরণ কমল চিত লাঈ॥

ভজন—কাহারবা

শ্যাম! মনে চাকর রাখোজী, গিরধারীলাল! চাকর রাখোজী।
চাকর রহস্যুঁ বাগ লগাস্যুঁ, নিত উঠ দরশন পাস্যুঁ।
বিন্দ্রাবনকী কুঞ্জ গলিনমেঁ তেরী লীলা গাস্যুঁ॥
চাকরীমেঁ দরশন পাউঁ, সুমিরণ পাউঁ খরচী।
ভাব ভগতি জাগীরী পাউঁ, তিনু বাতাঁ সরসী॥
মোর মুগট পীতাম্বর সোহায়, গল বৈজন্তী মালা।
বিন্দ্রাবনমেঁ ধেনু চরাওয়ে, মোহন মূরলীবালা॥
হরে হরে নিত বাগ লগাউঁ বিচ বিচ রাখুঁ কেয়ারী।
শাঁওরিয়াকে দরশন পাউঁ, পহর কুসুমমী সারী॥
যোগী আয়া যোগ করণকুঁ, তপ করণে সন্ন্যাসী।
হরি ভজনকুঁ সাধু আয়া, বিন্দ্রাবনকে বাসী॥
মীরাকে প্রভু গহির গম্ভীরা সদা রহো জী ধীরা।
আধিরাত প্রভু দরশন দীনহেঁ প্রেমনদীকে তীরা॥

মিশ্র—কাহারবা

আমায় চাকর রাখ গো।
তোমার ফুল বাড়ীতে রইব চাকর খেলব ফুলের খেলা।
(আর) ঘুম ভেঙ্গে রোজ দেখব আমি তোমায় সকাল বেলা॥
গন্ধ ফুলের গাছ লাগাব লাল, সাদা, আর নীলা।
(আর) বৃন্দাবনের কুঞ্জপথে গাইব তোমার লীলা॥
সবুজ শোভার বর্ন সাজাব জলভরা ঝিল মাঝে।
(আর) শ্যামলে শ্যাম দেখব তোমায় সকল ফুলের সাজে॥
যোগী এলেন যোগের লোভে সন্ন্যাসী তপ লাগি।
(আর) ভক্ত এলেন বৃন্দাবনে ভজন অনুরাগী॥
মীরার প্রভু স্বভাব গোপন থির হরে মন ধীরে।
(প্রভু) আধেক রাতে দেবেন দেখা নীল যমুনার তীরে॥

কানাড়া—তেতালা

শুনি হো ম্যয় হরি আওয়নকী আওয়াজ।
মহল চঢ় চঢ় জাউঁ মেরী সজনী! কব আওয়ে মহারাজ॥
দাদর মৌর পপইয়া বোলৈ, কোয়ল মধুরে সাজ।
উমঁগ্যো ইন্দ্র চহুঁ দিশি বরষৈ দামনি ছোড়ি লাজ॥
ধরতি রূপ নবা নবা ধরিয়া কান্ত মিলনকৈ কাজ।
মীরাকে প্রভু হরি অবিনাশী বেগ মিলো সিররাজ॥

দরবারী কানাড়া—ঝাঁপতাল

শ্যামল কদম্ব মূলে মূরলী বাজাওয়ত
খেলত মোহন শ্যাম।
(নব) নীরদ নেত্রে য্যায়সে খেলত বিজুরিয়া নয়ন মোহে॥
প্রভু হো কৃপালু অতুল গুণাকো
দেখকে জীয়ারা হোত সুমধুর হাস জীয়ারা উদাস।
ভজুবন বিহারী বনমালী বংশীধারী॥

ভজন—কাহারবা

তুমরে কারণ সব সুখ ছোড়্যা অবমোহি কেঁউ তরসাও হো।
বিরহ-বিথা লাগি উর অন্তর সো তুম আয় বুঝাও হো॥
অব ছোড়ত নহিঁ বণৈ প্রভুজী হাঁসকর তুরত বুলাও হো।
মীরা দাসী জনম-জনমকী অঙ্গসে অঙ্গ লাগাও হো॥

ভজন—কাওয়ালী

পীতম্ প্যারে বন্‌শীবারে তু আযা কন্‌হৈয়া আযা।
লেই গোয়াল বাল নন্দলাল মোহন মূরলীধ্বনি ধূন শুনাযা॥
ম্যয় গোবর্দ্ধনমে যাঁউ সাথ ম্যয় গোবর্দ্ধন মে যাঁউ।
বনকুঞ্জন বাট যমুনাজীকা ঘাটপে আপে গৌহা চরায়যা॥
টের কদম্‌কা নীচমে সখা সঙ্গ নানা খেলন ধূম মচায়যা।
ভুখ্ লাগে তো মাখন মিশ্রী মেরোই হাথসে খাযা॥
দহি দুধ মালাই লেত চলুঁ তু আযা হো মেরি রাজা।
দাস বিশ্বরূপ তোঁহে বিনতি করতু হ্যায় শ্যামল সুরত দেখাযা॥

ভজন—কাহারবা

শ্যাম-সুন্দর মন-মন্দিরমে আও আও।
হৃদয়-কুঞ্জমে রাধা নাম কি বন্‌শী শুনাও শুনাও॥
বহত যমুনা নয়ন নীরকে আও শ্যাম ওহি যমুনা তীরপে
বৈঠি বন্‌ঠন্‌ ভক্তি গোপীন কাহে তুম্‌ বিলমাও. আও আও॥
চঞ্চল মোহন চরণ কমল পে নূপুর বাজাও,
প্রীতি-চন্দন মনকে মেরে লেকে অঙ্গ সাজাও,
বিরহ কি মোর পাপিহা বোলে
প্রেম কি নাইয়া ডগমগ ডোলে
আও কানাইয়া রাস রচাইয়া মধুর সুরত দেখলাও আও আও॥

ভজন—কাওয়ালী

সুন্দর লালা নন্দ ভুলালা নাচত শ্রীবৃন্দাবন মে।
ভালে চন্দন তিলক মনোহর অলকা শোভে কপোলন মে॥
শিরে চূড়া নয়ন বিশালা কুন্দমালা হিয়া পর দোলে।
পহিরণ পীত পটাম্বর বোলে রুনু ঝুনু নূপুর চরণ মে॥
কোই গাওয়ত পঞ্চম তান, বংশী-পুকারো রাধা নাম,
মঙ্গল তাল মৃদঙ্গ রসাল বাজাওয়ত কোই রঙ্গন মে॥
রাধা কৃষ্ণ একতনু হোয়, নিধুবন মে যো রঙ্গ মচাই
বিশ্বরূপ যো ভগবান সোহি লীলা করত বৃন্দাবন মে॥

স্মরট-মল্লার—একতালা

শ্যামের বাঁশী যদি আমি পেতাম।
মোহন মুরলীর স্বরে সবার মন হরে, মনোহরের মন ভুলাইতাম॥
উচ্চ করে বেণী বাঁধতাম শিখিপাখা,
ঈষৎ হেলাইয়া ক'রে দিতাম বাঁকা
সর্ব্ব অঙ্গে দিতাম নীলাম্বরী ঢাকা, না হয় বাঁকা হ'য়ে দাঁড়াইতাম॥
শ্যামের করের বাঁশী ডাকত রাধা বলে,
আমার করের বাঁশী ডাকত কৃষ্ণ বলে,
বাঁশী বাজায়ে গোকুলে, কালিন্দীর কূলে,
কালাচাঁদের কুলে কালী দিতাম॥
বাঁকা হ'য়ে না হয় খেলতাম নিধুবনে,
বনফুলের হার গেঁথে দিতাম বনে,
নীলকণ্ঠ কহে, ভাবনা কি রাই মনে
(না হয়) ঐ' চরণের নূপুর হতাম॥

পরজ—একতালা

ফুলয়া বিনত ডারে ডারে, গোপীন কে সঙ্গ কুঙারী,
চন্দ্রবদন দমকত বৃষভানুকে লালী।
য়েরী চঞ্চল কুঙারি, আপন অঞ্চল সম্‌হারি,
আবত ব্রজনন্দলালা খেলন কে লগি॥

মনোহর সাহী—ঝাঁপতাল

নব নীরদ বরণ কিসে গণ্য শ্যামচাঁদ রূপ হেরে।
করেতে বাঁশী, অধরে হাসি, রূপে ভুবন আলো করে॥
জড়িত পীত বসন জিনি তড়িত করে ঝলমল,
আন্দোলিত চরণাবধি, হৃদিসরোজে বনমাল,
নিতে গোপিনী জাতি কুল আলো করে যমুনা কূল,
নন্দকুলচন্দ্র, কোটী চন্দ্র জিনি বিহরে॥
শ্যাম গুণধাম পশি, হাম হৃদি-মন্দিরে
প্রাণ মন জ্ঞান সখি, হরে নিল বাঁশীর স্বরে!
গঙ্গানারায়ণের দুঃখ বলে কি জানাব তোরে,
জানতে যদি যেতে সখি, যমুনায় জল আনিবারে॥

মিশ্র—তেতালা

জগজন মোহন সঙ্কট হারী কৃষ্ণ মুরারি শ্রীকৃষ্ণ মুরারি॥
রাস রচাওত শ্যাম বিহারী পরম যোগী প্রভু ভবভয় হারী॥
গোপীজন-রঞ্জন ব্রজ-ভয়হারী, পুরুষোত্তম প্রভু গোলোক-চারী॥
বন্‌শী বাজাওত বন-বন-চারী ত্রিভুবন-পালক ভক্ত-ভিখারী॥
রাধাকান্ত হরি শিখি-পাখা-ধারী কমলা-পতি, জয় গোপী-মনহারী॥

ভূপালী—তেতালা

শ্যাম সুন্দরকো ধ্যান রহত নিশ বাসর এ রটনা।
য়হ বিচার-কর দেখ জগত-মে, হরি বিনা কো আপনা॥

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—যৎ

সোহাগে মৃণাল ভুজে বাঁধিল শ্রীরাধা শ্যামে।
চপলা অচলা হ'ল নীলাচলে মিশাইল,
শোভিল কদম্ব-মূল শ্রীমতী-শ্যাম সমাগমে॥
গোপনে গোপিনী-কুল সে মাধুরী নেহারিল,
পুঞ্জে পুঞ্জে অলি-কুল কুঞ্জে আসি গুঞ্জরিল,
কালায় ভাবি কাল জল রাধায় কমলিনী ভ্রমে॥

ইমন-ভূপালী—কাওয়ালী

দিনবা যাতে হো বীত হ্যায়, মন তেরী হো,
ক্যাকিয়ো মুরখ মন, আকে দুনিয়া মে॥
পরম আত্মা পরমেশ্বর ঈশ্বর, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম পীতাম্বর,
দীনবন্ধু দয়াল দামোদর, ভজলে মুরখ মন কৃষ্ণবাসুদেবায়॥
জনম লিয়া যব জননী গরভমে, বার বার জোরি আরজ করত হ্যায়
আকে দুনিয়া মে বিসর গয়ো সব কহত তানসেন শুনত হ্যায়॥

ভজন—তেতালা

সংসার মায়া ছাড়িয়ে কৃষ্ণ নাম ভজ মন।
কৃষ্ণ নাম জপরে জপরে পাবে অমূল্য ধন॥
বিষয় বাসনা, মায়ার ছলনা সকলি ঘুচিয়া যাবে।
রূপের পিয়াসা পলকে মিটিবে নয়নে হেরিবে অরূপ রতন।
সুন্দর বরণ রূপের চেতনা সুন্দরে দশদিশি মগন।
অপরূপ বিভবে পরাণ ভরিবে রাজীব চরণে পরশ দান॥

ভজন—তেতালা

হে গোবিন্দ রাখ্ শরণ অবতো জীবন হারে॥
নীর পীবন হেত গয়ো সিন্ধুকে কিনারে।
সিন্ধু বীচ বসত গ্রাহ চরণ ধরি পছারে॥
চার প্রহর যুধ ভয়ো লে গয়ো মঝোধারে।
নাক কান যুগল লাগে কৃষ্ণকে পুকারে॥
দ্বারকামে শব্দ ভয়ো গরুড় ত্যজি সিধারে।
গ্রাহকো মারকে গজরাজকো উধারে॥
সুর কহে শ্যামসে আস হ্যায় তুম্হারে।
মেরি তেরা ন্যাব হোই যমরাজ-কো ডুবারে॥

ইমন-কল্যাণ—তেওরা

ভাব সদা মন শ্রীরাধারমণ, শমন দমন কলুষ-নাশন।
অকূল-কাণ্ডারী ভব-ভয়হারী, বিপদ-নিবারী শ্রীমধুসূদন॥
মানসে একান্তে ডাক রাধাকান্তে, লবেনা ছোঁবেনা করাল কৃতান্তে
স্থান পাবে অন্তে অভয়পদ প্রান্তে, নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে ভাব অনুক্ষণ॥
অসার সংসার ভাব সারাৎসার, শ্রীচরণ সার কর মন আমার,
সাধন ভজনে নাহি প্রয়োজন, ভক্তিভরে নামরসে হও মগন॥
ব্রত যাগযজ্ঞ নহে নামের যোগ্য, অনায়াসে লভে ফল চতুর্ব্বর্গ,
তুর্ব্বলের বল দীনের সম্বল, হরি হরি বল ভরিয়ে বদন॥
ত্যজি লাজভয় বল সবে জয়, হরি দয়াময় দিবেন পদাশ্রয়।
চিন্তা পরিহরি মুখে বল হরি, হরি হরি বলি কর সঙ্কীর্ত্তন॥

ভজন—কাহারবা

হরি তুম হরো জনকি ভীর।
দ্রোপদী কি লাজ রাখী তুরৎ বঢ়ায়ো চীর॥
ভগত কারণ রূপ নরহরি ধরো আপ শরীর।
হিরণ-কশ্যপ মারি লীন্‌হো ধরেয়া না হীন্‌ ধীর॥
ডুবতে গজরাজ রাখ্যো কিয়ো বাহার নীর
দাসী মীরা লাল গিরীধারী চরণকমলপর শির॥

মিশ্র—কাহারবা

ভেইয়ারে কানাইয়া রে নেক্‌ দরশ দিখায়ে যা রে।
শ্যামলিয়া প্যারে বন্‌শী ওয়ারে মেরে ছাতিয়াপে আযা রে॥
মেরো ভেইয়া বরজলালা ব্রজবাল সেঁইয়া নন্দত্বলালা।
যমুনা কিনারে ধীর সমীরে (নেক) বাঁশরী বাজায়ে যা রে॥
প্রাণ কি প্রাণ ভেইয়া মেরো ভিক্‌ষা মাঁগি দরশন তে.রা।
নয়নমে ঠারো পিয়াস নিবারো মেরে রাজন্‌ কি রাজা রে॥

বসন্ত—একতালা

আয়নারে ভাই প্রাণের কানাই গোঠের মাঠে যাইরে চলে।
গাছের পাতায় মেঘের মাথায় খেলছে ভানু লহর তুলে॥
মিছিমিছি করছ দেরী হয়েছে কি গরব ভারী।
জান কিনা কেউ যাবনা ধেনু চরাতে তোমায় ফেলে॥
আমরাও সব গরব করি তোমার সাথে দিতেম আড়ি
প্রাণ মানে না তাই কি করি তোমায় নিতে এলাম চলে॥

কীর্ত্তন—খয়রা

যদি গোকুল চন্দ্র ব্রজে না এল।
(আমার) এ হেন জীবন পরশ রতন কাঁচের সমান ভেল॥
(আমি) গেরুয়া বসন অঙ্গেতে ধরিব শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
(আমি) যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে যেথায় নিঠুর হরি॥
(আমি) মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে খুঁজিব যোগিনী হয়ে।
(আমায়) যদি মিলায় বিধি মম গুণনিধি বাঁধিব অঞ্চল দিয়ে॥
(আমি) আপন বঁধুয়া আপনি বাঁধিব কেবা রাখিবারে পারে।
(আর) যদি রোধে কেউ ত্যজিব এ জীউ নারী বধ দিব তারে॥
(আমি) পুনঃ ভাবি মনে বাঁধি বা কেমনে সে শ্যাম বঁধুয়া করে।
(হায়) বাঁধিয়া কেমনে ধরিব পরাণে তাই ভাবিতেছি চিতে॥
জ্ঞানদাসে কয় বিনয় বচনে শুন বিনোদিনী রাধা।
মথুরা নগরে যেতে মানা করে দারুণ কুলের বাধা॥

কীর্ত্তন—খয়রা

অনেক সাধের পরাণ বঁধুয়া আর না ছাড়িব তোরে।
পরাণ যেখানে রাখিব সেখানে যেতে ত দিব না ফিরে॥
হিয়ায় হিয়ায় রাখিব তোমায়, রহিব পড়িয়া ও কমল পায়.
তুমি যে আমার হৃদয়ের হার পরশ চরণ শিরে॥
কত আরাধনা জীবনে মরণে, পেয়েছি তোমায় বলিব কেমনে.
দিবস রজনী কিছু নাহি জানি ভেসেছি নয়ন নীরে॥

কীর্ত্তন—একতালা

মরিব মরিব সখি, নিশ্চয় মরিব,
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব ॥
তোমরা যতেক সখী থেক মঝু সঙ্গে,
মরণ কালে কৃষ্ণ নামটী লিখ মঝু অঙ্গে ॥
ললিতা প্রাণের সখি মন্ত্র দিও কাণে,
মরা দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণনাম শুনে ॥
না পোড়ায়ো রাধা অঙ্গ না ভাসায়ো জলে,
মরিলে তুলিয়ে রেখ তমালের ডালে ॥
সেই ত তমাল তরু কৃষ্ণ বরণ হয়,
অবিরত তনু মোর তাহে যেন রয় ॥
কবহুঁ সে পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে,
পরাণ পায়ব হাম পিয়া দরশনে ॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী,
ধৈরয ধরয় চিতে মিলব মুরারি ॥

কীর্ত্তন—খয়রা

আজু সই কুদিন সুদিন ভেল।
মাধব মন্দিরে তুরিতে আওব কপাল কহিয়া গেল ॥
চিকুর ফুরিছে বসন খসিছে পুলক যৌবন ভার,
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে দুলিছে হৃদয় হার।
(অজু) বিহি অনুকূল ভেল ॥

কীৰ্ত্তন—খয়রা

মাধব তুঁহু রহল মধুপুর।

ব্রজকুল আকুল দুকুল কলরব, কানু কানু বলি ঝুর।
যশোমতীনন্দ অন্ধ সম বৈঠত, সাহসে চলই না পার॥
সখাগণ ধেনু, বেণুরব বিছুরলু, তরুগণ মলিন সমান।
পিক শুক-সারী ময়ূরী ন নাচত, কোকিল ন করত হি গান॥
বিরহিণী বিরহ কি কহব মাধব, দশ দিকে বিরহ হুতাশ।
সোই যমুনা জল কূল অধিক ভেল, কহত হি গোবিন্দদাস॥

বেহাগ—কাওয়ালী

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু, পেখনু পিয়া মুখচন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মাননু, দশদিক ভেল নিরদ্বন্দ্বা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মাননু, আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোরে অনুকূল হোয়ল, টুটল সবহু সন্দেহা॥
সোই কোকিল অব লাখ ডাকউ লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বান অব লাখ বান হউ মলয় পবন বহুঁ মন্দা॥
আজু মঝু যবহু পিয়া সঙ্গ হোয়ল, তবহি মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অল্পভাগী নহ, ধনি ধনি তুয়া নব লেহা॥

পরজ—কাওয়ালী

ক্যা করুঁ না মানেরী, সখিরী।
মৌর মকুটবাকে ঢীঠ লংগরবা,
ডগর চলত পানিয়াঁ ভরত ঢিঠোলী করত ন মানেরী॥
সনদ পিয়া মোরে মানত নাহীঁ, বার বার মোসে জোরাবরী করত।

ভৈরবী—তেতালা

জাগো মোহন প্যারে ;
সাঁবরি সূরত মোরে মন ভাওঁয়ে সুন্দর লাল হামারে।
প্রাত সমেঁ উঠ ভানু উদয় ভয়ো
গোয়াল বাল সব ভূপত ঠাড়ে
দরশনকে সব ভূখে প্যাসে উঠিও নৌন্দ-কিশোরে।

বিলাওল—তেতালা

জাগ উঠে সবজন তুম জাগো ;
গৌবনকে চরবাল চরৈয়া।
গোয়াল বাল সব গৌয়া চরাওয়ত
তুমরে কারণ আওয়ত ধাওয়ত
সদা রৌঙ্গ মন তুমসোঁ লাগা।

খাম্বাজ—তেতালা

লাগ রহ্যো মন রাধা বরসেঁ ;
অউর কহে কছু অউর উপরসেঁ।
দিন রাতিয়াঁ আখিয়াঁ আগে মেরী
ঠাড় রহে কছু রূপ সুঘরসে।
আনন্দ ঘন প্রভু লায়ে নেহা
প্রেম রঙ্গোগী ম্যয় গিরিধর বরসেঁ॥

জৌনপুরী—তেতালা

মোরি ইতনি বিনতি অব স্থনিয়ে ;
বনোয়ারী কেষ্ণমুরারী শরণাগতকে তুম হিতকারী।
ম্যয় হুঁ দীন অনাথ নাথ তুম,
ভক্তনকে অঘ শৌঙ্কট হারী ;
তুমরে চরণ শরণ অব আয়ো,
কাট দৌন্দ ফৌন্দ অতভারী ॥

দরবারী কানাড়া—তেতালা

পারশ সম তুম লাল ;
হামারে দ্বারে আন ভয়ে সগরী স্থলাল।
দরশ ভয়ো তুম মন বাঞ্ছিত ফল,
পাওয়ো উমঙ্গ উমঙ্গ মোরে লাল ;
গরবা লাগুঁ তোরে ॥

দরবারী—একতালা

নব জলধর পীতাম্বর শ্যাম বিপিনচারী।
বঙ্কিমঠাম কুস্থম-ভূষণ গোপনারী-মনহারী ॥
অতুল রাতুল চরণরাজে, ধীর মধুর নূপুর বাজে।
মোহন সাজে মোহে ফুলধনু, নটবর বনোয়ারী ॥
স্থধাকর কিবা শ্রীমুখ কমল প্রেম পীযূষ ঢল ঢল ঢল,
বিমল ফুল্ল অধর যুগল মধুর মুরলিধারী ॥

ধানসী—(কীর্ত্তন)

তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম সুতমিত-রমণী-সমাজে।
তাহে বিসরি মন, তাহা সমর্পিনু, অব মঝু হব কোন কাজে॥
মাধব, মঝু পরিণাম-নিরাশা।
তুঁহু জগতারণ দীন-দয়াময় অতয়ে তুঁহারি বিশোয়াসা॥
আধ জনম হাম নিঁদ গোঙায়নু, জরা শিশু কতদিন গেলা
নিধুবনে রমণী-রসরঙ্গে মাতনু, তোহে ভজব কোন বেলা।
কত চতুরানন মরি মরি যাবত, ন তুয়া আদি অবসানা॥
তোহে জনমি পুনঃ, তোহে সমাওত, সাগর-লহর সমানা॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি শেষ শমন-ভয়, তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি-অনাদিক-নাথ কহায়সি, অব তারণ-ভার তুঁহারা॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী

আওরে কানাইয়া বংশী বাজাইয়া নিকুঞ্জ কাননে।
আবীর কুঙ্কুম কুসুম চন্দন লাগাব রাঙ্গা চরণে॥
শোনহে কেশব তব শ্যাম অঙ্গে
মোরা সখি সবে ফাগ্ দিব রঙ্গে;
লালে লাল নন্দলাল লাল কাল তমাল রঞ্জিব পীত বসনে॥
ও নিঠুর হরি করোনা চাতুরি
ছলনা জানিনা মোরা ব্রজনারী,
চল ত্বরা করি রাঙ্গাপায়ে পড়ি দিওনা ব্যথা পরাণে॥

মনোহরসাই—খয়রা

অব মথুরাপুর মাধব গেল, গোকুল মাণিক সখি, কো হরি নেল।
(ওকে হরে নিল গো—প্রাণের হরি, ব্রজপুরী আঁধার করি,
হিয়ার মানিক, প্রাণ মন শূন্য করি ইত্যাদি)
গোকুলে উছলল করুণার রোল নয়নের জলে হের বহয়ে হিল্লোল
(আজি উছলিল, যমুনা জল, ব্রজ গোপিনীর নয়ন জলে.)
শূন ভেল মন্দির, শূন ভেল নগরী, শূন ভেল দশদিশ, শূন ভেল সগরি
(সব শূন্য হল, একবিনে সব, এক ভানুকানু বিনে)
কৈছনে যাওব যমুনাকী তীর, কৈছে নেহারব কুঞ্জকুটির.
সহচরী সঞে যাহা কয়ল ফুলখেরি, কৈছনে জীয়ব তাহি নেহারি.
(আমি বাঁচি কেমনে—হেরে যমুনে, কুঞ্জ হেরে।
যমুনা পুলিন বিহারী ছাড়ি, কুঞ্জকাননচারী ছাড়ি, কুঞ্জ হেরে।
ভনয়ে বিদ্যাপতি করি অবধান, কৌতুকে ছাপি তঁহি রহু কান

থাম্বাজ—একতালা

ব্রজ গোপাল শ্যাম সুন্দর যশোদা দুলাল শিশু নটবর।
নন্দ-নন্দন নয়নানন্দ চরণে মধুর সৃজন ছন্দ,
ভুবন মোহন কৃষ্ণচন্দ্র অপরূপ রূপ হেরে চরাচর॥
কোটি গ্রহতারা চরণে নূপুর
ওঁকার ধ্বনি বাঁশরীর সুর।
বঙ্কিম আঁখি, বাঁকা শিখিপাখা, বাঁকা শ্রীচরণ ভঙ্গিমা বাঁকা
কৃষ্ণমায়ায় শ্রীঅঙ্গ ঢাকা করাল মধুর প্রভু গিরি-ধর॥

কাফী—কাওয়ালী

সজনিয়াঁ পানিয়া ভরনে ক্যাসে জাউঁ
ন্গর লচকি আই করত ঢিঠাই, তট বংশী বট যমুনাকে তট মেঁ॥
উচকি উচকি তান লেত বংশীয়া কী
ডগর চলত করত ঢিঠাই তট বংশীবট যমুনাকে তট মে॥

কানাড়া—কাওয়ালী

বলমারে চুনারিয়া মোকো লালী রঙ্গা দো।
জৈসী তেরি সুরখ পাগড়িয়া ঐসে রঙ্গ রঙ্গা দো।
শ্যামসুন্দর সে খেলুঙ্গা হোরী
আবির গুলাব সে চোলিয়া রঙ্গা দো॥

কেদারা—ঢিমে তেতালা

এ পিয়া রঙ্গ না ডারো।
ভিঙ্গ গয়ী হমারী সিগরী চুনারিয়া॥
বিন্দ্রাবন কে কুঞ্জ ভবন মে, গলে বীচ বহিয়া ডারী।
মেরী কহা পিয়া মানত নাহী, আখীর দেখুঁ মৈঁ চতুরা নারী॥

খাম্বাজ—দাদরা

নিঠুর হরি বংশীধারী, খেলবো হোরি তোমার সনে,
লাজ মান পরিহরি, এসেছি তাই কুঞ্জবনে॥
আবীর কুঙ্কুম রঙে সাজাইব তব অঙ্গে
ভাসিয়ে প্রেমতরঙ্গে দাসী হব ঐ চরণে॥

কাফি সিন্ধু—তেতালা

হোলি খেলত আজু কন্‌হই,

বৃন্দাবন ব্রজ ঘাটবাট রজ রঞ্জিত আজু বন্‌হই।
ব্রজ বালক সব হসত করত রব পুরজন প্রীত বঢ়ই ;
সামল খেলত ইত উত নিরখত নাচত তা তত থই ॥
সখা সখিগণ লচক গাত শুন তাল বিমোহন দই।
বাজত নূপুর বাঁসুলি সুমধুর গোপী-চিত মূরছই ॥
যমুনা তট পর অরুণ কিরণ ভর দেত নীর উজলই।
মন্দ সমীরণ বহত তান সন চিত্ত উচাটন ভই ॥
রক্ত ফাগজল ভিঙত অঞ্চল ব্রজপথ রঙ্গিল ভই।
পুলকিত সবজন দেখত মোহন তন মন ধন বিসরই ॥

ভৈরবী—ধামার

পোহাল শর্ব্বরী।

বৃন্দাবন কেলি কুঞ্জে, সব সখী রঙ্গে ভঙ্গে,
ফাগুন মাসে খেলে হোলি, সঙ্গে শ্রীহরি।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে, আনন্দ সঙ্গীত মাঝে,
মূরলী বাজায় শ্যাম, বংশীধারী ॥
ঝুলনে আবীর খেলা, খেলে আজি নন্দলালা,
হেরি সে অপূর্ব্ব লীলা বিমোহিত ব্রজনারী।
নাচে ময়ূর ময়ূরী কিবা, কুঞ্জবনে কি নবশোভা,
গুঞ্জে গুঞ্জে নাচে অলিদল, শুক-সারী ॥

দরবারী কানাড়া—ঝাঁপতাল

রাধারমণ মদন-মোহন মাধব মুকুন্দ মুরারে।
মধুসূদন মনোহর, ময়ূর পুচ্ছ ধারি!
কৃষ্ণ কেশব কানু কালীয়-মর্দ্দন
কলুষহারী কংসারি কালা কমলাপতি
শ্রীকান্ত দনুজারি হরি॥
ব্রজমে গিরিধর লাল ব্রজরাজ গোপাল
ব্রজপাল ব্রজবাল বাঁকে বিহারী।
নীল নীরদ শ্যাম নবল কিশোর
জয়তি যদুনাথ শ্রীগোপিনাথ হরি॥

ভজন ৮

(রাখ) মিনতি রাখ হে গিরিধারীলাল।
(মম) আঁখির আগে রহ শ্যাম-গোপাল॥
(তব) চরণ-তলে মোর এই তনু মন
প্রণামী-ফুলের মত লহ নিবেদন,
(আমি) জনমে জনমে প্রেমের কাঙাল॥
(শুধু) তোমার বিরহ ছাড়া সকল ব্যথা
সহিব তোমারি লাগি হে দেবতা!
(মোর) হৃদয়-বাসরে মিলন-রাতে
আঁখি মিলাও প্রভু আঁখির সাথে,
মীরার প্রীতম হয়ে রহ চিরকাল॥

ভজন

প্রভুজী, তুমি চন্দন আমি বারি,
পরিনু অঙ্গে অঙ্গবাস তোমারি।
প্রভুজী, তুমি ঘন মেঘ, আমি ময়ূর,
চাঁদের পানে চাহি মুগ্ধ চকোর।
প্রভুজী, তুমি দীপক, আমি বাতি,
প্রেমের জ্যোতি জ্বলে দিবারাতি।
প্রভুজী তুমি মোতি, আমি মালা,
পরশে তোমারি অঙ্গ বিভোলা।
প্রভুজী তুমি স্বামী, আমি দাস,
কৃষ্ণ-প্রেম হেন মোর আশ।

মল্লার—যৎ

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর॥
ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন বিরহ দারুণ সঘনে খর শর হন্তিয়া॥
কুলিশ শত শত পাত মোদিত ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকী ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী অথির বিজুরি পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈসে গোঙায়বি হরি বিনে দিন রাতিয়া॥

কীর্ত্তন

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল ॥
সখি, কি মোর কপালে লেখি।
শীতল বলিয়া চাঁদ সেবিনু. ভানুর কিরণ দেখি ॥
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু, পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল, মাণিক হারানু হেলে ॥
নগর বসালাম সাগর বাঁধিলাম মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল মাণিক লুকাল অভাগীর করম-দোষে ॥
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু বজর পড়িয়া গেল।
কহে চণ্ডীদাস কানুর পিরীতি মরমে রহিল শেল ॥

খাম্বাজ—যৎ

গোবিন্দ-মুখারবিন্দ নিরখি মন বিচারে,
চন্দ্র কোটী, ভানু কোটী, কোটী মদন হারে ॥
সুন্দর কপালে শোহে পঙ্কজদলনয়না,
অধরবিম্বে মধুর হাস কুন্দকলিকাদশনা ॥
মণিকুণ্ডল মকরাকৃতি অলকাবলীপুঞ্জা
কেশরকো তিলক গোয়ি সোণেমোরি মুঞ্জা
নবজলধর পীতাম্বর বনমালা গলে শোহে
লীলানট সুরকে প্রভু জগজনমন মোহে ॥

টোড়ী-ভৈরবী—একতালা

হৃদি-বৃন্দাবনে, আমারি কারণে, সর্ব্বনাশা বাঁশী বেজেছে এবার।
(তাঁরে) জানি না তবু যে, ভুলি লোকলাজে,
পাগলিনী ধাই অভিসারে তাঁর॥
প্রমত্ত উজান মন-যমুনায় লুকাইয়া বাঁশী ডাকে 'সখি আয়';
প্রাণের কালিয়া বলে দে কোথায়, বড় যে সুখেরি কলঙ্ক রাধার॥
প্রতি অঙ্গ মোর কানু-ক্ষুধাতুর, সে কানু কেন লো দূর—এতদূর!
প্রেমের রাজা সে যে ছিল না নিঠুর,
কোটি কুঞ্জে সে যে হয়েছে আমার।
যত ছিল রাস, যত বৃন্দাবন, যত লো কদম্ব, নিকুঞ্জকানন.
(সেথা) জনমে জনমে মোর কানুধন,
প্রেম-ভিখারিণী আমি রাধা তাঁর॥

সিন্ধু—ঝাঁপতাল

মুরলী ধ্বনি শুনি আরে ম্যয় যমুনা তট।
তবসে হাম তন মন যৌবন সব বিকাঈ॥
পবন গতিহীন ভঁই, যমুনা উজান বহে,
বিসরি গই গাওয়ন শুকসারী হামারি প্যারী॥
থগিত ভই মীন, গো তৃণ না চাবায়ে পুন,
বাছুয়া না পীয়ে থন য্যায়্‌সী সুনাই;
ছ্যয়লা গলে ডোরি লাগাওয়ে ব্রজনারী,
জল ভরণে ভুল গ্যয়ী, ঠাঢ়ি সখিরী রোঈ॥

সিন্ধু-খাম্বাজ—যৎ

কত সোহাগে, সোহাগে কত যতনে !
কতদিন নিরজনে বসি, ভেবেছি মরমে হে শ্যাম !
তবে ত ঢেলেছি প্রাণ তোমারি ঐ চরণে।
তুমি অতি নিঠুর, তবু তুমি সুন্দর, আকুলা বিরহিণী পরাণে॥
কত সেধেছি কেঁদেছি শ্যাম, শ্রীপদ ধরে,
কতদিন ধুয়ে দিছি ওরাঙা চরণ দুটি দুখিনী নয়ন নীরে,
কেশে মুছায়েছি শেষে নিরমল ভকতি ভরে,
পরাণ উপহার দিছি তব প্রেম চয়নে॥
যখন হেরিনু শ্যাম দূর তমাল তলে
বাজাইছ বাঁশরী জয় রাধে শ্রীরাধে বলে,
হেরিয়া অপাঙ্গে দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গে, তখনি জপিনু শ্যাম নাম ;
মনে মনে গাহিনু শ্যাম নাম, মরমে লিখিনু শ্যাম নাম,
এবে প্রতি নিশীথে হেরি শুধু স্বপনে॥

শ্রীশ্রীবুদ্ধদেব সঙ্গীত

ভৈরবী—একতালা

কপিলাবস্তু নগরে শাক্য বুদ্ধ তনু ধরিলে নারায়ণ।
যজ্ঞ পশুর কাতর স্বর পশিল শ্রবণে টলিল আসন॥
"মা হিংস্যাঃ সর্ব্বভূতানি"
সর্ব্বভূতে বিভু এক জানি,
বেদ মর্ম্ম বুঝালে, প্রদানি পশু বিনিময়ে নিজের জীবন॥
জরা, মৃত্যু, ব্যাধি করিতে নিরাস,
ত্যজি ভার্য্যা, পুত্র, রাজ্য, গৃহবাস,
সুতীব্র বৈরাগ্যে লইয়া সন্ন্যাস কত ঘোর তপ করি আচরণ:
স্বস্থ সুজাতার পায়স ভোজনে,
বৈশাখী শুভ পূর্ণিমা দিনে,
ল'ভি বোধিসুধা সম সর্ব্বজনে সমগ্র ভুবনে করিলে বণ্টন॥

ভীমপলশ্রী—একতালা

ধ্যান স্তিমিতলোচন যোগী কে তুমি বসি তরুতলে।
তপের তাপেতে শীর্ণ শরীর, শ্রীমুখেতে তবু জ্যোতি খেলে॥
হেরি রাজটীকা ভালেতে তোমার, মনে লয় বুঝি রাজার কুমার
প্রাসাদ কাহার করি অন্ধকার, যৌবনে যোগী সাজিলে॥
তুমি কি হে আজি করিয়াছ পণ, "জ্ঞান লাভ কিংবা শরীর পতন"।
নেহারিয়া তব ত্যাগ অতুলন, পাষাণ হৃদয় যায় গলে।
ত্রিতাপ তাপিত জীবের উদ্ধার, করিতে তুমি কি আসিলে আবার
"প্রেম-মৈত্রী" করিতে প্রচার সব সুখ আশ তেয়াগিলে॥

ধানি মিশ্র—একতালা

জুড়াইতে চাই—কোথায় জুড়াই ?
কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই !
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি,
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই !
কে খেলায়, আমি খেলি বা কেন ?
জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন !
এ কেমন ঘোর, হবে নাকি ভোর,
অধীর-অধীর-যেমতি সমীর, অবিরাম গতি নিয়ত ধাই !
জানিনা কেবা, এসেছি কোথায়
কেন বা এসেছি, কে বা নিয়ে যায় ।
যাই ভেসে ভেসে, কত কত দেশে,
চারিদিকে গোল, ওঠে নানা রোল,
কত আসে যায়, হাসে কাঁদে গায়, এই আছে আর তখনি নাই !
কি কাজে এসেছি—কি কাজে গেল,
কে জানে কেমন, কি খেলা হল ;—
প্রবাহের বারি, রহিতে কি পারি ?
যাই—যাই কোথা ?—কূল কি নাই ?
কর হে চেতন,—কে আছ চেতন,
কত দিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন ?—
যে আছ চেতন, ঘুমা'ওনা আর,
দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার ;
কর তম নাশ, হও হে প্রকাশ,—
তোমা বিনা আর নাহিক উপায়, তব পদে তাই শরণ চাই ॥

শ্রীশ্রীযীশুখ্রীষ্ট সঙ্গীত

কেদারা—কাওয়ালী

পান্থনিবাস মাঝে কে হাসে শিশু শশী।
গগন ছাড়িয়া চাঁদ ভূতলে উদয় আসি ॥
চাঁদ ওতো নয় হায়,
চাঁদ পড়ে তারই পায়,
ত্রিভুবন আলো করে শ্রীমুখেতে দেব হাসি ॥
সেই হাসি নিরখিয়া
পুলকে পূরিল হিয়া
গগনে উঠিল গান জয় জয় ঈশামসি ॥

ছায়ানট—একতালা

পুরুষোত্তম হে প্রিয়তম
বেথেলহামে গোশালায়।
হ'য়ে দীন শিশু, নাম ল'য়ে যীশু আলো কর এধরায় ॥
বিশ্বের পাপ করিতে ক্ষালন,
ক্রুশে পূততনু দাও বিসর্জ্জন,
হৃদয় রুধিরে করহে তর্পণ অবিচারে মরি হায় ॥
অপাপ-বিদ্ধ মেরীর নন্দন,
প্রেমসিন্ধু মনো বিনোদন,
নিজগুণে দেহ চরণে শরণ অশরণে করুণায় ॥

খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-গীতি

ক্রুশ যাহার সুপরিচয় সত্য সাধন সার,
প্রেমের যীশু, ত্যাগের গুরু বন্ধু এই যাত্রার।
অঙ্গে যাহার রিক্ত পথিক চির-দৈন্য বেশ
দীনের সেবায় বিলাল তাই ভুলে দুঃখ ক্লেশ,
সদাই সে যে ব্যাকুল রে ভাই লইতে বোঝার ভার।
অন্তর যার পূর্ণ সুধায় পুণ্য পরশ গন্ধ
সুন্দর তার শ্রীমুখ খানি ধেয়ানের আনন্দ,
জীবন মরণ সার্থক ভাই সঙ্গ লভি তার॥

খৃষ্টীয় জাতীয়গান

উঠ ভক্ত, উঠ বীর
শ্রীষ্ট চরণে প্রণত করিয়া শির,
প্রেমের মন্ত্র, সেবাব্রত লহ সকল ধরিত্রীর।
যেথায় বেদনা বাজে সেথা বুক দিবে পাতি'
তোমার প্রাণের আলো উজলিবে মোহ-রাতি ;
আনো আনন্দ, ঘুচাও বন্ধ, মুছাও অশ্রু নীর।
গুরুতর প্রণামী দিতে কি দান এনেছ আজ ?
সন্ন্যাসী সে যে গুরু, ভিখারীর মহারাজ,
সব যে সে চাহে, ভক্তেরা গাহে, বিজয় বৈরাগীর॥

শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য সঙ্গীত

গান্ধার—একতালা

ভারতগগনে জ্ঞান-ভাস্কর কে তুমি হে চীর-ধারী।
ফুল্ল আনন রাজীবলোচন মুনি-গণ-মনোহারী॥
বিবেক-উজল প্রেম ঢল ঢল বিষয়-বিরাগী চিত্তকোমল।
বিগতসংশয় হত রিপুছয় তুমি কিগো ত্রিপুরারি॥
ধর্ম্মের যবে বন্ধন দশা কর্ম্মের নাগপাশে।
অমিত বীর্য্য! জ্ঞান অসি নিয়া মুক্ত করিলে এসে॥
শুনি তব মুখে বেদ হুঙ্কার জনম মরণ ঘুচে সবাকার।
শঙ্কর! মম শঙ্কা হরণ কর মোহ অপসারি'॥

বেহাগ খাম্বাজ—একতালা

বয়সে নবীন, তত্ত্বজ্ঞ প্রবীণ, বৈরাগ্য-প্রদীপ্ত যতি লীলাছলে।
'ব্রহ্মজ্ঞানে মুক্তি' শিক্ষা দিয়া জীবে,
কে তুমি হে মোহ তমো বিনাশিলে?
সুষুপ্তি বা স্বপ্নে কিম্বা জাগরণে, সদা সম সত্য জ্ঞান বিদ্যমানে,
বহু মিথ্যা দৃশ্য দেখায় অজ্ঞানে, ব্রহ্মাভিন্ন জীব এক বুঝাইলে॥
শিষ্য চিৎসুখে আনন্দগিরিরে, পদ্মপাদাচার্য্যে তথা সুরেশ্বরে,
লোক শিক্ষাতরে চারি অধীশ্বরে, চারিমঠে স্থাপি স্বরূপে মিলিলে,
অজ্ঞ মূঢ়মতি সাধন বিহীন, প্রপন্ন কিঙ্কর যাচে অতি দীন,
নিজগুণে করুণায় কর লীন, শঙ্কর তব চরণ কমলে॥

ইমনকল্যাণ—তেওরা

নমামি শঙ্কর, আচার্য্য প্রবর, পদযুগে তব কোটি নমস্কার।
বেদান্ত বিজ্ঞান অজ্ঞে শিখাইতে করুণার বশে হ'লে অবতার ॥
শিবগুরু-পুত্র-রূপে নরাকারে, মায়াবশে জন্মি বিশিষ্টা-উদরে ;
বিশ্বেশ্বর ফিরি যতি-বেশ ধ'রে, বেদান্ত মহিমা করিলে প্রচার ॥
বদরিকাশ্রমে সমাধি প্রজ্ঞায়, তিনটি প্রস্থান শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায়,
ভাষ্যে বুঝাইলে প্রাঞ্জল ভাষায়, যুক্তিবলে ছেদি সংশয় সবার ;
শিখালে সংসার মরীচিকাকার, আত্মা নহে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার,
ভ্রান্ত এ বহুত্ব-প্রতীতি মায়ার, জীব ব্রহ্মাভিন্ন নিত্য নির্ব্বিকার ॥

ভূপালী—তেওরা

কে তুমি হে বাল-যতি।
কৈলাস ত্যজি হায় এলে কি করুণায় ধরি কায়া পশুপতি ॥
ষোড়শ বর্ষ না হইতে অতীত,
বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্র করি অধিগত,
রচ প্রস্থানত্রয় ভাষ্য সুচিন্তিত, সুললিত কত স্তুতি ॥
অদ্বৈত শ্রুতিমত করিতে প্রবর্ত্তন,
কর্ম্ম, সমুচ্চয় করিলে খণ্ডন,
যাচে পরাজিত মিশ্র-মণ্ডন চরণে শরণাগতি ;
সমগ্র ভারতে আসিন্ধু হিমাচলে,
তর্কে জিনি যত নাস্তিক সকলে,
জন হিতে মঠ চতুষ্ক স্থাপিলে, লহ দীনের প্রণতি ॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সঙ্গীত

"রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনী শক্তিরস্মা—
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥"

—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শ্রীরাগ—খয়রা

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনী, অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিলোলে মদন মুরছা পায় ॥
কিবা সে নাগর, কিখনে দেখিনু, ধৈরয রহল দূরে,
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল, কেনবা সদাই ঝুরে ॥
হাসিয়া হাসিয়া, অঙ্গ দোলাইয়া, নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ান কটাখে, বিষম বিশিখে, পরাণ বিঁধিতে চায় ॥
মালতীফুলের, মালাটী গলে, হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া, মাতল ভ্রমর, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বোলে ॥
কপালে চন্দন, ফোঁটার ছটা লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি, মরমে বাঁধল, না কহি লোকের লাজে ॥
এমন কঠিন, নারীর পরাণ, বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি, হয় পরিণামে, দাস গোবিন্দ কয় ॥

কীর্ত্তন—একতালা

শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর নবনটবর তপতকাঞ্চন কায়।
ক'রে স্বরূপ বিভিন্ন, লুকাইয়ে চিহ্ন, অবতীর্ণ নদীয়ায় ॥
কলিঘোর অন্ধকার বিনাশিতে, উন্নত উজ্জ্বল রস প্রকাশিতে,
তিন বাঞ্ছা তিন বস্তু আস্বাদিতে এসেছ তিনেরি দায় ;
সে তিন পরশে, বিরস-হরষে, দরশে জগৎ মাতায় ॥
নীলাব্জ হেমাব্জে করিয়ে আবৃত, হ্লাদিনীর পূরাও দেহ ভেদগত;
অধিরূঢ় মহাভাবে বিভাবিত, সাত্বিকাদি মিলে যায়।
নবীন সন্ন্যাসী, সুতীর্থ-অন্বেষী, কভু নীলাচলে কভু যান কাশী;
অযাচকে দেন প্রেম রাশি রাশি, নাহি জাতি ভেদ তায়।
দ্বিজ নীলকণ্ঠ ভণে, এই বাঞ্ছামনে, কবে বিকাব গৌরের পায় ॥

খাম্বাজ—চৌতাল

গুণাতীত সর্ব্ব গুণাধার রূপরহিত নিত্য সাকার,
চেতন-ঘন নিরঞ্জন পুরুষোত্তম গৌর অবতার ॥
করুণাময় নর-শরীর-ধারণ, মিলিত-শ্রীরাধা নন্দনন্দন
সহ নিজজন ত্যজি বৃন্দাবন সুরধুনী তীরে লীলাবিস্তার ॥
নিত্য নিরত নাম কীর্ত্তনে, কলি কল্মষ হরণ কারণে
কম কলেবর ধূলায় ধূসর লুণ্ঠিত ভূমে অনিবার ॥
জীবের দুঃখে সতত অধীর, কৌপীনবাস মুণ্ডিত শির।
ব্রজ প্রেমরস আস্বাদনে কামকাঞ্চন পরিহার ॥

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—ঠুংরি

জয় শচী-নন্দন, গৌর গুণাকর, প্রেম-পরশমণি, ভাব-রস-সাগর।
কিবা সুন্দর, মূরতি মোহন, আঁখি রঞ্জন কনকবরণ ;
মৃণালনিন্দিত, আজানুলম্বিত, প্রেমপ্রসারিত, কোমল যুগল কর ॥
কিবা রুচির বদন-কমল, প্রেম রসে ঢল ঢল,
চিকুর কুন্তল, চারু গণ্ডস্থল, হরি প্রেমে বিহ্বল, অপরূপ মনোহর॥
মহাভাবে মণ্ডিত, হরি রসে রঞ্জিত, আনন্দে পুলকিত অঙ্গ :
প্রমত্ত মাতঙ্গ, সোনার গৌরাঙ্গ,
আবেশে বিভোর অঙ্গ, অনুরাগে গর গর ॥
হরিগুণ গায়ক, প্রেম রস নায়ক
সাধু-হৃদি-রঞ্জক, অলোকসামান্য, ভক্তিসিন্ধু শ্রীচৈতন্য ;
আহা, 'ভাই' বলি চণ্ডালে, প্রেম-ভরে লন কোলে,
নাচেন দু বাহু তুলে, হরি বোল হরি বলে ;
অবিরল ঝরে জল, নয়নে নিরন্তর, 'কোথা হরি প্রাণধন'
ব'লে করে রোদন, মহাস্বেদ কম্পন, হুঙ্কার গর্জ্জন ;
পুলকে রোমাঞ্চিত, শরীর কদম্বিত,
ধূলায় বিলুণ্ঠিত সুন্দর কলেবর ॥
হরি লীলারস-নিকেতন, ভক্তিরস-প্রস্রবণ ;
দীনজনবান্ধব, বঙ্গের গৌরব, ধন্য ধন্য শ্রীচৈতন্য প্রেম-শশধর ॥

কীর্ত্তন—একতালা

কি দেখিলাম রে কেশব ভারতীর কুটীরে,
অপরূপ জ্যোতি, শ্রীগৌরাঙ্গ মূরতি, দুনয়নে প্রেম বহে শতধারে।
গৌর মত্ত মাতঙ্গের প্রায়, প্রেমাবেশে নাচে গায়,
কভু ধূলাতে লুটায়, নয়ন জলে ভাসে রে;
কাঁদে আর বলে হরি, স্বর্গ মর্ত্ত্য ভেদ করি সিংহরবে রে;
আবার দন্তে তৃণ লয়ে, কৃতাঞ্জলি হয়ে,
দাস্য মুক্তি যাচেন বারে বারে॥
মুড়ায়ে চাঁচরকেশ, ধরেছেন যোগীর বেশ,
দেখে ভক্তি প্রেমাবেশ, প্রাণ কেঁদে উঠে রে;
জীবের দুঃখে কাতর হয়ে, এলেন সর্ব্বস্ব ত্যজিয়ে,
প্রেম বিলাতে রে;
প্রেমদাসের বাঞ্ছা মনে, শ্রীচৈতন্য চরণে দাস হয়ে
বেড়াই দ্বারে দ্বারে॥

বাউল—একতালা

গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়।
তার হিল্লোলে পাষণ্ড দলন, এ ব্রহ্মাণ্ড তলিয়ে যায়॥
মনে করি ডুবে তলিয়ে রই,
গৌর চাঁদের প্রেম-কুমীরে গিলেছে গো সই,
এমন ব্যথার ব্যথী কে আর আছে, হাত ধরে টেনে তোলায়॥

কীর্ত্তন—একতালা

গৌরসুন্দর প্রেম জলধর তপত-কাঞ্চন-কায়,
নদীয়া নগরে হরি-প্রেম ভরে নাচিয়া নাচিয়া যায় ॥
রক্ত কমল কর পদতল শতদল মুখশশী,
নখরে নখরে সতত বিহরে নিশাকর রাশি রাশি।
বেণু বীণারব মানে পরাভব কণ্ঠে মধুর ভাষা,
তাহে অবিরাম গাহে হরিনাম জাগায়ে প্রেম পিপাসা ॥
শ্রীবাস অঙ্গনে নিতাইয়ের সনে নাম কীর্ত্তনে নাচে
ভিখারী সাজিয়া ঘরে ঘরে গিয়া যারে তারে প্রেম যাচে ।
ভারত ভ্রমিয়া পদ পরশিয়া পূত করিল ধূলি,
যে চরণ রজ হর কমলজ সদা শিরে লয় তুলি ॥
লীলার তুলনা মিলে না মিলে না—তুমি লীলাময় হরি,
হরি নাম দিলে জীব নিস্তারিলে ধরাতলে অবতরি ॥

ভৈরবী—একতালা

কার ভাবে গৌর বেশে, মজালে হে প্রাণ।
প্রেম সাগরে উঠ্‌লো তুফান, থাকবে না আর কুল মান ॥
ব্রজ মাঝে, রাখাল সাজে, চরালে গোধন,
ধরলে করে মোহন বাঁশী, মজল গোপীর মন,
ধরে গোবর্দ্ধন, রাখলে বৃন্দাবন,
মানের দায় ধ'রে গোপীর পায়, ভেসে গেল চাঁদ বয়ান ॥

কীর্ত্তন—আড়খেমটা

তোরা কে দেখবি চলে আয়
অপূর্ব্ব গৌরাঙ্গ শশী উদয় নদীয়ায় ॥
দুটি শিশু বাহু তুলে, নাচে প্রেম ভরেতে দুলে দুলে,
বিধু মুখে মধুর বোলে হরি গুণ গায় ॥
ধন্য রে সব নদেবাসী, তোদের কি নাম শুনাল আসি,
ঘুচল তোদের ভবের ফাঁসী, খস্‌ল যম দায় ॥
চলরে ভাই সবাই মিলে, ঐ গোরা চাঁদের সঙ্গে মিলে,
নাচব হরি হরি বোলে, লুটবো রাঙ্গা পায় ॥

কীর্ত্তন—একতালা

মুড়ায়ে চাঁচর কেশ, ধরেছেন সন্ন্যাসী বেশ,
আঁধার করিয়া নদীয়ায়।
রাধাভাবে অনুরাগী, ব্যাকুল শ্যামের লাগি,
সদা ঝরে আঁখি মরি হায় ॥
কত ভাব তরঙ্গ উঠে, ক্ষণে বসে ক্ষণে উঠে,
কৃষ্ণ বলে ক্ষণে ছুটে যায়।
কোথা প্রাণকান্ত বলে, ক্ষণে লুটে ধরাতলে,
বলে রাখ রাখ প্রাণ যায় ॥
কোথা গেলে কি করিলে, বল প্রাণ-কৃষ্ণ মিলে,
বিরহ সহনে নাহি যায়।
অন্তরঙ্গের নিকটে, কাঁদি কহে কর পুটে,
শ্যাম ধনে মিলাও আমায় ॥

বিষ্ণুপ্রিয়া হেথা পড়ি, ধূলিতলে গড়াগড়ি,
নিমাই শোকে শচী মৃতপ্রায়।
হেরি শ্রীবাসাদি যত, গোরা-প্রেম-অনুগত,
শ্রীমতী বিরহ গাথা গায় ॥

কীর্ত্তন—একতালা

এস এস নবদ্বীপ রায়, দীনজন ডাকছে হে তোমায়।
আমি ভবঘোরে ঘুরে ঘুরে আচ্ছন্ন মোহ মায়ায় ॥
তুমি সংকীর্ত্তনেশ্বর, তুমি নদের সুধাকর,
বিতরি করুণা-কণা রক্ষ চরাচর,
(প্রভু) তুমি বিনে এ দুর্দ্দিনে অন্ধকার সমুদয় ॥
কোথা নিতাই গুণধর, কোথা প্রাণ গদাধর,
রামানন্দ অদ্বৈত শ্রীবাস ভক্তবর,
লয়ে এ সকলে কুতূহলে গৌর এসগো ত্বরায় ॥
তুমি শচীর দুলাল, তুমি পরম দয়াল,
ত্বরায় এসে ঘুচাও দাসের সংসার জঞ্জাল,
দাসে দয়া কর গুণাকর বিকাশি বিমল কর ॥
আমি জ্ঞানগতিহীন, ভক্তি-ভজন-বিহীন,
গ্রহ কোপানলে দেহ দিনে দিনে ক্ষীণ,
ভেসে নয়ন জলে, বন্ধু বলে, রেখ গৌর রাঙ্গাপায় ॥

কীর্ত্তন সুহই—দোলন

(ঐ যে ঐ) সুরধুনী তীরে ও কে হরি ব'লে নেচে যায়।
যায় রে কাঁচা-সোণার বরণ, চাঁদের কিরণ মাখা গায়।
শিরে চূড়া শিখি পাখা, রাধানাম সর্ব্বাঙ্গে লেখা,
(ও তাঁর) নয়ন বাঁকা, ভঙ্গি বাঁকা, বাঁকা নূপুর রাঙ্গা পায়॥
একি নয় দেখেছি যা'রে, বিমল যমুনার তীরে,
(সেতো) এমনি ক'রে বাঁশী ধ'রে মজাইত গোপিকায়॥
'বিশ্বরূপ' কহে ফুকারি, (তাঁরে) চিনি চিনি মনে করি,
বরণ দেখে চিনতে নারি, স্বভাবে পাই পরিচয়॥

কীর্ত্তন—একতালা

ওকে, গান গেয়ে গেয়ে চ'লে যায়
(দেখ) পথে পথে ঐ নদীয়ায়।
ওকে, নেচে নেচে চলে, মুখে হরি বলে,
ঢলে ঢলে পাগলেরি প্রায়।
ওকে, যায় নেচে নেচে আপনায় বেচে,
পথে পথে শুধু প্রেম যেচে যেচে
ওকে, দেবতা-ভিখারী মানব-দুয়ারে,
দেখে যারে, তোরা দেখে যা।
ও সে, বলে "কৈ ত কেউ পর নাই"
ও সে বলে "সবাই যে নিজ ভাই",
ও সে, বলে "শুধু হেসে, শুধু ভালবেসে
(আমি) ভ্রমি দেশে দেশে এই চাই"

ওকে, প্রেমে মাতোয়ারা, চোখে বহে ধারা,
কেঁদে কেঁদে সারা কেন ভাই,
সব দ্বেষ হিংসা ছুটি, আসি পড়ে লুটি
(তার) ধূলি মাখা দুটি রাঙ্গা পায়,
বলে ছেড়ে দাও মোদের, মোরা চলে যাই,
নইলে প্রভু তোমার প্রেমে গলে যাই !
এযে নূতন মধুর প্রণয়ের পুর,
হেথা আমাদের কোথা ঠাঁই ? (প্রভু)
ঐ নরনারী সব পিছে ধায়,
(ওই) জয় ধ্বনি ওঠে নীলিমায়,
তোরা আয় সবে চলে মুখে হরি ব'লে,
(তোদের) ছেঁড়া পুঁথি ফেলে চলে আয় ॥

ভজন—তেতালা

ভজ রাধাকৃষ্ণ, গোপাল কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল মুখে।
নামে বুক ভরে যায়, অভাব মিটায়, স্বভাব জাগায় মহাসুখে ॥
হরি দীনবন্ধু, চিরদিনবন্ধু, জীবের চির সুখে দুখে,
ভজরে অন্ধ, চরণারবিন্দ, দুস্তর এ মায়া বিপাকে ॥
ভজ মূঢ়মতি, তব চিরসাথী, যাঁহার করুণা লোকে লোকে।
লীলাময় হরি এসেছে নদীয়াপুরী, রাধার পিরীতি ল'য়ে বুকে ॥

কীর্ত্তন

চম্পক সোণ-কুসুম কনকাচল, জিতল গৌর তনু লাবণি রে।
উন্নত গীম, সীম নাহি অনুভব, জগ-মনোমোহন ভাঙনি রে॥
জয় শচীনন্দন রে।
ত্রিভুবনমণ্ডন, কলিযুগ-কাল-ভুজগ-ভয় খণ্ডন রে॥ ধ্রু।
বিপুল পুলককুল-আকুল কলেবর, গর গর অন্তর প্রেম-ভরে।
লহু লহু হাসনি, গদগদ ভাষণী, কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে॥
নিজ রসে নাচত, নয়ন ঢুলায়ত, গাওত কত কত ভকতহি মেলি।
যো রসে ভাসি অবশ মহিমণ্ডল, গোবিন্দদাস তহিঁ পরশ না ভেলি॥

বাউল—লোফা

দেখেছি রূপ সাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা।
তারে ধরি ধরি মনে করি, ধরতে গিয়ে আর পেলাম না॥
সে মানুষ চেয়ে চেয়ে, ঘুরিতেছি পাগল হয়ে,
মরমে জ্বলছে আগুন আর নিভে না।
ওগো তারে আমার আমার মনে করি,
সে যে আমার হ'য়ে আর হল না॥
পথিক কয় ভেবনারে ডুবে যাও রূপ সাগরে,
ডুবিলে পাবে তারে আর ভেব না;
ওগো এবার ধরতে পেলে মনের মানুষ, ছেড়ে যেতে আর দিও না॥

কীর্ত্তন—একতালা

ওকে পাগলের পারা, হ'য়ে দিশেহারা, সুরধুনী কূল দিয়ে যায়।
ওকে আয় তোরা বলি, দেয় করতালি
বলে 'যত বোঝা আছে নিয়ে আয়'॥
ডেকে ডেকে তার গলা ভাঙ্গা ভাঙ্গা
কেঁদে কেঁদে তার আঁখি রাঙ্গা রাঙ্গা
হরি হরি বলিতে হারায় গো সংজ্ঞা বুঝি প্রাণবিহঙ্গ পালায়।
ধূলা মাখা গায়, ধেই ধেই নাচে, কভু হাসে কভু কেঁদে প্রেম যাচে
বলে, ভয় নাই, এলোরে কানাই তোদেরি কারণে নদীয়ায়॥
আপনহারা বলে "কেনা হয়ে রব, একবার কর হরি হরি রব,
হেলায় তরিবি দুস্তর এ ভব" বলিতে আবার লুটে ধূলায়।
বলে সুধাব না তোদের জাতি, নাম, ধাম,
লব পাপ, আর দিব হরিনাম,
এ যে গোপনের ধন, তোদেরি কারণ এনেছি রে আজ ব'য়ে মাথায়॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীত

আরাত্রিক ভজন

মিশ্রবাহার—তালফেরতা

খণ্ডন ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন, নর-রূপ-ধর, নির্গুণ, গুণময় ॥
মোচন অঘদূষণ, জগভূষণ, চিদ্‌ঘনকায়।
জ্ঞানাঞ্জন-বিমল-নয়ন, বীক্ষণে মোহ যায় ॥
ভাস্বর ভাব-সাগর, চির-উন্মদ-প্রেম-পাথার।
ভক্তার্জ্জন-যুগল-চরণ, তারণ-ভব-পার ॥
জৃম্ভিত-যুগ-ঈশ্বর, জগদীশ্বর, যোগসহায়।
নিরোধন, সমাহিত-মন নিরখি তব কৃপায় ॥
ভঞ্জন-দুঃখগঞ্জন, করুণাঘন, কর্ম্ম-কঠোর।
প্রাণার্পণ, জগত-তারণ, কৃন্তন-কলিডোর ॥
বঞ্চন-কামকাঞ্চন, অতিনিন্দিত-ইন্দ্রিয়রাগ।
ত্যাগীশ্বর, হে নরবর! দেহ পদে অনুরাগ ॥
নির্ভয়, গতসংশয়, দৃঢ়নিশ্চয়-মানসবান্।
নিষ্কারণ-ভকত-শরণ, ত্যজি জাতি-কুল-মান ॥
সম্পদ তব শ্রীপদ, ভব-গোষ্পদ-বারি যথায়।
প্রেমার্পণ, সমদরশন, জগজন-দুঃখ যায় ॥

নমো নমো প্রভু! বাক্য-মনাতীত, মনোবচনৈকাধার।
জ্যোতির জ্যোতি উজল-হৃদিকন্দর তুমি তমো-ভঞ্জন-হার ॥
ধে ধে ধে লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ, বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ,
গাইছে ছন্দ ভকতবৃন্দ, আরতি তোমার ॥
(জয় জয় আরতি তোমার, হর হর আরতি তোমার,
শিব শিব আরতি তোমার।)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-স্তোত্রম্

ওঁ হ্রীং-ঋতং ত্বমচলো গুণজিৎ গুণেড্যঃ
ন-ক্তন্দিবং সকরুণং তব পাদপদ্মম্।
মো-হঙ্কষং বহুকৃতং ন ভজে যতোঽহং
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো!

ভ-ক্তির্ভগশ্চ ভজনং ভবভেদকারি
গ-চ্ছন্ত্যলং সুবিপুলং গমনায় তত্ত্বং।
ব-ক্ত্রোদ্ধৃতন্তু হৃদি মে ন চ ভাতি কিঞ্চিৎ
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো!

তে-জস্তরন্তি তরসা ত্বয়ি তৃপ্ততৃষ্ণাঃ
রা-গে কৃতে ঋতপথে ত্বয়ি রামকৃষ্ণে।
ম-র্ত্যামৃতং তব পদং মরণোর্ম্মিনাশং
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো!

কৃ-ত্যং করোতি কলুষং কুহকান্তকারি
ষ্ণা-ন্তং শিবং সুবিমলং তব নাম নাথ!
য-স্মাদহং ত্বশরণো জগদেকগম্য
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো!

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-প্রণাম-মন্ত্রম্

ওঁ স্থাপকায় চ ধর্ম্মস্য সর্ব্ব-ধর্ম্ম-স্বরূপিণে,
অবতার-বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥
ওঁ নমঃ শ্রীভগবতে রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ
ওঁ নমঃ শ্রীভগবতে রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ
ওঁ নমঃ শ্রীভগবতে রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥

ভৈরব—ঝাঁপতাল

বিশ্বস্য ধাতা পুরুষস্ত্বমাদ্যোঽব্যক্তেন রূপেণ ততং ত্বয়েদম্।
হে রামকৃষ্ণ ত্বয়ি ভক্তিহীনে, কৃপা-কটাক্ষং কুরু দেব নিত্যম্ ॥ ১
ত্বং পাসি বিশ্বং সৃজসি ত্বমেব, ত্বমাদিদেবো বিনিহংসি সর্ব্বম্।
হে রামকৃষ্ণ ত্বয়ি ভক্তিহীনে, কৃপা-কটাক্ষং কুরু দেব নিত্যম্ ॥ ২
মায়াং সমাশ্রিত্য করোষি লীলাং, ভক্তান্ সমুদ্ধর্ত্তু মনন্ত-মূর্ত্তিঃ।
হে রামকৃষ্ণ ত্বয়ি ভক্তিহীনে কৃপা-কটাক্ষং কুরু দেব নিত্যম্ ॥ ৩
বিধৃত্য রূপং নরবত্ত্বয়াবৈ বিজ্ঞাপিতো ধর্ম্ম ইহাতি গুহ্যঃ।
হে রামকৃষ্ণ ত্বয়ি ভক্তিহীনে কৃপা-কটাক্ষং কুরু দেব নিত্যম্ ॥ ৪
তপোঽথ তে ত্যাগমদৃষ্টপূর্ব্বং দৃষ্ট্বা নমস্যন্তি কথং ন বিজ্ঞাঃ।
হে রামকৃষ্ণ ত্বয়ি ভক্তিহীনে কৃপা-কটাক্ষং কুরু দেব নিত্যম্ ॥ ৫
শ্রুত্বাত্র তে নাম ভবন্তি ভক্তাঃ দৃষ্ট্বা বয়ং তন্নতু ভক্তিযুক্তাঃ।
হে রামকৃষ্ণ ত্বয়ি ভক্তিহীনে কৃপা-কটাক্ষং কুরু দেব নিত্যম্ ॥ ৬
সত্যং বিভুং শান্তমনাদিরূপং প্রসাদয়ে ত্বামজমন্তশূন্যম্
হে রামকৃষ্ণ ত্বয়ি ভক্তিহীনে কৃপা-কটাক্ষং কুরু দেব নিত্যম্ ॥ ৭

জানামি তত্ত্বং নহি দেশিকেন্দ্রং কিম্বা স্বরূপং কথমেব ভাবম্।
হে রামকৃষ্ণ ত্বয়ি ভক্তিহীনে কৃপা-কটাক্ষং কুরু দেব নিত্যম্॥ ৮
নিঁরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপং ভক্তানুকম্পাধৃতবিগ্রহং বৈ।
ঈশাবতারং পরমেশমীড্যং তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামঃ॥

ওঁ-ওঁকার বাচ্যং স্ববিকাশমাদ্যং নিত্যং বিশুদ্ধং ত্রিগুণৈর্বিমুক্তম্।
সাক্ষিস্বরূপং জগতাং জনেশং শ্রীরামকৃষ্ণং সততং নমামি॥
রা-রাগাদিশূন্যং করুণাধিবাসং জ্ঞানপ্রকাশং ভবপাশনাশম্।
আনন্দরূপং মৃদুমঞ্জুহাসং শ্রীরামকৃষ্ণং সততং স্মরামি॥
ম-মগ্নং ভবাব্ধাবভিতারয়ন্তং স্বাঙ্কং নয়ন্তং ত্বরিতং চরন্তম্।
ভক্তার্তিভারং কৃপয়া হরন্তং শ্রীরামকৃষ্ণং শরণং ব্রজামি॥
কৃ-কৃচ্ছ্রং তপোযজ্ঞমহং ন জানে মন্ত্রং ন যন্ত্রং স্তবনঞ্চ কিঞ্চিৎ।
জানে সদাহং শরণং বরেণ্যং হে দীনবন্ধো তব পাদযুগ্মম্॥
ষ-ষড়বৈরিণো মে প্রসভং প্রমত্ত-মাতঙ্গবন্মাং নিয়তং তুদন্তি।
হা দেব দেবেশ জগন্নিবাস দাসোঽস্মি তে মাং পরিপশ্য রক্ষ॥
না-নাহং প্রযাচে মণিরত্নপূর্ণং হর্ম্ম্যং মনোজ্ঞং সুরবৃন্দসেব্যম্।
মেরোঃ সমানং রজতং সুবর্ণং কান্তাং সুরম্যাং ভুবি সর্ব্বরাজ্যম্॥
য-যদ্ যোগিবৃন্দা জনহীনদেশে মগ্নাঃ সমাধৌ পরিচিন্তয়ন্তি।
যাচে ত্বহং তে ভুবনৈকনাথ ব্রহ্মাদিবন্দ্যং চরণারবিন্দম্॥
ন-নন্বেব জানাসি মহেশ্বরোঽসি দীনাতি দীনশ্চ পদাশ্রিতোঽহম্
সংযচ্ছ তন্মে স্বকৃপা গুণেন ভক্তিং তদীয়ামচলাং বিশুদ্ধাম্॥
ম-মন্দ প্রমত্তো গুণবিত্তিহীনঃ কথং নু বেদ্মি স্তবনং তবাহম্।
স্তুত্বা যথা ত্বাং করুণৈক সিন্ধো প্রাপ্স্যামি তন্মাং প্রবিধেহি শিক্ষাম্
নমামি নিত্যং তব পাদযুগ্মং ধ্যায়ামি নিত্যং তব পূর্ণরূপম্
করোমি নিত্যং কমলাঙ্ঘ্রি পূজাং নাথ ত্বদন্যচ্ছরণং ন জানে॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণজয়াষ্টক

গৌড় সারঙ্গ—ত্রিতালী

ভব-ভয়-ভঞ্জন, পুরুষ নিরঞ্জন,
রতি-পতি-গঞ্জন-কারী।
যতি-জন-রঞ্জন, মনোমদ-খণ্ডন,
জয় ভব-বন্ধন-হারী॥
জয় জন-পালক, সুরদল-নায়ক,
জয় জয় বিশ্ব-বিধাতা।
চির-শুভ-সাধক, মতি-মল-পাবক,
জয় চিত-সংশয়-ত্রাতা॥
সুর-নর-বন্দন, বিজর বিবন্ধন,
চিত-মন-নন্দন-কারী।
রিপু-চয়-মন্থন জয় ভব-তারণ,
স্থল-জল-ভূধর-ধারী॥
শম-দম-মণ্ডন, অভয় নিকেতন,
জয় জয় মঙ্গল-দাতা।
জয় সুখ-সাগর, নটবর নাগর,
জয় শরণাগত-পাতা॥
ভ্রম-তম-ভাস্কর, জয় পরমেশ্বর,
সুখকর-সুন্দর-ভাষী।
অচল সনাতন, জয় ভব-পাবন,
জয় বিজয়ী অবিনাশী॥

ভকত-বিমোহন, বর-তনু-ধারণ,
জয় হরিকীর্ত্তন-ভোলা।
গদ-গদ-ভাষণ, চিত-মন-তোষণ,
ঢল-ঢল-নর্ত্তনলীলা ॥
মতি-গতি-বর্দ্ধন, কলি-বল-মর্দ্দন,
বিষয়-বিরাগ-প্রসারী।
জড়-চিত-চেতক, ভব-জল ভেলক,
জয় নর-মানস-চারী ॥
জয় পুরুষোত্তম, অনুপম-সংযম,
জয় জয় অন্তরযামী।
খরতর-সাধন, নর-দুখ-বারণ,
জয় রামকৃষ্ণ নমামি ॥

সাহানা—ঝাঁপতাল

দুখিনী ব্রাহ্মণী কোলে কে শুয়েছ আলো করে,
কেরে ওরে দিগম্বর এসেছ কুটীর ঘরে ॥
ভূতলে অতুল-মণি, কে এলিরে যাদুমণি,
তাপিতা হেরে অবনী, এসেছ কি সকাতরে ॥
ব্যথিতে কি দিতে দেখা, গোপনে এসেছ একা,
বদনে করুণা মাখা, হাস কাঁদ কার তরে ॥
মরি মরি রূপ হেরি, নয়ন ফিরাতে নারি,
হৃদয়-সন্তাপ-হারী, সাধ ধরি হৃদি পরে ॥

খাম্বাজ—চৌতাল

অরূপ সায়রে লীলা-লহরী উঠিল মৃদুল করুণাবায়,
আদিঅন্তহীন, অখণ্ডে বিলীন, মায়ায় ধরিলে মানবকায় ॥
মনের ওপারে কোথা কোন দেশ, শশী তপনের নাহি পরবেশ,
তব হাসিরাশি কিরণ বরষি উজলে সেথাও চারু বিভায় ॥
প্রেমের এ তনু অতনু-গঞ্জন কি মধুর বিভা বিকাশে নয়ন,
যে হেরে সে জন তনু-প্রাণ-মন চরণে অর্পণ করিতে চায় ;
তোমারি আশায় কত যুগ গত, সংশয় যত আজি তিরোহিত,
যা আছে আমার লহ উপহার সঁপিনু জীবন তব সেবায় ॥

পিলু-বারোয়া—একতালা

বঙ্গ-হৃদয়-গোমুখী হইতে করুণা-গঙ্গা বহিয়া যায়,
এস ছুটে এস কে আছ মানব শুষ্ক-কণ্ঠ পিপাসায় ॥
ব্যর্থ-বাসনা-অনল-দাহন, সহিলে কত না জনম মরণ,
আলেয়ার সাথে ছুটিতে ছুটিতে শ্রমজ-সলিল-সিক্ত-কায় ;
স্নিগ্ধ সলিলে বারেক ডুবিলে সকল জ্বালা জুড়াবে তায় ॥
জাহ্নবী-তীরে তৃষ্ণা-কাতর, অন্ধ যে জন খোঁজে সরোবর,
রামকৃষ্ণ-পূত-গঙ্গা ব্রহ্মানন্দ সাগরে ধায় ;
হ'ক অবসান ব্যর্থ-প্রয়াণ, এস ছুটে এস ধরি গো পায় ॥

ভৈরবী—একতালা

মলয় সমীরে ভেসে আসে কি মধুর গীতি-লহরী।
চল দেখে আসি উজলিছে দিশি কোটী-শশী-রূপ মাধুরী॥
তপ-ক্ষীণ-কায়, ক্ষুদিরাম হায়, সাধনা করি কঠোর,
কোন্ দেবতায় আনিলা ধরায় নন্দন-বন-বিহারী॥
পাপ-তাপ ভরা, এ মলিন ধরা স্বার্থ-কলুষময়,
এই মরুভূমে বুঝি এল নেমে সিঞ্চিতে প্রেম-বারি॥
কে আছ অলস, হৃদয় নীরস, স্বার্থ-মোহেতে ভুলিয়া,
(আজি) প্রেমের দীক্ষা, ত্যাগের শিক্ষা, লহ আপনা পাসরি।

বেহাগ-খাম্বাজ—একতালা

আজি কোকিল-কূজনে, মলয় পবনে, শিহরি উঠিছে প্রাণ।
যেন বিস্মৃত কত স্বপনেতে শ্রুত, মনে জাগে শত তান॥
দেববালা যত হাত ধরাধরি, নাচিছে গায়িছে ধরা আলো করি,
ঘেরিয়া শিশুরে ক্ষুদিরাম-ঘরে নিরখি চাঁদ বয়ান॥
চাঁদে গড়া তনু প্রেমেরি নয়ন, চন্দ্রমণি কোলে কে শিশু-রতন,
বারেকের তরে এস হৃদি পরে, জুড়াই তাপিত প্রাণ॥
হেরি হাসি রাশি ব্যাকুল হৃদয়, বুক চিরে রাখি মনে সাধ হয়,
(পাছে) মর-জগতের মলা-মাটী লাগি ও হাসি হইবে ম্লান॥
কোটী জনমের যত অশ্রুপাত, সফল করিতে এসেছ কি নাথ,
ভেদ ভুলাইতে প্রেম বিলাইতে জগতে করিতে ত্রাণ,
(যত) দ্বেষ দ্বন্দ্ব মোহ বন্ধ হোক চির-অবসান॥

রামকেলি—তেওরা

ভারত গগনে কোন্ রবি আজ উদিল বিশ্ব উজলি।
কিরণ কাহার হৃদয় সবার ভরিয়া পড়িছে উছলি॥
দিশি দিশি শুনি মঙ্গল গান, ভেদ বিবাদের বুঝি অবসান।
লালসা-অনলে কোন্ সে দেবতা দিলা প্রেমবারি ঢালি॥
মোহের তিমির ঢেকেছে ভুবন, পাপ তাপে জীব করিছে রোদন;
হেরি বুঝি পুনঃ নরনারায়ণ এসেছেন প্রেমে গলি।
খোল তবে আজি হৃদয়-দুয়ার, আসন রচনা কররে তাঁহার;
'জয় গুরু' বলি করিয়া হুঙ্কার উঠ আজি শির তুলি॥

ললিত—ত্রিতালী (প্রভাতী স্বর)

জয় জয় রামকৃষ্ণ ভুবন-মঙ্গল,
জয় মাতা শ্যামাসুতা অতি নিরমল।
জয় বিবেক-আনন্দ পরম দয়াল,
প্রভুর মানস-সুত জয় শ্রীরাখাল॥
জয় প্রেমানন্দ প্রেমময় কলেবর,
জয় শিবানন্দ জয় লীলা-সহচর।
যোগী যোগানন্দ জয় নিত্য নিরঞ্জন,
জয় শশী গুরুপদে গততনুমন॥
সেবাপর যোগিবর, অদ্ভুত-আনন্দ,
অভেদ-আনন্দ জয় গতমোহবন্ধ।
যোগরত ত্যাগ-ব্রত তুরীয় আখ্যাত,
শরত সুধীর শান্ত যেন গণনাথ॥

বালক-চরিত্র জয় সুবোধ সরল,
নাগবর ত্যাগ-বীর বিবেক-সম্বল।
কথামৃত-বরিষণ গৌর জলধর,
গিরীশ ভৈরব জয় বিশ্বাস-আকর॥
রামকৃষ্ণ-দাস-দাস জয় সবাকার,
রামকৃষ্ণ-লীলাস্থান জয় বার বার।
রামকৃষ্ণ নাম জয় শ্রবণ-মঙ্গল,
ভকত-বাঞ্ছিত জয় চরণ-কমল॥

সাহানা—ঝাঁপতাল

মায়ার মরত ধামে নর রূপ ধরে এলে,
অতুল রাতুল তনু ভ্রূভঙ্গে ভুবন ভুলে।
নেহারি জীবে তাপিত কে তুমি ব্যথিত চিত,
ভকত সনে মিলিত তারিতে তনয়-কুলে।
কাম-কাঞ্চন-মোহিত মানবে হেরি তৃষিত,
শিখালে এ মহীতলে ত্যাগে শুধু শান্তি মিলে।
সাধন করিয়া ছলে ভেদ-বাদ ঘুচাইলে,
"যত মত তত পথ" সত্য তত্ত্ব বিকাশিলে।
যেই রাম সেই কৃষ্ণ একতনু রামকৃষ্ণ,
অখিল-জগত ইষ্ট ভেদ নহে কোন কালে।
অন্তরে আছে হে সাধ লভিয়ে তব শ্রীপদ,
অকূল ভব গোষ্পদ বিচারি তরিব হেলে।

সিন্ধুবিজয়—তেওরা

কে তুমি তমোনাশন নাথ, জগত-তারণ,
রাজিত রামকৃষ্ণ নামে, সুধাময়।
যুগে যুগে তব শুভ আগমন বিদিত আগম পুরাণে,
দুরিত-দলন ভকত-পালন, উদ্ধরণ জন মায়া ঘোরে॥
নিত্য চিন্ময় আনন্দময়, স্বরূপ তোমারি সনাতন,
ভকত-প্রাণ-তাপ-হরণ, দেহ ধারণ লীলা তরে॥
জ্যোতি-বিমল বিকাশ-কারণ, চির-মোহ-ঘন-বারণ,
চকিত ভুবন তব দরশনে, প্রণত জগজন করজোড়ে॥
সর্ব্ব-ধরম-সমান-কারণ, নানা-মত-যোগ-সাধন,
কাম-কাঞ্চন-লেশ-বিহীন, নিরঞ্জন! নমি ভকতি ভরে॥

বসন্তবাহার—তেওরা

(তুমি) অনাদি অনন্ত পুরুষ প্রশান্ত রামকৃষ্ণ প্রাণকান্ত হে।
(সদা) ব্যাকুল প্রাণে তব মহিমা-গানে বেদ-বেদান্ত শ্রান্ত হে॥
(কিবা) তপত কাঞ্চন আভা সুশোভন ঢল ঢল খেলে অঙ্গে হে।
(ঐ) তব চরণ প্রভু অজয়-শাসন যাহে ডরে প্রাণান্ত কৃতান্ত হে॥
কিবা সুন্দর মৃদু হাসি বিলাসে, হরে মোহধ্বান্ত হে।
বিগত-শোক-সন্তাপ-পাপ রহে মন শান্ত হে॥
(তুমি) যোগেশ-জীবন ভকত-শরণ ত্রিলোক-পাবন একান্ত হে।
(তব) কৃপা কেমনে পাইব নাথ, আমি নিতান্ত ভ্রান্ত হে॥

ভৈরবী—একতালা।

কে এসে মোহন বেশে মজালে হে মন,
মন-ভুলান রূপটী তোমার যোগীজন-উচাটন॥
তুমি বুঝি বৃন্দাবনে, খেলেছিলে রাখাল সনে,
সেই যমুনা-পুলিনে, ব্রজগোপীর প্রাণধন,
যমুনা বইত উজান বাঁশীর তানে মোহন;
মাতালে নদে এসে গৌর-বেশে,
(তোমার) দু'নয়নে প্রেমধারা ম'জে কার রসে,
(আবার) জগাই মাধাই তরিয়ে দু'ভাই
রাখলে নাম পতিতপাবন॥
(আমার মন মজালে রামকৃষ্ণ হে)॥
রামকৃষ্ণ রূপ ধরে এসেছ জগতের তরে,
(বুঝি) জীবের দশা মলিন হেরে গলেছে তোমারি মন।
এসেছ বেশ করেছ করুণা করে,
আমার মত কাঙ্গাল কত আছে হে পড়ে,
(সবে) টেনে নিয়ে কোল দিয়ে জানাও নাম জগত-তারণ

বাউল মুলতান—একতালা।

ভয় কি রে ভাই, ডাক রে সবাই, প্রাণ খুলে রামকৃষ্ণ ব'লে
সে যে দুর্ব্বলের বল, টলায় অটল, পাষাণ প্রাণে প্রেম উথলে।
(রামকৃষ্ণ নামে

কি কব তার দয়ার কথা, পতিত জনে বড়ই ব্যথা,
যেথায় পতিত সে যায় তথা, প্রাণ জুড়ায়ে করে কোলে ॥
(রামকৃষ্ণ আমার)

বাছে না সে সুজন কুজন, চায় না ভজন, চায় না পূজন,
ব্যাকুল হয়ে ডাকে যে জন, কূলে যায় সে অবহেলে ॥
(রামকৃষ্ণ ব'লে)

আকাশে রামধনুর মেলা, ভঙ্গুর এ জীবনের খেলা,
এই বেলা ডাক্ থাকতে বেলা, ভবের খেলা যাবে চলে ॥
(রামকৃষ্ণ নামে)

আপনার কে আছে ভবে, মুখ চেয়ে কার আছ তবে,
'রামকৃষ্ণ' 'রামকৃষ্ণ' রবে, ভাসাও হৃদি নয়ন জলে ॥
(রামকৃষ্ণ বলে) ॥

কীর্ত্তন ঝিঁঝিট—একতালা

রামকৃষ্ণ নামের বান ডেকেছে ভাই।
কোথা পাপী তাপী আয় রে ছুটে, সুখে নাম-তরঙ্গে ভেসে যাই
(রামকৃষ্ণ ব'লে) ॥

'রামকৃষ্ণ' মধুর নাম, মুখে বল রে অবিরাম,
ভবের কষ্ট নষ্ট হবে পূরবে মনস্কাম।
ঐ দেখ নাম শুনে এসেছে ধেয়ে, ওরে এমন দয়াল আর তো নাই
(রামকৃষ্ণের মত) ॥

যোগে যাগে কিবা ফল, রামকৃষ্ণ মুখে বল,
অনায়াসে করে পাবি চতুর্ব্বর্গ ফল,
ধ'রে নামের ভেলা পারে যাবি (হেসে) যমের মুখে দিয়ে ছাই
(রামকৃষ্ণ ব'লে) ॥
ও ভাই নামের এমনি বল, প্রাণ করে শীতল,
হয় কি না হয় ডেকে দেখ সত্য কিবা ছল,
ওরে নামের বলে তরে গেছে, কত মহাপাপী শুন্‌তে পাই
(আমাদের মত) ॥
রামকৃষ্ণ গুণ-ধাম, তোমার পতিতপাবন নাম,
মোরা ভজনবিহীন, দীন অভাজন, হ'য়ো নাকো বাম,
দাও নামে রতি, পদে মতি, অন্য ধনরত্ন নাহি চাই।
(নাথ তোমা বিনে) ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা

যুগে যুগে হরি নরদেহ ধরি করিলে প্রেমের লীলা।
জীব-মঙ্গলে ভূতলে এসে সহিলে দুঃখ জ্বালা ॥
স্বরূপ লুকায়ে কাঙ্গাল বেশ, ছলিতে মানবে ধরেছ বেশ।
সরল বালক মুখে 'মা' 'মা' বুলি, খেলিলে নূতন খেলা ॥
কে পারে চিনিতে তুমি না চিনালে, জানিব কেমনে তুমি না জানালে
শরণ নিয়েছি চরণ-কমলে, ঘুচাও ত্রিতাপ-জ্বালা ॥
দূর কর প্রভো মায়া আবরণ, স্বরূপ তোমার হোক্ প্রকটন।
'যে রাম যে কৃষ্ণ সেই রামকৃষ্ণ', নব অবতার-লীলা ॥

নিশাসাগ—একতালা

তুমি হে সাধের ঠাকুর আমি সাধ-বিহীন।
(তুমি) সাধের তরে বলির দ্বারে বাঁধা চিরদিন ॥
সাধের পণে কিন্‌তে তোমায় সাধ হলো না হায়,
(আমার) সাধ বিনে বিষাদে প্রভু সাধের জীবন যায়,
সাধ মাগি রাঙ্গা পায়,
(ওহে) সাধ দিয়ে সাধ পূরাও প্রভু আমি কৃপাধীন ॥
রথের মাঝে কেমন সাজে দেখ্‌তে বড় সাধ,
(তুমি) দীনের সখা দিয়ে দেখা ঘুচাও অবসাদ,
মিনতি করি হৃদয়-চাঁদ,
দীনবন্ধু নামটি তোমার আমি অতি দীন ॥
প্রেমের পথে হৃদয়-রথে কর বিচরণ,
রথযাত্রা হেরে ভবের যাত্রা দিব বিসর্জ্জন, হবে না গমনাগমন;
রামকৃষ্ণ ব'লে প্রেম-সলিলে ভাস্‌বো নিশিদিন ॥

মিশ্রখাম্বাজ—একতালা

('বন্দি তোমায় ভারত-জননী'—সুর)

হরি আমার প্রেম-মধুর, ভকত-হৃদয়-রঞ্জন
তব লীলা-ছলে ত্রিভুবন সৃজন পালন নাশন।
পাতকী তরিতে ভূভার হরিতে যুগে যুগে অবতরণ।
নর-শরীর ধারণ ॥

সিংহলে লীলা ভাসাইলে শিলা, অযাচিতে হরি প্রেম দিলে,
ভূচরে খেচরে দিলে বানরে অমর-বাঞ্ছিত চরণ,
নব-দূর্ব্বাদল-শ্যামল-সুন্দর পবন-নন্দন-বন্দন।
যোগিজন-মনোমোহন॥

অধর-অমৃত করিয়া পূরিত বাজালে মোহন বাঁশরী,
নিখিলের মন করিলে হরণ কমল-নয়নে নেহারি,
ও রূপ হেরিলে যোগী যোগ ভুলে, কুল মান ত্যজে কুল-নারী।
ব্রজ-বিপিন-বিহারী॥

(বসি) সুরধুনী তীরে পতিতের তরে কে তুমি কাঁদিছ কাতরে,
পাপভারে ভরা ধরণী হেরিয়ে ব্যথা পেলে বুঝি অন্তরে,
এসেছ আবার হরি কি আমার দেখা দিতে চিরকিঙ্করে,
রামকৃষ্ণরূপ ধ'রে।

ভৈরবী—তেতালা

ভারত-ভাগ্য-গগনে রাজে নবীন তপন-ভাতিমা।
নবারুণ রাগে দশদিশি ভাতিল, জাগিল পরাণে চেতনা॥
সুপ্ত জনার খুলিল নয়ন,
রিক্ত হিয়ায় মৃদু স্পন্দন,
হেরি নিখিল জন-মন আনন্দে মগন।
কোটী কণ্ঠ তুলি গাহিছে জয়,
'রামকৃষ্ণ জয়' 'রামকৃষ্ণ জয়';
(শুনি) আসিছে সকল ভকত দল পায়ে ঢালিতে সঞ্চিত বেদনা॥

বাউল—একতালা

শিশুর মত 'মা' 'মা' ব'লে কাঁদিয়ে ঘুরে বেড়ায়,
ঠাকুরের কি ভাব হইল হায়!
উলঙ্গ পাগল পারা, দুনয়নে বহে ধারা,
দিবানিশি 'মা' নাম ছাড়া অন্য নাহি রসনায়।
পশু পাখী তরু লতা, সবকে শুধায় মায়ের কথা,
"বল্‌রে আমার মা পাই কোথা, কে দেখেছ আমার মায়॥"
মায়ের মন্দিরে গিয়ে, পড়ে থাকে হত্যা দিয়ে,
বলে 'মাগো না খাইয়ে প্রাণ ত্যজিব রাঙ্গা পায়'।
'দেখা দেমা ওমা আমার' এই বলিয়া ছাড়ে হুঙ্কার।
কত মত ভাবের বিকার, সর্ব্ব অঙ্গে বিকাশ পায়।
গৌর কি রে ন'দে ছেড়ে আইল দক্ষিণেশ্বরে,
রামকৃষ্ণ রূপ ধ'রে জীবে কি রে প্রেম শিখায়?

কীর্ত্তন

('এই কর শ্রীহরি তোমার নাম নিয়ে যাই'—সুর)

ভকত-বিলাসি দীন ভক্তে দেখা দাও হে আসি,
আমি ধন চাই না মুক্তি চাই না হে, শুধু পদ-অভিলাষী,
(আমার রাজপদে কাজ নাই)॥
তুমি যে আমার সর্ব্বমূলাধার, ধর্ম্ম-অর্থ-মোক্ষ-কাম।
(ঠাকুর) তুমি মম প্রিয়, পরম আত্মীয়,
(তাই) গেয়ে বেড়াই তোমার নাম।

প্রভু হে, প্রিয় হে, রামকৃষ্ণ গুণধাম,
বড় আপন জেনে তোমায় ডাকি।
বড় ভালবাসার ধন জেনে হে, আমি তোমায় ভালবাসি।
(আমার চিরসাথী জেনে—ব্যথার ব্যথী জেনে—ইত্যাদি)॥
এস অনাথ-শরণ, ত্রিতাপ-হরণ, জনম-মরণ নাশী,
এস যুগ-প্রবর্ত্তক, ধর্ম্ম-সংস্থাপক, ভকত-হৃদয়বাসী,
প্রভু হে, প্রিয় হে, দেখা দাও হে আসি';
এস সর্ব্বত্যাগি-যোগি-বেশে,
এস সন্ন্যাসীর সাজ সঙ্গে নিয়ে হে, আমায় সাজাতে সন্ন্যাসী।
(এস বিবেক বৈরাগ্য নিয়ে—এস ত্যাগের মন্ত্র কর্ণে দিয়ে—
মধুর রামকৃষ্ণ নাম কর্ণে দিয়ে)॥

শ্যাম পুরবী—একতালা

জয় জয় রামকৃষ্ণ গুণ-ধাম, কি মধুর নাম শ্রবণে।
নাহি ভেদ-জ্ঞান, করি নাম সুধা দান জীবে তারিলে এ ভুবনে
(অকূল ভব-সাগরে)॥
নাহি সুখলেশ, নাহি বেশের বেশ, দীনহীন বেশ ধরি এ জগতে,
নাই অন্য বেশ (প্রভু) সদাই ভাবাবেশ, ছিল "মা" "মা"
বুলি সদা বদনে,
কি ভাবে এ ভাব বল বুঝি কেমনে॥

হেন মনে হয়, ওহে দয়াময়, যুগে যুগে তুমি কাঁদায়েছ মায়,
তাই শোধিতে সে ঋণ জনম নিলে, "মা" "মা"
ব'লে কেঁদে কাঁদালে
যেমন রাধা-প্রেম-দায়ে কেঁদেছিলে হরি নামে ॥
হৃদয়ে হৃদয়ে তোমারি ধাম, দিশি দিশি শুনি তব পুণ্য নাম
গায় সবে মিলি ধরি সুমধুর তান, জয় জয় রাম জয় জয় রাম
জয় রামকৃষ্ণ নাম, জয় রামকৃষ্ণ নাম ॥
আমি অতি মূঢ় মতি নাহি জানি স্তুতি ভকতি
তবু এ বাসনানল অন্তরে জ্বলে, পাই যেন দেখা অন্তকালে
প্রভু দীন হরিদাসে অন্তে স্থান দিও চরণে ॥

খট্ মিশ্র—যৎ

বাঞ্ছা পূর্ণ হল, আজি ধরাতে রামকৃষ্ণ এল।
তত্ত্ব লাভের বিড়ম্বনা, দ্বৈতভাবের বিবাদ গেল ॥
রামকৃষ্ণ একাকার, এ নব ভাবে প্রচার,
এক অনন্ত সবার মূলাধার ;—
যে যা বলে তাতেই মিলে একজনার খেলা সকল ॥
যে কালী সে বনমালী, হরি বলি ঈশাই বলি,
আল্লা বলে মোল্লা ভজায় কর্ত্তাভজায় সেই কেবল
স্বভাবে সহজে পাবে অভাবে হবে বিফল ॥

খাম্বাজ—ত্রিতালী

নদীয়ার পথে পথে কাঙ্গালের বেশে হরি,
নাম প্রেম বিলাইলে ধরাতলে অবতরি।
সেধে ফিরে ঘরে ঘরে প্রেম নিবি আয় কে রে,
ভাসিয়া নয়ন-নীরে যারে তারে পায়ে ধরি॥
হেলায় দিলে না কাণ হলি নিষ্ঠুর পাষাণ,
বড় ব্যথা পেয়ে প্রাণে অভিমানে গেছে ফিরি।
ধরি পুনঃ করুণায় রামকৃষ্ণ নবকায়
বহে জীব-পাপরাশি, কঠোর সাধনা করি॥
নিরক্ষর দীন হীন রোগে দেহ বিমলিন,
উন্মত্ত পাগল যেন সাজিয়া দীন ভিখারী।
সবারে আপন বলি নিতে চাহে কোলে তুলি,
আর ফিরায়ো না তাঁরে রাখ গো হৃদয় চিরি॥

ইমন-পুরবী—একতালা

তুমি কাঙ্গাল বেশে এসেছ হরি কাঙ্গালে করুণা করিতে হে,
প্রেম বিতরিতে মরুসম চিতে, পতিত জনে তারিতে হে॥
রামকৃষ্ণ নামে অমিয় ঢালা, হেরিলে ও রূপ জুড়ায় জ্বালা,
(তব) চরণ তলে পরাণ সঁপিলে, ভাবনা পলায় দূরেতে হে॥
করি তব কথা অমৃত পান, জাগিয়া উঠিছে অবশ প্রাণ,
হতাশ হৃদয়ে শত আশা জাগে, তোমার মধুর নামেতে হে॥

মনোহরসাহী—খয়রা

বন্দি কামারপুকুর পুণ্য-লীলাভূমি।
যেথা নরলীলা তরে জনমিলা তুমি॥
দুঃখিনী-ব্রাহ্মণী নমি লুটায়ে অবনী।
পাইল যে তোমা হেন সুত গুণমণি॥
রূপ-লাবণ্য-খনি গদাধর চাঁদ।
অনিমিষ নিরখিয়ে না পূরিল সাধ॥
জগতের নাথ তুমি জগত-আশ্রয় হে।
ধরাভার নিবারিতে ভূতলে উদয় হে॥
রামকৃষ্ণ দাসে কয়, কি দিব হে পরিচয়
ব্যক্ত তুমি ত্রিভুবন-স্বামি,
কি দিব তব উপমা, পিনাকী না পায় সীমা,
তোমারি তুলনা নাথ তুমি॥

কেদারা—কাওয়ালী

তুমি আসিলে তুমি আসিলে হে নাথ পতিত কাঙ্গালে তারিতে,
শত অপমানে ম্রিয়মাণ জনে আশার বারতা শুনাতে॥
বিগত-শান্তি-বেদনাদগ্ধ, হেরি জীবকুল দুরাশা মুগ্ধ,
মধুর চরিতে মোহিলে এ চিতে, যেচে দিলে প্রেম-অমৃতে॥
প্রেমের সাগর তুমি প্রভু মোর, মানবের দুঃখ হেরিয়া,
কঠোর সাধনে শীর্ণ শরীর, সুরধুনী-তীরে বসিয়া;
জীব-পাপ-ভার বহি প্রাণপণে, কতরূপ জ্বালা সহিলে আপনে,
হায়! প্রভু তবু এখনো গেলনা দ্বেষ, ভেদ, পাপ জগতে॥

বাউল—একতালা

এসেছে নূতন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে,
(তাঁর) বিবেক-বৈরাগ্য-ঝুলি দুই কাঁধে সদা ঝুলে।
শ্রীবদনে মা মা বাণী পড়ি গঙ্গা সলিলে,
(বলে) ব্রহ্মময়ি, গেল মা দিন দেখা ত নাহি দিলে॥
নাস্তিক অজ্ঞানী নরে সরল কথায় শিখালে,
যেই কালী সেই কৃষ্ণ, নাম ভেদ এক মূলে॥
'একোয়া' 'ওয়াটার' 'পানি' 'বারি' নাম দেয় জলে,
'আল্লা' 'গড্' 'ঈশা' 'মুশা' 'কালী' নাম ভেদে বলে॥
দীন, ধনী, মানী, জ্ঞানী বিচার নাই জাতি কুলে,
আপন-হারা পাগল-পারা সরলে নেহারিলে॥
দুবাহু তুলিয়ে ডাকে, আয় রে তোরা আয় চলে,
তোদের তরে কৃপা করে বসে আছি বিরলে ;
যতন করি পারের তরি বেঁধেছি ভবের কূলে॥

বাউল—একতালা

কে তুমি এলে এবার, প্রেমিক উদাসীর ভানে,
তোমার যমুনা সরযূ কোথা, লীলা গঙ্গা-পুলিনে।
গঙ্গাতীরে কাতর স্বরে মা মা বলা বদনে,
এমন ব্যাকুলতা মায়ের তরে, কেউ কখনো দেখিনে॥
'টাকা মাটী, মাটী টাকা' নূতন সাধন গোপনে,
(তোমার) অপূর্ব্ব সন্ন্যাস-লীলা নরদেহ ধারণে॥

দীনের বেশে আশে পাশে, খুঁজ্‌ছ যত দীন জনে,
জীবের তরে ঝর্‌ছে নয়ন, বসে আছ আনমনে ॥
তুমি কি চরাতে ধেনু রাখাল দল সনে,
যমুনা নাচিত কিহে, তোমার বেণু-রব শুনে ?
তুমি কি হে বুদ্ধরূপী, পশুবধ-দমনে,
ছেড়ে সুখের বাসা সকল আশা, নিয়েছ ডোর-কৌপীনে ?
তুমি কি সন্ন্যাসী-গোরা, মাতোয়ারা নাম গানে,
ডুবালে তরালে নদে, রাধা-প্রেম-বিতরণে ?
যে হও তুমি দয়ার খনি, স্থান দিও ঐ চরণে,
(তব) পদ-ভেলা ভাসিয়ে ভবে, পার হ'য়ে যাই তুফানে ॥
(জয় রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বলে)

ইমন-কল্যাণ—একতালা

ত্রেতাতারী রাম, দ্বাপরের শ্যাম, রামকৃষ্ণ দোঁহে একাধারে,
গৌতমের প্রাণ, শঙ্করের জ্ঞান, অবতীর্ণ লয়ে ধরা পরে ॥
রামানুজ, গোরা, একপ্রেমে জোড়া, কবীর, নানক এক ডোরে,
যত অবতার সমষ্টি সবার, রামকৃষ্ণ রূপে এইবারে ॥
'যত মত পথ,' সব একমত, রামকৃষ্ণ কয় ভাবভরে,
ইষ্ট আপনার, ইষ্ট সবাকার, ভিন্ন রূপে ভক্ত এক হেরে ॥
মহা অবতার রামকৃষ্ণ রায়, নরদেহ ধরি মধুর লীলায়,
জগতের সব ধরম মাতায়, দেখে বুঝ ভারত অন্তরে ॥

কানাড়া—একতালা

অযুত কণ্ঠে বন্দনা গীতি ভুবন ভরিয়া উঠিছে।
(তব) অমিয় বারতা দেশ দেশান্তরে, হৃদয়ে হৃদয়ে পশিছে॥
বঙ্গ-হৃদয়-সরসী-সলিলে চারু শতদল ফুটেছে
বিশ্ব-মানব বিস্ময়ে হেরি রূপে সৌরভে মাতিছে॥
প্রেমের ভূপতি! পতাকা তোমার বিজয়-গরবে ভাতিছে,
ভেদ বিবাদের চির অবসান, হেন আশা মনে জাগিছে॥
ক্ষীণ কণ্ঠ তুলি হীন এ বীণায় 'রামকৃষ্ণ' নাম গাহিছে,
প্রেম রাজ্যে তব দিও তারে স্থান, হেন চিরদাস মাগিছে॥

সাহানা—ঝাঁপতাল

ফুলসাজে রসরাজে হেরিয়ে জুড়াল মন,
মরি কি সুন্দর শোভা, চিত-আঁখি-বিনোদন॥
ফুল্ল-ফুল-হার গলে, সুধীর সমীরে দোলে,
কোমল পদ-কমলে, প্রফুল্ল ভকত মন,
বিভোর চিত-ভ্রমর, রূপরসে নিমগন॥
দেখরে নয়ন ভরি, গোলোক-বিহারী হরি
রামকৃষ্ণ রূপে আজি করেন কৃপা বিতরণ,
ফুল-সাজে ভক্তমাঝে ভকত হৃদি-রঞ্জন॥
এমন মোহন সাজে, কে সাজালে রসরাজে,
ধন্য সে ধরণী মাঝে, সফল তার জীবন,
দেখরে মোহন ছবি জগজন-বিমোহন॥

গৌড়-সারঙ্গ—একতালা

ছেড়ে আজ ধূলা খেলা নূতন খেলায় মেতেছে মন,
শিখাও রামকৃষ্ণ নিধি, খেলার বিধি যেমন যেমন ॥
তুমি হে গুণমণি, খেলুড়ের শিরোমণি,
খেলা বৈ নাই কিছু কাজ, ক'রছ সৃজন পালন নিধন ॥
রাখাল সনে বৃন্দাবনে, কল্লে খেলা বনে বনে,
খেল্‌ছ নিয়ে জগজ্জনে, ইচ্ছা তোমার হয় যা যখন ॥
খেলাতে বড় ভালবাসি, ছুটে ছুটে তাই ত আসি,
শিখাও হে এমন খেলা, ভবের খেলা হয় হে মোচন ॥
কোন খেলায় নাহি ডরি, শুন হে হৃদ্‌বিহারী,
যদি হে কৃপা করি, দাও তোমার ঐ অভয় চরণ ॥
চোর-খেলাতে বুড়ী ছুঁলে, চোর হতে আর হয় না মূলে,
খেল রামকৃষ্ণ বলে, বুড়ী ছোঁয়ার এইত সাধন ॥
জয় 'রামকৃষ্ণ' জয়, জয় 'রামকৃষ্ণ' জয়,
জয় 'রামকৃষ্ণ' জয়, বালক-সখা পতিত-পাবন ॥

মুলতান—একতালা

'রামকৃষ্ণ' নাম-অমিয় পিও রে মন আমার,
(নামে) জুড়াবে তাপিত তনু ঘুচিবে মোহ-আঁধার ॥
(আজি) প্রকৃতির সনে মিশাইয়ে তান,
গাওহে তাঁহার মহিমার গান,
(হৃদে) 'রামকৃষ্ণ' 'রামকৃষ্ণ' জপরে অনিবার ॥

কৌমুদী-খাম্বাজ—একতালা

রামকৃষ্ণ-চরণ-সরোজে মজরে মন-মধুপ মোর।
কণ্টকে আবৃত বিষয়-কেতকী থেকোনা থেকোনা তাহে বিভোর॥
জনম-মরণ-বিষম-ব্যাধি, নিরবধি কত সহিবে আর।
প্রেম-পীযূষ পিয়রে শ্রীপদে, ভবেরি যাতনা রবে না তোর॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম-সুখ-দুঃখ-শান্তি-জ্বালা-দ্বন্দ্ব-খেলা মাঝে নাহি নিস্তার ;
জ্ঞান কৃপাণে পরম যতনে কাটরে কাটরে করম ডোর,
'রামকৃষ্ণ' নাম বলরে বদনে, মোহেরি যামিনী হইবে ভোর।
দুঃস্বপন-জ্বালা রবে না রবে না ছুটে যাবে তোর ঘুমেরি ঘোর॥

কামোদ মিশ্র—একতালা

আয় রে ভাই, মিলে সবাই 'রামকৃষ্ণ' বলে ডাকি।
দেখি কেমন করে থাকে দূরে পরাণ ভরে ডেকে দেখি॥
মুখে তাঁর নামটি নিলে, প্রাণটি যায় অম্নি গলে,
নামের গুণে দেখা মিলে সে কথাটি জান না কি॥
নামের তুলনা নাইরে, প্রেমে জগত মাতিল রে,
সাধ হয় যুগল চরণ ধরে সযতনে হৃদে রাখি॥
'রামকৃষ্ণ' নামটি নে রে, নাম বিনে আর গতি নাই রে,
নামেতে যাব তরে আমরা কি ভাই রইব বাকি॥
'রামকৃষ্ণ' রূপটি ধরে, এসেছেন জগতের তরে,
এমন দয়াল অবতারে পাপীতাপীর ভয় ভাবনা কি॥

বারোয়া—একতালা

কেমনে তোমা বিনে, বাঁচি প্রাণে জগত-জীবন,
বল কি আছে আমার, বিনে দুটি অভয় চরণ ॥
তুমি হে অনন্ত অপার, ভক্তের তরে তুমি সাকার,
আরো কত আছে আকার, লীলা তোমার বুঝে ক'জন ॥
তুমি হে প্রেমিকের সখা, নামটী তোমার অমিয় মাখা,
প্রেমহীনে দাও হে দেখা, (নৈলে) কেমন তুমি অনাথ-শরণ ॥

কীর্ত্তন লুম্-ঝিঁঝিট—একতালা

এস হে রামকৃষ্ণ প্রভু পতিতপাবন।
হৃদয় মাঝে হ'য়ে উদয়, শিখাও হে নাম সংকীর্ত্তন।
(আমি জানি না হে)।
যেই নাম-সংকীর্ত্তন করেন দিবানিশি বিভোর হয়ে দেব পঞ্চানন,
আমি মূঢ়মতি নাই শকতি, কর শক্তি-সঞ্চারণ।
(তোমার নাম কীর্ত্তনে)।
হৃদয় মাঝে উদয় হও, আপনার নাম আপনি গেয়ে,
আমারে জাগাও ;
তোমার বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত পদে, দাসের এই আকিঞ্চন।
(পূরাতে হবে)।
তোমার নামের মহিমায় খঞ্জে গিরি লঙ্ঘে, শুনি, বোবায় কথা কয়,
আমার ঐ ভরসা, পূরাও আশা, চরণে নিলাম শরণ।
(নিদয় হ'য়ো না হে) ॥

দেশ—একতালা

নমো 'রামকৃষ্ণ'-রূপ-ধারণ, মোহন মনোহারী,
জগ-তারণ-কারণ নাম, শমন-শাসন-কারী,
বল 'রামকৃষ্ণ' নাম, প্রাণে পাবিরে আরাম ॥
সত্য সনাতন, প্রেম-রূপ-ঘন, ভকত-চিত-শোভন,
তাপিত তরে নররূপ ধ'রে যুগে যুগে অবতরণ ;
স্বগণ সনে মিলন, লীলা সাধন কারণ,
মহাভাব প্রকটন-কারী ; দীন শ্রীচরণ ভিখারী,
দেখা দাও, প্রাণ জুড়াও, আমায় কোলে তুলে লও ॥

কীর্ত্তন—একতালা

মানস কুসুম করিয়া চয়ন এসেছে দীন ভকত-কুল।
শোণিত-চন্দনে মিশায়ে আজিকে পূজিতে নাথ পদ রাতুল ॥
ভাব-শ্বাস-ধূপ যাইতেছে বয়ে, নয়ন-দৃষ্টি জ্বলে দীপ হ'য়ে,
জয় রামকৃষ্ণ মধু নাম ল'য়ে, গাইছে রসনা হ'য়ে আকুল,
সদা অশ্রুজল সম্বল যাদের, জাহ্নবী যমুনা কি কাজ তাদের,
ধর ধর নাথ নীর হৃদয়ের, ধোয়াইব আজি চরণ মূল ॥
বাসনা ভস্মাগ্নি দিই জ্বালাইয়ে, বিবেকের ধূনা তাহে ছড়াইয়ে,
প্রেমের বাতাস ফুঁয়ে ফুঁয়ে দিয়ে, শুদ্ধাভক্তি হোক্ গন্ধ গুগ্গুল্।
আজি দক্ষিণা দিয়ে নশ্বর দেহ, ভুলে যাও সবে সংসার গেহ,
থেকনা থেকনা আজ দীন কেহ, মহোৎসবে মুছ মহা-মন ভুল।
জয় জয় জয়, জয় রামকৃষ্ণ, জয় হে বিতর চরণ-ধূল,
জয় জ্যোতির্ম্ময় নমঃ নারায়ণ বাঞ্ছিত প্রিয় নাথ অতুল ॥

ভৈরবী—একতালা

(মধুর) 'রামকৃষ্ণ' নাম বল মন আমার
দূরে যাবে তোর মোহ আঁধার ॥
কাতরে ডাকলে তাঁরে, সেকি দূরে রইতে পারে,
অম্নি এসে ভালবেসে মুছাবে রে তোর অশ্রুধার ॥
যদি না লাগে ভাল, নামটি আবার বল,
পরাণ খুলে নামটি নিলে বইবে প্রাণে শান্তি ধার ;
অবহেলে পরশ-রতন নিয়ে রইলি কাম-কাঞ্চন,
'রামকৃষ্ণ' নামে হওনা মগন নূতন খেলায় মজ এবার ॥

ঝিঁঝিট—একতালা

দিবা বিভাবরী ডাক প্রাণভরি, 'জয় রামকৃষ্ণ' ব'লে।
পাপ তাপ যাবে, প্রাণ জুড়াইবে, নামেরি মহিমা বলে ॥
তরু-পত্র-প্রান্তে লম্বিত নীহার, জান কি পতনে কি বিলম্ব তার,
পদ্ম পত্রে জল, জীবন চঞ্চল, কেমনে র'য়েছ ভুলে ॥
উঠ উঠ ভাই থেকনা অলসে দেখ নাম রসে ধরা যায় ভেসে
গায় দেশ-বিদেশে 'রামকৃষ্ণ' নাম প্রেমের লহরী তুলে ॥
সে নামে থাকে না ভবেরি বন্ধন, ঘুচে যায় মায়া কামিনী-কাঞ্চন,
হয় মৃত্যুঞ্জয়, সদানন্দে রয়, প্রেমানন্দে পড়ে ঢলে ॥
আহা মরি হেন 'রামকৃষ্ণ' নাম, নাহি তাতে রুচি বিধি মোরে বাম,
তুমি গুণধাম হ'য়ো নাক বাম স্থান দাও পদতলে ॥

মালকোষ—ঝাঁপতাল

শ্রীরাম তুঁহি, কৃষ্ণ তুঁহি, পরব্রহ্ম নারায়ণ, তুঁহি আদি শকতি ;
তুঁহি সৃজন-পালন-সংহরণ কর, শান্তি বিধারণ তুঁহি ব্রহ্মজ্যোতিঃ ;
জগন্নাথ প্রকট হো, য়হ পুণ্য ভূমিমে,
শিখাবত সব-ধরম-সমজ্ঞান-প্রতীতি।
ধন্য রামকৃষ্ণ তুম দয়াল ভগবান
দেহুঁ প্রভু জ্ঞানধন অউর শুধ ভকতি ॥

কীর্ত্তন—একতালা

জয় 'রামকৃষ্ণ,' 'রামকৃষ্ণ,' বল আমার মন।
যুগ-অবতার যিনি পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ ॥
জীব-দুঃখেতে কাতর, ধরি নর-কলেবর,
বারম্বার অবতার জগত-ঈশ্বর ;
(এবার) মাধুর্য্য-ঘন-মূরতি জিত-কামিনী-কাঞ্চন ;
(ঐশ্বর্য্য বিহীন লীলা) ॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতার, এলো কলাংশে যাঁহার,
স্বয়ং সে দক্ষিণেশ্বরে এসেছে এবার,
ওরে চক্ষু মেলে চেয়ে দেখ, পাবেরে নব জীবন ;
(কত আর ঘুমাবে জীব, কাম-কাঞ্চন-আবেশে) ॥
রামকৃষ্ণের কৃপায়, বিবেকানন্দ বিলায়,
ভক্তি মুক্তি বিনামূল্যে কে নিবি রে আয়।
'রামকৃষ্ণ' বলে, নেও রে তুলে, যার যত হয় প্রয়োজন
(ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ) ॥

মিশ্র—একতালা

পরম গুরু সিদ্ধ যোগী মাতৃভক্ত যুগাবতার।
পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ লহ প্রণাম নমস্কার॥
জাগালে ভারত শ্মশানতীরে, অশিব-নাশিনী মহাকালীরে;
মাতৃনামের অমৃতনীরে ভাসালে নিজ ভারত আবার॥
সত্যযুগের পুণ্যস্মৃতি, আনিলে কলিতে তুমি তাপস,
পাঠালে ভারত দেশে দেশে ঋষি-পুণ্য-তীর্থ-বারি-কলস।
মন্দিরে মসজিদে গীর্জায়, পূজিলে ব্রহ্মে সমশ্রদ্ধায়
তব নাম মাখা প্রেম নিকেতনে ভরিয়াছে তাই ত্রিসংসার॥

লগ্নী খাম্বাজ—কার্‌ফা

'রামকৃষ্ণ', শ্যাম, শ্যামা, শিবে ভেদ ভেব না আমার মন।
নামরূপের গেলাপে ঢাকা আছেন সেই এক নিরঞ্জন॥
চিনির ছাঁচে উট হাতী ঘোড়া পুতুল পাখী রথ হয় যেমন,
যার যেমন মন লয় সে তেমন, এক চিনিতে সব গঠন॥
ভেদ ভাবনা মন ছাড়না, সুখ পাবে না তায় কখন,
বহুতে এক দেখ্‌লে তবে পাবিরে সেই মোক্ষধন॥
অস্থি মাংস মেদ শোণিতে সকল শরীর হয় সৃজন,
এক আত্মারাম বিহরেন তায় কে হিন্দু ভাই কে যবন॥
সাধ যদি তোর থাকে রে মন পেতে সত্য সনাতন,
(তবে) ভাসিয়ে দেনা দ্বেষাদ্বেষী, পর না চোখে প্রেমাঞ্জন॥

ইমন কল্যাণ—কাওয়ালী

বড় আশা করে এসেছি ঠাকুর করুণানয়নে চাও হে।
দিয়ে রাঙ্গা চরণ রাজীবলোচন, কামনা মোদের পূরাও হে॥
হৃদয় কমল বিকাশ করিয়া, প্রকাশ আসিয়া তায়—
ভকতি-হিল্লোলে প্রেম-পরিমলে পুলকে পূরিবে কায়;
মাতিয়া যাইবে মন মধুকর,
পিবে বসি শুধু শ্রীচরণের মধু বিভোর হইয়া তায়—
তৃষিত এ চিত হবে তিরপিত একবার দেখা দাও হে॥
দয়ার আধার প্রেম-সুধাকর রামকৃষ্ণ গুণমণি
আসি বারে বারে নানারূপ ধরে তারিলে তাপিত প্রাণী॥
মোদের তারিতে হবে (ঠাকুর)
আর বল কেবা আছে, যাব কার কাছে লইবে মোদের ভার;
মোরা অতি দীন ভজন-বিহীন নিজ গুণে কৃপা কর হে॥

জয় জয়ন্তি—ঝাঁপতাল

তুমি ব্রহ্ম, 'রামকৃষ্ণ', তুমি কৃষ্ণ, তুমি রাম
তুমি বিষ্ণু, তুমি জিষ্ণু, প্রভবিষ্ণু প্রাণারাম।
তুমি আধেয় আধার, তুমি ব্রহ্ম নিরাকার,
তুমি নর-রূপ-ধর, বিজিত-কনক-কাম॥
অপার-করুণা-সিন্ধু, তুমি দেব দীনবন্ধু
যাচে ইন্দু কৃপাবিন্দু, চরণে করি প্রণাম॥

বেহাগ খাম্বাজ—ঠুংরী

নীলকমল নয়নযুগল কি যেন কি বিষাদে বিমলিন,
কোমল হৃদয়েতে কেন গো ব্যথা পেতে ধরাতে সাজিলে দীনহীন ॥
পঞ্চবটী মূলে, বিল্বতরু তলে সাধিলে সাধনা সুকঠিন,
দ্বাদশ বৎসর নাহি অবসর, করিলে সুন্দর তনু ক্ষীণ ॥
কোন্ সে প্রেমলোকে ছিলে গো চিরসুখে,
ভেদ-বিবাদ বেদনা-বিহীন ;
মলিন ভূতলে প্রেমে নেমে এলে, দীনহীনজনে কোলে তুলে নিলে,
মানব-মঙ্গলে তনু তেয়াগিলে, সহিলে যাতনা নিশিদিন ॥

নায়েকী কানাড়া—একতালা

আপনি করিলে আপনার পূজা আপনার স্তুতি গান।
ভবতারিণীর পূজারী ঠাকুর তুমি হে আমার প্রাণ ॥
কেহ বলে তুমি সাধক-প্রধান, কেহ দেয় তোমা দেবতার মান,
(আমি) গৌরব সব ত্যজিয়ে দিয়েছি হৃদয়ে আসন দান ॥
যবে মনে পড়ে করুণার ছবি, পরদুখে ম্রিয়মান,
পর পাপ বহি রোগ যাতনায় ছটফটি যায় প্রাণ।
দেব কি মানব পরিচয়ে আজ, হেন প্রেমিকের বল কিবা কাজ,
শুধু মনে হয় রাতুল চরণে করিতে জীবন দান ॥

(বাউল) ঝিঁঝিঁট-বাহার—একতালা

উথ্‌লেছে প্রেম-পারাবার।
(তোরা) আয় না ছুটে ভবের মুটে, ভাসিয়ে দেনা মাথার ভার॥
যার লেগেছে বোঝা, তার হ'য়েছে সোজা,
বোঝাবুঝির বুঁচ্‌কি ফেলে মারছে সে মজা,
(তুই) রইলি ব'সে বোঝার আশে, কর্‌বি শেষে হাহাকার॥
প্রেম-সাগরে ভাসিয়ে দেনা গা,—
যাবি ভেসে এমন দেশে যার পাশে নাই গাঁ,—
(ওরে) চন্দ্র সূর্য্য ধ্বংস হলেও হয় না সেথা অন্ধকার (বোকা)॥
সেথায় সবই উল্টা ঢং, সেথায় সবই উল্টা ঢং,
হেথায় কাল সেথায় সাদা বুঝ্‌বি কি ভাই রং,
(ও তোর) কার্য্যকারণ, সব অকারণ, নাই তথায় তার অধিকার॥
গুরুদাস কেঁদে বলে তাই, আর বিচারে কাজ নাই,
বোঝাবুঝি অনেক হ'ল (এখন) সোজায় চল ভাই,
'রামকৃষ্ণ' আমার প্রেমের পাথার, ডুব্‌লে হবি ভবপার (বোকা)॥

ইমন-কল্যাণ—একতালা

কেন দেখা দিলে কি করিতে এলে, কবে দুঃখ নিশা হবে অবসান।
কত সহি আর দিবসে আঁধার, সোণার ভারত হ'য়েছে শ্মশান॥
মৎস্য কূর্ম্মবেশে জীবদুঃখ নাশে, তারিলে ভারত বারে বারে এসে,
(এবার) জীবে দয়া হেরি, মনে লয় হরি,
জগতে তারিতে হ'লে মূর্ত্তিমান॥

সাগর-সলিলে ভাসিল পাষাণ, যজ্ঞ-বিঘ্ন-রক্ষ-বংশ-অবসান,
রাম-রাজ্য স্মরি ঝরে অশ্রুবারি,
(এবে) অনাহারে সহি শত অপমান ॥
দণ্ডিতে দন্তীরে আসিলে দ্বাপরে, নাচি রণরঙ্গে শোণিত সায়রে,
নাশি বাহুবলে কংস-শিশুপালে, এবে কংস শত হের দহে প্রাণ ॥
জ্ঞান মূর্ত্তিমান্ নরদেহ ধরি, জীবের কল্যাণে গেহ পরিহরি,
সাজিয়া ভিখারী, দ্বারে দ্বারে ঘুরি বিতরিলে জ্ঞান ব্রহ্ম-নিরবাণ ॥
হের প্রেতভূমি সম ধরাতল, পাপভারে যেন করে টলমল,
কর তমোনাশ, হও হে প্রকাশ, এস 'রামকৃষ্ণ' কর জীবে ত্রাণ ॥

ভীমপলশ্রী—একতালা

তুমি এলে ফাল্‌গুনে।
ফুল্ল কানন মলয়ানিল কম্পনে।
কোকিলকুলকূজিত মুখরিত অলি গুঞ্জনে ॥
হেরি ধরণী রঞ্জিতা, উৎসব উল্লসিতা,
চন্দ্রা-উদর-সিন্ধু-মথন উদিত চন্দ্র কিরণে ॥
(তব) কুসুমকোমল অঙ্গ, (তাহে) উথলে রূপ তরঙ্গ,
মন্মথ শত নিমেষে নিহত বঙ্কিমায়ত নয়নে।
সাকেতপুরীভূষণ, কৃষ্ণ নন্দনন্দন,
বিধিহরিহর সদাই বিভোর চরণপদ্ম ধেয়ানে ॥

সুরট মিশ্র—একতালা

আজি এ জীর্ণ বীণায় আমার, গাব নব সমাচার।
মুছ আঁখিজল চাহ মুখ তুলি, ক্ষুদ্র ভাবিয়া আছ যেবা ভুলি,
দীনের তরে দীনের সুহৃদ্ ধরাতে এল আবার ;
মানবের দুঃখে নয়ন তাঁহার ঝরিতেছে অনিবার ॥
হে ভীরু ভয় ভাবনা যত কর কর পরিহার ;
শুন কাণ পাতি অমৃত-গীতি, ভুলে যাও আজি মরণ-ভীতি,
ঐ ডাকে হায় লইতে হেলায় জনম মরণ পার ॥

ভৈরবী—একতালা

ফাগুন হাওয়ার পরশ রসে শুক্‌নো তরু মুঞ্জরে,
পায়ে দলা লতায় কুসুম ফুটে মরু-প্রান্তরে ॥
শীতের মেঘে গগন ছাওয়া, উড়িয়ে নে যায় পাগলা হাওয়া,
রবি শশীর হাসি রাশি ভাসে দিগ্‌দিগন্তরে ॥
রামকৃষ্ণ মলয় বায়, লাগল কি সবারই গায় !
(তাই) নিখিল চিতে প্রেমের কুসুম ফুট্‌ল আজি ফুট্‌ল রে।
কে আছ রে অন্ধকালা, কালের ডাকে করি হেলা,
দে খুলে দে বুকের বাঁধন লাগুক হাওয়া অন্তরে ॥
হেলায় কোণে ধূলায় শয়ন, বিশ্ব সভায় তার প্রয়োজন,
সকল জীবন সফল হ'ল এবার যুগযুগান্তরে।
জ্যোতির খেলা গগনতলে দাঁড়া এসে মাথা তুলে,
ভাস্‌বে নয়ন জলে হ'লে বসন্তের অন্ত রে ॥

ভৈরব—একতালা

জাহ্নবী কূলে পঞ্চবটী মূলে, হেরি মন গলে রাজে ঐ কেরে,
শান্তি-নিকেতন চিদানন্দঘন, অনুপম-সুধা-স্নিগ্ধ জ্যোতি ক্ষরে।
শিরসি শ্বেত সহস্রারদলে, হংস সনে হংসী যথা সুখে মিলে,
জীব অহং ভুলে, সমাধি হিল্লোলে আপনা হারায় প্রশান্ত সাগরে॥
চিত্ত সহ ক্রমে যত-বৃত্তিচয় প্রকৃতি সহিত ত্রিগুণ বিলয়,
শুদ্ধবুদ্ধিগম্য সুধীগণে কয় অচিন্ত্য এ মন মননিতে নারে ;
নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখা প্রায় ধর্ম্মাধর্ম্মদ্বন্দ্ব স্তব্ধ সমুদয়
এক অনন্ত অখণ্ড অদ্বয় নির্ব্বিকল্পময় কেবা কায় হেরে॥

ভীমপলশ্রী—একতালা

জয় বেদোদ্ধারণ যুগাবতরণ ভূভার-হরণ হরি হে।
জয় মীন কূর্ম্ম বরাহ বিগ্রহ নৃসিংহরূপ ধারি হে॥
বামন বলি-বদ্ধকারী, ক্ষত্রিয়-নাশন পরশুধারী।
জয় সীতাপতি রামচন্দ্র রাবণ-নিধন কারি হে॥
যশোদানন্দন ভয় হর, দনুজ দলন হলধর।
জয় ব্রজ-গোপাল কৃষ্ণচন্দ্র পার্থরথ-বিহারি হে॥
বুদ্ধ কৃপা-বিগলিত-হৃদি, শঙ্কর বেদ-জ্ঞান ভাতি।
জয় মেরী-নন্দন পাপ-হরণ, মহম্মদ তমোহারি হে॥
জয় নবদ্বীপ-পূর্ণ-চন্দ্র, ভক্ত বৎসল কীর্ত্তনানন্দ।
জয় গুরুজী নানক; শিষ্য-পালক ভেদ-নাশ-কারি হে॥
নরেন্দ্র-নন্দিত রামকৃষ্ণ, একাধারে রাম ও কৃষ্ণ।
জয় ম্লেচ্ছভাব-নিবহ-নিধনে জ্ঞান অসিধারি হে॥

বসন্ত—ঝাঁপতাল

আবার যদি এলে হরি আবার দিলে দরশন।
আবার জীবে দিলে অভয় ওহে শ্রীমধুসূদন॥
জ্বালাও তবে প্রাণের আগুন জ্বলুক শিখা দ্বিগুণ দ্বিগুণ;
বজ্র-বীণায় ঝঙ্কৃত কর স্পন্দিত হোক্ ত্রিভুবন॥
পাঞ্চজন্য বাজাও আবার দ্বাপরের সেই রুদ্র-তান,
যে গান শুনে সব্যসাচীর ক্লৈব্য ছাড়ি আত্মদান।
অভী'র মন্ত্রে উঠুক ভারত মুগ্ধ নেত্রে দেখুক জগৎ
কর্ম্ম যাদের ধর্ম্মেরি তরে, সেই জাতির আর নাই মরণ॥

কীর্ত্তন—একতালা

(চিন্তয় মম মানস হরি'—সুর)

জয়তু জয়তু রামকৃষ্ণ, জয় ভবভয় হারি হে।
জয়তু জয়তু পরমব্রহ্ম, জয় নর-রূপ-ধারি হে॥
কাম-কাঞ্চন-আঁধারে, ধরণী ডুবিল হেরে;
(তুমি) উদিলে সূর্য্য অমিত বীর্য্য যুগে যুগে অবতরি হে॥
(এবার) মহা সমন্বয়ের তরে, রাম কৃষ্ণ একাধারে;
ডাক্‌ছ কেন সকাতরে জগতের নরনারী হে॥
(আমি) শুনেছি অভয় বাণী, তুমি জগৎ চিন্তামণি;
(তাই) তোমারি দ্বারে অতি কাতরে এসেছি দীন ভিখারী হে।

ভৈরবী—একতালা

কে উদিল ঐ ভারত-গগনে, নেহার নেহার মনরে আমার।
উজল স্নিগ্ধ কিরণে কাহার, দূরে গেল আজি ধরার আঁধার॥
তরুণ অরুণ অপরূপ ভাতি, রূপ অনুপম জিনি নিশাপতি;
ভকত-বিহগ গায় প্রেম-গীতি, ধায় দিশি দিশি আনন্দে অপার॥
বিভেদ-বিবাদ-তপত-পবন, ভব-মরু-মাঝে বহে অনুখন;
সুখ-মরীচিকা-মুগধ-নয়ন জীবগণ তাহে করে হাহাকার।
মরু-কান্তারে নন্দনবন, সৃজন কারণ তব আগমন
মিলন-মলয় ধীরি ধীরি বয়, মনে লয় দুখ ঘুচিল ধরার॥

ঝিঁঝিট—একতালা

মগন-হৃদয়-ভকত জাগে দয়াল নাম গানে।
জয় রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ নাম-সুধা পানে॥
রজত-আসন ধরণী-শাসন না চাহি মণিকাঞ্চনে।
তুলসী-মাল মৃগ-ছাল, রামকৃষ্ণ বদনে॥
ভুবন-মোহন রমণী-রতন না চাহি আলিঙ্গনে।
চাহে মন রামকৃষ্ণ, স্থান অভয় চরণে॥
নাহিক সাধ মধুর স্বাদ রসনা পরিতোষণে।
চাহে মন রামকৃষ্ণ-চরণামৃত সেবনে।
(রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ ধ্যানে)।

ভৈরব—ঝাঁপতাল

জয় জয় পরব্রহ্ম, জয় সনাতন।
(জয়) চিন্ময়, আনন্দরূপ, জয় নিরঞ্জন॥
বিচিত্র লীলা-বিলাস, সৃজন পালন নাশ;
(জয়) বিশ্ব-বীজ বিশ্বেশ্বর জয় পর-শরণ॥
আনন্দ লহর ছুটে, (কত) দেব দেবী রূপ ফুটে:
সর্ব্ব-দেব-দেবী রূপে সাধনার ধন।
ত্বংহি শিব বিশ্বগুরু, ত্বংহি কালী কল্পতরু;
ত্বংহি বিষ্ণু ভক্তাধীন, নরদেহ-ধারণ॥

মিশ্র-দেশ—তেতালা

রামকৃষ্ণ গুণধাম (আমারি)
ভব-সন্তাপিত-দগ্ধহৃদয়-মরু-সিঞ্চিত মঙ্গল বারি-বিসারী।
পূর্ণানন্দ শ্রীরাম শ্যাম যুগ মূরতি এক অবতার বিহারী
নিখিল-চরাচর-ধর্ম্ম-সমন্বয়-সাম্য-সনাতন-স্থাপন-কারী॥
শারদ-চন্দ্র-নিন্দিত-মুখ উজ্জ্বল শান্তি নির্ঝর মৃদু হাস্যে
তৃপ্ত প্রাণ-মন দীন ভকত নিত্যামৃত প্রেমমধু দাস্যে॥
পঞ্চবটীতট-ধ্যান-ধারণ-রত রম্য-মূরতি-রূপ-ধারী॥
ভক্তে অভয় তব দেহ পদ-পঙ্কজ জয় জয় দয়াল ভবাময়-হারী

কীর্ত্তন—একতালা

চির সুন্দর শিব শোভন।
ওগো প্রেমময় হৃদি-রঞ্জন।
তুমি ভকত-হৃদয় রাজাধিরাজ নিরঞ্জন প্রেমঘন॥
ঢল ঢল ঢল কিবা সুকোমল চিন্ময় বর দেহ,
আ মরি মরি কিরূপ মাধুরী অতুলন রূপ গেহ ;
(আঁখি মজিল মজিল) (ঐ রূপে) (চির জনমের তরে)
(ওগো রূপের কি তুলনা দিব) (ভকত হৃদয় মোহন কারী)
সুখাসনাসীন হসিত বদন আনন্দ বিহ্বল নয়ন॥

সাহানা—ধামার

জয়তে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দরবারা,
অদ্‌ভূত অপূর্ব্ব জগমে প্রচারা!
মূরখ পণ্ডিত হোয়, প্রেমিক গঁওয়ারা,
পা'য়ে পরশ অয়স্ কনক উজারা॥
জ্ঞান-ভক্তি-যোগ-সেবানন্দ-ভাণ্ডারা,
যো চাহি সো পাই, ধন্য অবতারা!
মন জপ রামকৃষ্ণ নাম সারাৎসারা,
কলি-কলুষ-জীব-তরী-ভব-পারাবারা॥

ইমন মিশ্র—তেওরা

জয় রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বল মন।
চাহে তোমারে সকল কাজে সকল যুগে তৃষিত ভুবন॥
যুগ যুগ ধরি অপেক্ষারত ছিল ধরণী নীরবে চাহি ;
তোমারি অমৃত পরশ লাগি ব্যাকুলা অবনী করে রোদন।
তিমির সাগরে ডুবিলে মেদিনী মৃত্যু ঘেরিলে জীবনে হায়
হাহারবে কাঁদে যত জীবগণ, ঊর্দ্ধে কাতরে ডাকে তোমায়—
তখনি তোমার জ্যোতির আলোকে নাশিলে ধরার তিমির ঘন
মৃত্যুরে মার অমৃত আনিয়া, জীবন দেখায়ে জাগালে জীবন

সঙ্কীর্ত্তন

পতিতপাবন নামটী শুনে—বড় ভরসা হয়েছে মনে।
(নামে আপনি আশা জাগে প্রাণে)
আমি হইনা কেন যেমন তেমন স্থান পাব রাঙ্গা চরণে
(ঠাকুর তুমিত ভরসা আমার)
ঠাকুর আমার মতন সাধনহীনে স্থান দিবে রাঙ্গা চরণে
(বড় দয়াল ঠাকুর রামকৃষ্ণ)
ওহে দীন দয়াল, আমি পতিত কাঙাল.
(তোমায় পতিতপাবন সবাই বলে)
(শরণ লয়েছি তাই চরণতলে)
আমায় না তরালে দয়াল নাম আর কেউ না লবে জগজ্জনে।

(বল কোথা যাব কা'র মুখ চাব)
(ঠাকুর পতিতের আর কেবা আছে)
তোমার অকলঙ্ক নামে এবার কলঙ্ক দিবে জগজ্জনে।
তোমার নাম ভরসা, দীনের পূরাও আশা,
(শুনি তোমা হ'তে তোমার নামটী বড়)
ওহে অধমতারণ, অনাথশরণ, দয়া কর নিজগুণে ॥
(ওহে কাঙ্গালের ঠাকুর, রামকৃষ্ণ)
এস রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ বস হৃদি-পদ্মাসনে ॥
(আমার হৃদয়-আসন শূন্য আছে, আমরা বড় আশে
এসেছি হে, আজ তোমার দেখা পাব ব'লে) ॥

ভৈরবী—একতাল।

কে তুমি আবার করুণাপাথার সেই সুরধুনী তীরে।
কেন সদা আহা আকুলপরাণে ভাসিছ নয়ন নীরে ॥
সদানন্দময়ী আছে কোলে করে, তবু কেন বল তুনয়ন ঝরে ;
তাপিত ধরায় তারিতে কি হায়, সুধাইছ জননীরে ॥
কেন আসিয়া হৃদয়-তুয়ারে, মোরে ডাকিতেছ বারে বারে ;
আমি এমনি মগন মোহের কুহকে, দেখেও দেখিনা তোমারে।
এস দেব এস পতিতপাবন, এস আজি এস হৃদয়ের ধন ;
সফল করহে বিফল জীবন, তুখ নাশ চির তরে ॥

আসোয়ারী—একতালা

নমো নমো দেব, নমো নর দেব, নমো ভবভয়-হারী
ভুবন পাবন নমো নারায়ণ রামকৃষ্ণ-রূপধারী ॥
মদ-গর্ব্বিত দুষ্ট-দলনে, সাধু-সজ্জন-পালনে,
ধরম স্থাপনে আসিলে ভুবনে যুগে যুগে অবতরি ॥
দখিন সহরে কতনা সাধনা, জীবে তরাইতে কতনা ভাবনা
দীন দুখী তরে দুনয়ন ঝরে জগজন-দুখ-হারী
সকল জীবেতে এক নারায়ণ, মন্দিরে যাঁরে করে স্মরণ
শিখালে মানবে এ নব সাধন, বিতরিলে প্রেমবারি

মিশ্র আলেয়া—কাওয়ালী

এসেছে আজ প্রাণের ঠাকুর, দেখ্‌বি যদি চলে আয়
পাষাণ গলে তাঁর নামেতে, প্রেমে ভুবন ভেসে যায়
মরি কি রূপ মাধুরী, মেটেনা সাধ যতই হেরি
মনে লয় তায় হৃদে ধরি, পরাণ সঁপি রাঙ্গা পায়
সদাই যেন আপন হারা, মা নামেতে মাতোয়ারা
হাসে কাঁদে পাগল পারা, ক্ষণে নাচে ক্ষণে গায়
মোদের তরে মায়ের কাছে কাতরে করুণা যাচে
এমন আপন আর কে আছে—আপামরে প্রেম বিলায়

মালকোষ—সুরফাক্তা

রামকৃষ্ণ নাম গাও মন অবিরাম।
জুড়াবে তাপিত প্রাণ দুঃখ হবে অবসান,
হিয়ায় হেরিবে সদা সুখে প্রাণারাম ॥
আহা কি মোহন রূপ যাই বলিহারি
নয়ন ফিরে না হায়, বারেক নেহারি ;
চিত-মনোহারী জগজন-তারি
করুণা বিতরি হরি এলো ধরাধাম ॥

ভৈরবী—একতালা

আয়রে সবে আয়, ভবে নারী নর যে যথায়,
দীনের ঠাকুর দীন তরাতে এসেছে রে পুনরায় ॥
(হয়) রত্নাকর দস্যুও মুনি বাল্মীকি যাঁর নামে,
পতিতপাবনী গঙ্গা জন্মে যাঁর পা'র ঘামে,
ফাল্গুনে এ ধরায় নেমে এলেন শুক্লা দ্বিতীয়ায় ॥
যতই মলিন হওনা কেন, যতই দীন অজ্ঞান,
আদর ক'রে ভালবেসে পদে দিবেন স্থান,
পুণ্যবান বা পাপী ধনী নির্ধনে সমান ;
তাই বলি ভাই, সরল প্রাণে পদে লও আশ্রয়,
তনু মন ঢেলে বল রামকৃষ্ণ জয়,
ব্রহ্মানন্দ লাভে অভয়-মুক্ত হবে তাঁর কৃপায় ॥

আশাবরী—একতালা

পরমপুরুষ হরি, মধুহর মধুকৈটভারি।
হের অবতরে কামারপুকুরে নবভাবে তনু ধরি ॥
পিতৃত্বে বরিয়া দ্বিজ ক্ষুদিরামে, চন্দ্রমণি গর্ভে গদাধর নামে ;
শুক্লা দ্বিতীয়া উষায় ফাল্গুনে, ধরা মধুভরা করি ॥
হ'য়ে কর্ণধার, ল'য়ে ধর্ম্মতরী, ভব সিন্ধুতটে ঘাটে ঘাটে ফিরি,
অহেতু কৃপায় ডাকে কাণ্ডারী এস সবে নরনারী।
অকাতরে জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে, বিলান প্রেমসুধা কলসে কলসে,
রামকৃষ্ণ বলি পিও মহোল্লাসে, পদযুগ হৃদে ধরি ॥

সুরট-মিশ্র—একতালা

স্বস্বরূপে লীন আঁখি দৃষ্টিহীন, হের সুখাসীন কে রে নরাকার।
প্রশান্ত গম্ভীর, স্থাণু প্রায় স্থির, তেজোময় তনু ত্যাগের আগার ॥
পরিহিত পট কটিতে শিথিল, উপবীতমত বামাংসে অঞ্চল,
যুক্ত জানু-লম্বি সুভুজ যুগল, বিশাল হৃদয়ে আনন্দ পাথার ॥
বিশুদ্ধ সরল শিশুর সমান, অহং-লেশ-শূন্য সর্ব্বশক্তিমান,
যোগীন্দ্র সর্ব্বজ্ঞ প্রেমিক প্রধান, করুণাসিন্ধু পর অবতার ॥

টোড়ী-ভৈরবী—একতালা

জ্ঞান-গঙ্গাকূলে বিশ্বাশ্বত্থ-মূলে বসি তুমি কে হে মনোবিমোহন্।
চিনি চিনি করি, চিনিতে না পারি, চোখে চোখে আছ তবু অদর্শন॥
মনে হয় যেন জীবনের জীবন, অন্তরে বাহিরে আছ সর্ব্বক্ষণ,
তুমি হে আমার চির আপনার জানি নাহি জানি কর আকর্ষণ ;
কি যেন দুর্ভেদ্য আবরণে ঢাকা, আমি নাই, শুদ্ধ তুমি মাত্র একা,
পরোক্ষে সুস্পষ্ট কবে দিবে দেখা, অপরোক্ষে পদে হবে সম্মিলন॥

রামকেলি—কাওয়ালী

জাগো উঠ উঠ, বাঁধ কটিতট, শুন শুন বাজে ঐ বিষাণ।
কাঁপায়ে ভূতল, বীর চল, তোল ধর্ম্ম-সমন্বয়-নিশান॥
রামকৃষ্ণ নামে এবে ধরাধামে নরাকারে হের শ্রীভগবান।
মোহ দূরে ফেলে, বক্ষ রুধির ঢেলে, পূজ পদে, বলি দাওরে প্রাণ॥
জনম ধন্য হবে ব্রহ্মানন্দ লাভে, সুখের সাগরে হবে ভাসমান।
না রবে ভবভয়, নেহারি সর্ব্বময়, নিত্য সত্য বিভু সর্ব্বশক্তিমান॥

পিলু বারোয়া—তেতালা

জয় নিখিল-জন-মনোহারী ; নরোত্তমরূপ-ধারী রে।
রতি-পতি-গঞ্জন, রূপ অতুলন, দীনেশ দীন বেশ-ধারী রে।
সদা নিজ ভাবে ভোলা, শ্রীমুখে মা মা বলা, ভকত মনপ্রাণহারী।
জয় ভবেশ্বর, নবযুগ ঈশ্বর, সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমকারীরে॥
জয় নর-দুঃখ-বারণ, ত্যাগী-কাম-কাঞ্চন, কলিমল-মর্দ্দনকারী।
জয় ভক্তেশ্বর ভকত-বিমোহন, ভকত মনোতম-হারী রে॥

কামোদ মিশ্র—একতালা

আজি কি আনন্দ অপার (হলো), রামকৃষ্ণ এল এবার ॥
কিবা রূপ বলিহারি, নয়ন ফিরাতে নারি।
(এল) নিত্যরূপ পরিহরি ঘুচাইতে ধরারি ভার ॥
মায়ার তিমির বিনাশি' মহা ঘোর, বিকাশি' করুণার রাশি,
যুগে যুগে অবতর, বহু নামরূপ ধর, তোষিতে ভকত পিপাসী।
নানা ভাবে মহালীলা, ভূতলে আনন্দ মেলা,
ধূলো খেলা ছেড়ে এই বেলা, (তাঁর) অভয় চরণ কররে সার ॥

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী সঙ্গীত

স্তব

১

প্রকৃতিং পরমামভয়াং বরদাম্
নররূপধরাং জনতাপহরাম্।
শরণাগত-সেবক তোষকরীম্
প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্॥

২

গুণহীন-সুতানপরাধ-যুতান্,
কৃপয়াঽদ্য সমুদ্ধর মোহগতান্।
তরণীং ভবসাগর-পারকরীম্
প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্॥

৩

বিষয়ং কুসুমং পরিহৃত্য সদা,
চরণাম্বুরুহামৃত-শান্তি-সুধাম্
পিব ভৃঙ্গমনো ভবরোগহরাম্
প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্॥

৪

কৃপাং কুরু মহাদেবি সুতেষু প্রণতেষুচ,
চরণাশ্রয়দানেন কৃপাময়ি নমোঽস্তুতে।
লজ্জাপটাবৃতে নিত্যং সারদে জ্ঞানদায়িকে,
পাপেভ্যো নঃ সদা রক্ষ কৃপাময়ি নমোঽস্তুতে।

৫

রামকৃষ্ণ-গতপ্রাণাং তন্নাম-শ্রবণপ্রিয়াম্
তদ্ভাবরঞ্জিতাকারাং প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ।
পবিত্রং চরিত্রং যস্যা পবিত্রং জীবনং তথা,
পবিত্রতাস্বরূপিণ্যৈ তস্যৈ দেব্যৈ নমোনমঃ ॥

৬

দেবীং প্রসন্নাং প্রণতার্ত্তিহন্ত্রীম্
যোগীন্দ্রপূজ্যাং যুগধর্ম্মপাত্রীম্
তাং সারদাং ভক্তি-বিজ্ঞান-দাত্রীম্
দয়াস্বরূপাং প্রণমামি নিত্যম্ ॥

৭

স্নেহেন বধ্নাসি মনোঽস্মদীয়ম্
দোষানশেষান্ সগুণী করোষি।
অহেতুনা নো দয়সে সদোষান্.
স্বাঙ্কে গৃহীত্বা যদিদং বিচিত্রম্ ॥

৮

প্রসীদ মাতর্বিনয়েন যাচে,
নিত্যং ভব স্নেহবতী সুতেষু।
প্রেমৈকবিন্দুং চিরদগ্ধচিত্তে,
প্রদায় চিত্তং কুরু নঃ সুশান্তম্ ॥

৯

জননীং সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্গুরুম্।
পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ ॥

ইমন—একতালা

ওঁ হ্রীং নমোঽস্তুতে !

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গিনি ! আদর্শ পতিব্রতে ॥

অনাদি নিত্য লীলাপ্রসঙ্গে, একা দ্বিধা কেলি কৌতুক রঙ্গে ।
অগণিত বিশ্ব ভ্রূকুটি-ভঙ্গে সৃজ পাল নাশ ইঙ্গিতে ॥
যুগে যুগে নিজ বৈষ্ণবী মায়ায়, ধর ধরাপরে নারী নরকায় ;
জীব-দুঃখে বিগলিত করুণায়, আর্ত্ত অধম অশ্রু মুছাইতে ।
স্নেহে হাসি, রোষে সমুদ্যত অসি, বরাভয়া পুন ভীমা সর্ব্বনাশী,
দেবে ও দানবে তুল্য ভালবাসি, মিত্র শক্র ভাবে তুলে নিতে ॥
ঐশ্বর্য্য-লেশ-শূন্য গুপ্ত অভিনব, যার যে অভীষ্ট তুমিই হয়ে সব ;
সর্ব্বধর্ম্মময় জ্ঞান প্রেমার্ণব, মাতৃভাবে এবে অবনীতে ।
আমি সুত তব, মা তুমি সারদে ! জীবনে মরণে সম্পদে বিপদে,
স্মরি হেরি হেরি দুটি রাঙ্গাপদে চিত্ত লীন হ'ক তোমাতে ॥

ভৈরবী—তেওরা

ধরণীর ভার হরিতে আবার এলে মা আদ্যা শকতি
নিখিল মাতৃ-হৃদয়-সাগর-মন্থন-সুধা-মূরতি ॥
নিবিড় কাননে বন-ফলাশনে ভূশয়নে নিশি যাপনা,
নিশাচর দেশে বসি কারাবাসে সহিলে মরণ-বেদনা ।
অমল চরিতা নির্ব্বাসিতা তুমি মা জনক-দুহিতা,
সন্তান তরে মায়া-তনু ধ'রে আসিলে বিশ্ব-প্রসূতি ॥

রাজনন্দিনী প্রেম-ভিখারিণী কুলমান-তেয়াগিনী,
তনু-প্রাণ-মন জীবন-যৌবন কৃষ্ণ-চরণে অর্পিণী।
বিরহ-অনলে আপনা দহিলে ভূতলে জীব-মঙ্গলে,
মানব-হৃদয় করি মধুময় বিতরি শুদ্ধা ভকতি॥
ব্রাহ্মণ-সুতা জপে তপে রতা রামকৃষ্ণ-পূজিতা,
পাপীতাপী জনে কৃপা বিতরণে সারদে সদা সম্মতা।
লাজ-কুণ্ঠিতা অবগুণ্ঠিতা করুণা-রস-মণ্ডিতা,
(তব) সন্তান কোটি হের ভূমে লুটি জানায় চরণে প্রণতি॥

ইমন্ খাম্বাজ—দাদ্‌রা

এল তোর দুষ্ট ছেলে, তুষ্ট করে নে মা কোলে।
যাব আর কার কাছে মা, বাবা নিদয় গেছেন ফেলে॥
শুনিনি তোমার কথা, বেড়াই খেলে হেথা সেথা,
তাই কি গো মা কওনা কথা পেয়ে ব্যথা হৃদ্‌কমলে॥
তুমি যদি এমন হবে, ছেলের কি উপায় তবে,
নামে কলঙ্ক রবে, মরব কেঁদে মা মা বলে॥
সুপুত্রে কুপুত্রে মাতা, প্রসবে পায় সমান ব্যথা,
একি মা দারুণ কথা—নাই ব্যথা কুপুত্র বলে॥
যা হবার হবে রে ভাই, মা বলে ডাকি সবাই,
দেখি মা কেমন ক'রে থাকতে পারে ছেলে ভুলে॥

ছায়ানট—একতালা

ধরা দিতে এসে লুকাও পুনঃ হেসে একি লীলা মা তোমার।
হলেও কঠিনা ঢাল মা করুণা সুরধুনী-সুধা-ধার॥
আঁধারে আলোকে নিদ্রা-জাগরণে,
সম্পদে বিপদে জীবনে মরণে,
আছ কাছে কাছে সদা সঙ্গোপনে রাখিতেছ বারম্বার॥
জ্যোতির্ম্ময়ী তুমি অন্তরে বাহিরে,
ডাকিছ সস্নেহে দাঁড়ায়ে অদূরে,
কত কাল হতে প্রসারি দুকরে কোলে নিতে মা আমার।
অন্ধ মোরা হের বধির শ্রবণ,
শক্তি সঞ্চারিতে কর পরশন,
পাদপদ্মে মন কর নিমগন সারদে মা! দে গো সার॥

ভৈরবী—একতালা

সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনি মহাবিদ্যে মহামায়ে!
ত্রিপুরে ত্রিলোকতারিণি চাহ সারদে সদয়া হ'য়ে॥
রামকৃষ্ণারাধ্যা ষোড়শী, কল্যাণময়ী কল্মষনাশী।
যেই যাহা চায় সবে ভালবাসি তোষ তুমি তাই দিয়ে॥
কোলে তুলে নিতে মম সম দীনে, শিষ্ট-পালনে দুষ্ট-দলনে,
একা বারম্বার ধর নানাকার তুমি সে সাকারা হ'য়ে;
এত ভালবাস এত সুধাময়, তবে কেন এবে এতই নিদয়
শূন্য এ হৃদয়, হেরি তমোময়, রাখো রাখো রাঙ্গা পায়ে॥

পরজ—একতালা

কে মা অনুপমা মনোরমা বামা অপার করুণা বিকাশ-কারিণী
ত্রিগুণ-অতীতা নিত্যা আদিভূতা সগুণা সাকারা রূপ-ধারিণী ॥
কোটী চন্দ্রমা কোটী ভানু জিনি, মাধুরী মণ্ডিত মহিমার খনি
ব্রহ্মজ্যোতি-বিকীর্ণ-কারিণী ব্রহ্মা বিষ্ণু যাঁরে বুঝিতে পারেনি ;
সর্ব্বদেব-ঋষি-বাঞ্ছিত তুমি মা, ইন্দ্র চন্দ্র আদি বন্দিত-চরণা.
মনোবুদ্ধিপার পরমা প্রকৃতি মানবী আকারে কেন গো জননী ;
মা তব কৃপার নাহিক তুলনা, বেদাগমে নাহি দিতে পারে সীমা.
দীন আঁখিবারি মুছাবার তরে এস বারে বারে দীন-তারিণী ॥
একই ব্রহ্ম তুমি শিবশক্তি রূপে, শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণ সীতা রাধা রূপে
শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীসারদা রূপে অহেতুকী কৃপা প্রকাশ-কারিণী ॥
ওমা মহামায়ে মহাভাবময়ী, পরম ঈশ্বরী শুদ্ধ সত্ত্বময়ী ;
সারদে শুভদে মোক্ষদে কল্যাণি, রামকৃষ্ণ পদে ভক্তি দে জননি

দেশ—কাওয়ালী

দে গো মা দেখা দে সারদে শুভদে ।
জ্ঞান ভকতি দে, জ্ঞান দে মা জ্ঞানদে ॥
তাপিত তারণ তরে এলে যদি করুণায় ।
আমারে কেন মা তবে রাখিবে না রাঙ্গা পায়
দিন যায় আয়ু যায় দেখিতে দেখিতে হায়
আর কবে দিবি দেখা বলগো মা বরদে ॥

খাম্বাজ—ঝং

মা আমার দীন দ্বিজঘরে করিয়াছ আগমন,
করুণা-ঘন-মূরতি স্নেহ-প্রীতি-প্রস্রবণ।
সর্ব্বদা সে অবিকারে, সবে তুল্য অধিকারে
নির্ব্বিশেষে যারে তারে প্রদানিছ জ্ঞানাঞ্জন॥
শীতল সে পা দুখানি, সে মুখের সেই মিষ্টবাণী,
স্নিগ্ধ স্নেহের সে চাহনি হেরি মুগ্ধ শুদ্ধ মন;
জগদ্ধাত্রী ধরণীতে পাপ তাপ নিবারিতে
দীন অজ্ঞে উদ্ধারিতে করি শরীর ধারণ॥

যোগিয়া ভৈরব—কাওয়ালী

(মা) কে তুমি বুঝাও নন্দনে, অহেতু কৃপায় নিজগুণে॥
জন্মে জন্মে বিশ্বমাঝে ভ্রান্ত তুচ্ছ সুখ খুঁজে
মিথ্যা বিষয়ে মজে মরি অকারণে;
অন্ধ মনভৃঙ্গ হায়! জানিনা কেন না ধায়
তৃষ্ণাহর মধু-ভরা শ্রীপদ-নলিনে॥
আকুল হ'য়ে কাঁদিলে, শুনি এসে লহ কোলে
স্নেহময়ী রূপ ধারণে;
কাঁদিব দাও মা ভক্তি, ডাকিব দাও মা শক্তি
অশ্রু দিয়ে ধুয়ে পদ পূজিব যতনে॥

ভৈরবী—একতালা

অশরণ-অজ্ঞ-শরণে৷ অভয়ে পদসরোজে মা তোমার
কি আছে মোর দিব, কি দিয়ে পূজিব নাহি প্রেম-অশ্রুধার।
দরশে পরশে পবিত্র করিতে, জীবে ধরা দিতে পতিত তারিতে,
নেমে এসেছিলে হরশির হ'তে মন্দাকিনী করুণার॥
নারীদেহ ধরি সাকারা ভূতলে জগদ্ধাত্রী মহামায়ে তুমি ছিলে,
মোহ-অন্ধ আমি, তখন তা কি জানি, এবে লুকাইলে করি অন্ধকার:
রামকৃষ্ণার্চ্চিত চরণ-কমলে, রাগচন্দনে মাখি মন-ফুলে।
সাধ-পূরে' কভু সেবিনি বিরলে, মিটিলনা তৃষা দীন অভাগার॥
স্নেহময়ি! এস দিব্যলোক থেকে,
তেমনি হাসি মুখে দাঁড়াও মা সম্মুখে,
তেমনি অপার স্নেহে পাদুটি মস্তকে করুণা করিয়া দাও আর বার:
জ্ঞানাজ্ঞানকৃত-সর্ব্বদোষ ক্ষমি, কোলে নাও ক্ষেমঙ্করী মা যে তুমি,
ডাকি মা মা বলে' জানাও গো জননী! "মা" মহামন্ত্র সর্ব্বতন্ত্রসার॥

বাউল—আড়খেমটা

মা এসেছে মোদের কি আর ভাবনা ভাই।
ভবের বোঝা দূরে ফেলে আয় সকলে নাচি গাই॥
মা যে জগত্তারিণী, ভব-ভয়-হারিণী, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সর্ব্বদায়িনী।
(আবার) না চাহিতে সকল দিয়ে সন্তানের মন ভুলায়॥
ওরে কে আছিস কোথায়, সবে আয়রে ছুটে আয়:
এমন সুদিন পেয়ে রে ভাই হারাস্‌নে হেলায়।
(শুধু) জয় মা ব'লে দাঁড়ারে তুই দেখবি দুখের নামটি নাই॥

খাম্বাজ—একতালা

করুণা-পাথার জননী আমার এলে মা করুণা করিতে। *
তাপিতের তরে নরদেহ ধ'রে অশেষ যাতনা সহিতে॥
ত্রিদিব ত্যজিয়া এ ধরায় আসা, সন্তান তরে কত কাঁদাহাসা।
অহেতুক তব এই ভালবাসা, পারি কিগো মোরা বুঝিতে॥
শত জনমের যত পাপ হায়, দিয়াছি ঢালিয়া ঐ রাঙ্গা পায়,
সকলি ত তুমি সহিলে হেলায়, কোল দিতে কত তাপিতে।
এত যদি মাগো করুণা এবার, এ দীন সন্তানে কাঁদায়ো না আর,
নয়ন ভরিয়া দাও প্রেমধার—পদপঙ্কজ ধোয়াতে॥

ভৈরবী—একতালা

আসিলে জননী আসিলে আবার, হরিতে ধরার পাপের ভার।
জুড়াতে দগধ হৃদয়ের জ্বালা, মুছাতে সবার নয়ন ধার॥
যুগে যুগে মাগো আসিয়া ধরায়, কত না যাতনা সহিতেছ হায়।
পরাণ মোদের পাষাণের প্রায়, পাসরি ধরম তবু বারে বার॥
সহন-মূরতিরূপে রামসনে, অচলা ভকতি শিখালে ভুবনে।
রাধারূপে পুনঃ দিলে দরশন, প্রেমের মহিমা করিতে প্রচার॥
রামকৃষ্ণ লীলা করিতে পূরণ, মা হ'য়ে সবার তব আগমন।
পাপী তাপী কত লভিল শরণ, কোল দিলে সবে না করি বিচার॥
দিশেহারা হ'য়ে ভ্রমিতাম ভয়ে, দিলে মা অভয় আপনি আসিয়ে
মায়া মরীচিকা দাও মা ঘুচায়ে, প্রকাশ অবশ হৃদয়ে সবার॥

ভৈরব—একতালা

জগবন্দিনী, বিশ্বজননী, জগদীশ-লীলা-সঙ্গিনী।
গুণাতীতা তুমি, ত্রিগুণ-ধারিণী, দেবী, ত্রিতাপ-হারিণী ॥
কটাক্ষেতে কর সৃজন পালন, পলকে প্রলয় কর সংঘটন।
কে বুঝিবে তব লীলা অগণন, নব নব লীলা রঙ্গিণী ॥
ভকতের তরে মা তুমি সাকার, তুমি পুনঃ পরব্রহ্ম নিরাকার ;
কভু নারী কভু পুরুষ আকার, ওমা অনন্ত রূপিণী।
হেরিয়া এ ধরা পাপে নিমগন, প্রেমে নর-তনু করিলে ধারণ,
শত দুঃখ তাপ সহি অকারণ সুতে দিলে পদতরণী ॥

পূরবী মিশ্র—একতালা

মায়ের শ্রীপদ ভুলোনা ভুলোনা।
ওরে মূঢ় মন পেয়ে এরতন হেলায় খেলায় ছেড়োনা ছেড়োনা ॥
জাননা কি মন মায়ের করুণা, পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি পেয়ে কৃপা-কণা ;
তাঁহারি ইচ্ছায় মূক বেদ গায়, ব্রহ্মজ্ঞান পায় আশ্রিত যে জনা ;
মায়ের চরণ যে করেরে ধ্যান, ভব পারাবার গোষ্পদ সমান ;
হয় মোহ নাশ, কাটে কর্ম্মপাশ, কাল-ভয় আর থাকেনা থাকেনা
হেলায় খেলায় হারালি সুদিন, এখনও সে পদ ভাব অনুদিন ;
আর কতদিন র'বি দীনহীন মার নাম কেন জপ না জপ না।

ভৈরবী—একতালা

বিশ্ব-জননী সেজে ভিখারিণী জগতে তারিতে এলে মা আবার !
আদ্যা শকতি, দৈন্য-মূরতি, হেরিয়ে চিনিবে হেন সাধ্য কার ॥
করুণায় গড়া চিন্ময়ী তনু পদনখে পড়ে শত শশী ভানু ॥
আঁখি পঙ্কজে সতত বিরাজে মুনি-মন-লোভা স্নেহের পাথার ॥
ভকতের তরে দেহে মন রাখা, দিবানিশি তাই শত কাজে থাকা
নাহিক বিরাম ভাব অবিরাম কেমনে করিবে তাপিতে উদ্ধার
এত যদি মাগো করুণা এবার, এ দীন সন্তানে কাঁদায়োনা আর
খুলে দাও দ্বার ভব-কারাগার, মিশে যাক্ প্রাণ শ্রীপদে তোমার ॥

বেহাগ—একতালা *

পোহাল দুখ রজনী।
গেছে "আমি আমি" ঘোর কুস্বপন,
নাহি আর ভ্রম জীবন মরণ,
হের জ্ঞান-অরুণ বদন বিকাশে, হাসে জননী ॥
বরাভয়-করা দিতেছে অভয়
তোল উচ্চতান গাও জয় জয়
বাজাও দুন্দুভি, শমন-বিজয়, মার নামে পূর্ণ অবনী ॥
কহিছে জননী "কেঁদোনা, রামকৃষ্ণ পদ দেখনা।
নাহিক ভাবনা রবেনা যাতনা" ॥
হের মম পাশে, করুণায় দুটি আঁখি ভাসে,
ভুবন-তারণ গুণমণি ॥

---

* পূজ্যপাদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ দেহত্যাগের পূর্ব্বে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দর্শন প্রার্থনা করেন। মাতাঠাকুরাণী সে সময় জয়রাম বাটিতে ছিলেন সুতরাং স্বশরীরে না গিয়াও তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। দর্শনের পর স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ গিরিশচন্দ্র ঘোষকে ডাকাইয়া গানের ভাবটি স্বয়ং বলিয়া দিয়া গানটি রচনা করান। এই গান শুনিতে শুনিতে বা শ্রবণের পরেই তিনি দেহরক্ষা করেন।

ভৈরবী—একতালা

ভজ ভজ মায়ী সারদা দেবী, জনমন-তাপ-হারিণী।
যুগে যুগে যিনি করুণা বিতরি অধম-তনয়-তারিণী॥
জয়রামবাটী আসিয়ে এবার কত মতে কর পতিতে উদ্ধার।
প্রভু রামকৃষ্ণ লীলার আধার, লীলা-বিগ্রহ-রূপিণী॥
আসিলে গৌরী পঞ্চম বরষে, অপরূপ-রূপ-ধারিণী,
সে তো নহে ত্যাগ, সে যে অঙ্গীকার, তোমারি মহিমা করিতে প্রচার.
তব ভক্তি ল'য়ে জগত উদ্ধার, চিন্ময়ী চীর-ধারিণী॥
চন্দ্রিকার মত ঘেরিয়া তাঁহারে, রেখেছিলে দেবী পরম আদরে.
রামকৃষ্ণ চাঁদে কলঙ্ক না ধরে, তুমি গো অবিদ্যা-নাশিনী॥
(আজ) সে চাঁদ সুধায় জগৎ মাতায়, দ্বেষ দ্বন্দ্ব সব দূরে চলে যায়.
ধর্ম্ম সমন্বয়ে অঘটন ঘটায়—এ লীলা বিশ্ব-প্লাবিনী।
শ্রীচরণ তলে রাখি শির মোর, তব অনুরাগে হই যেন ভোর.
কেটে দাও মাগো করমের ডোর, জগদানন্দ-দায়িনী॥

গৌরী—তেতালা

অকাতরে দিতে কাতরে অভয়, করুণারূপিণি এলে মা ধরায়
অহেতু কৃপায় জীব দুখনাশে, অশেষ যাতনা সহিলে হেলায়॥
প্রাণ, মন, কায়, রামকৃষ্ণ পায়, তনয়ের প্রতি পূর্ণ করুণায়।
অযাচিতে কৃপা, বিতরিলে সদা, পাপী, তাপী, সাধু, অসাধু সবায়
অদ্বৈত বিজ্ঞান বেঁধেছ অঞ্চলে, ইষ্টের দর্শন ইচ্ছামাত্র মিলে,
তবু লক্ষ মন্ত্র দিনান্তে জপিলে, নহবতে বসি' সন্তান মঙ্গলে।
অকাম প্রার্থনা "ভক্তি-নির্ব্বাসনা" শিখালে মা তুমি অবোধে কৃপায়
তাই শুধু চাই নাশ গো বাসনা, অচলা ভকতি দাও রাঙ্গা পায়।

শ্রীমদ্বিবেকানন্দ সঙ্গীত

মালকোষ—যৎ

তারা উজ্জ্বল পশিল ধরাপর, নির্ম্মল গগন বিকাশি।
রত্নগর্ভা নারী রত্ন প্রসবিল, বিভোর বাল সন্ন্যাসী॥
রবিকর-কর্ষিত কুজ্ঝটিকা-ঘন, আবরে দিনকর-কান্তি,
মায়াবলম্বন কায়া প্রকটন, লীলা আবরণ ভ্রান্তি।
গুরুপদ ধারণ, আত্ম সমর্পণ, মহা হ্রদে নদ মহা সম্মিলন,
দয়া উচ্ছ্বসিত স্রোত মহান, ত্বরিত অশান্তি বিধৌত মেদিনী,
জনমন-মার্জ্জিত শান্তি প্রদান; সশিষ্য গুরুপদ হৃদে সাধে ধরি
গায় অকিঞ্চন গান, কৃপাকণা অভিলাষী॥

বাগেশ্রী—আড়া

স্তিমিত-চিৎ-সিন্ধু ভেদি উঠিল কি জ্যোতি-ঘন,
কোটী সূর্য্য গলাইয়ে, ছাঁচে ঢালা কান্তি যেন।
মায়া-খণ্ডিত অখণ্ড বারি, বুঝে লীলা কেবা হেন॥
উজল বালক বেশে, অখণ্ড-ঘর প্রবেশে,
প্রেমঘন বাহু পাশে কাহারে করে ধারণ॥
উঠ বীর আঁখি মেলি, ছাড় ধ্যান চল চলি,
ধরণী ডুবাল বুঝি অবিদ্যা কাম কাঞ্চন॥
সুধীর ধীর পরশে, যোগী চায় সহরষে,
কণ্টকিত তনুমন, নীরবে ভাসে বয়ান;
তারা জ্বলি' ছায়া পথে স্পর্শে ধরা আচম্বিতে,
পুণ্যভূমে উদে আজি পুনঃ নর-নারায়ণ॥

ছায়া-খাম্বাজ—কাওয়ালী

মূর্ত্তমহেশ্বরমুজ্জ্বল-ভাস্করমিষ্টমমর-নরবন্দ্যম্
বন্দে বেদতনুমুজ্ঝিত-গর্হিত-কাঞ্চন-কামিনী-বন্ধম্ ॥
কোটীভানুকরদীপ্তসিংহমহো ! কটিতটকৌপীনবন্তম্
অভীরভীঃ-হুঙ্কার-নাদিত-দিঙ্‌মুখ-প্রচণ্ড-তাণ্ডব-নৃত্যম্
ভুক্তি-মুক্তি-কৃপা-কটাক্ষ-প্রেক্ষণমঘদল-বিদলন-দক্ষং
বাল-চন্দ্রধরমিন্দু-বন্দ্যমিহ নৌমি গুরু-বিবেকানন্দম্ ॥

আড়ানা—একতালা

কে রে পদ্ম-পলাশ লোচন।
কে রে শারদ-ইন্দু-নিন্দিত চারু-ভুবন-মোহন-আনন ॥
শ্মশান-আলয় সন্ন্যাসী বেশ, নাহিক অন্তরে বাসনার লেশ,
নির্ভীক চিতে ভ্রম ধরণীতে, মরণ-ভীতি-বারণ ॥
জ্ঞান-ঘন-তনু শুক হেন বাসি, অখণ্ড-বিলাসী তুমি ব্রহ্মঋষি,
বিষাণ বাদনে 'অভীরভীঃ' স্বনে মোহ-বন্ধন-খণ্ডন ॥
জড়-বিজ্ঞান-কৌরব-রণে, পার্থ কি এলে বাসুদেব সনে,
রাম-গত-প্রাণ বীর হনুমান, লবণাম্বুধি-লঙ্ঘন ॥
জ্ঞান-প্রেম-কর্ম্ম-ত্রিশূল-ধারী, নররূপ ধরি এলে ত্রিপুরারি,
প্রেমরস পানে হরিগুণ গানে নারদ বীণা-বাদন ॥
শরণাগত চরণে তোমার, 'বিবেকানন্দ' বীর-অবতার,
কিবা পরিচয়, রামকৃষ্ণ-ময় মম মানস-রঞ্জন ॥

খাম্বাজ—একতালা

কে তুমি যতি, মোহন মূরতি রতিপতি-ভাতি নয়ন-রঞ্জন।
বদনমণ্ডল প্রেমে ঢল ঢল অমল কোমল প্রিয় দরশন ॥
অন্তরে বিরাজে করুণা ঘন, বাহিরে নেহারি জ্ঞান-আবরণ ;
উজল তপন আবরে যেমন স্নিগ্ধ বিমল ইন্দু-কিরণ ॥
বীর্য্যবান্ কর্ম্মী কঠোর, হেলায় ছিন্ন হীন মায়াডোর ;
সমাহিত-চিত কামমোহাতীত করুণা-নিধান দীনশরণ ॥
নিষ্কাম-সেবা-ধরম-সাধন, সর্ব্বভূতে ভগবান-জ্ঞান ;
সত্য মহান্ তত্ত্ব উন্মেষণ, দীন-দাস-আশ রাতুল চরণ ॥

খাম্বাজ—একতালা

কে তুমি বাজালে নবীন রাগেতে ভারতের প্রাণ-বীণা।
মধুর ঝঙ্কারে মুগ্ধ জগত চকিতে গাহে বন্দনা ॥
ললিত ছন্দে গভীর মন্দ্রে,
পশিল সে তান রন্ধ্রে রন্ধ্রে ;
জাগিল সুপ্ত লুপ্ত গৌরব ভারতবর্ষ দীনা ॥
হিমাদ্রি-শিখরে জলনিধি-তীরে,
প্রাচ্যে প্রতীচ্যে দিগ্‌দিগন্তরে ;
বেদান্ত মহিমা কেবল প্রচারে, বর্ণিতে নারি সীমা ॥
(করি) গুরুপদে মন-প্রাণ সমর্পণ,
মহাযোগী বেশ করিলে ধারণ ;
জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, জীব-সেবাব্রত করিলে উদ্দীপনা ॥

ছায়া-খাম্বাজ—ঠুংরী

জয় বীরেশ্বর বিবেক ভাস্কর জয় জয় শ্রীবিবেকানন্দ।
ইন্দু নিভানন সুন্দর লোচন বিশ্বমানব চিরবন্দ্য॥
প্রেম ঢল ঢল কান্তি সুবিমল অধিগত বেদ বেদান্ত
ত্যাগ তিতিক্ষা তপস্যা উজ্জ্বল চিত্ত নিরমল শান্ত॥
কর্ম্ম-ভক্তি-জ্ঞান ত্রিশূল ধারণ ছেদন জীবমোহ বন্ধ
ব্রহ্ম পরায়ণ নমো নারায়ণ দেহি দেহি চরণারবিন্দ॥

ভৈরবী—ঠুংরী

('অয়ি ভুবনমনোমোহিনী'—সুর।

এস ভুবনপাবন নারায়ণ।
এস আর্ত্ত-পতিত-চিতে, শান্তি বিতরিতে, ত্রিভুবন-তারণ-কারণ॥
দ্বেষ হিংসা হেরি ঝরিত নয়নবারি,
সাম্য প্রচারিলে দেশে দেশে ঘুরি,
লাঞ্ছনা সহিলে, সাধি' শিখাইলে জীবহিতে জীবনধারণ॥
হের ঘোর তম, স্বার্থ সে নির্ম্মম ছাইছে ভুবন কালমেঘ-সম,
শোণিতে রঞ্জিত, রোদনে পূরিত, কলুষিত ধরণী গগন॥
(এস) হৃদয়ে হৃদয়ে, অন্তরযামী হয়ে
স্বার্থবন্ধ কাট প্রেম অসি দিয়ে,
খুলিয়ে দাও ঠুলি, হেরি নয়ন মেলি, ঘটে ঘটে সেই নিরঞ্জন॥
বিজ্ঞান-ভাস্কর, এস হে শঙ্কর, ভৈরব 'অভীঃ' রবে মোহধ্বান্ত হর,
বিবেক আনন্দ দেহ বিবেকানন্দ! নন্দিত কর ত্রিভুবন॥

ভৈরবী—একতালা

গুরুগত-প্রাণ, গুরু-ধ্যান-জ্ঞান, গুরু-পদে মন-দেহ-সমর্পণ।
বেদ বেদান্ত নিরখিয়ে অন্ত, প্রশান্ত অন্তরে ভুবন ভ্রমণ॥
ত্যাগ-তূণীরে জ্ঞান-বাণ করে, ভুবন-বিজয়ী ধরম-সমরে।
বাগ্মী-প্রবর সুকুমার বীর স্মর-হর-রূপে জগ বিমোহন॥
মৃণাল-মৃদুল বপু সমুজ্জ্বল প্রেমের পুতুল বচন মঞ্জুল।
কুমার সন্ন্যাসী মুখে আঁকা হাসি, হাসি পরকাশি ভুবন-রঞ্জন॥
বেদ-মন্দাকিনী মথিয়ে যতনে, শুদ্ধ বুদ্ধি জ্ঞান দান জনে জনে—
বৈরাগ্য-তপনে বাসনা-জীবনে শুকাল দূরিল কামিনী কাঞ্চন।
বহিল এ ভবে করম বাহিনী, ফুটিল তাহায় প্রেম-সরোজিনী—
মিশিল আসিয়ে শান্তি-স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হ'ল প্রীতি-প্রস্রবণ।
উড়িল হিন্দু-ধরম-কেতন, ব্যাপিল মেদিনী গাহি জনগণ—
"জয় জয় স্বামী বিবেকানন্দ, বিবেক-আনন্দ-মূরতি-ধারণ॥"
গুরুদত্ত মন্ত্র করিয়ে সাধন, স্বরূপে লুকালে হে সত্যশরণ,
দেহি দীনে প্রেম, বল বীর্য্য জ্ঞান, বলী বিনে দেব বল কার ধন॥

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

এত প্রেম নিয়ে হায় এলে বিলাইতে,
অন্ধ বিমূঢ় জীব নারিল চিনিতে॥
অন্নবিনে শীর্ণকায়, জীর্ণ বাসে ঢাকি কায়,
বিবসনে বনে ফের পথে পথে॥

হেরি ধরা জ্ঞানহীন, তপে দেহ করি ক্ষীণ
কত ব্যথা পেলে প্রভো এসে ধরণীতে।
শুনি নব লীলা-গাথা, প্রাণে বড় বাজে ব্যথা,
পাষাণ পরাণ গলে তব অশ্রুপাতে ॥

ভঁয়রো—তেতালা

বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-বরমন্ত্র শক্তিধর জাগো জাগো।
জাগায়ে নির্ভয় আশীষ বর্ষণে সভয় অন্তরে জাগো জাগো ॥
কাঁদিছে ভারত 'নাথ' 'নাথ' বলি, অন্ধকারাতলে কর-কৃতাঞ্জলি।
জাগায়ে ভৈরবে ভুবন আন্দোলি মুক্তি-হিন্দোলা জাগো জাগো ॥
উড়ায়ে দিগ্‌জয়ী কেতন গৌরবে, কেশরী হুঙ্কারে জাগো হে ভৈরবে,
মিলন ছন্দে প্রতীচি পূরবে শকতি দুর্জ্জয়ে জাগো জাগো।
জাগো হে গৈরিকে রাঙ্গায়ে অম্বর, হে ত্যাগ-জাহ্নবীস্নাত ন্যাসীবর,
ভারত ভাগ্য বিধায়ক শঙ্কর, সৃজন তাণ্ডবে জাগো জাগো ॥

ভৈরবী—একতালা

ধরম-ভেদ-ভঞ্জন বন্দি জগত-বন্দন!
জ্ঞান-ভকতি বিতরণে নর-শরীর-ধারণ ॥
বিগত-গেহ-বন্ধন, বিজিত-মীন-কেতন,
রূপে কাম-গঞ্জন, বাণী বীণা-নিন্দন ॥
প্রেমমত্ত-নর্ত্তন, অভীরভীঃ গর্জ্জন
ভূধর-সাগর-লঙ্ঘন, জীব-তারণ-কারণ।
কূট-কপটী-মর্দ্দন, সজ্জন-মনোমোহন,
বিশ্বমানব বন্দে তোমায় রামকৃষ্ণ-নন্দন ॥

ইমন কল্যাণ—তেওরা

কে তুমি স্বামি, জ্ঞানি-শিরোমণি জগজীবে সমদরশন।
পরম ত্যাগী, করমযোগী, গুরুধ্যানে মন-মগন॥
বদনে ক্ষরিছে বেদের ব্যাখ্যান, করমে দিতেছে ত্যাগের প্রমাণ।
মরমে বহিছে প্রেমের উজান, অপরূপ জ্ঞান প্রেমের মিলন॥
ধরম-রতন জীবে বিতরণ জীব-দুঃখ-দল-মোচন-সাধন।
অনাথ-আশ্রম, রোগিনিকেতন, সাধুজনগণ-ভবন-স্থাপন॥
প্রমত্ত প্রচারে বেদান্ত-দর্শন, মহাজ্ঞান-গুণে মোহিত ভুবন।
কল্যাণ সাধনে অবনী ভ্রমণ, ত্যাগিবর চীর-কৌপীন-বসন॥
নমি কর্ম্মিপ্রবর জ্ঞান-আকর, ভক্তি-নিঝর সত্য-শরণ॥

সাহানা—ঝাঁপতাল

কে তুমি নবীন যোগী গুরুচরণ-ধ্যানে
নিমগন মহাযোগে ভকতি-পূরিত প্রাণে॥
উজলিয়া জ্যোতির্ম্ময় সপ্তঋষি গ্রহচয়,
কিরণ রাশি বিকাশি' ছিলে কি অমরধামে॥
নাশিতে মোহ তামসে উদিত ভারতাকাশে,
জ্ঞান-অরুণ প্রকাশে পূরিত ধরা সামগানে॥
হৃদয় করুণাখনি, প্রেমিকের শিরোমণি
সতত প্রমত্ত চিত দীনদুঃখ বিমোচনে॥
কঠোর করম-যোগী স্বীয় বিলাসে বিরাগী,
মোহন-মূরতি যতি প্রণমি তব চরণে॥

বসন্ত বাহার—একতালা

কোটী ভাস্কর নিন্দি ভাতি ত্যাগের মূরতিখানি
চরণ পরশে পূতা ধরণী বদনে বেদ বাণী ॥
বরাভয়-কর-কমল-যুগলে
হৃদয়ে করুণাসিন্ধু উথলে,
নয়নে প্রেম-পীযূষ গলে, জয় গুরু মহাজ্ঞানী ॥
সমন্বয় বাণী করিতে প্রচার
অহেতু করুণা বশে অবতার
সুষুপ্ত ভারতে জাগাতে আবার আগত শূলপাণি ॥

সোহিনী—কাওয়ালী

রামকৃষ্ণ-পদ-শরণ-জীবন জয় বিবেকানন্দ নামধারী।
রুদ্র-অবতার ভৈরব হুঙ্কারে ত্রাসে চরাচর-চারী ॥ (প্রভু)
তেজদৃপ্ত তব স্থির কণ্ঠরব অভীরভীঃ মন্ত্র প্রচারী।
নাশি ভবাময় দিলে বরাভয়, নির্ভয় করি নরনারী ॥ (প্রভু)
স্নিগ্ধ কমল আঁখি, প্রেম অমিয় মাখি ঝরিল জীবের মুখ চাহি ;
ভোগ-বিলাসী দেহে সাজালে ভিখারী-স্নেহে
ত্যাগ তীরথে অবগাহি।
গাহে অকিঞ্চন তব গুণ-কীর্ত্তন চাহ কৃপা-নয়নে নেহারি।
দেহ পদাশ্রয়, দীন-দয়াময় অপার করুণা ভয়হারী ॥

আলাইয়া—একতালা

(দেহজ্ঞান দিব্যজ্ঞান সুর)

কে তুমি সন্ন্যাসী বেশে প্রেমিকের শিরোমণি।
কষিত কাঞ্চন জিনি প্রেমে গড়া তনুখানি ॥
মুড়ায়ে চাঁচর কেশ ধরেছ যোগীর বেশ,
নেহারিলে প্রেমাবেশ এ জীবন ধন্য মানি ॥
সবারেই বাস ভাল, কাঙ্গালেরে কোলে তোল,
যারে তারে দাও প্রেম, কুলমান নাহি গণি ॥
হে নরেন্দ্র বীরেশ্বর হৃদয়রঞ্জন মোর,
চরণে শরণ চাহি, রাখ পদে দাস জানি ॥

ভৈরব—একতালা

উদিত বেদান্ত-দিবাকর ঘোর তমসাবৃত বঙ্গগগনে।
হাসে ঐ পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী উন্মীলিয়া আজি অরুণ নয়নে ॥
অভী অভী অভী ঘন হুহুঙ্কারে পাপ তাপ মায়া মোহ গেল দূরে,
মৃতপ্রায় সবে জাগিল সে স্বরে মৃত সঞ্জীবনী সুধার সিঞ্চনে ॥
করম-যোগী করুণা-সাগর, ভকতশ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী প্রবর,
পরম জ্ঞানী যোগীশ্বর, নররূপ-ধর ধর্ম্ম স্থাপনে।
বিশ্ব-বিজয়ী হের বীর সাজে, বিজয়ের ভেরী ঐ শোন বাজে,
ক্লৈব্য ত্যজিয়া সবে বিভু কাজে ধন্য হই এস আত্মসমর্পণে ॥

ইমন কল্যাণ—একতালা

বীর-সেনাপতি বিবেকানন্দ ঐ যে ডাকিছে 'আয়রে আয়'।
আহ্বানে তার আপনা ভুলিয়া কত মহারথী ছুটিয়া যায়॥
আত্মত্যাগের অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে নবীন তন্ত্রে।
ভোগবাদ-জাত-দৈত্য দলিতে, আপনা সঁপিতে কে যাবি আয়॥
স্বার্থ দ্বন্দ্ব ভোগ কোলাহল এনেছে জগতে শুধু হলাহল,
নিভাতে আজিকে এই দাবানল প্রেম বারি সে যে এনেছে হায়।
এস দেব এস করুণা-নিদান, লহ আজি মম তনু মন প্রাণ
কৃপা করি কর এ আশীষ দান তব কাজে যেন জীবন যায়॥

আলাইয়া—ঝাঁপতাল

মহাযোগে রাজে যোগী কিবা শুভ্র জ্যোতি ধারা।
অরূপ অখণ্ডলোকে আদি অন্ত সীমাহারা॥
মানব কল্যাণ লাগি যেদিন মেলিলা আঁখি;
ঝলসি উঠিল বিশ্ব ছুটিল আলোক ধারা॥
নরদেহে সেই জ্যোতি কিবা অপরূপ ভাতি.
হেরিয়া জগতবাসী বিস্ময়ে আপন হারা॥
শুনি কণ্ঠে বেদ-গান করে বিশ্ব আত্মদান,
করি তাঁর জয় গান পদতলে লোটে ধরা॥

পূরবী—আড়াঠেকা

কে বাজায় শিঙ্গা ভৈরব রবে কাঁপাইয়া জলস্থল।
কার পদভরে টলমল করে আসমুদ্র ভূমণ্ডল॥
মরি অনুপম কি মুখ কান্তি, নিরমল তনু মূর্ত্ত শান্তি,
নাম নিলে যার ঘুচে অহঙ্কার, ছিঁড়ে যায় দৃঢ় মায়ার শৃঙ্খল॥
জ্ঞানের ছাদনে আদর্শ ভক্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ পদানুরক্ত,
বিশ্ববাসীরে করিতে মুক্ত, বিশ্বনাথ গৃহ করে উজল॥

কেদারা—কাওয়ালী

জয় যতীশ্বর জয় তমোহারী ; জয় শিব শম্ভু নর-রূপ-ধারী॥
জয় বেদ-বাণী জ্ঞান-গঙ্গাধর পতিত-পালক জয় বিষধর,
জয় ভয়-বারণ বিজয়-কেতন জয় বীরেশ্বর জয় দণ্ডধারী॥
ত্রিলোক-বাসী শ্রীচরণ বন্দে, মহিমা তব গাহে গীতি-ছন্দে,
(জয়) ভূভার-হরণ বিমোহ-নাশন নমো মহেশ্বর নর-লোক-চারী॥

কাফি—তেওরা

রাজ রাজেশ ভিখারীর বেশে কেন গো ভ্রমিছ ভুবনে।
প্রতিভা অনল ভালে ঝলমল, বিজলী খেলিছে নয়নে॥
সম্পদ শত দলিছ হেলায়, রাজশির কত নত তব পায়,
ধন মান যত গৌরব হত, যুগল রাজীব চরণে॥
হেম সিংহাসন, রতন ভূষণ, তাই কি তোমারে সাজে,
লালসা-কলুষ কলহ-কালিমা ধরণীর ধন মাঝে ;
প্রেম ফুলে গড়ি মুকুট ভূষণ, প্রেমফুল দলে সাজাব চরণ,
এস মহারাজ এ মোর হৃদয়ে, এস তব চির আসনে॥

"যখন সঘন" সুর—একতালা

স্বদেশ বিদেশ উজলি উঠিছে তোমার নবীন তন্ত্র,
আকাশ বাতাস ধ্বনিয়া তুলিছে তোমার মোহন মন্ত্র ;
নন্দিত-ধরা-মন্দির মাঝে ধর্ম্মের স্রক্ গন্ধ,
মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো—বিশ্ব বিবেকানন্দ ॥
অরুণ কিরণ উছলি উঠিল উদিলে যে দিন বঙ্গে,
স্বরগ করিল সুরভি বৃষ্টি বরষি আশীষ সঙ্গে ;
প্রেমের পুণ্য-প্রবাহে সাজিলে গৌর নিত্যানন্দ,
মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো—বিশ্ব বিবেকানন্দ ॥
দ্যুলোকের ছবি হেরিলে পুলকে গুরুর চরণ তলে,
আর্ত্তের সেবা মর্ত্ত্যে আনিলে ভাসিয়া নয়ন জলে ;
বিশ্বপ্রেমের বিকশিত খনি—চিত্তে হরষানন্দ,
মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো—বিশ্ব বিবেকানন্দ ।
ভূধরে সাগরে গহনে কাননে যাপিলে কত না নিশি,
তুষার হিমানি গিরিকন্দর ভ্রমিলে কত না দিশি ;
অঙ্কুর পুনঃ শঙ্কর-জ্ঞান শাক্যের ত্যাগানন্দ,
মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো—বিশ্ব বিবেকানন্দ ॥
জ্ঞানের গরিমা গৌরব গান ভারত মর্ম্মবাণী,
পাশ্চাত্য সেথা বেদান্ত গাথা শুনি বিস্ময় মানি ;
স্নিগ্ধ ভাবের শক্তি মাধুরী মুগ্ধ নূতন ছন্দ,
মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো—বিশ্ব বিবেকানন্দ ॥

শিকাগো সঙ্ঘে সঙ্গীত তব শীর্ষে উঠিল ভাসি,
শুনিল বিশ্ব, শুনিল নিঃস্ব, শুনিল প্রাসাদবাসী ;
সৃজিলে "শ্রীমঠ" কুঞ্জকুটীর তীর্থ মুখরানন্দ,
মেদের বিবেকানন্দ তুমি গো—বিশ্ব বিবেকানন্দ ॥

"যেদিন সুনীল জলধি হইতে" সুর—একতালা

যে দিন বিশ্বমানব-সভায় দাঁড়ালে হে বীর বিবেকানন্দ,
ঘোষিলে নবীন যুগের বার্ত্তা, উঠিল জগতে উদার ছন্দ।
ত্যাগের গৈরিক প্রভায় সেদিন ফুটিল কি এক মহান্ দৃশ্য,
মন্ত্রমুগ্ধ, চরণে তোমার ঢালিছে অর্ঘ্য নিখিল বিশ্ব।
মুছে গেল আজি ধরার কালিমা, ঘুচে গেল সব ধরম-দন্দ্ব,
ভুবনে ভুবনে বন্দিল সবে—ভুবন-পাবন বিবেকানন্দ ॥
শীর্ষে ভাতিছে বেদান্ত-কিরীট, শোভিছে অদ্বৈত-হীরক দীপ্ত,
তপোদ্ভাসিত অমল অঙ্গে যোগের দিব্য বিভূতি লিপ্ত।
কর্ম্ম জ্ঞেয়ান ভক্তির হার দুলিছে অতুল বিশাল বক্ষে,
প্রেম পীযূষে পূরিত হৃদয়, করুণা পদ্মপলাশ চক্ষে।
মুছে গেল আজি ধরার কালিমা, ঘুচে গেল সব ধরম দ্বন্দ্ব ;
ভুবনে ভুবনে বন্দিল সবে—ভুবন-পাবন বিবেকানন্দ ॥
ভুবন বিজয়ী প্রতিভা আননে, কণ্ঠে 'মাভৈঃ' 'মাভৈঃ' উক্তি,
হস্তে তোমার বিবেক-কৃপাণ, চরণে তোমার বিহরে মুক্তি।
ধর্ম্মে বিজ্ঞানে বাঁধি একতানে দিয়াছ খুলিয়া মানব নেত্র,
পুণ্য পরশে রচিয়া দিয়াছ প্রাচী প্রতীচীর মিলনক্ষেত্র।

মুছে গেল আজি ধরার কালিমা, ঘুচে গেল সব ধরম দ্বন্দ্ব ;
ভুবনে ভুবনে বন্দিল সবে—ভুবন-পাবন বিবেকানন্দ ॥
সুপ্ত ভারতে জাগায়ে চেতনা দিয়াছ বীরের ধর্ম্ম শিক্ষা,
ত্যাগের মন্ত্রে, হে জগদ্‌গুরু, নবীন ভারতে দিয়াছ দীক্ষা,
সৃজিলে তুমি, হে মূর্ত্ত ভারত, ত্যাগীর নব আদর্শ উচ্চ,
নারায়ণ জ্ঞানে জীব সেবা লাগি, আপন মুক্তি করিতে তুচ্ছ।
মুছে গেল আজি ধরার কালিমা, ঘুচে গেল সব ধরম দ্বন্দ্ব ;
ভুবনে ভুবনে বন্দিল সবে—ভুবন-পাবন বিবেকানন্দ ॥
তিমির-মুক্ত সুনীল গগনে হাসিছে আবার ধরম চন্দ্র।
নিখিল মানস-জলধি আবার পুলকে করিছে প্রণব-মন্ত্র।
স্বামিজী, তোমার মহাবীরবাণী, ভাবের গরিমা উজলকান্তি,
তাপক্লিষ্টা বসুধা-পরাণে বর্ষিবে সদা পরমা শান্তি।
মুছে গেল আজি ধরার কালিমা, ঘুচে গেল সব ধরম দ্বন্দ্ব,
ভুবনে ভুবনে বন্দিল সবে—ভুবন-পাবন বিবেকানন্দ ॥

আড়ানা মিশ্র—তেওরা

জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসীবীর চীর-গৈরিক-ধারী।
জয় তরুণ যোগী শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রত-সহায়কারী ॥
যজ্ঞাহুতির হোম-শিখাসম
তুমি তেজস্বী তাপস পরম।
ভারত-অরিন্দম, নমো নমঃ, বিশ্ব-মঠ-বিহারী ॥

মদগর্ব্বিত বল-দর্পীর দেশে মহাভারতের বাণী
শুনায়ে বিজয়ী ঘুচাইলে স্বদেশের অপযশ গ্লানি।
নব ভারতে আনিলে তুমি নব বেদ,
মুছে দিলে জাতি ধর্ম্মের ভেদ ;
জীবে ঈশ্বরে অভেদ আত্মা জানাইলে উচ্চারি ॥

ইমন কল্যাণ—তেওরা

বীরদর্পে বিজয় গাও হে, নিখিল ভারত পদে লুটাও হে।
দীর্ঘ সুপ্তি স্বার্থতৃপ্তি দূরে ঘুচাও হে ॥
ভিক্ষাবৃত্তি কৌপীন-বাস, বেদ-গৌরব করি প্রকাশ,
ভ্রমিলা ধরণী ত্যজি আবাস, মাথে তুলি তারে লও হে ॥
যুগ যুগান্ত নিদ্রাতুর, শুন হে ভারত ভৈরব সুর,
অগৌরব সে ক'রেছে দূর, শির তুলি দাঁড়াও হে।
পূজিছে পশ্চিম, পূরব পূজিছে, জয় জয় রব উঠিছে,
নব কীর্ত্তি-গাথা গাও হে ॥

নিরাকার ভজন

খাম্বাজ—চৌতাল

একরূপ, অরূপ-নাম-বরণ, অতীত-আগামী-কালহীন,
দেশহীন, সর্ব্বহীন, "নেতি নেতি" বিরাম যথায়।
সেথা হ'তে বহে কারণ-ধারা, ধরিয়ে বাসনা বেশ উজলা,
গরজি গরজি উঠে তার বারি, "অহমহমিতি" সর্ব্বক্ষণ ॥
সে অপার ইচ্ছা-সাগরমাঝে, অযুত অনন্ত তরঙ্গ রাজে,
কতই রূপ, কতই শকতি, কত গতি-স্থিতি কে করে গণন ॥
কোটি চন্দ্র, কোটি তপন, লভিয়ে সেই সাগরে জনম,
মহাঘোর রোলে ছাইল গগন, করি দশদিক জ্যোতিঃ মগন।
তাহে বসে কত জড় জীব প্রাণী, সুখ দুঃখ জরা জনম মরণ,
সেই সূর্য্য, তারি কিরণ, যেই সূর্য্য সেই কিরণ ॥

বাগেশ্রী—আড়া

নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর ॥
অস্ফুট মন আকাশে, জগত সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডুবে পুনঃ অহং স্রোতে নিরন্তর ॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র "আমি আমি" এই ধারা অনুক্ষণ।
সে ধারা ও বন্ধ হল শূন্যে শূন্য মিলাইল,
'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্' বোঝে প্রাণ বোঝে যার

ভৈরব—ঝাঁপতাল

অনুপম-মহিম-পূর্ণ ব্রহ্ম কর ধ্যান,
নিরমল পবিত্র উষাকালে।
ভানু নব তাঁর সেই প্রেম-মুখচ্ছায়া,
দেখ ঐ উদয়গিরি শুভ্র ভালে।
মধু সমীরণ বহিছে এই যে শুভদিনে,
তাঁর গুণ গান করি অমৃত ঢালে ;
মিলিয়ে সবে যাই চল ভগবত-নিকেতনে,
প্রেম-উপহার লয়ে হৃদয়-থালে ॥

বড়হংস সারঙ্গ—চৌতাল

(তাঁরে) আরতি করে চন্দ্র-তপন, দেব মানব বন্দে চরণ
আসীন সেই বিশ্ব-শরণ, তাঁর জগত-মন্দিরে।
অনাদি কাল অনন্ত গগন, সেই অসীম মহিমা মগন,
তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন আনন্দ নন্দ নন্দরে ॥
হাতে লয়ে ছয় ঋতুর ডালি, পায়ে দেয় ধরা কুসুম ঢালি,
কতই বরণ কতই গন্ধ, কত গীতি, কত ছন্দরে ॥
বিহগ গীত গগন ছায়, জলদ গায়, জলধি গায়,
মহাপবন হরষে ধায়, গাহে গিরি-কন্দরে।
কত কত শত ভকত-প্রাণ, হেরিছে পুলকে গাহিছে গান,
পুণ্য কিরণে ফুটিছে প্রেম, টুটিছে মোহবন্ধ রে ॥

মুলতান—একতালা

যখন ভেবেচিন্তে দেখি, (দেখি) আমার বল্‌তে আমার,
তোমা বিনা আর কেউ নাই।
যত মহামূল্য ধন, প্রাণ প্রিয়জন, তোমারে হারালে সব হারাই।
তৃষিত হৃদয় কাতর হইয়ে, দাঁড়ায় কোথায় তোমারে ছাড়িয়ে.
আপনার ব'লে তু'লে নিতে কোলে,
তোমা বিনে আর কারেও না পাই।
ইহলোক তুমি, পরলোক তুমি, চির বাসস্থান চির জন্মভূমি,
আত্মীয় স্বজন, হারান রতন, একাধারে প্রভু তোমাতে পাই ;
তুমি সুখ-শান্তি, শোকার্ত্তের সান্ত্বনা, তুমি চিন্তামণি ভবের ভাবনা.
নিরাশের আশা, তুমি ভালবাসা, তোমাতেই মোরা প্রাণ জুড়াই ॥

ইমন-কল্যাণ—সুরফাক্তা

আদি নাদ প্রণবরূপ সম্পূরণ দাওহে তব প্রসাদ
শান্তিসিন্ধু মহেশ, সকল গুণনিধান।
অযুত লোক অকথিত বাণী তোমারি হে, মোহন রব অনুপম.
পূরে মহাগগন ভাবে মোহি জগজন ॥
অনুপম অবিনাশী অনন্ত অগম্য অপার
সুন্দর অতি অপূর্ব্ব ভাতি নিরঞ্জন ;
সকল-সুখ-কারণ সকল দুঃখ নিবারণ.
তারণ ভয়ভঞ্জন সুরনরমুনি-বন্দন ॥

সিন্ধু বিজয়—তেওরা

ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম,
অপূর্ব্ব শোভন ভব-জলধির পারে জ্যোতির্ম্ময়।
শোক-তাপিত জন সবে চল, সকল দুঃখ হবে মোচন ;
শান্তি পাইবে হৃদয় মাঝে, প্রেম জাগিবে অন্তরে।
কত যোগীন্দ্র ঋষি মুনিগণ, না জানি কি ধ্যানে মগন,
স্তিমিত-লোচন-কি অমৃত-রস-পানে ভুলিল চরাচর ;
কি সুধাময় গান গাইছে সুরগণ, বিমল বিভুগুণ-বন্দন ;
কোটি চন্দ্র তারা উলসিত, নৃত্য করিছে অবিরাম ॥

জয়জয়ন্তী—একতালা

প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে, এ বিশ্ব নিখিল তোমারি প্রতিমা ;
মন্দির তোমার কি গড়িব মাগো! মন্দির যাঁহার দিগন্ত নীলিমা!
তোমার প্রতিমা শশী, তারা, রবি,
সাগর, নির্ঝর, ভূধর, অটবী,
নিকুঞ্জভবন, বসন্তপবন, তরু, লতা, ফল, ফুলমধুরিমা।
সতীর পবিত্র প্রণয়-মধু,—মা!
শিশুর হাসিটি, জননীর চুমা,
সাধুর ভকতি, প্রতিভা, শকতি,—তোমারি মাধুরী তোমারি মহিমা ;
যেই দিকে চাই এ নিখিলভূমি—
শতরূপে মাগো বিরাজিছ তুমি,
বসন্তে, কি শীতে, দিবসে, নিশীথে, বিকশিত তব বিভব গরিমা ॥

তথাপি মাটির এ প্রতিমা গড়ি',
তোমারে পূজিতে চাই মা ঈশ্বরি !
অমর কবির হৃদয় গভীর ভাষায় যাহার দিতে নারে সীমা ;
খুঁজিয়ে বেড়াই অবোধ আমরা,
দেখিনা আপনি দিয়েছ মা ধরা,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে হাতটি বাড়ায়ে, ডাকিছ নিয়ত করুণাময়ী মা !

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরি-গুহাবাসী॥
অনন্ত আঁধার কোলে মহানির্ব্বাণ-হিল্লোলে,
চিরশান্তি-পরিমল অবিরল যায় ভাসি॥
মহাকাল রূপ ধরি, আঁধার বসন পরি,
সমাধি মন্দিরে ও মা কে তুমি গো একা বসি॥
অভয়-পদ-কমলে, প্রেমের বিজলী খেলে,
চিন্ময় মুখ মণ্ডলে শোভে অট্ট অট্ট হাসি॥

ইমন—তেওরা

সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি, ধ্রুব জ্যোতি তুমি অন্ধকারে।
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজ, দুখ জ্বালা সেই পাসরে॥
তোমার জ্ঞানে, তোমার ধ্যানে, তব নামে কত মাধুরী
যেই ভকত সেই জানে (প্রভু) তুমি জানাও যারে সেই জানে॥

প্রসাদী, লুম-ঝিঁঝিট—দাদরা

কে তোমারে জানতে পারে, তুমি না জানালে পরে।
বেদ বেদান্ত পায় না অন্ত, খুঁজে বেড়ায় অন্ধকারে॥
যাগ যজ্ঞ তপোযোগ, সকলই হয় কর্ম্মভোগ,
কর্ম্ম তোমার মর্ম্ম কি পায় তুমি সর্ব্বকর্ম্মপারে॥
সৃষ্টি জোড়া তোমার মায়া, কায়া নাই কেবলি ছায়া,
মাঠের মাঝে আকাশ ধরা, ঘুরে সারা চারি ধারে॥
তুমি প্রভু ইচ্ছাময়, যদি তোমার ইচ্ছা হয়,
অসাধ্য সুসাধ্য তার, তুমি কৃপা কর যারে॥
তব কৃপা আশা করি, রয়েছি জীবন ধরি,
কৃপানাথ কৃপা করি, এস ব'স হৃদ্‌মাঝারে॥

সিন্ধু—একতালা

ওরে মন-পাখী, মুদে দুটী আঁখি দেখ দেখি হৃদ্‌কন্দরে স্থিরে,
যেন অনিমেষে চেয়ে আছ বসে' একাকী অসীম সাগর তীরে॥
ঐ রে প্রবল বাসনা-বাতাসে, কতই তরঙ্গ উঠে ডুবে ভাসে,
স্তব্ধ সমীর, ক্রমে সিন্ধুনীর শান্ত হয়ে আসে ধীরে ধীরে॥
অবিরল ধারে ঘণ্টাধ্বনি প্রায়, কোথা হতে আসে কিসে মিশে যায়,
ও শব্দ আশ্রয়ে চল ধরি তায় ভেদি চিদাকাশ সূক্ষ্ম শরীরে॥
শূন্য শূন্য শুধু শূন্য চারিধারে, শূন্যময় আমি শূন্যের মাঝারে,
তাও নিভে যায় আপনা হারায় আনন্দে আনন্দ আনন্দ-নীরে॥

গজল—ঠুংরী

তুঝ্‌সে হাম্‌নে দিল্‌কো লগায়া, যো কুছ্‌ হৈ সো তুঁহী হৈ।
এক তুঝ্‌কো অপ্‌না পায়া, যো কুছ্‌ হৈ সো তুঁহী হৈ॥
সবকে মকান দিলকী মকীন তু, কৌন সা দিল হৈ জিস্‌মে নহী তুঁ
হর এক দিল্‌মে তুঁ নে সমায়া, যো কুছ্‌ হৈ সো তুঁহী হৈ॥
ক্যা মলায়ক্‌ ক্যা ইন্‌সান, ক্যা হিন্দু ক্যা মোসল্‌মান্‌
জৈসে চাহা তুঁনে বানায়া, যো কুছ্‌ হৈ সো তুঁহী হৈ॥
কাবা মে ক্যা, ঔর দৈর মে ক্যা, তেরী পরস্তীশ হোয়েগী সবজাঁ
আগে তেরে শির সভোঁনে ঝুকায়া, যো কুছ্‌ হৈ সো তুঁহী হৈ॥
অর্শ সে লেকর ফর্শ জমীন্‌ তক্‌, ঔর জমীন্‌ সে অর্শ বরী তক্‌
যাহাঁ মৈঁ দেখা তুঁহী নজর মে আয়া, যো কুছ্‌ হৈ সো তুঁহী হৈ॥
সোচা সমঝা দেখা ভলা তুঁ য়্যাসা ন কোই ঢুঁঢ় নিকালা
অব ইয়ে সমঝ মে জাফর কী আয়া, যো কুছ্‌ হৈ সো তুঁহী হৈ॥

বাহার—ঝাঁপতাল

অচল-ঘন-গহন-গুণ গাও তাঁহারি ;
গাও আনন্দে সবে রবি চন্দ্র তারা।
সকল তরুরাজি সাজি, ফুল ফলে গাওরে ;
বিহঙ্গ-কুল গাও আজি, মধুরতর তানে।
গাও জীব জন্তু আজি যে আছ যেখানে,
জগতপুরবাসী সবে গাও অনুরাগে ;
মম হৃদয় গাও আজি মিলিয়ে সব সাথে,
ডাক নাথ ডাক নাথ বলি, প্রাণ আমারি॥

মুলতান—একতালা *

যাবে কিহে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।
আছি নাথ, দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে॥
তুমি ত্রিভুবন নাথ, আমি ভিখারী অনাথ,
কেমনে বলিব তোমায় 'এস হে মম হৃদয়ে'।
হৃদয় কুটীর দ্বার, খুলে রাখি অনিবার,
কৃপা করি একবার এসে কি জুড়াবে হিয়ে॥

সুরট-মল্লার—একতালা *

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে॥
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ, সব তোর পর কেউ নয় আপন,
পর প্রেমে কেন হ'য়ে অচেতন, ভুলিছ আপন জনে।
সত্য পথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ,
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্য ধন, গোপনে অতি যতনে ;
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ, পথিকের করে সর্ব্বস্ব মোষণ,
পরম যতনে রাখরে প্রহরী শম দম দুই জনে॥
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম, শ্রান্ত হলে তথা করিবে বিশ্রাম,
পথভ্রান্ত হলে সুধাইবে পথ সে পান্থনিবাসিগণে ;
যদি দেখ পথে ভয়েরি আকার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার,
সে পথের রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যাঁর শাসনে॥

---

* উপরোক্ত গান দুইটী স্বামী বিবেকানন্দের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত প্রথম মিলনের দিনে তিনি এই গান দুইটি তাঁহাকে শুনাইয়া মোহিত করিয়াছিলেন।

খাম্বাজ—যৎ

পিলেরে অবধূত হো মাতোয়ারা, পেয়ালা প্রেম হরিরসকা রে।
বাল অবস্থা খেল গোঞাই, তরুণ গয়ে নারী বশ্‌কা রে।
বৃদ্ধ ভয়ো কফ বায়ুনে ঘেরা, খাট পড়া রহে, নাহি যা মস্‌কা রে॥
নাভ কমলমে হ্যায় কস্তুরী, ক্যায়সে ভরম মিটে পশুকা রে।
বিনা সৎগুরু নর য়্যাসাহি ঢুঁঢ়ে, জ্যায়সা মৃগ্‌ ফিরে বন্‌কা রে॥

কীর্ত্তন—একতালা

সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদিমন্দিরে।
নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপসাগরে॥
জ্ঞান-অনন্তরূপে পশিবে নাথ মম হৃদে
অবাক হইয়ে অধীর মন শরণ লইবে শ্রীপদে।
শান্তং শিব অদ্বিতীয় রাজ-রাজ-চরণে,
বিকাইব ওহে প্রাণসখা, সফল করিব জীবনে।
এমন অধিকার কোথা পাব আর স্বর্গভোগ জীবনে॥
শুদ্ধমপাপবিদ্ধং রূপ হেরিয়া নাথ তোমার,
আলোক দেখিলে আঁধার যেমন যায় পলাইয়া সত্বর,
তেমনি নাথ, তোমার প্রকাশে পলাইবে পাপ আঁধার।
আনন্দ অমৃতরূপে উদিবে হৃদয় আকাশে,
চন্দ্র উদিলে চকোর যেমন ক্রীড়য়ে মন হরষে,
আমরাও নাথ, তেমনি করে মাতিব তব প্রকাশে॥
ওহে ধ্রুবতারাসম হৃদে জ্বলন্ত বিশ্বাস হে,
জ্বালি দিয়ে দীনবন্ধু পূরাও মনের আশা,
আমি নিশিদিন প্রেমানন্দে মগন হইয়ে হে।
আপনারে ভুলে যাব, তোমারে পাইয়ে হে॥

আশাবরী—একতালা

প্রভু ম্যয় গোলাম, ম্যয় গোলাম, ম্যয় গোলাম তেরা।
তু দেওয়ান, তু দেওয়ান, তু দেওয়ান মেরা ॥
দো রোটি, এক লঙ্গোটি তেরে পাস্ ম্যয় পায়া।
ভকতি ভাব দে আরোগ, নাম তেরা গাওয়া ॥
তু দেওয়ান মেহেরবান নাম তেরা মীরাঁ ;
অব্ কি বার দে দিদার মেহের কর ফকীরাঁ।
তু দেওয়ান মেহেরবান নাম তেরা বারেয়া ;
দাস কবীর শরণে আয়া চরণ লাগে তারেয়া ॥

ভৈরবী—যৎ *

প্রভু মেরে অবগুণ চিত ন ধরো।
সমদরশী হৈ নাম তিহারো, চাহে তো পার করো ॥
ইক লোহা পূজা মে রাখত, ইক রহত ব্যাধ-ঘর পরো,
পারশ কে মন দ্বিধা নহী হৈ, দুহুঁ এক কাঞ্চন করো ॥
ইক নদিয়া ইক নার কহাবত মৈলো নীর ভরো ;
জব্ মিলি দোনো এক বরণ ভয়ে সুরসুরি নাম পরো।
ইক জীব ইক ব্রহ্ম কহাবত সুরদাস ঝগরো,
অজ্ঞানসে ভেদ হোবে জ্ঞানী কাহে ভেদ করো ॥

---

* খেত্রী রাজবাড়ীতে স্বামী বিবেকানন্দের অবস্থান-কালীন, জনৈকা বাইজী স্বামিজীকে গান শুনাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে তিনি গণিকার সঙ্গীত শুনিতে অস্বীকার করেন। অনেক পীড়াপীড়ির পর স্বামিজী স্বীকৃত হইলে বাইজী এই গানটী শুনাইয়া স্বামিজীকে মোহিত করেন। সেই অবধি বাইজী চিরজীবন স্বামিজীর পরম ভক্ত ছিলেন।

ইমন-কল্যাণ—ঝাঁপতাল

তুঁহী পরম তীর্থ তুঁহী পরম অর্থ,
তুঁহী এক অব্যর্থ যোগীজন গাবে ॥
তুঁহী পরশমণি তুঁহী অনন্তধনি,
সুর নর ঋষি মুনি সদানন্দ পাবে ॥
তুঁহী মহত যশ তুঁহী আদিপুরুষ,
তুঁয়া আদেশ ঈশ পঞ্চভূত ধাবে ;
তেরোহী জ্ঞানমে তেরোহী ধ্যানমে,
বিজয়-প্রাণমে সুখ শান্তি আবে ॥

জয়জয়ন্তি—ঝাঁপতাল

গগনময় থাল রবিচন্দ্র দীপক বনে, তারকামণ্ডল চমকে মোতি রে ॥
ধূপ মলয়ানিল, পবন চৌঁরি করে, সকল বন রাই ফুলন্ত জ্যোতি রে ॥
ক্যায়সে আরতি হোবে, ভবখণ্ডন তেরি আরতি
অনাহত শব্‌দ বাজন্ত ভেরী রে ॥
সহস তব নয়ন নন নয়ন হ্যায় তোহেকে, সহস মূরতি নন এক তুঁহি ;
সহস পদ বিমল নন একপদ গন্ধ, বিন্‌ সহস তব গন্ধ এব চলিত মাহি।
সবমে জ্যোতমে জ্যোতহি সোঈ,
তিস্‌কো চান্‌নে সর্ব্বমে চান্‌না হোঈ ;
গুরু সাক্ষী জ্যোতি প্রগট হো, যো তিস্‌ ভাবে সো আরতি হোঈ ॥
হরি-চরণ-কমল-মকরন্দ লোভিত মন, অনুদিন মোহেয়া পিয়াসা,
কৃপাজল দেও নানক-সারঙ্গ কো হো যায়ে তেরে নাম বাসা ॥

মিশ্র জয়জয়ন্তী—একতালা

তুমি বন্ধু, তুমি নাথ, নিশিদিন তুমি আমার।
তুমি সুখ, তুমি শান্তি, তুমি হে অমৃত পাথার॥
তুমি তো আনন্দ লোক, জুড়াও প্রাণ, নাশ শোক,
তাপ-হরণ, তোমার চরণ, অসীম শরণ দীন জনার॥

খট্ ভৈরবী—কাওয়ালী

দয়াঘন তোমা হেন কে হিতকারী?
সুখে দুখে সম বন্ধু এমন কে, শোক তাপ ভয়হারী?
সঙ্কট-পূরিত ঘোর ভবার্ণব, তারে কোন্ কাণ্ডারী;
কার প্রসাদে দূর-পরাহত রিপুদল বিপ্লবকারী?
পাপদহন-পরিতাপ নিবারি, কে দেয় শান্তির বারি;
ত্যজিলে সকলে, অন্তিমকালে, কে লয় ক্রোড় প্রসারি॥

কাফি—ঝাঁপতাল

সুন্দর তোমারি নাম দীনশরণ হে।
বরষে অমৃতধার, জুড়ায় শ্রবণ, ও প্রাণরমণ হে॥
এক তব নাম ধন, অমৃত-ভবন হে,
অমর হয় সেইজন, যে করে কীর্ত্তন হে॥
গভীর বিষাদরাশি নিমেষে বিনাশে,
যখনি তব নামসুধা শ্রবণে পরশে;
হৃদয় মধুময় তব নাম গানে, হয় হে হৃদয়নাথ চিদানন্দঘন হে॥

কাফি-সিন্ধু—ঝাঁপতাল

তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে।
আর কেহ নাই যে বিপদভয় বারে, এ আঁধারে যে তারে॥
এক তুমি অভয়পদ জগত-সংসারে,
কেমনে বল দীনজন ছাড়ে তোমারে॥
করিয়ে দুঃখ অন্ত সুবসন্ত হৃদে জাগে,
যখনি মম আঁখি তব জ্যোতিঃ নেহারে;
জীবন-সখা তুমি, বাঁচি না তোমা বিনে,
তৃষিত মন প্রাণ মম, ডাকে তোমারে॥

বাউল—একতাল।

আর কেন মন এ-সংসারে, যাই চল সেই নগরে।
যেথা দিবানিশি পূর্ণশশী আনন্দে বিরাজ করে॥
পক্ষ ভেদে ক্ষয় উদয়—নাইকো চাঁদের সে পুরে।
নাই ক্ষুধা তৃষ্ণা ভোগ পিপাসা, পূর্ণানন্দ বিহরে॥
সুধাকরে সুধা ক্ষরে, রবি বিষ বিতরে।
মনের মতন চকোর বিনা চাঁদের সুধা চাঁদ হরে॥
(ও মন) তোমার মতন হয় যে জনা, সেই ত গরল পান করে।
(আবার) জ্ঞান হারায়ে বিষের জ্বালায় কেবল গতায়াত করে॥
সেই নগরে বাস করে যে প্রেমিক ধন্য কয় তারে।
(তারা) সাকারকে করে নিরাকার নিরাকার সাকার করে॥

আলাইয়া—ঝাঁপতাল

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাক পথহারা॥
যেথা আমি যাইনাকো, তুমি প্রকাশিত থাকো,
আকুল নয়ন জলে ঢাল গো কিরণধারা॥
তব মুখ সদা মনে, জাগিতেছে সঙ্গোপনে,
তিলেক অন্তর হলে না হেরি কূল কিনারা॥
কখনও বিপথে যদি, ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি সরমে সে হয় সারা॥

আলাইয়া—একতালা

নাথ! তুমি সর্ব্বস্ব আমার। প্রাণাধার সারাৎসার,
নাহি তোমা বিনে কেহ ত্রিভুবনে, বলিবার আপনার॥
তুমি সুখ শান্তি, সহায় সম্বল, সম্পদ ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান বুদ্ধিবল
তুমি বাসগৃহ আরামের স্থল, আত্মীয় বন্ধু পরিবার॥
তুমি ইহকাল, তুমি পরিত্রাণ, তুমি পরকাল, তুমি স্বর্গধাম,
তুমি শাস্ত্রবিধি, গুরু কল্পতরু, অনন্ত সুখের আধার।
তুমি হে উপায়, তুমি হে উদ্দেশ্য, তুমি স্রষ্টা পাতা তুমি হে উপাস্য,
দণ্ডদাতা পিতা স্নেহময়ী মাতা, ভবার্ণবে কর্ণধার॥

সারঙ্গ—ঝাঁপতাল

অসীম রহস্য মাঝে কে তুমি মহিমাময়,
জগত শিশুর মত চরণে ঘুমা'য়ে রয় ॥
অভিমান অহঙ্কার মুছে গেছে নাহি আর,
ঘুচে গেছে শোক তাপ, নাহি দুঃখ নাহি ভয় ॥
কোটি রবি শশী তারা তোমাতে হ'তেছে হারা,
অযুত কিরণ-ধারা তোমাতে পাইছে লয় ॥

কানাড়া—কাওয়ালী

পৃথ্বীর ধূলিতে দেব, মোদের জনম।
পৃথ্বীর ধূলিতে, অন্ধ মোদের নয়ন ॥
জন্মিয়াছি শিশু হ'য়ে খেলা করি ধূলি ল'য়ে
মোদের অভয় দাও দুর্ব্বল-শরণ ॥
একবার ভ্রম হ'লে, আর কি লবে না কোলে,
অমনি কি দূরে তুমি করিবে গমন ;
তাহ'লে যে আর কভু, উঠিতে নারিব প্রভু,
ভূমিতলে রব পড়ে হয়ে অচেতন ॥
আমরা যে শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্র মন,
পদে পদে হয় পিত! চরণ স্খলন।
রুদ্র মুখ কেন তবে, দেখাও মোদের সবে,
কেন হেরি মাঝে মাঝে ভ্রুকুটী ভীষণ ॥

আড়ানা—একতালা

মন্দিরে মম কে আসিল হে !
সকল গগন অমৃতমগন,
দিশি দিশি গেল মিশি' অমানিশি দূরে—দূরে ॥
সকল দুয়ার আপনি খুলিল,
সকল প্রদীপ আপনি জ্বলিল,
সব বীণা বাজিল নব নব সুরে—সুরে ॥

গুজরাটি ভজন—ঝাঁপতাল

অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতি, প্রণমি চরণে তব,
প্রেম-ভক্তিভরে শরণ লাগি।
দুর্মতি দূর করি শুভ মতি দাও হে
এই বরদান ভগবান মাগি ॥
ঘোর নিষ্ঠুর রিপু অন্তরে বাহিরে
ভীত অতি আমি এ অন্ধকারে।
দীন-বৎসল তুমি তার নিজ সেবকে,
তব অভয় মূরতি ভয় নিবারে ॥
বিষয়-মোহার্ণবে মগন হয়ে ডাকি হে,
দীন হীনে প্রভু রাখ রাখ।
তব কৃপা যে লভে, কি ভয় ভব সঙ্কটে,
কাটি যাবে বিপদ লাখ লাখ ॥

কেদারা মিশ্র—একতালা

প্রভু আমার, প্রিয় আমার, পরম ধন হে।
চির পথের সঙ্গী আমার চির জীবন হে॥
তৃপ্তি আমার অতৃপ্তি মোর, মুক্তি আমার বন্ধন ডোর
দুঃখ সুখের চরম আমার জীবন মরণ হে॥
আমার সকল গতির মাঝে পরম গতি হে,
নিত্য প্রেমের ধামে আমার পরম পতি হে।
ওগো সবার, ওগো আমার, বিশ্ব হতে চিত্তে বিহার,
অন্তবিহীন লীলা তোমার, নূতন নূতন হে॥

কাফি-সিন্ধু—৮ং

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না।
কেন মেঘ আসে হৃদয়-আকাশে তোমারে দেখিতে দেয় না॥
ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে তোমায় যবে পাই দেখিতে,
হারাই হারাই সদা ভয় হয়, হারাইয়া ফেলি চকিতে॥
কি করিলে বল পাইব তোমারে, রাখিব আঁখিতে আঁখিতে।
এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ, তোমারে হৃদয়ে রাখিতে॥
আর কারো পানে চাহিব না আর, করিব হে আমি প্রাণপণ।
তুমি যদি বল এখনি করিব বিষয়-বাসনা বিসর্জ্জন॥

সিন্ধু—একতালা

প্রেমানন্দে রাখ পূর্ণ আমারে দিবস রাত
বিশ্বভুবনে নিরখি সতত সুন্দর তোমারে ;
চন্দ্রসূর্য্য-কিরণে তোমার করুণ-নয়নপাত ॥
সুখ-সম্পদে করিহে পান তব প্রসাদবারি।
দুঃখ-সঙ্কটে পরশ পাই তোমার মঙ্গল হাত ॥
জীবনে জ্বাল অমর দীপ তব অনন্ত আশা।
মরণ অন্তে হউক তোমারি চরণে সুপ্রভাত ॥
লহ লহ মোর সব আনন্দ সকল প্রীতি গীতি।
হৃদয়ে বাহিরে একমাত্র তুমি আমার নাথ ॥

বাহার—একতালা

দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম-আননে।
কি ভয় সংসার-শোক, ঘোর বিপদ-শাসনে ॥
অরুণ উদয়ে আঁধার যেমন যায় জগত ছাড়িয়ে,
তেমনি দেব তোমার জ্যোতি মঙ্গলময় বিরাজিলে ;
ভকত-হৃদয় বীতশোক তোমার মধুর সান্ত্বনে ॥
তোমার করুণা তোমার প্রেম হৃদয়ে প্রভু ভাবিলে,
উথলে হৃদয়, নয়ন-বারি রাখে কে নিবারিয়ে ;
জয় করুণাময়, জয় করুণাময়, তোমার প্রেম গাইয়ে,
যায় যদি যাক্ প্রাণ, তোমার কর্ম্ম সাধনে ॥

আলাহিয়া—একতালা

দেহ জ্ঞান, দিব্য জ্ঞান, দেহ প্রীতি, শুদ্ধা প্রীতি,
তুমি মঙ্গল-আলয়, তুমি মঙ্গল-আলয় ॥
ধৈর্য্য দেহ, বীর্য্য দেহ, তিতিক্ষা সন্তোষ দেহ,
বিবেক বৈরাগ্য দেহ, দেহ ও-পদে আশ্রয় ॥

কানাড়া—কাওয়ালী

রাজ-রাজেশ্বর দেখা দাও।
করুণা ভিখারী আমি, করুণা-নয়নে চাও ॥
চরণে উৎসর্গ দান, করিয়াছি এই প্রাণ,
সংসার-অনলকুণ্ডে ঝলসি গিয়াছে তাও ॥
কলুষ কলঙ্কে ভরা, আবরিত এ হৃদয়,
মোহে মুগ্ধ মৃতপ্রায়, হয়ে আছি দয়াময় ;
মৃতসঞ্জীবনী দানে শোধন করিয়ে লও ॥

কালেংড়া—একতালা

বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজিছ যদি, পাই না কেন হে ডাকিয়া।
অন্ধ নয়ন হেরে না তোমারে, কে রেখেছে আঁখি ঢাকিয়া ॥
খুলে দাও আঁখি মায়ার বন্ধন, ঢালিতে ভকতি-কুসুম-চন্দন,
যেন শান্তি-সুধা লভে এ জীবন, তোমার চরণ পূজিয়া ॥
ডুবে যায় রবি নাহি আর বেলা, পারিনা খেলিতে মিছে ধূলা খেলা,
লভিতে চরণ আকুল এ মন, দেখা দাও হৃদে আসিয়া ॥

কল্যাণ—কাওয়ালী

ভজন পরমাত্মাকা করলেরে।
আদি অনাদিকো মন মে সুমর লেরে ॥
ব্রহ্মকো ভুল করকে, ভ্রম মে ভুল রহত,
ঈশ জগদীশ কো ধ্যান ধরে পাপ গরে ॥

লচ্ছাসার—ঝাঁপতাল

বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা।
বাজে অসীম নভোমাঝে অনাদি রব, জাগে অগণ্য রবি-চন্দ্র-তারা॥
একক, অখণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড-রাজ্যে, পরম এক সেই, রাজ-রাজেন্দ্র রাজে,
বিস্মিত-নিমেষহত বিশ্ব চরণে বিনত, লক্ষশত ভক্তচিত বাক্যহারা॥

ভৈরবী—একতালা

আমার মাথা নত করে দাওহে তোমার চরণ-ধূলার-তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার, ডুবাও চোখের জলে ॥
নিজেরে করিতে গৌরব দান,
নিজেরে কেবলি করি অপমান,
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া, ঘুরে মরি পলে পলে ॥
আমারে না যেন করি প্রচার, আমার আপন কাজে,
তোমারই ইচ্ছা করহে পূর্ণ, আমার জীবন মাঝে।
যাচি হে তোমার চরম শান্তি, পরাণে তোমার পরম কান্তি,
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও, হৃদয় পদ্ম-দলে ॥

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল

তুমি নাহি দিলে দেখা, কে তোমায় দেখিতে পায় ?
তুমি না ডাকিলে কাছে সহজে কি চিত ধায় ?
তুমি পূর্ণ পরাৎপর, তুমি অগম্য অপার,
ওহে নাথ, সাধ্য কার, ধ্যানেতে ধরে তোমায় ?
মনেরে বুঝাই এত, তুমি বাক্যমনাতীত,
তবু প্রাণ ব্যাকুলিত, তোমারে দেখিতে চায় ॥
দিয়ে দীনে দরশন, করহে দুঃখ মোচন,
ওহে লজ্জানিবারণ শীতল কর হৃদয় ॥

ভৈরবী—তেতালা

খেলিছ এ বিশ্ব ল'য়ে বিরাট শিশু আনমনে।
প্রলয় সৃষ্টি তব পুতুল খেলা, নিরজনে প্রভু, নিরজনে ॥
শূন্যে মহা আকাশে, মগ্ন লীলা বিলাসে,
হাসিছ খেলিছ নিতি আপন মনে, নিরজনে প্রভু, নিরজনে ॥
তারকা রবি শশী খেলনা তব, হে-উদাসী !
পড়িয়া আছে, রাঙা পায়ের কাছে, রাশি রাশি ;
নিত্য তুমি হে উদার, সুখে দুখে অবিকার,
ভাঙ্গিছ গড়িছ, নিতি ক্ষণে ক্ষণে—নিরজনে প্রভু, নিরজনে ॥

ভৈরবী—একতালা

অন্তর মম বিকশিত কর অন্তরতর হে।
নির্ম্মল কর, উজ্জ্বল কর, সুন্দর কর হে ॥
জাগ্রত কর, উদ্যত কর, নির্ভয় কর হে।
মঙ্গল কর, নিরলস নিঃসংশয় কর হে ॥
যুক্ত করহে সবার সঙ্গে, মুক্ত কর হে বন্ধ,
সঞ্চার কর সকল কর্ম্মে, শান্ত তোমার ছন্দ।
চরণ-পদ্মে মম চিত, নিঃস্পন্দিত কর হে,
নন্দিত কর, নন্দিত কর, নন্দিত কর হে।
অন্তর মম বিকশিত কর অন্তরতর হে ॥

ভৈরবী—একতালা

তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামি।
তোমারি প্রেম স্মরণে রাখি, চরণে রাখি আশা,
দাও দুঃখ দাও তাপ, সকলি সহিব আমি ॥
তব প্রেম-আঁখি সতত জাগে, জেনে ও না জানি,
ঐ মঙ্গলরূপ ভুলি, তাই শোক-সাগরে নামি ॥
আনন্দময় তোমারি বিশ্ব, শোভা-সুখ-পূর্ণ,
আমি আপন দোষে দুঃখ পাই, বাসনা-অনুগামী ॥
মোহ-বন্ধ ছিন্ন কর, কঠিন আঘাতে ;
অশ্রু-সলিল-ধৌত-হৃদয়ে থাক দিবস-যামী ॥

ইমন কল্যাণ—তেওরা

তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো।
তোমারি আসন হৃদয়পদ্মে রাজে যেন সদা রাজে গো॥
তব নন্দন-গন্ধ-মোদিত ফিরি সুন্দর ভুবনে ;
তব পদ-রেণু মাখি লয়ে তনু, সাজে যেন সদা সাজে গো॥
সব বিদ্বেষ দূরে যায় যেন তব মঙ্গল মন্ত্রে,
বিকাশে মাধুরী হৃদয়ে বাহিরে তব সঙ্গীত-ছন্দে।
তব নির্ম্মল নীরব হাস্য হেরি অম্বর ব্যাপিয়া,
তব গৌরবে সকল গর্ব্ব লাজে যেন সদা লাজে গো॥

ভৈরবী—একতালা

নিশীথ-শয়নে ভেবে রাখি মনে, ওগো অন্তরযামী।
প্রভাতে প্রথম নয়ন মেলিয়া তোমারে হেরিব আমি॥
জাগিয়া বসিয়া শুভ্র আলোকে, তোমার চরণে নমিয়া পুলকে,
মনে ভেবে রাখি দিনের কর্ম্ম, তোমারে সঁপিব স্বামি॥
দিনের কর্ম্ম সাধিতে সাধিতে, ক্ষণে ক্ষণে ভাবি মনে,
কর্ম্ম-অন্তে সন্ধ্যা বেলায়, বসিব তোমারই সনে ;
দিবা অবসানে ভাবি বসে ঘরে, তোমার নিশীথ-বিরাম-সাগরে,
শ্রান্ত প্রাণের ভাবনা বেদনা নীরবে যাইবে নামি'॥

গারা ভৈরবী—একতালা

(আমি) আপনাতে আপনি আছি আপন মহিমায়।
(সে তো) জাগ্রত নয় স্বপন ও নয় সুষুপ্তি নয় বেশ মজায়॥
নাই বিশ্ব, চাঁদ, সূর্য্য, তারা, আকাশ, বাতাস, জল, অনল,
সসীম প্রাণ অসীমে মিশে স্তব্ধ সৃষ্টি কোলাহল,
হারিয়ে গেছে আমি-বিন্দু প্রশান্ত চিৎ-সিন্ধু গায়॥
দুঃখ সুখ মন্দ ভাল, দ্বন্দ্বের বোধ হবে কার,
কে করে, কে ফল কারে দেয়, দাতা ভোক্তা একাকার;
দশ দিশি পূর্ণ অপার আনন্দ নীরবতায়॥

কানাড়া—একতালা

মেঘ বরিষণে নদীর জনম শুকাইলে নদী মেঘেতে যায়।
ধরায় যত যত কুসুম সুন্দর, সব ঝরি পড়ে ধরার গায়॥
আকাশ হইতে শবদ জনম, সঙ্গীতধ্বনি মিশিছে তায়—
তোমা হ'তে যদি জনম আমার, তবে কবে তোমায় মিশিবে কায়॥
কারণ সিন্ধু হইতে বিন্দু উঠেছিল নিত্য স্বভাবে তোমার
তুমি এক নিত্য সত্য মুক্ত শুদ্ধ নির্ব্বিকার—
সেই বিন্দু পুনঃ সিন্ধুতে মিশায়—অঘট ঘটনা কারণে লুকায়।
তাহাতে অদৃষ্ট হয় সংঘটন তাই লয়ে জীব আসে আর যায়॥

মিশ্র—দাদরা

মন্দিরে তোর জ্বালাস্‌ নে দীপ, করিস্‌নে আজ শঙ্খরোল,
প্রেমের পূজার আয়োজনে প্রাণের দেউল গ'ড়ে তোল্‌ ॥
মন-কুসুমে গাঁথবি মালা, অনুরাগের প্রদীপ জ্বালা
চরণ ধুতে বেদীর তলে ঢালিস্‌ রে তোর অশ্রুজল ॥
যদিরে তোর প্রিয়তম, না দেয় দেখা আজকে সাঁঝে
অভিসারে কাটাস্‌ নিশি বিরহেরি আঁধার মাঝে।
মিলন রাতে আসবে প্রিয় অঙ্গে তাহার পরশ নিও
শিহরণের অন্তরালে প্রেমে হবে প্রাণ উতোল ॥

ভৈরব—তেতালা

উষার সুরে এ হৃদি বাজে আবির-মাখা প্রভাতে আজি।
শিহরি পুলকে গাইছে পবনে, ভৈরব তান উঠিছে বাজি ॥
মঙ্গল হাতে পরশ বুলায়, মন কেড়ে নিয়ে অসীমে মিলায়
গিরি-বন-নদী তাঁহারে ভাবিয়া, হাসিয়া গাহিয়া ঘুরিছে নাচি॥

ভূপালী-মিশ্র—কাওয়ালী

জীবন ধন কোথা তুমি !
প্রাণের প্রাণ ওহে হৃদয় স্বামি ॥
দিবানিশি একা বসি কাঁদি কত নিরজনে,
কত জ্বালা অন্তরে, আমি জানি, মন জানে ;
তুমি কি জাননা তবু, অন্তর-যামী ॥

ভৈরব—তেতালা

সুন্দর, অনুপম, হে পুরুষোত্তম, প্রিয়তম এস তোমা দেখি।
ছদ্ম সঙ্গোপনে ক্ষণিকের দেখা নয়, হৃদয়ে হৃদয় মাখা মাখি ॥
অশবদ শ্রবণ, হউক তব পদ মূলে,
স্বরূপে দৃষ্টি রাখি, যাক্ আঁখি রূপ ভুলে।
চিন্তারহিতচিত রহুক তোমাতে মিলে, আমি গলে, তুমি শুধু বাকী ॥

আসোয়ারী—একতালা

আজি কি পুলকে নাচে হিয়া।
মহা মিলনের মোহন বাঁশরী নিখিলে উঠিল বাজিয়া ॥
দূরে গেল যত ধরম দ্বন্দ্ব, টুটিল সন্দ স্বার্থ-বন্ধ,
অজি আনন্দ, আজি আনন্দ, কার প্রেম-মুখ হেরিয়া ॥

জয়জয়ন্তী মিশ্র—ঝাঁপতাল

প্রাণারাম, প্রাণারাম!
কি যেন লুকানো নামে, (তাই) মিষ্ট এত তব নাম।
নাম-রসে ডুবে থাকি, ব্রহ্মাণ্ড সুন্দর দেখি,
বিশ্বে বহে প্রেম-নদী, সুধা-ধারা অবিরাম ॥
(তুমি) নামে ভুলায়েছ যাঁরে, সে কি যেতে পারে দূরে,
নাম-রসে যে মজেছে, সে বুঝেছে কি আরাম।
আমারে ভুলা'য়ে রাখ, হৃদি আলো করে থাক,
জীবনে মরণে মম তুমি চির সুখ-ধাম ॥

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল

তব শুভ সম্মিলনে প্রাণ জুড়াব হৃদয়-স্বামি;
কবে বসিব একান্তে, প্রাণকান্ত, তোমায় নিয়ে আমি।
মধুর নামগানে ভক্তজনগণসনে (নব জীবন পাইব)
নিত্যপদ পেয়ে প্রভু কৃতার্থ হইব আমি॥
হৃদয়ে ধরি শ্রীপদ বিপদ ঘুচাও হে
(প্রাণ শীতল হবে হে তোমায় হৃদয়ে ধরে)
(আমার) পাপ-পরিতাপ যাবে, জুড়াবে তাপিত প্রাণী॥
অখিল লীলা-রসে ডুবাব মানস হে,
নীচ বাসনা রবে না, আমি সকলি ভুলিব,
কেবল হৃদয়ে জাগিবে তুমি॥

সিন্ধু-ভৈরবী—একতালা

যদি এ আমার হৃদয়-দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু;
দ্বার ভেঙ্গে তুমি এস মোর প্রাণে, ফিরিয়া যেওনা প্রভু॥
যদি কোন দিন এ বীণার তারে তব প্রিয় নাম নাহি ঝঙ্কারে,
দয়া করে তবু রহিও দাঁড়ায়ে, ফিরিয়া যেও না, প্রভু॥
যদি কোন দিন তোমার আহ্বানে, সুপ্ত আমার চেতনা না মানে,
বজ্র-বেদনে জাগায়ো আমারে, ফিরিয়া যেও না, প্রভু॥
যদি কোন দিন তোমার আসনে আর কাহারেও বসাই যতনে,
চির দিবসের হে রাজা আমার, ফিরিয়া যেও না, প্রভু॥

গৌড় সারঙ্গ—তেতালা

মম প্রাণ-শতদল হোক্ প্রণমি কমল তব চরণে, ওগো তব চরণে।
আমার হৃদয় নাথ হোক্ তনময় তোমারি শরণে, তোমারি স্মরণে॥
(তব) পূজার বেদী হোক্ আমার এ মন,
হোক্ আরতি প্রদীপ মোর এ দুটি নয়ন ;
রহ মোরে পায় তোমারি সেবায়, জীবনে মরণে, জীবনে মরণে॥

বেলাবল—তেতালা

তুঁহি আধার সকল ত্রিভুবন কো ;
পালক সচরাচর ভূতন কো।
তুঁহি বিষ্ণু তুঁ নারায়ণ ;
কারণ তুঁ পরব্রহ্ম জগত কো॥

মুলতান—চৌতাল

নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সচ্চিদানন্দরূপ ;
জাকো ন কছু উপাধি পার ব্রহ্ম অত অনূপ।
সকল জগত উপাদান, মূল প্রকৃতি হ্যায় নিদান ;
জাকো সংযোগ জনিত, ব্যক্ত হোত নামরূপ।
মায়া সঙ্গত ঈশ্বর, একহু অনেক হোত ;
ভোগত অদৃষ্টজফল, জাকো জ্যায়সে হি করম।
স্বপ্নাবস্থিত রহে জীব, হেম পূর্ব্ব হোত গর্ভ ;
জাগ্রত বৈশ্বানর নীত হররঙ্গ বরণত স্বরূপ।

কাফি—তেতালা

প্রভু তেরি দয়া হ্যায় অপার।
তুঁ অগম অগোচর অবিকল,
চর অচর সকল কো তুঁ আধার, পতিতনকো উদ্ধার ॥
দীননাথ পতিতরু দুরবল মহদপরাধী
শরণাগতহুঁ চতুর তেহার, মোহে পার উতার ॥

ভৈরব—ঝাঁপতাল

ব্যাকুল অন্তর মম দরশন চাহে (তোমারি)।
বিহনে তোমারে নাথ প্রাণ যে দহে ॥
দিবস রজনী নাথ সহিতেছি যাতনা।
তুমি নাকি দিলে দেখা সব দুঃখ যায় হে ॥
তাই প্রভু বড় আশে এসেছি তব দুয়ারে ;
পরশে শীতল কর নিরমল কর হে।
অভিষিক্ত কর মোরে তব জ্যোতি প্রকাশিয়ে ;
শূন্য হৃদয়ে মম তুমি দেব এস হে।

ইমন—একতালা

ভজ মন করুণা নিধান, সুখসম্পদ এক ধাম ;
শরণাগত বৎসল প্রভু, পূরত সব মন সুকাম।
মঙ্গল সুখ দায়ক প্রভু, অখিল জগত নায়ক বিভু,
অন্তরযামী অবিকল নিরগুণ কর চতুর ধ্যান ॥

ইমন-কল্যাণ—তেতালা

য়্যা জগমে আয়া নরধারী, মানুষী তন্ কোঁউ শুধ্ রতনা।
মূঢ় ভঁয়ো যাচে বিষয়াদি যাসে হোবে অপযশ রতনা॥
অবতু কাঁহেকো দিন গোঁয়াবে জগদীশ্বর কো কোঁউ নহি রটনা।
মন্‌মে য়্যাদ কর্‌কে দেখো ঈশ্বর বিন্ নেহি কোই আপনা॥

খাম্বাজ—যৎ

মন গাওয়ে জগপতি জগ-বন্দন
ব্রহ্ম সনাতন পাতক-নাশন।
এক দেব ত্রিভুবন-পরিপালক,
কৃপাসিন্ধু সুন্দর ভব-নায়ক॥
সেবক-মনোমদ মঙ্গল-দাতা বিদ্যা-সম্পদ-বুদ্ধি-বিধাতা।
যাচে চরণ ভকত করযোড়ে, বিতর প্রেম-সুধা চিত্ত-চকোরে॥

মিশ্র-জৌনপুরী—একতালা

প্রভু দাঁড়াও তোমায় দেখি।
নিয়ে সকল দাবি দাওয়া, চিরজীবন হয়নি চাওয়া,
আজকে যদি চোখ তুলেছি তুমি পলাবে কি ?
দুই চোখে যে কুলায় না মোর তোমার রূপের আলো,
লক্ষ কোটি নয়ন দিলে হ'ত যে মোর ভাল ; .
নোঙর-ছেঁড়া মত্ত হিয়া, চলেছিল পথ ভুলিয়া,
থামুক সে মোর যাত্রা আজি চরণ-তলে ঠেকি॥

মিশ্র বেহাগ খাম্বাজ বসন্ত বেলাবল—দাদরা

ত্যাগের ব্যথা বাজবে না আর প্রাণে যবে,
সেদিন আমার তোমায় পাওয়া সহজ হবে, সহজ হবে।
অধিকারের নিগড় খুলে, হালকা সুখের দোলায় দুলে,
অশান্ত প্রাণ লুটবে ধূলায় আপন ভোলা তোমার ভবে।
সেদিন আমার তোমায় পাওয়া সহজ হবে, সহজ হবে॥
চাওয়ার পালা সাঙ্গ করে, রিক্ততারে বক্ষে ধরে,
শঙ্করেরি ডঙ্কা তালে সঙ্কটেরে বক্ষে লবে;
সেদিন আমার তোমায় পাওয়া সহজ হবে, সহজ হবে।
দারুণতম পরম ক্ষতি জ্বালবে যেদিন চিতার জ্যোতি,
নির্ব্বাণেরি আশায় হৃদয় চরণ তলে চেয়ে রবে।
সেদিন আমার তোমায় পাওয়া সহজ হবে, সহজ হবে॥

হাম্বির—একতালা

আমায় তুমি হাজার রূপে দেখছ বারে বারে।
সুখের মাঝে দুখের মাঝে গভীর অশ্রু ধারে॥
এখনো কি দেখার বাকি, এখনো সাধ মিটল না কি,
নূতন করে দেখবে কি নাথ, আমার বেদনারে॥
এই আমারি দেহের মাঝে এই আমারি মন,
তোমার চোখে দেখায় সেকি শোভায় অতুলন।
তোমার চোখের দৃষ্টি নিয়ে আমার মনের সুধা পিয়ে;
এই আমারি জীবন খানি ভরবে সুধাভারে॥

কাফি-সিন্ধু—তেওরা

(তুই) পূজার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখিস্ হৃদয়-দেউল মাঝে।
ভক্তি প্রেমের ধূপটী জ্বালাস্, নিত্য সকাল সাঁঝে।
পাবি যদিন দুঃখ ব্যথা, দেবতারি পায় নোয়াস্ মাথা,
বলিস্ "তোমার ইচ্ছা ফলুক, আমার জীবন মাঝে" ॥
আপনাকে তাঁর ভৃত্য রাখিস, তাঁরে করিস্ রাজা,
তাঁর 'তরে তুই আসন পাতিস্, ফুলের মালা সাজা।
তবু যদি দেখা না পাস্, চোখের জলে বেদন জানাস্
বলিস্ "প্রিয়! তোমার তরে এ দেহে প্রাণ আছে ॥"

ভৈরবী—একতালা

তুমি, নির্ম্মল কর, মঙ্গল-করে মলিন মর্ম্ম মুছায়ে;
তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক্ মোর, মোহ-কালিমা ঘুচায়ে।
লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনা, ছুটিছে গভীর আঁধারে,
জানি না কখন, ডুবে যাবে কোন্ অকূল-গরল-পাথারে!
প্রভু, বিশ্ব-বিপদ-হন্তা, তুমি, দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা,
তব শ্রীচরণতলে, নিয়ে এস মোর, মত্ত-বাসনা গুছায়ে।
আছ, অনল অনিলে, চির নভোনীলে, ভূধর, সলিলে, গহনে,
আছ, বিটপিলতায়, জলদের গায়, শশী, তারকায়, তপনে;
আমি, নয়নে বসন বাঁধিয়া, ব'সে আঁধারে মরিগো কাঁদিয়া;
আমি, দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু, দাওহে দেখায়ে বুঝায়ে ॥

মিশ্র-ইমন-কল্যাণ—একতালা

আমায় সকল রকমে, কাঙ্গাল করেছ, গর্ব্ব করিতে চূর ;
যশ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য, সকলি করেছ দূর।
ঐগুলি সব মায়াময়রূপে, ফেলেছিল মোরে অহমিকা কূপে
তাই সব বাধা সরায়ে দয়াল, করেছ দীন, আতুর॥
যায়নি এখনো দেহাত্মিকা-মতি, এখনও কি মায়া দেহটার প্রতি !
এই দেহটা যে 'আমি', এই ধারণায় হয়ে আছি ভরপূর।
তাই সকল রকমে কাঙ্গাল করিয়া গর্ব্ব করিছ চূর॥
ভাবিতাম, "আমি লিখি বুঝি বেশ, আমার সঙ্গীত ভালবাসে দেশ."
তাই বুঝিয়া দয়াল, ব্যাধি দিলে মোরে, বেদনা দিলে প্রচুর।
আমায় কতনা যতনে শিক্ষা দিতেছ গর্ব্ব করিতে চূর॥

মিশ্র-কানাড়া—একতালা

আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে, তুমি অভাগারে চেয়েছ ;
আমি না ডাকিতে, হৃদয় মাঝারে নিজে এসে দেখা দিয়েছ।
চির আদরের বিনিময়ে, সখা, চির অবহেলা পেয়েছ ;
(আমি) দূরে ছুটে যেতে, দুহাত পসারি, ধরে টেনে কোলে নিয়েছ !
"ও পথে যেওনা, ফিরে এস," ব'লে কানে কানে কত কয়েছ ;
(আমি) তবু চলে গেছি ; ফিরায়ে আনিতে পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ
(এই) চির অপরাধী পাতকীর বোঝা হাসিমুখে তুমি বয়েছ ;
(আমার) নিজ হাতে গড়া বিপদের মাঝে বুকে করে নিয়ে রয়েছ।

মিশ্র-আলাইয়া—তেওরা

তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুঃখ,
তোমারি দেওয়া বুকে, তোমারি অনুভব।
তোমারি দুনয়নে, তোমারি শোকবারি,
তোমারি ব্যাকুলতা, তোমারি হাহারব।
তোমারি দেওয়া নিধি, তোমারি কেড়ে নেওয়া,
তোমারি শঙ্কিত আকুল পথ-চাওয়া ;
তোমারি নিরজনে ভাবনা আনমনে,
তোমারি সান্ত্বনা, শীতল সৌরভ ॥
আমিও তোমারি গো, তোমারি সকলি ত,
জানিয়ে জানেনা, এ মোহ-হত চিত,
আমারি বলে কেন, ভ্রান্তি হ'ল হেন,
ভাঙ্গ এ অহমিকা, মিথ্যা গৌরব ॥

ভূপালী মিশ্র—একতালা

ওগো কে তুমি আমারে বল ?
কেন অযাচিত ভাবে ফের পাছে পাছে বিপদেতে আগে চল ॥
ডাকিনা তোমারে তবু তুমি আস, চাইনা তোমারে তবু ভালবাস ;
জেনেছি আমার হৃদয় আকাশ তোমারি আভায় আলো ॥
কভু স্বামী কভু সখারূপ ধরে, মা হ'য়ে কখন আস স্নেহভরে,
তোমাধনে ধনী নয় গো যে জন (তার) জনম বিফলে গেল ॥

ভজন—কাহারবা

প্রাণের প্রভু রহে প্রাণে রয়না বাহিরে।
ফুলের খেলায় সাধের মেলায় কোথায় পাবি রে ॥
দেখরে খুঁজে হিয়ার মাঝে রহে চির সুন্দর,
আপন আলোয় উজল করে প্রাণের গহন কন্দর;
অলখ যে জন, তারে নয়ন পাবে নাহি রে ॥
প্রেমনগরে বসত যে তাঁর, তোরি হিয়ার মাঝে,
একমনে শোন্ মরমে তোর তাঁর মুরলী বাজে।
তোর আঘাত, সে যায় যে ভুলে, তোরে তারে রে ॥

বাউল—দাদ্রা

কেমন করে ডাকব প্রভু এস আমার ঘরে।
আমার দীর্ঘশ্বাসে পর্ণকুটীর কাঁপছে ব্যথার ভরে ॥
চোখের জলে জোয়ার এসে পূজার ফুল যে গেছে ভেসে,
অজানা কোন্ অন্ধকারে সাগর বুকের 'পরে ॥
কেমন করে পূজবো আমি চরণ দুটি ওগো স্বামী?
সারা প্রাণের প্রবল তৃষা মিটবে কেমন করে?
ওগো মর্ম্মব্যথাহারী ওগো বাঞ্ছাপূর্ণকারী!
পথের মাঝে ধূলা জুড়ে লুটিয়ে দিছি আপনারে;
দয়া করে আসবে যখন আমার পথে পতিত পাবন,
চরণ দুটি পড়বে তখন আমার বুকের 'পরে।
আমি তরব চরণ ধরে ॥

ভৈরবী—দাদ্‌রা

আলোর দেশের যাত্রী মোরা মহা ভাগ্যবান।
আলোর তরে অবহেলে সঁপি আপন প্রাণ ॥
অন্ধকারে পাছে রেখে চল্‌ছি মোরা আলোর দিকে,
মানি নাকো কোনো বাধা আন্‌তে নব জ্ঞান ॥
সত্য মোদের নিত্য সাথী,
প্রাণটা সবার ব্যথার ব্যথী ;
ভয়ের মাথায় মারি লাথি রাখতে আপন মান।
সত্য রাজার সৈন্য মোরা, রাজ্য যাঁহার বিশ্বজোড়া
শাসন যাঁহার প্রেমে ভরা নামটি ভগবান ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা

আমারে ভেঙে ভেঙে করহে তোমার তরী ;
যাতে হয় মনোমত তেম্‌নি ক'রে লওহে গড়ি।
এ তরুতে নাই ফুল ফল, শিকড়গুলি বাড়্‌ছে কেবল ;
দিয়ে আঘাত জীবন-মূলে, লওহে তারে ছিন্ন করি'।
শক্ত তারে করবে ব'লে, ফেলে রেখো রৌদ্রে জলে ;
পুড়িয়ে তারে কোরো বাঁকা, যখন তুমি গড়্‌বে তরী।
যাদের ধন আছে অপার, সোনার নায়ে কোরো হে পার ;
আমার বুকে করিও পার, যাদের নাইকো পারের কড়ি।
তোমার ঐ মাঝ গাঙে, এ তরীটি যদি ভাঙে,
তবে সেই অতল তলে আমায় কুড়িয়ে নিও, হে শ্রীহরি ॥

বাউল—দাদ্‌রা

তোমায়, ঠাকুর, বল্‌ব নিঠুর কোন্‌ মুখে ?
শাসন তোমার যতই গুরু, ততই টেনে লও বুকে।
সুখ পেলে দিই অবহেলা, শরণ মাগি দুখের বেলা ;
তবু ফেলে যাওনা চ'লে, সদাই থাক সম্মুখে ॥
প্রতি দিনের অশেষ যতন, ভুলায়ে দেয় ক্ষণিক বেদন ;
নিত্য আছি ডুবিয়ে, তাই পাশরি' প্রেমসিন্ধুকে।
সুখের পিছে মরি ঘুরে, তাই ত রে সুখ পালায় দূরে ;
সে আনন্দ, ওরে অন্ধ, বন্ধ মনের সিন্দুকে ॥
ভুলে যে যাই সবাই আমার, নই ত ভিন্ন আমি সবার ;
দশের মুখে হাসি রেখে কাঁদ্‌ব আমি কোন্‌ দুখে ?
ভবের পথে শূন্য থালি, বেড়াই ঘুরে দীন কাঙালী.
দৈন্য আমার ঘুচ্‌বে, যবে পাব দীনবন্ধুকে ॥

ভৈরব—একতালা

কে হে তুমি সুন্দর—অতি সুন্দর—অতি সুন্দর !
কভু নবীন ভানু-ভালে, কভু ভূষিত নীরদ-মালে,
কভু বিহগ-কূজিত-কুহক-কণ্ঠে গাহিছ অতি সুন্দর !
কভু নির্ম্মল নীল প্রান্তে, কনক-কিরীট মাথে,
অভ্রভেদী অচলাসনে রাজিছ অতি সুন্দর !
কভু পুষ্পিত নভ-কুঞ্জে তব নৈশ বংশী গুঞ্জে :
কভু পীত-জ্যোৎস্না-বসন শ্যাম মূরতি অতি সুন্দর !

মিশ্র দেশ—একতালা

প্রভাতে যাঁরে নন্দে পাখী, কেমনে বল তাঁরে ডাকি ?
কোন্ ভরসায় তাঁহারে মাগি ?
কুসুম ল'য়ে গন্ধ বরণ, নিতি নিতি যাঁরে করিছে বরণ,
এ কণ্টক-বনে কি করি চয়ন, কোন্ ফুলে বল সে পদ ঢাকি ?
নিশার আঁধারে ডাকিব তোমারে, যখন গাবে না পাখী ;
কণ্টক দিব চরণে, যবে কুসুম মুদিবে আঁখি।
হেন পূজা যদি নাহি লাগে ভাল, কেন তুমি মোরে করিলে কাঙাল ?
বল হে হরি ! আর কত কাল, সুদিনের লাগি' রহিব জাগি' ?

হাম্বির—একতালা

আমার পরাণ কোথা যায়, কোথা যায় উড়ে !
কে যেন ডাকিছে মোরে, দূর সাগর পারে, বিরহ-বিধুর স্বরে।
বাতাসে তাহারই কথা, তরঙ্গে তারই বারতা,
জোছনা পথ তার দেখায়, দেখায় দূরে।
হে অধীর, হে উদাসী, হে মম অন্তর বাসী,
কাহার শুনিলে বাঁশী, কোন্ প্রেমের পুরে ?
যে দিগন্ত নীলাম্বরে, চুম্বিছে সে নীলাম্বুরে,
সেথা মোর নীলকান্ত চায়, মোরে চায়, ওগো চায় কত মধুরে!

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

সে ডাকে আমারে, বিনা সে সখারে, রহিতে মন নারে।
প্রভাতে যারে দেখিবে বলি' দ্বার খোলে কুসুম-কলি,
কুঞ্জে ফুকারে অলি যাহারে বারে বারে।
নির্ঝর-কল-কণ্ঠ-গীতি বন্দে যাহারে,
শৈল-বন-পুষ্পকুল নন্দে যাহারে;
যার প্রেমে চন্দ্রতারা, কাটে নিশি তন্দ্রাহারা,
যার প্রেমের ধারা বহিছে শত ধারে॥

মিশ্র-বাউল-কীর্ত্তন—দাদরা

আর কতকাল থাক্‌ব ব'সে দুয়ার খুলে,—বঁধু আমার.
তোমার বিশ্বকাজে আমারে কি রইলে ভুলে?—বঁধু আমার।
বাহিরের উষ্ণ বায়ে, মালা যে যায় শুকায়ে
নয়নের জল বুঝি তাও, বঁধু মোর, যায় ফুরায়ে;
শুধু ডোরখানি হায় কোন পরাণে তোমার গলায় দিব তুলে!
হৃদয়ের শব্দ শুনে, চমকি ভাবি মনে,
ঐ বুঝি এল বঁধু ধীরে মৃদুল চরণে;
পরাণে লাগ্‌লে ব্যথা, ভাবি বুঝি আমায় ছুঁলে।
বিরহে দিন কাটিল, কত যে কথা ছিল,
কত যে মনের আশা মন-মাঝে রহিল:
কি ল'য়ে থাক্‌ব বল তুমি যদি রইলে ভুলে?—বঁধু আমার।

ভৈরব—একতালা

সংসারে যদি নাহি পাই সাড়া, তুমিত আমার রহিবে।
বহিবারে যদি নাহি পারি এ ভার, তুমি ত, বন্ধু বহিবে॥
কলুষ আমার, দীনতা আমার, তোমারে আঘাত করে শতবার;
আর কেহ যদি না পারে সহিতে, তুমি ত, বন্ধু, সহিবে॥
যাক্ ছিঁড়ে যাক্ মোর ফুলমালা, থাক্ প'ড়ে থাক্ ভরা ফুলডালা;
হবে না বিফল মোর ফুল-তোলা তুমি ত চরণে লইবে।
দুঃখেরে আমি ডরিব না আর, কণ্টক, হোক্ কণ্ঠের হার;
জানি তুমি মোরে করিবে অমল, যতই অনলে দহিবে॥

বেহাগরা—একতালা

তোমারি নাম ব'লব, আমি বলব নানা ছলে।
ব'লব একা বসে, আপন মনের ছায়া তলে॥
ব'লবো বিনা ভাবায় ব'লবো বিনা আশায়
ব'লবো মুখের হাসি দিয়ে, ব'লবো চোখের জলে॥
বিনা-প্রয়োজনের ডাকে ডাকবো তোমার নাম
সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই পূরবে মনস্কাম।
শিশু যেমন মাকে, নামের নেশায় ডাকে,
বলতে পারে এই সুখেতেই মায়ের নাম সে বলে॥

বাউল—একতালা

তুমি যত ভার দিয়েছ সে-ভার করিয়া দিয়েছ সোজা।
আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি সকলি হয়েছে বোঝা। (বন্ধু)
এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু, নামাও,
ভারের বেগেতে চলেছি কোথায় এ যাত্রা তুমি থামাও॥ (বন্ধু)
আপনি যে-দুখ ডেকে আনি সে-যে জ্বালায় বজ্রানলে—
অঙ্গার করে রেখে যায় সেথা কোন ফল নাহি ফলে—(বন্ধু)
তুমি যাহা দাও সে-যে দুখের দান
শ্রাবণ ধারায় বেদনার রসে সার্থক করে প্রাণ॥ (বন্ধু)
যেখানে যা কিছু পেয়েছি কেবলি সকলি করেছি জমা—
যে দেখে সে আজ মাগে যে হিসাব, কেহ নাহি করে ক্ষমা॥ (বন্
এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু, নামাও,
ভারের বেগেতে ঠেলিয়া চলেছি এ যাত্রা মোরে থামাও॥ (বন্

খাম্বাজ—একতালা

তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে তুমিই ধন্য ধন্য হে।
আমার প্রাণ তোমারি দান তুমিই ধন্য ধন্য হে॥
পিতার বক্ষে রেখেছ মোরে, জনম দিয়েছ জননী-ক্রোড়ে,
বেঁধেছ সখার প্রণয়-ডোরে, তুমিই ধন্য ধন্য হে॥
তোমার বিশাল বিপুল ভুবন করেছ আমার নয়ন-লোভন,
নদী, গিরি, বন, সরস শোভন, তুমিই ধন্য ধন্য হে।
হৃদয়ে বাহিরে, স্বদেশে বিদেশে, যুগে যুগান্তে নিমেষে নিমেষে,
জনমে মরণে, শোকে আনন্দে, তুমিই ধন্য ধন্য হে

বেহাগ—তেওরা

কবে আমি বাহির হোলেম তোমারি গান গেয়ে—
সেতো আজকে নয়, সে আজকে নয়।
ভুলে গেছি কবে থেকে আস্‌ছি তোমায় চেয়ে—
সেতো আজকে নয়, সে আজকে নয়।
ঝরণা যেমন বাহিরে যায়, জানে না সে কাহারে চায়,
তেমনি করে ধেয়ে এলেম জীবন ধারা বেয়ে—
সেতো আজকে নয়, সে আজকে নয়॥
কতই নামে ডেকেছি যে, কতই ছবি এঁকেছি যে,
কোন্ আনন্দে চলেছি, তার ঠিকানা না পেয়ে—
সেতো আজকে নয়, সে আজকে নয়।
পুষ্প যেমন আলোর লাগি, না জেনে রাত কাটায় জাগি,
তেমনি তোমার আশায় আমার হৃদয় আছে ছেয়ে—
সেতো আজকে নয়, সে আজকে নয়॥

ভৈরব—কাওয়ালী

বিমল প্রভাতে, মিলি এক সাথে, বিশ্বনাথে কর প্রণাম।
উদিল কনক-রবি রক্তিম রাগে,
বিহঙ্গকুল সবে হরষে জাগে;
তুমি হে মানব, নব অনুরাগে, পবিত্র নাম তাঁর কররে গান॥

ইমন-কল্যাণ—একতালা

তুমি সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দন-ফুল-হার।
তুমি অনন্ত, নব বসন্ত, অন্তরে আমার ॥
নীল-অম্বর-চুম্বন-নত চরণে ধরণী মুগ্ধ নিয়ত,
অঞ্চল ঘেরি সঙ্গীত যত গুঞ্জরে অনিবার ॥
ঝলকিছে শত-ইন্দু-কিরণ পুলকিছে ফুল-গন্ধ
চরণভঙ্গে ললিত অঙ্গে চমকে চকিত ছন্দ।
ছিঁড়ি মর্ম্মের শত বন্ধন, তোমা পানে ধায় যত ক্রন্দন,
লহ হৃদয়ের ফুল চন্দন বন্দন উপহার ॥

গজল

যদি দিন না দেবে তবে এত ব্যথা কেন সওয়াও?
যদি আশা নাহি রবে বৃথা বোঝা কেন বওয়াও?
যদি মেঘের নানা খেলা শুধুই মিছে রঙের মেলা,—
তবে হৃদয়-তন্ত্রী বাজে কেন সকাল-সন্ধ্যে বেলা?
যদি সৃষ্টি মিছে মায়া, মিছে লক্ষ রূপ-কায়া,—
কেন গন্ধে গানে আকুল প্রাণে ছন্দে আলোছায়া?
যদি ধূসরিমাই ভবে চির অমর হ'য়ে র'বে,—
কেন ধরার ধূলি-বুকে তারার বাঁশি উছল স্তবে?
যদি অশ্রু ব্যথার মাঝে মোদের মিছে সৃষ্টি-কাজ এ,—
তবে বিফলতার মাঝেও কেন আশার বাঁশি বাজে?

বেহাগ—কাওয়ালী

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে, যত দূরে আমি ধাই—
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু কোথা বিচ্ছেদ নাই ॥
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ,
তোমা হ'তে যবে হইয়ে বিমুখ, আপনার পানে চাই ॥
হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে, যাহা কিছু সব আছে আছে আছে,
নাই-নাই-ভয়, সে শুধু আমারি, নিশিদিন কাঁদি তাই ॥
অন্তর-গ্লানি সংসার-ভার, পলক ফেলিতে কোথা একাকার,
জীবনের মাঝে স্বরূপ তোমার রাখিবারে যদি পাই ॥

গজল

প্রিয়, তোমার কাছে যে-হার মানি সেই তো মোর জয় !
হেথা জয়-বিভব-দাবিতে প্রেম জয়ী কি কভু হয় ?
নিতি তোমারি পাশে যে-পরাভব, তাহেই মোর জয়-গরব,
অপর মুখে বিজয়-রব চিত্তে বিঁধি' রয়—
শুধু তোমার সাথে আমার নহে নহে সে-পরিচয় ।
প্রিয়, তুমি যে দান-গৌরবে গো ভ'রেছ এ হৃদয়,
তার প্রতিদানেতে নোয়াতে মাথা রহে কি দ্বিধা ভয় ?
জানি তোমার কাছে পেয়েছি যত, তাহার পাশে লক্ষশত
দর্প মাথা ক'রেছে নত,—হীনতা সে তো নয় ;—
জানি— তোমার কাছে জিতিলে হারি—হারিলে সেই জয় ॥

গৌড়সারঙ্গ—একতালা

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে দেখতে আমি পাইনি।
বাহির-পানে চোখ মেলেছি হৃদয় পানেই চাইনি॥
আমার সকল ভালবাসায়, সকল আঘাত সকল আশায়
তুমি ছিলে আমার কাছে, তোমার কাছে যাইনি॥
তুমি মোর আনন্দ হ'য়ে ছিলে আমার খেলায়।
আনন্দে তাই ভুলেছিলেম, কেটেছে দিন হেলায়।
গোপন রহি, গভীর প্রাণে, আমার দুঃখ সুখের গানে
সুর দিয়েছ তুমি, আমি তোমার গান ত গাইনি॥

রামকেলি—তেওরা

মোরে ডাকি' ল'য়ে যাও মুক্তদ্বারে—
তোমার বিশ্বের সভাতে, আজি এ মঙ্গল প্রভাতে॥
উদয়গিরি হ'তে উচ্চে কহ মোরে—
"তিমির লয় হ'ল দীপ্তি-সাগরে, স্বার্থ হ'তে জাগ, দৈন্য হ'তে জাগ,
সব জড়তা হ'তে জাগ, জাগ রে, সতেজ উন্নত শোভাতে॥"
বাহির কর তব পথের মাঝে, বরণ কর মোরে তোমার কাজে
নিবিড় আবরণ কর বিমোচন, মুক্ত কর সব তুচ্ছ শোচন,
ধৌত কর মম মুগ্ধ লোচন তোমার উজ্জ্বল শুভ্র রোচন
নবীন নির্ম্মল বিভাতে॥

মিশ্র—একতালা

এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর, হে সুন্দর।
পুণ্য হ'ল অঙ্গ মম, ধন্য হ'ল অন্তর॥
আলোকে মোর চক্ষু দুটি, মুগ্ধ হ'য়ে উঠল ফুটি,
হৃদ্-গগনে পবন হ'ল সৌরভেতে মন্থর, সুন্দর হে সুন্দর॥
এই তোমারি পরশ-রাগে চিত্ত হ'ল রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলন-সুধা রইল প্রাণে সঞ্চিত।
তোমার মাঝে এমনি করে নবীন করি'লও যে মোরে,
এই জনমে ঘটালে মোর, জন্ম-জনমান্তর, সুন্দর, হে সুন্দর॥

পিলু—একতালা

অনন্ত হয়েছ ভালই করেছ, থাক চিরদিন অনন্ত অপার!
ধরা যদি দিতে ফুরাইয়া যেতে, তোমারে ধরিতে কে চাহিত আর!
ভুলায়েছ যারে তব প্রলোভনে, সে কি ক্ষান্ত হবে তব অন্বেষণে?
না পায় না পাবে, যায় প্রাণ যাবে, কভু কি ফুরাবে অন্বেষণ তার?
যত পাছে পাছে ছুটে যাব আমি,
তত আরো আরো দূরে রবে তুমি;
যতই না পাব, তত পেতে চাব, ততই বাড়িবে পিপাসা আমার।
আদর্শ তোমারে দেখিব যত,
তোমার স্বভাব পেয়ে হব তোমার মত;
ফুরাবে না তুমি, ফুরাব না আমি, তোমাতে আমাতে হব একাকার॥

বাগেশ্রী—একতালা

সকল গর্ব্ব দূর করি দিব, তোমার গর্ব্ব ছাড়িব না।
সবারে ডাকিয়া কহিব, যেদিন পাবো তব পদ-রেণুকণা ॥
তব আহ্বান আসিবে যখন, সে-কথা কেমনে করিব গোপন ?
সকল বাক্যে সকল কর্ম্মে প্রকাশিবে তব আরাধনা ॥
যত মান আমি পেয়েছি যে-কাজে, সেদিন সকলি যাবে দূরে ;
শুধু তব মান দেহে মনে মোর বাজিয়া উঠিবে এক সুরে।
পথের পথিক সে-ও দেখে যাবে, তোমার বারতা মোর মুখভাবে,
ভব-সংসার-বাতায়ন তলে ব'সে রবো যবে আনমনা ॥

সিন্ধু-খাম্বাজ—তেতালা

মোকো কাঁহা ঢুঁঢো বন্দে ময়তো তেরে পাশ মো।
না হোয়ে ম্যয় ঝগড়ি বিগড়ি না ছুরি গঢ়াস্ মো
না হোয়ে মো খাল্ রোম্‌মে না হাড্‌ডি না মাস্ মো ॥
না দেবল মো না মস্‌জিদ্ মো না কাশী কৈলাশ মো
না হোয়ে ম্যয় অউধ দ্বারকা মেরা ভেট বিশ্বাস মো ॥
না হোয়ে ম্যয় ক্রিয়া করম্‌মো না যোগ বৈরাগ সন্নাস মে
খুঁজেগা তো অব মিলুঙ্গা পল্‌ভর্‌কি তল্লাস মো ॥
সহর্‌সে বাহার ডেরা হামারি কুঠিয়া মেরী মৌয়াস্ মো
কহত কবির শুন ভাই সাধু সব সন্তন্‌কী সাথ মো ॥

পিলু-বারোয়া—ঠুংরী

ওহি দেশকো হামে জানা।
যাঁহা নেহি আপ্‌না আউর বেগানা ॥
(যাঁহা) চন্দ্র সূরয নেহি ভাওয়ে, শোক তাপ নেহি পাওয়ে ;
(যাঁহা) নেহি জমীন্‌ আউর আসমানা ॥
(যাঁহা) মিট গয়ী সব ধান্দা, রাম রহিম এক বান্দা ;
(যাঁহা) নেহি বেদ আউর কোরাণা ॥
(যাঁহা) আগম নিগম নেহি বাণী, জীয়ত মরত নেহি জানি ;
(যাঁহা) যাকে ফিন্‌ নেহি আনা ॥

সুরট—একতালা

তোমার মহা বিশ্বে কিছু হারায় না ত কভু।
আমরা অবোধ অন্ধ মায়ায়, তাই ত কাঁদি প্রভু ॥
তোমার মতই তোমার ভুবন, চিরপূর্ণ হে নারায়ণ ;
দেখতে না পায় অন্ধ নয়ন, তাই এ দুঃখ প্রভু ॥
ঝ'রে যে ফুল ধূলায়, জানি হয় না তাহা হারা,
ঐ ঝরা ফুলে নেয় যে জনম তরুণ তরুর চারা ;
হারান মোর প্রিয় যারা, তোমার কাছে আছে তারা,
আমার কাছে নাই তাহারা, হারাইনিক তবু ॥

স্বরট মল্লার—একতালা

জাগ, হও মন শান্ত চেতন, বিশ্ব-স্বপন মোহ পরিহর।
ধীরে ধীরে ধীরে পশি সুগভীরে সচ্চিদানন্দনীরে বিহর॥
ওঁ ওঁ ওঁ সুমধুর রব, হের একাকার কারণ-অর্ণব,
ভাব অভিনব, কর অনুভব, শুদ্ধ অহং লেশে তাহাও সংহর;
স্থূল ত্যজি ক্রমে সূক্ষ্মতম দেশে, সমাধি হিল্লোলে সুখে চল ভেসে.
দরশে পরশে রস সহবাসে রস হও মিশে আপনা পাসর॥

আসোয়ারী—ঝাঁপতাল

জাগো সকলে অমৃতের অধিকারী।
নয়ন মেলিয়া দেখ করুণানিধান, পাপতাপহারী॥
পূরব অরুণ জ্যোতি মহিমা প্রচারে, বিহগ যশ গায় তাঁহারি॥
হৃদয় কপাট খুলি দেখরে যতনে, প্রেমময় মূরতি জন চিত্তহারী;
ডাকরে নাথে, বিমল প্রভাতে, পাইবে হৃদয়ে শান্তির বারি॥

ঝিঁঝিট—একতালা

পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে,
শান্তি-সদন সাধন-ধন দেব-দেব হে।
সর্ব্বলোক-পরম-শরণ, সকল মোহ-কলুষ-হরণ,
দুঃখ-তাপ-বিঘ্ন-তরণ শোক-শান্ত-স্নিগ্ধ-চরণ।
সত্যরূপ প্রেমরূপ হে!
দেব-মনুজ-বন্দিত-পদ বিশ্বভূপ হে॥

হৃদয়ানন্দ পূর্ণ ইন্দু, তুমি অপার কৃপাসিন্ধু,
যাচে তৃষিত অমিয় বিন্দু, করুণালয় ভক্ত বন্ধু।
প্রেমনেত্রে চাহ সেবকে,
বিকশিত-দল চিত্তকমল হৃদয়-দেব হে ॥
পুণ্যজ্যোতি-পূর্ণ গগন, মধুর হেরি সকল ভুবন,
সুধাগন্ধ-মুদিত পবন, ধ্বনিত-গীত হৃদয়-ভবন।
এস এস শূন্য জীবনে,
মিটাও আশ, সব তিয়াস অমৃত-প্লাবনে ॥
দেহ জ্ঞান, প্রেম দেহ, শুষ্ক চিত্তে বরিষ স্নেহ,
ধন্য হোক্ হৃদয় দেহ, পুণ্য হোক্ সকল গেহ ॥

জাতীয় সঙ্গীত

বন্দে মাতরম্।

সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং শস্য-শ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং
ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুর-ভাষিণীং, সুখদাং বরদাং মাতরম্॥
ত্রিংশ-কোটি-কণ্ঠ-কলকল-নিনাদ-করালে,
দ্বিত্রিংশ-কোটি-ভুজৈর্ধৃত-খর-করবালে,
অবলা কেন মা এত বলে !
বহুবল-ধারিণীং, নমামি তারিণীং
রিপুদল-বারিণীং মাতরম্॥
তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম, তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে॥
ত্বং হি দুর্গা দশ-প্রহরণ-ধারিণী, কমলা কমলদল-বিহারিণী.
বাণী বিদ্যাদায়িনী, নমামি ত্বাম্।
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং, সুজলাং, সুফলাং মাতরম্
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং ধরণীং ভরণীং মাতরম্॥

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশীষ মাগে
গাহে তব জয় গাথা।
জনগণ-মঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয়, জয়, জয় হে॥
অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃষ্টানী
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন পাশে,
প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ-ঐক্যবিধায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয়, জয়, জয় হে॥
পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা, যুগ যুগ-ধাবিত যাত্রী,
তুমি চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ-বিপ্লব মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সঙ্কট-দুঃখত্রাতা।
জনগণ-পথপরিচায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয়, জয়, জয় হে।
ঘোর তিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্চ্ছিত দেশে
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নত-নয়নে অনিমেষে।
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে
স্নেহময়ী তুমি মাতা।

জনগণ দুঃখত্রায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয়, জয়, জয় হে ॥
রাত্রি প্রভাতিল উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব্ব উদয়গিরি-ভালে,
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমীরণ নবজীবনরস ঢালে।
তব করুণারুণরাগে নিদ্রিত ভারত জাগে
তব চরণে নত মাথা।
জয় জয় জয় হে, জয় রাজেশ্বর ভারত-ভাগ্য বিধাতা
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয়, জয়, জয় হে ॥

দেশ দেশ নন্দিত করি' মন্দ্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি'।
দিন আগত ঐ,
ভারত তবু কই ?
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব-জন পশ্চাতে ?
লউক বিশ্বকর্ম্মভার, মিলি' সবার সাথে।
প্রেরণ কর, ভৈরব তব দুর্জ্জয় আহ্বান হে,
জাগ্রত ভগবান হে !
বিঘ্নবিপদ দুঃখ-দহন তুচ্ছ করিল যারা,
মৃত্যু গহন পার হইল, টুটিল মোহ-কারা।
দিন আগত ঐ,
ভারত তবু কই ?

নিশ্চল নির্ব্বীর্য্য বাহু কর্ম্মকীর্ত্তিহীনে
ব্যর্থ শক্তি নিরানন্দ জীবন-ধন-দীনে,
প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, দাও দাও প্রাণ হে,
জাগ্রত ভগবান হে ॥

নূতন-যুগ-সূর্য্য উঠিল ছুটিল তিমির রাত্রি,
তব মন্দির-অঙ্গন ভরি' মিলিল সকল যাত্রী।
দিন আগত ঐ,
ভারত তবু কই ?

গত-গৌরব হৃত-আসন নত-মস্তক লাজে
গ্লানি তা'র মোচন কর, নর-সমাজ মাঝে,
স্থান দাও, স্থান দাও, দাও দাও স্থান হে,
জাগ্রত ভগবান হে ॥

জনগণ-পথ তব জয়রথচক্র-মুখর আজি
স্পন্দিত করি' দিগ্‌দিগন্ত উঠিল শঙ্খ বাজি'।
দিন আগত ঐ,
ভারত তবু কই ?

দৈন্য জীর্ণ কক্ষ তা'র, মলিন শীর্ণ আশা,
ত্রাস-রুদ্ধ চিত্ত তা'র, নাহি নাহি ভাষা।
কোটি-মৌন-কণ্ঠ-পূর্ণ বাণী করো দান হে,
জাগ্রত ভগবান হে ॥

যারা তব শক্তি লভিল নিজ অন্তর মাঝে,
বর্জ্জিল ভয়, অর্জ্জিল জয়, সার্থক হ'লো কাজে।

দিন আগত ঐ,
ভারত তবু কই ?
আত্ম-অবিশ্বাস তা'র নাশ কঠিন-ঘাতে,
পুঞ্জিত অবসাদভার হান অশনি পাতে।
ছায়া-ভয়-চকিতমূঢ় করহ পরিত্রাণ হে,
জাগ্রত ভগবান হে ॥

বাউল—দাদরা

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে এক্‌লা চলো রে
এক্‌লা চলো, এক্‌লা চলো, এক্‌লা চলো রে ॥
যদি কেউ কথা না কয়—(ওরে ওরে ও অভাগা !)
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে, সবাই করে ভয়—
তবে পরাণ খুলে',
ও তুই মুখ ফুটে, তোর মনের কথা, এক্‌লা বলোরে ॥
যদি সবাই ফিরে' যায়—(ওরে ওরে ও অভাগা !)
যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়—
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্তমাখা চরণতলে এক্‌লা দলো রে ॥
যদি আলো না ধরে—(ওরে ওরে ও অভাগা !)
যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে এক্‌লা জ্বলো রে ॥

হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগো রে ধীরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দুবাহু বাড়ায়ে নমি নর-দেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যান-গম্ভীর এই-যে ভূধর, নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর।
হেথায় নিত্য হের পবিত্র ধরিত্রীরে,
এই ভারতের মহা-মানবের সাগর-তীরে॥
কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্ব্বার স্রোতে এল কোথা হ'তে সমুদ্রে হ'ল হারা।
হেথায় আর্য্য, হেথা অনার্য্য, হেথায় দ্রাবিড়, চীন—
শক, হূন-দল, পাঠান, মোগল এক দেহে হ'ল লীন।
পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হ'তে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে যাবেনা ফিরে,
এই ভারতের মহা-মানবের সাগর-তীরে॥
এস হে আর্য্য, এস অনার্য্য, হিন্দু মুসলমান।
এস এস আজ, তুমি ইংরাজ, এস এস খৃষ্টান।
এস ব্রাহ্মণ, শুচি করি, মন, ধর হাত সবাকার,
এস হে পতিত, হোক্ অপনীত সব অপমান ভার।
মা'র অভিষেকে এস এস ত্বরা, মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র-করা তীর্থনীরে।
আজি ভারতের মহা-মানবের সাগর-তীরে॥

জয় যুগ-আলোকময় !
হ'ল অন্যায়-চ্যুত শাসন, নিষ্ঠুরাচার-নাশন,
সংস্কারদৃঢ় আসন হ'ল ক্ষয় !
দিলে বরাভয়, যুগ-আলোকময় !
"আজি তেজ-ভরিত ভারত-বক্ষ, নির্ম্মল বোধ, পুষ্ট-পক্ষ,
মুক্ত মানব লক্ষ লক্ষ গাহে জয় !
জয় যুগ, জয় যুগ, জয় যুগ-আলোকময় !
আলো, আলো, আলোকময় !"
হ'ল অন্ধ তমস ছেদন, অযুত ভ্রান্তি ভেদন,
আত্মার শত ক্লেদন অপনয় !
দিলে বরাভয়, যুগ-আলোকময় !
"আজি তেজ ভরিত ভারত······আলোকময় !"
হ'ল বুদ্ধির মোহ মোচন, যুক্তির অতি রোচন,
উন্মেলি শুভ লোচন হে সদয় !
দিলে বরাভয়, যুগ-আলোকময় !
"আজি তেজ ভরিত·········আলোকময় !"
হ'ল শক্তির পুন বোধন, পৌরুষ ঋণ শোধন,
আর্ত্তের প্রাণ মোদন, বীরোদয় !
দিলে বরাভয়, যুগ আলোকময় !
"আজি তেজ ভরিত·········আলোকময় !"

মিশ্র কেদারা—একতালা

ধন ধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—সকল দেশের সেরা ;
(সে যে) স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে-দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ;
(কোরাস্)—এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি ;
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি ॥
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, কোথায় উজল এমন ধারা ?
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে ?
(ও তার) পাখির ডাকে ঘুমিয়ে উঠি, পাখির ডাকে জেগে।
এমন দেশটি কোথাও...ইত্যাদি ॥
এত স্নিগ্ধ নদী কাহার ? কোথায় এমন ধূম্র পাহাড় ?
কোথায় এমন হরিৎ-ক্ষেত্র আকাশতলে মেশে ?
(এমন) ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে ?
এমন দেশটি কোথাও...ইত্যাদি ॥
পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী,
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে ;
(তারা) ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে।
এমন দেশটি কোথাও...ইত্যাদি ॥
ভায়ের মায়ের এত স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ ?
ওমা, তোমার চরণদুটি বক্ষে আমার ধরি ;
(আমার) এই দেশেতে জন্ম—যেন এই দেশেতে মরি।
এমন দেশটি কোথাও...ইত্যাদি ॥

ইমন্-ভূপালী—একতালা

যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ,
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ।
সেদিন তোমার প্রভায় ধরায় প্রভাত হইল গভীর রাত্রি ;
বন্দিল সবে "জয় মা জননী ! জগত্তারিণী ! জগদ্ধাত্রী !"

কোরাস্ { ধন্য হইল ধরণী, তোমার চরণ কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনী জগজ্জননী ভারতবর্ষ"

সদ্য-স্নান-সিক্ত-বসনা চিকুর সিন্ধু-শীকরলিপ্ত ;
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে অমল-কমল-আনন দীপ্ত ;
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে তপন, তারকা, চন্দ্র ;
মন্ত্র-মুগ্ধ-চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদ মন্ত্র ॥

শীর্ষে শুভ্র তুষার কিরীট, সাগর উর্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা ;
বক্ষে তুলিছে মুক্তার হার—পঞ্চ সিন্ধু, যমুনা, গঙ্গা :
কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর উষর দৃশ্যে ;
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে ॥

উপরে পবন প্রবল স্বননে, শূন্যে গরজি' অবিশ্রান্ত,
লুটায়ে পড়িছে পিক কলরবে, চুম্বি' তোমার চরণ-প্রান্ত :
উপরে জলদ হানিয়া বজ্র করিয়া প্রলয়সলিলবৃষ্টি,
চরণে তোমার কুঞ্জকানন কুসুমগন্ধ করিছে সৃষ্টি ॥

জননী ! তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয় উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি :
জননী ! তোমার সন্তান তরে কতনা বেদনা কতনা হর্ষ :
জগত্তারিণী ! জগজ্জননী ! জগন্মোহিনী ভারতবর্ষ ॥

মিশ্র—তেতালা

উঠগো, ভারত-লক্ষ্মী! উঠ আদি জগত-জন-পূজ্যা!
দুঃখ দৈন্য সব নাশি, কর দূরিত ভারত-লজ্জা।
ছাড়গো, ছাড় শোক-শয্যা, কর সজ্জা
পুনঃ কমল কনক ধন-ধান্যে!
জননী গো, লহ তুলে বক্ষে, সান্ত্বন-বাস দেহ তুলে চক্ষে;
কাঁদিছে তব চরণ তলে ত্রিংশতি কোটি নর নারী গো।
কাণ্ডারী! নাহিক কমলা, দুখ-লাঞ্ছিত ভারতবর্ষে,
শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী, কাল-সাগর-কম্পন দর্শে,
তোমার অভয় পদ-স্পর্শে, নব হর্ষে,
পুনঃ চলিবে তরণী শুভ লক্ষ্যে।
জননী গো, লহ তুলে বক্ষে, সান্ত্বন-বাস দেহ তুলে চক্ষে;
কাঁদিছে তব চরণতলে ত্রিংশতি কোটি নর নারী গো।
ভারত-শ্মশান কর পূর্ণ পুনঃ কোকিল-কূজিত কুঞ্জে,
দ্বেষ-হিংসা করি' চূর্ণ, কর পূরিত প্রেম-অলি-গুঞ্জে
দূরিত করি পাপ-পুঞ্জে, তপঃ-তুঞ্জে,
পুনঃ বিমল কর ভারত পুণ্যে।
জননী গো, লহ তুলে বক্ষে, সান্ত্বন-বাস দেহ তুলে চক্ষে;
কাঁদিছে তব চরণ-তলে ত্রিংশতি কোটি নর-নারী গো।

মিশ্র—তেতালা

হও ধরমেতে ধীর হও করমেতে বীর,
হও উন্নত-শির, নাহি ভয়।
ভুলি ভেদাভেদজ্ঞান, হও সবে আগুয়ান,
সাথে আছে ভগবান,—হবে জয়।
নানাভাষা, নানামত, নানাপরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান ;
দেখিয়া ভারতে মহা-জাতির উত্থান—জগজন মানিবে বিস্ময় !
তেত্রিশ কোটি মোরা নহি কভু ক্ষীণ,
হতে পারি দীন, তবু নহি মোরা হীন !
ভারতে জনম, পুনঃ আসিবে সুদিন—ঐ দেখ প্রভাত উদয় !
ন্যায় বিরাজিত যাদের করে, বিঘ্ন পরাজিত তাদের শরে ;
সাম্য কভু নাহি স্বার্থে ডরে—সত্যের নাহি পরাজয় ॥

মিশ্র—খাম্বাজ

বল, বল, বল সবে, শত বীণা-বেণু-রবে,
ভারত আবার জগত-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্ম্মে মহান্ হবে, কর্ম্মে মহান্ হবে,
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে !

আজও গিরিরাজ রয়েছে প্রহরী,
ঘিরি তিন দিক নাচিছে লহরী,
যায়নি শুকায়ে গঙ্গা গোদাবরী, এখনও অমৃত বাহিনী।
প্রতি প্রান্তর, প্রতি গুহা, বন,
প্রতি জন-পদ, তীর্থ অগণন, কহিছে গৌরব-কাহিনী।
বিদুষী মৈত্রেয়ী খনা লীলাবতী,
সতী সাবিত্রী সীতা অরুন্ধতী,
বহু বীরবালা বীরেন্দ্র-প্রসূতী, আমরা তাঁদেরই সন্ততি।
অনলে দহিয়া রাখে যারা মান,
পতি পুত্র তরে সুখে ত্যজে প্রাণ,—আমরা তাঁদেরই সন্ততি॥
ভোলেনি ভারত, ভোলেনি সে কথা ;
অহিংসার বাণী উঠেছিল হেথা,
নানক, নিমাই করেছিল ভাই, সকল ভারত-নন্দনে।
ভুলি ধর্ম্ম-দ্বেষ জাতি অভিমান,
ত্রিশ কোটি দেহ হবে এক প্রাণ, একজাতি প্রেম-বন্ধনে॥
মোদের এ দেশ নাহি রবে পিছে,
ঋষি-রাজকুল জন্মেনি মিছে ;
দুদিনের তরে হীনতা সহিছে, জাগিবে আবার জাগিবে।
আসিবে শিল্প-ধন-বাণিজ্য,
আসিবে বিদ্যা-বিনয়-বীর্য্য, আসিবে আবার আসিবে॥
এস হে কৃষক কুটির-নিবাসী,
এস অনার্য্য, গিরি-বন-বাসী,
এস হে সংসারী, এস হে সন্ন্যাসী,—মিল হে মায়ের চরণে

এস অবনত, এস হে শিক্ষিত,
পরহিত-ব্রতে হইয়া দীক্ষিত,—মিলহে মায়ের চরণে।
এসহে হিন্দু, এস মুসলমান,
এসহে পারসী, বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়ান্,—মিলহে মায়ের চরণে॥

বাউল—দাদ্‌রা

মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা!
তোমার কোলে, তোমার বোলে, কতই শান্তি ভালবাসা!
কি যাদু বাংলা গানে! গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
(এমন কোথা আর আছে গো!)
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা॥
ঐ ভাষাতেই নিতাই গোরা, আনল দেশে ভক্তি-ধারা;
(মরি হায়, হায়রে!)
আছে কৈ এমন ভাষা এমন দুঃখ-শ্রান্তি-নাশা॥
বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন্, হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন;
(আরও কত মধুপ গো!)
ঐ ফুলেরই মধুর রসে বাঁধলো সুখে মধুর বাসা॥
বাজিয়ে রবি তোমার বীণে, আন্‌লো মালা জগৎ জিনে!
(গরব কোথায় রাখি গো!)
তোমার চরণ-তীর্থে আজি জগৎ করে যাওয়া আসা॥
ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে, ডাক্‌নু মায়ে "মা, মা" ব'লে;
ঐ ভাষাতেই ব'লবো হরি, সাঙ্গ হ'লে কাঁদা হাসা॥

ভৈরবী—তেতালা

মেরা সোনেকী হিন্দুস্থান।
তুঁ হমারা দিল্‌কী রোশনী, তুঁ হমারা জান্‌॥
চারু চন্দা, তপন, তারা, উজল আসমান্‌;
তেরি ছাতিপর ডোরত ক্যায়সে হাওয়াসে সোনেকি ধান॥
তেরি কুঞ্জমে ফুটত ফুলুয়া, পক্ষী গাওয়ত গান;
তেরি ক্ষেত্রপর শ্যামল তরুয়া ছায়া করত দান॥
যুগযুগান্ত তেরি তপোবন পর কতহু ধরম বাখান।
বিমান কম্পই উঠত গীতিহু গভীর ওঁকার তান॥
অবহি ভারত পর-হস্তগত, বিহীন বীর্য্য যশমান।
সোহি দরশ কিয়া দিনহু রাতিয়া ঝুরত মেরা নয়ান॥

ইমন্‌-কল্যাণ—আদ্ধা

লক্ষ প্রাণের দুঃখ যদি বক্ষে রে তোর বাজে।
মূর্ত্ত ক'রে তোল্‌রে তারে সকল কাজের মাঝে॥
যা ছুটে যা ওরে পাগল, বজ্র-রোলে সবারে বল্‌।
ওঠরে তোরা, মুছ্‌ আঁখিজল, ভোল্‌রে অলীক লাজে॥
প্রাণ দিয়ে তোর জ্বেলে আগুন জ্বালা সকল ঘরে;
স্বার্থ দ্বন্দ্ব মৃত্যু ভীতি ছাই হয়ে যাক্‌ পুড়ে।
আবার চেয়ে দেখুক জগৎ, তোরাও মানুষ, তোরাও মহৎ,
আজও তোদের শিরায় শিরায় তপ্ত শোণিত আছে॥

ইমন মিশ্র—একতালা

স্বদেশ আমার জননী আমার, আমি কি গাহিব তোমারি গান।
কোটি কোটি জন-হৃদয়-শোণিতে বন্দনা তব স্পন্দমান॥
যুগ যুগ ধরি অযুত লীলায়, যে সুর ব্রহ্ম ত্রিদিবে মিলায়।
সে মহা ছন্দে তোমারি বারতা, নন্দন লোকে লভিল স্থান॥
তোমার আলোক লহরে প্রথম, ধরে নিল মোর নয়ন দুটি,
জননী জঠর হইতে প্রথম, তোমারি পুণ্য ধূলায় লুটি।
প্রথম তোমার স্নেহবাহু মোরে, ডেকে নিল শ্যাম সুশীতল ক্রোড়ে,
তোমার পুণ্য ধারায় জননি! করিনু প্রথম মুকতি স্নান॥

মিশ্র সিন্ধু—একতালা

কে আমারে দিল দোলা নিখিল রূপের রংমহালে!
কে আমার এ হৃদয় ভ'রে রূপ মাধুরীর বান বহালে!
সে যে আমার দেশের আলো, দেশের আলো, দেশের আলো॥
আমার এই শ্যাম ধরণী, করলে কেগো মন-হরণী,
আমার এই ফুলগুলিরে সকাল বেলায় কে ফোটালে।
সে যে আমার দেশের আলো, দেশের আলো, দেশের আলো॥
আজকে সারা বসুন্ধরা, আপন-হারা গন্ধে গানে,
কোন্ খেয়ালী সুর উঠাল, রং ছুটাল,
কেউ না জানে, কেউ না জানে।
নীল আকাশ ঐ বাজায় বাঁশী, ঘুম ভাঙ্গা কার ফুটল হাসি;
আমার এই সুপ্ত হৃদে, সোনার কাঠি কে ছোঁয়ালে।
সে যে আমার দেশের আলো, দেশের আলো, দেশের আলো॥

আলাইয়া—দাদ্‌রা

কে ডাকে ঐ শোন্‌রে বধীর, কি গান আজি গায় সমীর্।
পরাণ চাই, জীবন চাই, চাই শুধু ঐ হৃদয় রুধির॥
ভাব উচ্ছাসের নাইরে বেলা, ফেলে দে সব ধুলো খেলা,
(আজ) মরণ সনে যুঝ্‌তে হবে জীবন দিয়ে কর্ম্মবীর॥
অপমানের আবর্জ্জনা—অনেক দিনের সঞ্চিত,
অধীনতার কঠোর বাঁধন, ছিঁড়তে হবে নিশ্চিত।
আয় ছুটে আয় আয়রে তোরা, মা যে তোদের পাগল পারা,
চোখের জলে ভাষায় ধরা ঘুচারে তাঁর অশ্রুনীর॥

মিশ্র—একতালা

কে বলে তোমায় কাঙ্গালিনী, ওগো আমার ভারতরাণী।
তোমার মহিমা, বিভব গরিমা, কি কব মা নাহি জানি॥
নাই বা পরিলে হেম-হার গলে, মণি মুকুতার মালা,
নাই বা শোভিল চরণে তোমার সোণার বরণ-ডালা।
জীর্ণ কুটীরে ছিন্ন বসনে তবু তুমি রাজরাণী॥
পরের যা কিছু বসন ভূষণ, দূর হ'য়ে যাক্ আজ,
যা আছে মোদের সাজাব তা দিয়ে, নাহি তাহে কোন লাজ।
দৈন্য যা কিছু ঘুচাব আমরা মুছাব নয়ন-বারি,
ত্রিশ কোটি প্রাণ তোমারি লাগিয়া বলি দিতে মাগো পারি।
স্বর্ণ-ঝাঁপিটি-হস্তে ওমা শুনাও অভয় বাণী॥

ইমন্-ভূপালী—একতালা

ভারত আমার, ভারত আমার, যেখানে মানব মেলিল নেত্র ;
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, এসিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।
দিয়াছ মানবে জগজ্জননি, দর্শন উপনিষদে দীক্ষা ;
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প, কর্ম্ম-ভক্তি-ধর্ম্ম-শিক্ষা।
(কোরাস্)—
ভারত আমার, ভারত আমার, কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী ?
কর্ম্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।
ভগদ্গীতা গায়িল স্বয়ং ভগবান্ যেই জাতির সঙ্গে ;
ভগবৎ প্রেমে নাচিল গৌর যে দেশের ধূলি মাখিয়া অঙ্গে।
সন্ন্যাসী সেই রাজার পুত্র প্রচার করিল নীতির মর্ম্ম
যাদের মধ্যে তরুণ তাপস প্রচার করিল 'সোঽহং' ধর্ম্ম।
(কোরাস্)—ভারত আমার ইত্যাদি—
আর্য্য ঋষির অনাদি গভীরে, উঠিল যেখানে বেদের স্তোত্র
নহ কি মা তুমি সে ভারত ভূমি, নহি কি আমরা তাদের গোত্র ?
তাদের গরীমা-স্মৃতির বর্ম্মে, চলে যাব শির করিয়া উচ্চ,—
যাদের গরিমাময় এ অতীত, তারা কখনই নহে মা তুচ্ছ।
(কোরাস্)—ভারত আমার ইত্যাদি—
ভারত আমার, ভারত আমার, সকল মহিমা হৌক খর্ব্ব ;
দুঃখ কি যদি পাই মা তোমার পুত্র বলিয়া করিতে গর্ব্ব ;
যদি বা বিলয় পায় এ জগৎ, লুপ্ত হয় এ মানব-বংশ,
যাদের মহিমাময় এ অতীত, তাদের কখনও হবেনা ধ্বংস !
(কোরাস্)—ভারত আমার ইত্যাদি—

চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া অতীতের সেই মহা আদর্শ,
জাগিব নূতনভাবের রাজ্যে, রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ !
এ দেবভূমির প্রতি তৃণ 'পরে, আছে বিধাতার করুণা-দৃষ্টি,
এ মহা জাতির মাথার উপর করে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি !
(কোরাস্)—ভারত আমার ইত্যাদি—

মিশ্র—ঠুংরী

বাংলা মা তোর শ্যামল গায়ে, বাদল ঝরে দিন রজনী।
এই কি মা তোর শরৎ শোভার কাজল সজল আগমনী ॥
গন্ধে আকুল শেফালিকা, বকুল মুকুল কচ্ছে নতি,
নীপের বনে গোল বেঁধেছে, হচ্ছে মা তোর পুষ্পারতি,
বাদল মেঘের সজল হাওয়ায়, নদীর বুকে ঢেউ খেলে যায়,
রূপ সায়রের দোদুল দোলায়, দোল খেয়ে যায় কোন্ রমণী ॥

মিশ্র—একতালা

বাংলা মা তোর সোণার ক্ষেতে দেখা যায় কার আঁচল খানি।
কার রূপের আভায় আকাশ বাতাস ভ'রে গেল শ্যাম বনানী ॥
নিবিড় মেঘের অন্ত হ'ল, ফুটল বনে শেফালিকা,
কাশ কুসুমের শুভ্র শিরে শরৎ লেখে বিজয় টীকা ;
বুঝি বর্ষ পরে হর্ষ-ভরে আসছে মাতা শিবরাণী,
তার রূপের আভায়, কনক প্রভায় দেখা যায় মার চরণ খানি ॥

বাউল—দাদরা

তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে, তাব'লে ভাবনা করা চ'ল্‌বে না।
তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে, হয়তো রে ফল ফ'ল্‌বে না॥
আস্‌বে পথে আঁধার নেমে, তাই ব'লে কি রইবি থেমে,
ও তুই বারে বারে জ্বালবি বাতি, হয়তো বাতি জ্ব'ল্‌বে না॥
শুনে তোমার মুখের বাণী, আস্‌বে ফিরে বনের প্রাণী ;
তবু হয়তো তোমার আপন ঘরে পাষাণ হিয়া গলবে না॥
বন্ধ দুয়ার দেখলি ব'লে, অমনি কি তুই আসবি চলে,
তোরে বারে বারে ঠেলতে হবে, হয়তো দুয়ার ট'লবে না—
তা ব'লে ভাবনা করা চলবে না॥

বিবিধ সঙ্গীত

(লক্ষ্মী)

হিণ্ডোল—চৌতাল

চম্পা বরণ নেত্র কমল বিশাল পুহুপণ-মালা বিরাজে।
কমলাসন সুখ নিবাস নারায়ণ-হৃদি-বিলাস
কর দুখ দারিদ্র্য নাশ মোপর কর কৃপা লেশ ॥

(কার্ত্তিক)

সিন্ধোড়া—ঝাঁপতাল

অতসী ফুল জিনিয়া তব বরণ বিরাজে,
বদন জ্যোতি দেখে কোটী ইন্দু মরে লাজে।
তব সম সমর-জয়ী নাহি ত্রিলোক মাঝে,
তাই তুমি সুর সমাজে শোভিত সেনাপতি সাজে ॥
শিখি পাখী কোমলমতি সে তব ভকত অতি,
বাহন হয়ে সতত রত আছে তোমারি কাজে।
হে ধূর্জ্জটী-নন্দন, গোপেশ কি রচিবে গুণ,
তব রূপ রাশির তুলনা ভুবনে নাহি পায় খুঁজে ॥

খাম্বাজ—তেতালা

পতিতপাবনি তার গঙ্গে ! মা,
দেখো দেখো রেখো মোরে ছেড় না পাপাঙ্গে।
তব সতিনী সাধনা, চাহি যোগ আরাধনা ;
নিরখিয়ে তব বারি পূত হয় অঙ্গে।
মৃত দেহ হলে পরে, জননী তখনি ছাড়ে,
তুমি রাখ কোলে ক'রে তরল-তরঙ্গে ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে !
শ্যামবিটপিঘন-তটবিপ্লাবিনি ধূসরতরঙ্গভঙ্গে !
কত নগ নগরী তীর্থ হইল তব চুম্বি' চরণযুগ মায়ি !
কত নরনারী ধন্য হইল মা তব সলিলে অবগাহি' !
বহিছ জননি এ ভারতবর্ষে—কত শত যুগ যুগ বাহি',
করি' সুশ্যামল কত মরু-প্রান্তর শীতল পুণ্য তরঙ্গে ॥
নারদকীর্ত্তনপুলকিতমাধব-বিগলিতকরুণা ক্ষরিয়া,
ব্রহ্ম-কমণ্ডলু উচ্ছলি', ধূর্জটি জটিল জটা'পর ঝরিয়া,
অম্বর হইতে সম শতধারা-জ্যোতি প্রপাত তিমিরে—
নামি' ধরায় হিমাচল-মূলে মিশিলে সাগর সঙ্গে ॥
পরিহরি' ভব সুখ দুঃখ যখন মা, শায়িত অন্তিম শয়নে,
বরিষ শ্রবণে তব জলকলরব বরিষ সুপ্তি মম নয়নে ;
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে, বরিষ অমৃত মম অঙ্গে,
মা ভাগীরথি ! জাহ্নবি ! সুরধুনি ! কলকল্লোলিনি গঙ্গে

কীর্ত্তন—লোফা

যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিণী।
ও যার বিমল তটে, রূপের হাটে, বিকাত নীলকান্ত মণি ॥
কোথা সে ব্রজের শোভা, গোলোক হ'তেও মনোলোভা,
কোথা শ্রীদাম বলরাম সুবল সুদাম,
কোথা সে সুনীল তনু, ধেনু বেণু, মা যশোদা রোহিণী ॥
কোথা নন্দ উপানন্দ, মা যশোদার প্রাণগোবিন্দ,
ধড়া-চূড়া-পরা কোথা ননী-চোরা।
কোথা সে বসন চুরি, ব্রজনারীর পূজিতা মা কাত্যায়নী ॥
কোথা চারু চন্দ্রাবলী, কোথা বা সে জলকেলি,
কোথা ললিতা সখী সুহাসিনী ;
কোথা সে বংশীধারী রাস বিহারী, বামেতে রাই বিনোদিনী ॥
কোথা সে নূপুরধ্বনি, না বাজে কিঙ্কিণী,
মধুর হাসি মধুর বাঁশি নাহি শুনি ;
ও যার, মোহন সুরে উজান ভরে বইতে তুমি আপনি ॥
তোমারি তটে তটে, তোমারি ঘাটে ঘাটে,
তোমারি সন্নিকটে কই সে ধনি,
ও যার মানের লাগি, মোহন চূড়া লুটাইত ধরণী ॥
দেখাইয়া দাও আমারে, যমুনে সেই বামারে,
অনাথের নাথ-হৃদ্-মাঝারে, পা দুখানি ;
পরিব্রাজক বলে, চরণ তলে লুটাই শির দিনযামিনী ॥

বাউল—আড়খেমটা

প্রেমে জল হয়ে যাও গলে।
কঠিনে মিশে না সে মিশেরে তরল হ'লে ॥
অবিরাম হ'য়ে নত, চলে যাও নদীর মত,
কল্‌কলে অবিরত, 'জয় জগদীশ বলে' ॥
বিশ্বাসের তরঙ্গ তুলে, মোহপাড়ি ভাঙ্গ সমূলে,
চেওনা কোনও কূলে শুধু নেচে গেয়ে যাওরে চলে ॥
সে জলে নাইবে যারা, থাকবে না মৃত্যু জরা,
পানে পিপাসা যাবে, ময়লা যাবে ধুলে ;
যারা সাঁতার ভুলে নামতে পারে, (তাদের) টেনে নে যাও একেবারে,
ভেসে যাও ভাসিয়ে নে যাও, সেই পরিণাম-সিন্ধু-জলে ॥

বাউল—লোফা

তারে কৈ পেলুম সই, হ'লাম যার জন্য পাগল।
ব্রহ্মা পাগল, বিষ্ণু পাগল, আর পাগল শিব।
তিন পাগলে যুক্তি ক'রে ভাঙ্গল নবদ্বীপ ॥
আর এক পাগল দেখে এলাম বৃন্দাবন মাঝে।
রাইকে রাজা সাজাইয়ে আপনি কোটাল সাজে ॥
আর এক পাগল দেখে এলাম নবদ্বীপের পথে।
রাধা-প্রেম সুধা ব'লে, করোয়া কীস্তি হাতে ॥

বাউল—একতালা

প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর।
ও তার থাকে না ভাই আত্ম পর॥
প্রেমিক এম্নি রত্ন ধন, কিছু নাইক তার মতন,
ইন্দ্রপদকে তুচ্ছ করে, প্রেমিক হয় যে জন,
ও সে হাস্য মুখে সদাই থাকে, হৃদয় জুড়ে সুধাকর॥
প্রেমিক চায় নাক জাতি চায় না সুখ্যাতি,
(ভাবে) হৃদয় পূর্ণ হয় না ক্ষুণ্ণ রটলে অখ্যাতি,
ও তার হস্তগত সুখের চাবি থাকবে কেন অন্য ডর॥
প্রেমিকের চালটা বেয়াড়া, কিছু বেদবিধি ছাড়া,
আঁধার কোলে চাঁদ গেলেও তার মুখে নাই সাড়া,
আবার চৌদ্দভুবন ধ্বংস হলেও আস্মানেতে বানায় ঘর॥

বাউল—আড়খেমটা

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপ সাগরে, আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে, পাবিরে প্রেম রত্নধন॥
ডুব্ ডুব্ ডুব্ ডুবলে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতি, হৃদে জ্বলবে অনুক্ষণ॥
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙ্গায় ডিঙ্গে, চালায় আবার সে কোন জন,
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্, ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥

বাউল—একতালা

কত ঢেউ উঠছে রে দিল-দরিয়ায়।
ঢেউ দেখে বুক শুকিয়ে উঠে, না হেরি কোন উপায়॥
মন মাঝি আনাড়ি, রিপু ছয়জনা দাঁড়ি,
তারা কেউ শুনে না আমার কথা দায় হল ভারি,
এরা ইচ্ছামত কর্ম্ম করে, (বুঝি) মাঝ গাঙ্গে তরি ডুবায়॥
তরি পাঁচ কাঠে আঁটা, আছে নয় দিকে ফুটা,
তায় জন্মাবধি নাই মেরামত, বুজান তার নটা।
পাপ চাপনের ভরনা ভারি, (বুঝি) ঢেউয়ের চোটে ফেটে যায়॥
প্রেমিক বলে এই বেলা, হরি নামের ভেলা,
রাখনা কাছে ভয় কি তুফান হলই বা মেলা,
যখন ডুববে তরি ভেলায় চড়ি, (ও ভাই) কূল পাবি হরির কৃপায়॥

ভৈরবী—একতালা

সবারে বাসরে ভাল, নইলে (মনের) কালো ঘুচ্‌বে না রে!
আছে তোর যাহা ভাল, ফুলের মত দে সবারে।
করি তুই আপন আপন, হারালি যা ছিল আপন ;
এবার তোর ভরা আপণ, বিলিয়ে দে তুই যারে তারে।
যারে তুই ভাবিস্ ফণী, তারো মাথায় আছে মণি ;
বাজা তোর প্রেমের বাঁশী—ভবের বনে ভয় বা কারে!
সবাই যে তোর মায়ের ছেলে ; রাখবি কারে কারে ফেলে?
একই নায়ে সকল ভায়ে যেতে হবে রে ও পারে॥

বাউল—একতালা

নীচুর কাছে হ'তে নীচু শিখ্‌লি না রে মন!
সুখী জনের করিস্‌ পূজা, দুঃখীর অযতন! (মূঢ় মন!)
লাগেনি যার পায়ে ধূলি, কি নিবি তার চরণ-ধূলি?
নয় রে সোণায়, বনের কাঠেই হয় রে চন্দন! (মূঢ় মন!)
প্রেম-ধন মায়ের মতন, দুঃখী সুতেই অধিক যতন;
এই ধনেতে ধনী যে জন সেই ত মহাজন! (মূঢ় মন!)
বৃথা তোর কৃচ্ছ্র সাধন; সেবাই নরের শ্রেষ্ঠ সাধন।
মানবের পরম তীর্থ দীনের শ্রীচরণ! (মূঢ় মন!)
মতামতের তর্কে মত্ত, আছিস্‌ ভুলে সরল সত্য;
—সকল ঘরে সকল নরে আছেন নারায়ণ! (মূঢ় মন!)

কীর্ত্তন—তালফেরতা

ওগো সাথী! মম সাথী! আমি সেই পথে যাব সাথে,
যে পথে আসিবে তরুণ প্রভাত অরুণ-তিলক মাথে।
যে পথে কাননে আসে ফুল দল, যে পথে কমলে পশে পরিমল,
যে পথে মলয় আনে সৌরভ শিশির-সিক্ত প্রাতে!
যে পথে বধূরা যমুনার কূলে, যায় ফুল হাতে প্রেমের দেউলে,
যে পথে বন্ধু বন্ধুর দেশে চলে বন্ধুর সাথে!
যে পথে পাখীরা যায় গো কুলায়, যে পথে তপন যায় সন্ধ্যায়
সে পথে মোদের হবে অভিসার, শেষ তিমির-রাতে।

বাউল—আড়খেমটা

মনের কথা কইব কি সই কইতে মানা।
দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না॥
মনের মানুষ হয় যে জনা, ও তার নয়নেতে যায় গো চেনা.
সে দুই একজনা।
ভাবে ভাসে, রসে ডুবে, ও সে উজান পথে করে আনাগোনা

ভৈরবী—যৎ

পাগ্‌লা! মনটারে তুই বাঁধ্‌;
কেনরে তুই যেথা সেথা পরিস্‌ প্রাণে ফাঁদ?
শীতল বায়ে আসলে নিশি, তুই কেনরে হোস্‌ উদাসী?
(ওরে) নীল আকাশে অমন ক'রে হেসেই থাকে চাঁদ!
শৈল-শিরে সোণার খেলা, দেখিস্‌ যবে প্রভাত-বেলা.
তুই কেনরে হোস্‌ উতলা দেখে মোহন ছাঁদ!
করুণ সুরে গাইলে পাখী, তোর কেন রে ঝরে আঁখি?
কবে তুই মুছবি নয়ন, ঘুচবে মনের ধাঁদ?
সংসারেতে উঠলে হাসি, তুই শুনিস্‌ রে ব্রজের বাঁশী!
(ওরে) ভাবিস্‌ কিরে সবই গোকুল, সবই কালাচাঁদ?
কতই পেলি ভালবাসা, তবু না তোর মেটে আশা!
এবার তুই একলা ঘরে নয়নভরে কাঁদ!

মিশ্র খাম্বাজ—একতালা

কাঙ্গাল বলিয়া করিও না হেলা, আমি পথের ভিখারী নহি গো।
শুধু তোমারই দুয়ারে অন্ধের মত অন্তর পাতি রহি গো।
শুধু তব ধন করি আশ, আমি পরিয়াছি দীনবাস ;
শুধু তোমারই লাগিয়া গাহিয়া গান মর্ম্মের কথা কহি গো!
মম সঞ্চিত পাপ পুণ্য, দেখ, সকলি করেছি শূন্য ;
তুমি নিজ হাতে ভরি দিবে, তাই রিক্ত হৃদয় বহি গো॥

ভৈরবী আশাবরী—যৎ

চরণ ধ'রে আছি প'ড়ে একবার চেয়ে দেখিস্ না মা ;
মত্ত আছিস্ আপন খেলায়, আপন ভাবে বিভোর বামা।
এ কি খেলা খেলিস্ ঘুরে, স্বর্গ, মর্ত্ত্য পাতাল জুড়ে,
ভয়ে নিখিল মুদে আঁখি, চরণ ধ'রে ডাকে মা মা।
হাতে মা তোর মহাপ্রলয় পায়ে ভব আত্মহারা
মুখে হা হা অট্টহাসি, অঙ্গ বেয়ে রক্তধারা।
তারা, ক্ষেমঙ্করী, ক্ষেমা, অভয়ে, অভয় দে মা,
কোলে তুলে নে মা শ্যামা, কোলে তুলে নে মা শ্যামা।
আয় মা এখন তারা রূপে স্মিতমুখে শুভ্র বাসে ;
নিশার ঘন আঁধার দিয়ে উষা যেমন নেমে আসে ;—
এতদিন ত' কালী, ভীমা,—তোরই পূজা করেছি মা,
পূজা আমার সাঙ্গ হ'ল, এখন মা তোর অসি নামা।

আশাবরী—একতালা

এড়াতে পারলে না আজ প্রভাতে ;
আমার ফুলের ফাঁদে পড়লে ধরা গন্ধে আর ঐ শোভাতে।
ভেবেছিলে গোপন রেণু, ঢাকবে তোমার মোহন বেণু ;
লুকাতে পারলে না গো সুন্দরের এই সভাতে।
দুঃখ শোকের ভগ্ন ভিতে, এসেছিলে অলক্ষিতে,
স্বার্থ-সুখের দুয়ার দিয়ে পথ পেলে গো পালাতে।
আমার বঁধুর আনাগোনা, কোন্ পথে তা কেউ জানে না
শুধু নূপুর যায় গো শোনা পথিকের মন লোভাতে॥

কীর্ত্তন—একতালা

আজ আমার শূন্য ঘরে আসিল সুন্দর, ওগো অনেক দিনের পর।
আজ আমার সোণার বঁধু এল আপন ঘর,
ওগো অনেক দিনের পর॥
আজ আমার নাই কিছু কালো,
পেয়ে আজ উজল মণি সব হ'ল আলো ;
আজ আমার নাইকো কেহ পর,
সুখীরে করেছি সখা, দুখীরে দোসর॥
মনে পড়িল তা কি ? এতদিন যে দুয়ার খুলে ছিনু একাকী।
বুঝি ভিজিল আঁখি
আর ছেড়ে যেওনা বঁধু জন্ম-জন্মান্তর, ওগো আমার সুন্দর॥

পিলু বারোয়া—একতাল।

কে আবার বাজায় বাঁশী এ ভাঙ্গা কুঞ্জবনে !
হৃদি মোর উঠল কাঁপি চরণের সেই রণনে !
কোয়েলা ডাকল আবার, যমুনায় লাগল জোয়ার ;
কে তুমি আনিলে জল ভরি মোর দুই নয়নে ?
আজি মোর শূন্য ডালা কি দিয়ে গাঁথব মালা ;
কেন এ নিঠুর খেলা খেলিলে আমার সনে !
হয় তুমি থামাও বাঁশী, নয় আমায় লও হে আসি—
ঘরেতে পরবাসী থাকিতে আর পারিনে !

রাঙা জবায় কাজ কি মা তোর অরুণরাঙা চরণতলে ?
লক্ষ কোটি উষারবির আঁধার ভাঙা আলোক ঝলে।
সাজাতে তোর ঐ রাঙা পায় রত্নপতি হার মেনে যায়,
পাগল ভোলা বুক পেতে দেয় চরণরেণু পাবার ছলে।
লক্ষ কোটি উষারবির আঁধার ভাঙা আলোক ঝলে।

ঐ পায়ে তোর দেবার ম'ত কী ধন আছে আমার ঘরে ?
জবা—সে তো তোরই জবা—তোরে দেব কেমন ক'রে ?
তবু মা তোর চরণ মূলে করব পূজা জবা ফুলে।
ভক্ত যেমন জাহ্নবীতে অঞ্জলি দেয় গঙ্গাজলে,
ভক্ত যেমন গঙ্গা পূজা করে মা গো গঙ্গা জলে।

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—যৎ

কে যেন আমারে বারে বারে চায় ;
আমি চিনিনি তারে, সে চেনে আমায়।
যবে থাকি ঘুম-ঘোরে, কে দোরে আঘাত করে ;
'কে তুমি ?' ব'লে ডাকিলে, কে যেন পালায় !
কুসুমের গন্ধে রূপে, সে আসে গো চুপে চুপে ;
মেঘের আড়াল হ'তে ডাকে, 'আয়, আয়, আয় !'
কত প্রেমে কত গানে, সে যেন আমারে টানে ;
চলেছি বিরহী তাই কে জানে কোথায় !
হে মোর অচেনা বঁধু, লুকায়ে থেক না শুধু ;
এস, করি পরিচয় মালায় মালায় !

সিন্ধু-কাফি—যৎ

যখন তুমি গাওয়াও গান তখন আমি গাই।
গানটি যখন হয় সমাপন তোমার পানে চাই।
আরও কি মোর গাইতে হবে ; নয়ন জলে নাইতে হবে ?
আরও কি মোর চাইতে হবে দিলনা যা তাই ?
যে সুর তুমি গেয়েছিলে, যে কথাটি কয়েছিলে,
বারে বারে আমি তারে, যাই যে ভুলে যাই।
এবার তুমি বিজন রাতে, গানটি ধর আমার সাথে,
তোমার ঐ তানপুরাতে, সুরটি মোর মিলাই।

মিশ্র আশাবরী—যৎ

আমার আঙিনায় আজি পাখী গাহিল একি গান !
শুনিনি এমন গাওয়া হেন মরম-ভেদী বাণ !
যে করেছে অবহেলা, আমার গানের মালা,
আজি কি পাখীর গলায় তার গলার প্রতিদান ?
যে দিয়েছে এত ব্যথা, মনে হয় এ তারই কথা ;
বুঝিগো ভিজেছে আজি তার নিঠুর দুনয়ান !
বল্‌রে অজানা পাখী, তুই তার দূত নাকি ?
এতদিনে ভাঙিল কি, তার গভীর অভিমান ?
মোর প্রাণের গানটি শিখি বনে যা তুই বনের পাখী ;
বুঝায়ে কহিস্ তাহারে, আমি তার লাগিয়া ধরি প্রাণ !

বিভাস—একতালা

আজি বাণী-প্রিয়-সুত বিবুধ বৃন্দ স্বাগত সবে।
মোদের এ দীন ভবন মুখর হবে মিলন-রবে ॥
বোধন-বীণায় উঠেছে তান, উঠেছে মায়ের মঙ্গল গান,
স্বরগ-সুষমা উঠেছে ফুটিয়া এ মর ভবে ॥
যাহার যা আছে এস তাই লয়ে, থেকনা লুকায়ে সরমের ভয়ে,
ভকতির দান জননী মোদের সকলি লবে।
ভেদাভেদ জ্ঞান ফেলে রেখে দূরে, মিল এসে সবে মায়ের মন্দিরে,
অজ্ঞান-তম-ভ্রান্ত-মানস উজল হবে ॥

বাউল-কীর্ত্তন—একতালা

যদি তোর হৃদ্-যমুনা হ'লরে উছল, রে ভোলা !
তবে তুই একূল ওকূল ভাসিয়ে দিয়ে চল্, রে ভোলা !
আজি তুই ভরা প্রাণে, ছুটে যা নৃত্যে গানে ;
যে আসে প্রেম-প্লাবনে ভাসিয়ে দিয়ে চল্, রে ভোলা !
যে আসে মনের দুখে, যে আসে ফুল্ল মুখে,
টেনে নে সবায় বুকে, তোর থাক্না চোখে জল, রে ভোলা !
দুধারে ফুল কুড়িয়ে চলে যা মন জুড়িয়ে ;
মালা তোর হ'লে বিফল করবি কি তুই বল্, রে ভোলা !
মিছে তোর সুখের ডালি, মিছে তোর দুখের কালি ;
দুদিনের কান্না হাসি; ছল্, ছল্, ছল্, রে ভোলা !
জীবনের হাটে আসি, বাজা তুই বাজা বাঁশী ;
থাক্না সেথা বেচা কেনার দারুণ কোলাহল, রে ভোলা !
অরূপের রূপের খেলা, চুপ ক'রে তুই দেখ্ দুবেলা ;
কাছে তোর এলে কুরূপ তুই মুখ ফিরিয়ে চল্, রে ভোলা !

মিশ্র-আড়ানা—একতালা

স্বাগতম্, স্বাগতম্, স্বাগতম্ হে অতিথি।
গন্ধ, মালা, শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য লহ চরণে, আজি নতি ॥
সমীর বহিছে তব জয় গান, দিয়েছ মোদের নূতন প্রাণ,
তোমরা বাণীর কমল বনের চির গীতি ॥
বেণু-বীণা রবে, মোরা নিশিদিন শুনিয়াছি বাণী, নহ ত অচিন্,
হে চিরবন্ধু ! তোমরা মোদের লহ নতি ॥

গজল

কত গান ত হ'ল গাওয়া, আর মিছে কেন গাওয়াও ?
যদি দেখা নাহি দিবে, তবে মিছে কেন চাওয়াও ?
যদি যতই মরি ঘুরে, তুমি ততই রবে দূরে,
তবে কেন বাঁশীর সুরে, তব তরে শুধু ধাওয়াও ?
যদি সন্ধ্যা হ'লে বেলা, নাহি মিলে তব বেলা,
পথ ভোলা মোর ভেলা, এ অকূলে কেন বাওয়াও ?
যদি আমার দিবা রাতি, কাটি যাবে বিনা সাথী,
তবে কেন বঁধুর লাগি, পথ পানে শুধু চাওয়াও ?
বড় ব্যথা তোমায় চাওয়া, আরও ব্যথা ভুলে যাওয়া ;
যদি ব্যথী না আসিবে, এত ব্যথা কেন পাওয়াও ?

ভীমপলশ্রী—তেতালা

মোরা বিঘ্ন-বাধা-ভরা পথ দলি,
আলো-তীর্থ লাগি দূর-পানে চলি।
মোরা স্বর্গ-সুধা আনি ধূলি তটে, দিব ফল ফুলে ঢাকি মরুস্থলী ॥
মোরা দিব বাণী কোটি মূকজনে, দিব দীপ জ্বালি তমোলীন মনে।
নব-সুখ হাসি আনি ম্লান মুখে, দিব বিশ্ব-সেবাব্রতে আত্মবলি ॥
মোরা ভীম বলে যুঝি বিঘ্ন সাথে, রামকৃষ্ণ-কৃপাশিস ধরি মাথে,
যাব তুচ্ছ করি জরা, মৃত্যু, ব্যাধি, যথা প্রেম পারাবার ছলছলি ॥

বাউল—দাদরা

কাঠুরে তুই দূর বনে যা।
কেঠো বনে কাল কাটালি ঘুচ্‌লো না জঠর জ্বালা॥
জগৎ-গুরু দেছেন ব'লে, মিলে কাঠ দূর বনে গেলে,
যা রে চলে দূর বনে, মিলবে চন্দন চেলা॥
আরও যদি যাস্ এগিয়ে, রূপোর খনি মিলবে গিয়ে;
আরও আগে হীরে, মতি, মণি, মাণিক্য রতন মেলা॥

সাহানা মিশ্র—একতালা

লোহারই বাঁধনে বেঁধেছে সংসার, দাসখৎ লিখে নিয়েছে হায়।
আমার খেটে খেটে খেটে জনম গেল কেটে,
তথাপি এ ছার খাটা না ফুরায়॥
আলস্য অসুখ রোদ বৃষ্টি নাই, কাঁধেতে যোয়াল না আছে কামাই,
আমার চক্ষু জলে পোরে মুছি এক করে,
অন্য করে বোঝা তুলি মাথায়।
বড় শ্রান্ত হ'লে পাছে ঘুমাই ব'লে,
রেখে দেছে আমায় শত্রুর মহলে,
তারা আগুনের ঢেলা মায়া ছাঁচে ফেলা,
বুকে পিঠে উঠে সতত খেলায়॥

ঝিঁঝিট মিশ্র—একতালা

যত দিন যায় তত কাজ বাড়ে আমার অবসর কৈতো হ'ল না।
বসে নির্ব্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে, ক'রব তাঁর চিন্তে,
এমন দিনটি ত কৈ পেলাম না ॥
বাল্যকাল খেলায় গত হ'ল মন, রস-বিলাসে গেল রে যৌবন।
জরা ব্যাধি আদি বার্দ্ধক্যে এখন আমার হ'লনা বুঝি তাঁর সাধনা ॥
যদি জপে বসি নানা চিন্তা আসে, যত প্রয়োজন সেই অবকাশে!
নিত্য এ নিগ্রহ ভুঞ্জি গৃহবাসে, বিড়ম্বনা হেতু এসব কামনা ॥
মাতৃ-পিতৃ-ঋণ নারিনু শোধিতে, না পারিনু তাদের চরণ সেবিতে,
তাই সদাই চিন্তে, শমন আসি অন্তে, দিবে বুঝি কতই যাতনা ॥

মালকোষ—তেওরা

ফিরে চল, ফিরে চল, ফিরে চল আপন ঘরে।
চাওয়া-পাওয়ার হিসাব মিছে, আনন্দ আজ আনন্দ রে ॥
আকাশ-ভরা জোছনা ধারা, বাতাস বহে বাঁধন হারা,
প্রেমের সুরে ভরা ভুবন, ব্যথার বেদন ঘুচিল রে ॥
মরণ-নীলা-সাগর হ'তে জীবন বহে সুধা স্রোতে,
জীবনে মরণ মরণে জীবন, ভয় কিবা কি-বা দুঃখরে ॥
আকাশ-পাখী কহিছে গাহি' "মরণ নাহি, মরণ নাহি",
রজনী দিন জীবন-ধারা, ঐ যে ঝরে, ঐ যে ঝরে ॥

বাউল—একতালা

মিছে তুই ভাবিস্ মন!
তুই গান গেয়ে যা, গান গেয়ে যা, আজীবন।
পাখীরা বনে বনে, গাহে গান আপন মনে;
নাই বা যদি কেহ শোনে, গেয়ে যা গান অকারণ।
ফুলটি ফোটে যবে, ভাবে কি কাল কি হবে?
না হয় তাদের মত শুকিয়ে যাবি গন্ধ করি' বিতরণ।
মন-দুখ চাপি মনে, হেসে নে সবার সনে,
যখন ব্যথার ব্যথীর পাবি দেখা, জানাস্ প্রাণের বেদন।
আজি তোর যার বিরহে, নয়নে অশ্রু বহে,
হয় ত তাহার পাবি দেখা গানটি হলে সমাপন॥

কলিঙ্গড়া—তেতালা

ঘরি পল ছিন গুণী গাওয়ে ত্রিবটকো
গাওয়ে বাজাওয়ে রীঝাওয়ে সরস্বতীকো।
ধা ধাধা নিনি সা নিসা রেরে সানি সা
নিসা গাগা রেসা নিসা ধানি সারে সানি ধাপা॥
দের্ দের্ দের্ দের্ তানা নানা দের্ তানা দের্ তানা নানা,
তাদানিতা নানা দের্‌দের্ দিয়ানারে তোম্‌তানা,
নাদের্ দের্‌দের্ তোম্‌দের্ দের্‌দের্ দের্‌তানাদের্ তানানানা

খাম্বাজ—তেতালা

চতুরঙ্গ সব গুণী মিল গাও, গাওয়ে বাজাওয়ে
মহারাজ গুণ-নিধান সঙ্গতকী লয় তান॥
মাধা নি সা নিসা রেরে সানি ধাপা মাগা ;
মাগা রেনি সা নিধা পাধা মাপা ধাগা মা,
গারেনিসা নিসাগামা পাধানিসা রেরেসানি ধাপা॥
নাদের্‌দের্‌তোম্ দের্‌দের্‌নাদের্ দের্‌তোম্‌দের্‌দের্ দেরেনাতা
না না দে রে না তা না না তাদিম্‌দিম্ তা নানা
দেরে নাতা দারে দানি ধা কিটি তাক্ ধুম্
কিটি তাক্ গদি ঘেনে ধেৎতলাং তাক্ ধা॥

(আধুনিক)

জানি গো যত দিয়েছ দুখ তোমার প্রেমের দান,
জানি গো পায়ে নিয়েছ তুমি আমার সকল গান।
জীবনে যত করেছি ভুল তোমার চরণে হল যে ফুল
যে পূজা আজও হ'ল না শেষ সে-যে গো দিয়েছে মান।
তোমার হাসি হেরিতে আমি জ্বালিয়ে প্রদীপ মালা
তোমারে নিতি সাজাতে প্রভু কুসুমে ভরি যে ডালা।
এ তনু দেউল ভরি' মোর বেঁধেছে আলোক মণি-ডোর
হৃদয়ে জাগে আশার কলি করুণা করিয়া পান।

খাম্বাজ—একতালা

লম্বোদর সুন্দর তনু কে তুমি যতি জ্ঞানী শিরোমণি।
ভকত প্রধান, সেবা মূর্ত্তিমান, বেদের বাখান করিছে লেখনী॥
সর্ব্বংসহ সৌম্য মূরতি, জ্ঞান আবরণে পূর্ণ ভকতি,
যোগ-কর্ম্ম-কুশল অতি সমাহিত, চিত থাক দিবাযামী।
শিবানীর কোলে গণেশের প্রায়, হে মহাতাপস কে তুমি ধরায়
অর্পিত চিত মায়ের সেবায়, তুচ্ছং ব্রহ্মপদমপি গণি॥

যাওয়া-আসা

আঁধারের ডোরে গাঁথা আলোকের মণিমালা।
গগনের দেবালয়ে স্বপনের প্রদীপ জ্বালা!
অচেনার রূপ-উদাসী
চেতনায় বাজে বাঁশি,
বেদনার অশ্রুফুলে অজানার গন্ধঢালা।
মলয়ে মিলায় যে-সুর—শিশিরে পাই যে তারে…
(প্রভাতে মিলায় যে-সুর—নিশীথে পাই যে তারে)
মরণে আসে ফিরে—জীবনে হারাই যারে…
(বিরহে আসে ফিরে—মিলনে হারাই যারে)
(এ কেবল যাওয়া আসা
ঝরার পথে ফোটার ভাষা)
যারে চায় যুগের তৃষা
রজনী অনিমিষা—
জেগে রয় স্মৃতির বুকে তারি নয়ন নিরালা!

(আধুনিক)

গানের মাঝে তোমারে পাই, সুদূর ওগো সেই তো চাই।
দিনের আলো তোমারে ঢাকে, কোথায় যেন লুকায়ে রাখে,
আঁধার প্রাণে লভিরে তাই।
বাহির ধরা খুঁজিয়া সারা, মিলে না কভু তোমার সাড়া,
নীরবে যেন কি ভাবে ডাকো, বিরহে তুমি মিশায়ে থাকো,
মিলন-মাঝে তাই যে নাই।

শ্রীরাধা

(কীর্তন)

আজো শূন্য এ দেহ- মন্দিরে কেহ
গাহেনি তো সেই বন্দন!
মোর আশা-বীথিকায় এলো না তো হায়
সে-অতিথি কুলনন্দন!...
রহে প্রতি তনু-অণু বন্ধ্যা...
নিতি অবেলায় নামে সন্ধ্যা...
কোন্ দূর-বিস্মৃত
নূপুর নিভৃত
বাজে লো উদাসী-রঞ্জন...
তাহে অন্তর-তলে
কী তৃষা উথলে
অশ্রু-পাথার মন্থন!...

আমি ইতি উতি চাই... তারে তো না পাই
যাহার মিলন-বঞ্চিত
মোর মর্ম-অতলে নির্জনে জ্বলে
প্রার্থনা-দীপ শঙ্কিত !...
তারি ইঙ্গিত-দ্যুতি ভাবি' যায়
করি বরণ...পলকে সে লুকায়
হয় সোনামুঠি হায়
ধূলামুঠি প্রায়
বিনা মোর চিরবাঞ্ছিত !...
খুঁজি কোথা সে-কলিকা
জ্বালে প্রেমশিখা...
যে-পরাগে ব্রজ গন্ধিত ?
আমি ইতি উতি চাই পাই না...
সখি পাই না...
যদি আছে হৃদে মণি পাই না
কেন চাহিলে অমনি পাই না ?
তার বাঁশি আলো বাজে
অন্তর-মাঝে
ধরিতে ধাইলে পাইনা
কেন শুনিতে চাইলে পাইনা ?

না না ওই বুঝি ওই বাজে বাঁশি সই
বিরহে যাহার যন্ত্রণা
মোর বিথারে পরাণে জাগরে ধেয়ানে
দেয় ও কী কানে মন্ত্রণা ?
ও কী ঘরছাড়া রাগে ঝঙ্কল ?
কোন্ ছায়া-মঞ্জীর শিঞ্জিল ?
মোর বন্দী স্বপন
কাটে বন্ধন ··
কাঁপে অভিসার-উন্মনা—
যবে— "কূল তেয়াগিয়া
আয় আয় প্রিয়া"—
গায় মুরলিয়া মূর্ছনা !···
কত মূর্ছনা...
সুর আল্পনা
আঁকি' দেয় অভিসার-মন্ত্রণা !···

হায় ধীরে ধীরে আঁধা কেটে—এ কী ! বাধা-
শৃঙ্খলও হয় কিঙ্কিণি !
কোন্ অচিন পুলকে নিখিল ঝলকে···
পথে ধায় রাজনন্দিনী !
বাঁশি আরো কাছে উঠে বাজিয়া !···
ধরা নীলে নীলে যায় প্লাবিয়া !···

ওকে শ্যামল মোহন !···
থমকে চরণ···
ডাকে : "আয় লীলাসঙ্গিনী !"
থামিল গো রাজনন্দিনী
শঙ্কা তেয়াগি' বিরহিণী
হেরিল যেমনি বরিল অমনি
শ্যামলে গো বরবর্ণিনী
কহি : "একী লীলা তব হেরি অভিনব
মোরে ডাকো : 'লীলা সঙ্গিনী !
রাধে সঙ্গিনী' !
"আজি লভিল কি কূল
বরিয়া বিপুল
মুক্তিরে চিরবন্দিনী ?
"নাথ, কমল-চরণ বন্দি' শরণ
মাগিছে হে চির-বন্দিনী।
"মোর যাহা আছে হায়, লহ লহ—পায়
রেখো শুধু শরণার্থিণী।
"বলো কেমনে মোহন, করিবে পূজন
তোমারে গো দীনা পূজারিণী ?
"মোর কুসুম ভূষণ হীরক রতন
যাহা আছে সঁপে অর্থিনী
শরণার্থিনী—নহি শঙ্কিনী আর শঙ্কিনী

"আমি ধন্য কেবল আজিকে শ্যামল
অভয়-চরণ-বন্দিনী :
"প্রভু লুটে শ্রীপদে বন্দিনী :
"প্রিয় ধন্য চরণ-অর্চিনী ;
"ওই রাতুল চরণ স্বপিত গোপন
শৃঙ্খলে-বাঁধা বন্দিনী ;
"আজ সফল স্বপন রাধিকা-জীবন !
মুক্তি লভিল বন্দিনী :
"হ'ল কিঙ্করী লীলা-সঙ্গিনী
"চির একাকিনী শ্যাম-সঙ্গিনী
"তব করুণায় সে অশঙ্কিনী।

যত চিন্তা-সাধন হৃদয়-রাধন
চেতনে কাঁপন স্পন্দে…
যত উচ্ছাস উছল চলচঞ্চল
দীপ্ত তোমারি ছন্দে…
প্রতি দেহকণা…লহু-বিন্দু
শুধু তোমারি—হে দানসিন্ধু !
তুমি হরষ বেদন
জীবন মরণ
যাহা দিবে—সে-আনন্দে

মোর লুণ্ঠিত-ভূমি
চিত্ত কুসুমি'
উঠিবে অমৃতগন্ধে !
মোর চেতনার বীণাতন্ত্রে
গুণি ! তোমারি ছন্দ মন্দ্রে,
মন নন্দনে বঁধু ক্ষরে প্রেমমধু
তোমারি মলয়-চন্দ্রে !
প্রভু দিবে যায়...
প্রিয় যাহা দিতে তব প্রাণ চায়...
তুমি দিও তায় ..
আমি নাহি করি কোনো প্রশ্ন—বরণ
করিব নমিয়া তব পায়
গীতি ছন্দে...
তব শরণ-বরণানন্দে ।

ভজন—একতালা

তুমি যে হে প্রাণের বঁধু
(আর) আমরা তোমায় ভালোবাসি,
তোমার প্রেমে মাতোয়ারা
তাইতো কাছে ছুটে আসি,
তুমি শুধু দিও হাসি
আমরা দিব অশ্রু-রাশি

তুমি শুধ্ চেয়ে দেখো—
(বঁধু) আমরা কেমন ভালবাসি ॥

গাঁথি' মালা শতদলে
দিব তব পদতলে ;
তুমি হেসে ধোরো গলে—
(আমরা) দেখব তোমার মধুর হাসি ॥
তুমি কভু দয়া ক'রে
বাজিও তোমার মোহন বাঁশি
শুনতে তোমার বাঁশির ধ্বনি
(বঁধু) আমরা বড় ভালোবাসি ॥

তুমি মোদের হোয়ো প্রভু···
আমরা তোমার হব দাসী :
তুমি যে হে প্রাণের বঁধু—
(আর) আমরা যে গো ব্রজবাসী।
ভালোবাসো নাহি বাসো—
নইক তারও অভিলাষী :
আমরা শুধ্ ভালোবাসি···
ভালোবাসি···ভালোবাসি ॥

দিগ্বিজয়ী

দাদ্‌রা

চাঁদের আলো···চাঁদের আলো···
চাঁদের আলো উচ্ছলে।
নিশার কালো কাজল আঁখে চঞ্চলে—
রূপোল হাসি রাশি রাশি
আশার বোলে মন ভোলে···
শুক্লা-কাঁপন কৃষ্ণা বাঁধন তাই খোলে
চাঁদের আলো···চাঁদের আলো···
তাই এ-সাঁঝে সঞ্চলে॥

স্বপ্ন-পাখি···স্বপ্ন-পাখি···
স্বপ্ন-পাখি পায় আকাশ···
তাই নীলিমার গন্ধরাগের ছায় দুরাশ :
অন্তরে ফুল ফোটায় দোদুল
সুদূরিকার সুর-সুবাস···
জয়-জাগানো রং-রাঙানো বয় বাতাস···

স্বপ্ন-পাখি···স্বপ্ন-পাখি
তাই জাগরে চায় বিলাস॥
জীবন-সাথী···জীবন-সাথী
জীবন-সাথী ঐ আসে—

সিন্ধু-বুকে আলোক উলু-উল্লাসে।
ঢেউ উথলে রূপ উজলে
লক্ষ লীলার উল্লাসে
বেদন-ভোলা শরণ-দোলা-দোল-রাসে :
জীবন-সাথী…জীবন-সাথী
তাই সুষমায় সন্তাবে ॥

জয়ধ্বনি…জয়ধ্বনি
জয়ধ্বনি কে ছন্দে—
অভয়-বাণীর অলখ-সুধা-সুগন্ধে ?
মলয়-নেশায় কে প্রেম বিলায়
নীল মায়াবী বসন্তে ?
গুঞ্জরে গান ভ্রমর পরাণ আনন্দে…
জয়ধ্বনি…জয়ধ্বনি…
তাই করে চাঁদ অনন্তে ॥

বাউল—একতালা

জ্বলবার মন্ত্র দিলে মোরে ;
আমি তাই তো জ্বলি, কেবল জ্বলি, জ্বলি ভুবন ভ'রে।
মোর দীপ্তরাগে কালের কালোয় মুক্ত আলোক জাগে :—
তাই ধরার ধূলায় সোনার কিরণ-নির্ঝরে যাই ঝ'রে।
জ্বলবার মন্ত্র দিলে মোরে ॥

ফুটি সুরের ফুলে দুলে দুলে—দুলাই দীপালিকা :—
জ্বলি' আধার ভাঙি' ওঠে রাঙি' আমার রক্তশিখা :
এই মাটির বুকে উজল মুখে সাজাই নীহারিকা :
আমার বহ্নিসুধার প্লাবনধারা দেই সবারেই ধ'রে।
জ্বলবার মন্ত্র দিলে মোরে ॥
তোমার পাবকবাণীর পরশমাণিক রাখলে যে মোর প্রাণে
তারি চুম্বনে আজ আগুন লাগে তাইতো আমার গানে :
সেই অগ্নিলীলার সঞ্জীবনী বিলাই সকলখানে :
তোমার শরণ নিয়ে তাই জ্বলেছি মরণকে ছাই ক'রে।
জ্বলবার মন্ত্র দিলে মোরে ॥

মহাকালী

ও মা তুঙ্গ-আসনা ঝঞ্ঝা-সাধনা :
এসো গো অট্ট হাসিয়া
গৃহ- তৃপ্তি কৃপণ করো মা দলন
উদার ধ্বংস গাহিয়া ॥
দূর' ছায়া-মাধুর্য বহ্নি-তূর্য
বাজাও কুহেলি-কাননে।
দেখ ধূলি-আবর্ত ছাইল মর্ত
এসো দুর্বার প্লাবনে।

যত বাসনা-ভ্রান্তি লভুক-শান্তি
মরীচিকা যাক ভাসিয়া ।
যত মিথ্যা রঙ্গ মোহ-আসঙ্গ
উঠুক তরাসে কাঁপিয়া ॥

যত যুগ-পুঞ্জিত বাধা নন্দিত
অম্বর-দ্রোহী বাহিনী
হোক্ কৃপাণ-দণ্ডে লক্ষ খণ্ডে
লুণ্ঠিতা—হাহাকারিণী ।
এসো বিদ্যুল্লতা ! বজ্র-বারতা
বিছাও—দৈত্য নাশিয়া ।
এসো বিপ্লবময়ী ! বিক্লবজয়ী
তাণ্ডব তালে নাচিয়া ॥

পরে চরণভঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে
অলোক-পুলক উছলি'
বুকে অচিন ছন্দে নবীনানন্দে
স্বরিবে গোলোক-মুরলী ।
ছাপি' বিষাণ মন্দ্র সেদিনে কম্প্র
শঙ্খে উঠিবে বাজিয়া—
দহি' অতীত মরণ- মায়া-আবরণ
অজাত সৃজন ভাতিয়া ॥

বাউল

যখন গাহে নীল পরী
গভীর রাতের স্বপনপথে সঞ্চরি'।
নামে দূর অলকার জ্যোৎস্না-আসার গগনবিতান মঞ্জরি'!
নীলপরী—
গায় নিশার স্বপন-পথে সঞ্চরি'॥
চিরি' মেঘের হিয়া সুধা-নিঝরে
প্রতি তারার রেণু বাজায় বেণু চিন্ময় স্বরে।
শোনে চাঁদের সাথী উদাস রাতি কানন তোলে মর্মরি'
নীলপরী—
গায় নিশার স্বপনপথে সঞ্চরি'।
আনে হৃদয়মাঝে এ কোন্ জাগরণ!
ওগো সে-ইশারা আপনহারা করে আমার মন!
ডাকে "আয় ছুটে আয় অসীম ছায়ায় শোন্‌রে সুদূর বাঁশরি—
নীলপরী
গায় নিশার স্বপন-পথে সঞ্চরি'।

শ্যামল

(লঘুগুরু ছন্দ)

শ্যামল ! চিরজীবন ঘিরি'
মরমে রহ পাশে, ঘিরি' পাশে
সুখ শীতল ঘন করুণানিল
স্নিগ্ধ মলয়বাসে, রহ পাশে।
ঢালো—
তুমি ঢালো
তব অবিরল-মধু প্রেম-কিরণ
নির্জিত করি' কালো, সব কালো।

শ্যামল ! তব আসন ফুল-
বন্দন-রতি-ভারে, মণি-হারে
হৃদে পাতিনু প্রিয়, এস মৃদুল
নূপুর-ঝঙ্কারে, কল-ধারে।
জ্বালো—
আজি জ্বালো
নতি- নীরব মম কুঞ্জন-বন
উছলি' নীল আলো, তব আলো।

শ্যামল ! তনু সিঞ্চিত করি'
রাঙি' রক্ত ফাগে, অনুরাগে

বেণু সুন্দর তব বাজুক—জিনি'
কঙ্কর রসরাগে, নব রাগে।
সাজে—
নব সাজে
এস চিত-আগল খুলিয়া মম
স্বপ্ন-নিভৃতি মাঝে, কম সাজে।
শ্যামল! সিত অম্বরতট
চুম্বনি' মম দোলে, জয়-দোলে
একী কেতন নব-চেতন, মরি!
প্রাণ রভসি' ভোলে, তট ভোলে।
তানে—
বাঁশি তানে
নিতি মুরলী-সুর লহর গাঁথি'
এস গহন প্রাণে, গতি-গানে।

করুণা

(গান)

এসো মা আরতিময়ী পূজারী-পরাণপুরে
বুকের বিরহবীণা বাজায়ে মিলন সুরে।
অরুণ-আশীষ-রাগে
করুণা যেমন জাগে;
বাসনা-বাঁধনে এসো স্বপন-ফুল-নূপুরে
বুকের বিরহবীণা বাজায়ে মিলন সুরে।

তুফানে যেমন তরী
চলে ধ্রুবতারা স্মরি' :
লহ তব অভিসারে নিয়ে যাবে যত দূরে
বুকের বিরহ বীণা বাজায়ে মিলন-সুরে।

দিয়ে উষা-করতালি
যেমন কিরণ মালী
আলোর কবরী বাঁধে কালোর ছায়াচিকুরে :
বেসুরে এসো মা সাধে মাধুরী-মধুর সুরে।

প্রিয়! দিও হে শরণ শীতল চরণে দিন মোর যবে ফুরাবে।
যেন তুফানেও জপি তারকা-লগনে দিন মোর যবে ফুরাবে।
এসো ধূলায় উজলি' অরুণতীর্থ
যমুনা মুরলী-করুণা-স্নিগ্ধ
যেথা বেণু তব বাজিবে বিজনে দিন মোর যবে ফুরাবে।
(প্রিয় তোমার বাঁশরীবরে
মরু বুকে সুরধুনী ঝরে
হৃদি যমুনার কালো জলে
গীতি করুণার আলো ফলে)
নাথ! বাজায়ো বাঁশরী হৃদয়গহনে দিন মোর যবে ফুরাবে।

প্রভু! প্রাণ মোর হোক পূজাপরিমল
গান মোর হোক আশাশতদল
বিদাও বাসনা শান্তি বিছনে দিন মোর যবে ফুরাবে।

(প্রিয় ! তোমা বিনা হিয়াপুরে
বলো ! কেমনে অমিয়া ঝুরে ?
নিতি তোমারি তো পরশনে
চির শান্তি বিছায় মনে)
এসে নিভায়ো চপলা গভীর গগনে দিন মোর যবে ফুরাবে।
তুমি হে দীপসারথি ! দিও দীপদান
আকাশ-আরতি-আকুল পরাণ
লহ অভিসারে অচিন-বরণে দিন মোর যবে ফুরাবে।
(প্রিয় ! দিও দিও দীপদান
রবি মরণে দিও হে ধ্রুবতারা দীপদান
তব মলয়-মন্দিরে
চির প্রণয়-মঞ্জীরে
আমি হে দীপসারথি ! জ্বালিব আরতি—এই শুধু চায় প্রাণ)
যেন তোমারেই যাচি শয়নে স্বপনে দিন মোর যবে ফুরাবে

কীর্তন

(লঘুগুরু ছন্দ)

মম জীবন মাঝে চির সুন্দর চরণে
সব চেতন সাজে চিন্ময়রস-বরণে।
তুলি' সাগর-দোলে
বন্দনঘন রোলে,
চলি সুদূর-কোলে মধু-শ্যামল-মিলনে।

জ্যোৎস্নারতি রাতে কম্পিত চিত জাগে,
গগনছন্দ সাথে বঁধু বাঁশরি ডাকে।
অনুরঞ্জন ছল ছল
আঁখি স্বপন-উজ্জ্বল
নীল নিলয় ঝলমল এ-নন্দিত লগনে।

তোমায় বরণ না করিলে মা প্রাণসাধনায়
তুমি মিটাবে কেমনে তৃষা অঝোরধারায় ?
মোরা হৃদে না তোমারে বরি'
ফুলের আবেশে ভরি'
চাহি পেতে তোমারে মা এড়ায়ে কাঁটায়
যারে মেলে শুধু কাঁটাপথে প্রাণসাধনায়।

মাগো না থামিলে কলরব
দীপালিমদিরোৎসব
তোমার পরশখানি ফোটে না যে হায়!
তোমায় মেলে শুধু ঘর ছাড়া প্রাণসাধনায়।

না মা, তব আশাপথ চেয়ে
যাব তরীখানি বেয়ে
ধ্রুবতারা তোমার না জ্বলিলে উষায়
জ্বলি' উদিবে নিশাতিমিরে প্রাণসাধনায়।

শ্রীচরণে নিবেদনে জানাই এ-মিনতি :
ছায়ায় আমার জাগাও তোমার আকুলতার জ্যোতি।
অশ্রুসাঁঝে এসো কাছে হ'য়ে ব্যথার ব্যথী
ফুলের বাঁশি বাজিয়ে—নাশি' কাঁটার ক্ষত ক্ষতি।

কূলে কূলে দুলে দুলে বিলাও অকূল-আলো,
সুরে সুরে নীল নূপুরে উধাও শিখা জ্বালো,
গানে গানে উছল বানে বহাও রূপের গতি,
তোমার আশায় তোমার ভাষায় জ্বালাও প্রেম-আরতি।

তোমার আঁখির মিলনমদির বিরহে মোর জ্বালো
তোমায় হিয়া সব সঁপিয়া চায় বাসিতে ভালো।
সেই শিহরে ধায় সাগরে আমার হিয়ার নদী
সীমা তরি' অসীম বরি' হোক সে নিরবধি।

ভোরের পাখী

গান

এই গহন রজনী-অন্তে
আমি আলো ছায়া আঁকা পাখি :
এই কালের কালো দিগন্তে
মম অপরূপ মায়া রাখি
গাই আলো-ছায়া-আঁকা পাখি।

আমি সুদূরের শাখে কাঁপা
কার উদয়-আগের আভা :
মম সুরগুলি গোলাপিয়া
রাঙি ধরার ধূসর হিয়া
তার ঘুম ভাঙাবারে ডাকি।

আমি জীবনের মঞ্জুষা
সাধে আধ ঢাকা আধ খোলা ;
কোন্ অচেনা রতন-উষা
করে আমারে আপন ভোলা
তাই আধ ঘুমে আধ জাগি।

কোন্ গোপন গভীর-আশা
মম বিকাশে যে পায় ভাষা !
কোন্ কবির স্বপন লভি'
আমি স্বপন মগন কবি
কার অতল মাধুরী মাখি'।

তব চিরচরণে
দাও শরণাগতি।
এসো ফুলসারথি,
আলো ধরিতে বনে।

আমি চাহি গভীরে
তব অকূল-স্বনে
বরি' তুফান তীরে
ধ্রুব তারা-স্বপনে।

তুমি জানো তো প্রিয়,
মম প্রাণ দুরাশা :
যাচি শুধু অমিয়,
তাই বহি পিপাসা।

এসো ছায়া পাথারে,
দলি' মায়া-আঁধারে
লহ দুরভিসারে
তব দুখবরণে।

তোমারি ভালোবাসা তরে আশা গভীরে মিটাও।
তোমার ঐ ভালোবাসার আলো-আশার সুরভি বিলাও।
করুণায় এসো কাছে, হিয়া যাচে—শরণ শিখাও॥

কাঁটাসব কুসুমি' নাথ রাঙো প্রভাত রজনী বনে।
মিলনের হাসিফুলে এসো ভুলে কাঁটার বনে।
বাঁধনে ওগো সুদূর, নভোনূপুর ভুবনে বাজাও।

আঁধারে চাহি যারে বারে বারে আলোকে ভুলি !
যারে চাই মৌন হিয়ায়—মুখরতায় কেমনে ভুলি ?
স্মরণের চিরশিখা আরতিকা বরণে জ্বালাও।

জানি না চিরসাথী, তব বাতি কেন নিভে যায় !
জ্বলে যে গহন প্রাণে—কলতানে কেন নিভে যায় !
যে-তারা ধ্রুবরাগে ডাকে ডাকে···তারি আলো দাও।

বাউল

বুঝিস না কি—বুঝবি নে রে ?
ওরে পাগল, হাটের মেলায়
বেলা যে বিফল গেছে রে !
ফুরায় না তোর বেচাকেনা,
বাড়ে শুধুই লেনা-দেনা,
যা পাস রে তোর লাভের কড়ি
লোকসানে তা হারাস যে রে !
কত যে দিন গেল চ'লে···
কত সকাল সন্ধে হ'য়ে
অন্ধকারে পড়ল ঢ'লে।
ক্লান্ত হ'য়ে কত রাতি
ঘুম গেলি তুই নিবিয়ে বাতি
সেই ফাঁকে চোর করল চুরি
সেই ফাঁকে দ্বার ভেঙেছে রে।

বন্ধুকে তোর চিনবি কবে ?
আপ্‌নাকে তুই বিকিয়ে দিয়ে
আপ্‌নাকে তুই কিনবি কবে ?
সাথী যে তোর সবার সাথে
রয় জেগে রয় দিনে রাতে :
হাজার জনের সেই মহাজন

আপন বাজারময় যে ফেরে।
লাভ ক্ষতি তোর ভুলবি যদি—
সঙ্গ নে তার, হাটের ধুলায়
হাটের বাঁধন খুলবি যদি।
হিসাব নিকাশ যা তোর আছে
যা কিছু রয় দোকান মাঝে
সব সঁপে দে, সব সঁপে দে
তার পায়ে সব সঁপে দে রে।

কীর্তন

সেই বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম সবি
আজো পড়ে মনে মোর—পড়ে যে কেবলি মনে !
সেই আলোর দুলাল শ্যামলের প্রেম ছবি
আজো পড়ে মনে মোর—পড়ে যে কেবলি মনে।

সেই সখা সখী মিলি' কুতূহলে ঘাটে যাওয়া :
সেই নির্মল নীল যমুনার জলে নাওয়া :
সেথা সমস্বনে সবে গুণমণি-গুণ-গাওয়া :
আর কখনো বা প্রিয়তম-দরশন পাওয়া :
আজো পড়ে মনে মোর—পড়ে যে কেবলি মনে।

সেই ফুল-ফুল-খেলা কত অরণ্যে বনে :
কত তারার দেয়ালি আকাশের আল্পনে :
কত মুরলীধ্বনি শুনিয়া পিয়াসী মনে
খোঁজা কুঞ্জে কুঞ্জে মিলন-মনোমোহনে :
আজো পড়ে মনে মোর—পড়ে যে কেবলি মনে।

কত চাঁদিনি-রাতে সে-অপরূপ রূপরাস :
কত রূপের মন্ত্রে জাগানো প্রেমবিলাস :
চির রঙিনের রঙে রঙানো হৃদি-উছাস :
কত আপনা হারায়ে বঁধুর বরণ-আশ :
আজো পড়ে মনে মোর—পড়ে যে কেবলি মনে।
ওরা হাসে আজ, বলে : "হায় রে মধুর স্বপন !"
বলে : "কৃষ্ণকাহিনী'—কল্পনা—কবি-কথন !"
(ওরা হাসে—ওরা জানে না—তাই হাসে—
ওরা জানে না—তাই মানে না—
আমি জানি—তাই মানি—
আমি অন্তরে তোমার বাঁশরী শুনেছি,
তাই বঁধু আমি জানি)

তাই এসব কথা তো শোনে না আমার স্বপন,
ব্রজ রমণীর কথা—আর সে রমণী-রমণ—
আজো পড়ে মনে মোর পড়ে যে কেবলি মনে।

বাউল—দাদরা

আঁধারের এই ধরণী আলোর লীলায় তুলবো ভরি'।
আকাশের উদয়-চাঁদের স্বপন-সুধায় পড়ব ঝরি' ॥
কে আমার মনের মাঝে
খোলে দ্বার মিলন সাঁঝে :—
এ-সোনার শশির পরশ দিলো আমায় উজল করি' ॥

সাজাবো ধূলার গলে পারিজাতের মালা গাঁথি'।
বাজাবো বাঁশের বাঁশি সুদূর তারার সুরে সাধি'।
তোমাদের ক্ষণিক সুখে
বেদনের মলিন বুকে
এ-মনের অসীম পুলক-মাধুরী মোর দেব ধরি' ॥

দুধারের পথের কাঁটায় ফুল ফোটাবো বারে বারে !
হৃদয়ের সুরের সুবাস বাজবে ভুবন-বীণার তারে।
ভেঙেছি পাষাণ-কারা,
এনেছি প্লাবন-ধারা
জ্বেলেছি জীবন দিয়ে মরণ-কালো বিভাবরী।

বাউল

মনরে আমার, ঢেউ তুলে চল্ অকূল-উধাও অভিসারে।
অরুণমণি জ্বলে উছল—তুফান-ফণীর আঁধার-পারে।
মায়ার মানা শত শত
দেবেই হানা ভাঙতে ব্রত :
কূলের বাঁধন চল্ কেটে মন, অকূল আশার অসিধারে।
কান পেতে শোন্—ডাকে স্বপন তারা-প্রেমে পারাবারে॥
আলোর কমল তোরি প্রাণে,
মেলবে সে দল দীপক-তানে :
বেদনারি ছায়াবুকে রয় লুকিয়ে চেতনা রে।
কান পেতে শোন্—ডাকে স্বপন তারা-প্রেমে পারাবারে॥
বরণ ক'রে দূর-পিপাসা
কোন্ অদূরে বাঁধবি বাসা ?
চিরক্ষুধা মেটে কি মন, বিনা সুধার অধিকারে ?
কান পেতে শোন্—ডাকে স্বপন তারা-প্রেমে পারাবারে।

সুন্দর! দাও দর্শন দাও
আঁখি পানে মেল' আঁখি, কালো আঁখি।
এসো মরণ-হরণ! বরিয়া মরণ
এ-ধূলায় তনু রাখি'—অনুরাগী।
এসো—কাছে এসো
এসো হে অরূপ প্রাণ! রূপের বয়ান
আনমিয়া ভালবেসো—কাছে এসো।

হে বিরাট ! এই ছোট দুটি হাতে
তব তরে মালা গাঁথি—দিনরাতি।
তুমি ছোট দুটি হাত বাড়াও হে নাথ,
হও জীবনের সাথী—চিরসাথী।
জ্বালো—আজি জ্বালো
ম্লান মৃন্ময়তার বিকাশে আমার
আকাশের সব আলো—তব আলো।

হে অচল ! আছ আমার চলায়
জানি—তবু জানি না যে—জানি না যে !
তাই বাঁধন সাধিয়া মরি যে কাঁদিয়া
বারে বারে ব্যথা বাজে—পথ মাঝে।
তোলো—মোরে তোলো
ভব বন্ধন পরি' এসো তুমি হরি !
বন্ধন তব খোলো—মোরে তোলো।
তুমি না দেখালে কে দেখাবে দিশা
হে দিশারি শরণীয়—বরণীয় !
শত বাধা করি' জয় দাও পরিচয়
এ-নয়ন মুছে দিও—ওগো প্রিয় !
কাছে—এসো কাছে,
এসো বন্ধুর ম'ত জননীর ম'ত
এসো স্বজনের সাজে, আরো কাছে।

তাল—একতালা

তুই মা আমার হিয়ার হিয়া,
তুই মা আমার আঁখির আলো :
ঐ চরণে শরণ নিয়ে
মাগো, আমার প্রাণ-জুড়ালো।
ঝঞ্ঝা-রবে ভয় যবে পাই—
তোরই কোলে মুখটি লুকাই,
মধু-হাসির ঝরণা-ধারায়,
দাও ধুয়ে সব মনের কালো ॥
তুই যে আমার হিয়ার হিয়া,
তুই মা আমার আঁখির আলো ॥

চলেছি যে গহন-পথে
বড়ই কঠিন, বড়ই পিছল :
পায়ে পায়ে বাজে আমার
আপন হাতের গড়া শিকল।
'মা' ব'লে মা ডাকলে তোরে
বুকের মাঝে পাই কত বল :
দূর করে মোর সকল বাধা
আঁধারে দীপ তুমিই জ্বালো।
তুই যে আমার হিয়ার হিয়া—
তুই যে আমার আঁখির আলো ॥

যোগী ঋষি পায় না ধ্যানে
তোমার তত্ত্ব, তোমার সীমা :
কত কবিই ধন্য হ'ল
ছন্দে গেয়ে তোর মহিমা।
নাই মা আমার সাধন ভজন
নাই মা আমার জ্ঞান-গরিমা :
সারা হৃদয় দিয়ে শুধু
তোমারে মা বাসব ভালো।
তুই যে আমার হিয়ার হিয়া—
তুই যে আমার আঁখির আলো॥

পূজা আমার সাঙ্গ হ'ল
হৃদয় মাঝে তোমায় পেয়ে
এখন শুধু চলছি পথে
তোমারি গান গেয়ে গেয়ে।
এখন শুধু সুখের তালে
বইছে তরী ভরা পালে
আপন ভুলে কূল অকূলের
মাঝির মুখে আছি চেয়ে।
কাণ্ডারী যার সাথের সাথী
কী হবে তার পার অপারে ?
কী হবে তার দিনের আলোয়
রাতের কালো অন্ধকারে ?

ফুরিয়ে গেছে সাধন সাধা
আকুলতার কাঁদনকাঁদা
এখন শুধু পরম-পাওয়ার
সুর আছে মোর কণ্ঠ ছেয়ে।

মিশ্র খাম্বাজ—একতালা

নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো ;
আবার কেন ঘরের ভিতর আবার কেন প্রদীপ জ্বালো ?
রাখিস নে আর মায়ায় ঘেরে, স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে দেরে,
উধাও হয়ে মিশিয়ে যাই—এমন রাত আর পাব না লো !
নীল আকাশের আলোক ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো ॥

পাপিয়ার ঐ আকুল তানে আকাশ ভুবন গেল ভেসে ;
থামা এখন বীণার ধ্বনি—চুপ্ ক'রে শোন্ বাইরে এসে।
বুক এগিয়ে আসে মরণ মায়ের মতন ভালোবেসে ;
এখন যদি মরতে না পাই—তবে আমার মরণ ভালো।
নীল আকাশের আলোক ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো ॥

সাঙ্গ আমার ধূলা-খেলা, সাঙ্গ আমার বেচাকেনা ;
এইছি হিসেব নিকেশ ক'রে যাহার যত পাওনা দেনা,
এখন বড় শ্রান্ত আমি—ওমা, কোলে তুলে নে না ;
যেখানে ঐ অসীম সাদায় মিশেছে ঐ অসীম কালো।

গান

প্রিয় ! প্রেম যে তোমার ধ্রুবতারা
রাখে তব পানে মোর গতিধারা।
মোর অন্তরে তারি শিখা জ্বলে
সেযে দিশা দেয় মোরে পলে পলে,
মোর চেতনায় যত বেদনা পুলক
তারি ইশারায় যায় ভেসে
কত ভালোবেসে !

প্রিয় ! প্রাণখানি তব মোর মাঝে
সাধে কোন্ অভিনব সাধনা যে !
তব কোন্ আশাবিকাশের লাগি'
তুমি আমার জীবনে রহ জাগি' !
কোন্ ঘুমহারা চোখে রও মোর সাথে
কত বেলা কত কেঁদে হেসে
কত ভালোবেসে !

প্রিয় ! গোপনে লুকায়ে সারাবেলা
খেলো মোর সাথে তুমি এ কী খেলা !
বলো এ কী আকুলতা আকুলিয়া
নিতি গানে গানে মোরে ঝঙ্কয়া
তুমি আপনারে যাচি' আপনি বাজাও
কী রাগিণী কোন্ সুরে রেশে
কত ভালোবেসে !

প্রিয় ! চলো মোরে তবে চলো নিয়ে,
চলো তোমারি চলার পথ দিয়ে
ওগো প্রিয়তম, মোর প্রিয়তম !
জানি আমি যে তোমারি—তুমি মম,
তাই এই অভিসার চলে যে তোমার
বাঞ্ছিত মিলনেরি দেশে
কত ভালো বেসে !

উজ্জ্বলা

বিভাষ—একতালা

জীবন আমার রাঙিছে মা তোর পূণ্য-স্বপন ছায়
অন্তরে মোর তোমারি তপন নয়ন মেলিয়া চায় !
রাতুল চরণ, আলোক-কমল,
সঁপি তাঁরে প্রাণ হয়েছি উজল
রয়েছ মা বুকে মৌন-মগন নিশীথ-গগন প্রায় !

প্রভাতের যূথি সাঁঝের শেফালি, রজনী-তারকা-হার,
সকলের সাথে হবে মা মিলন—দিয়েছ মন্ত্র তার।
তাইতো উধাও স্রোতের মতন
ভেঙে চলি মোর কূলের বাঁধন,
হৃদয় বিপুল বাঁশি শুনি' তব অকূল-গীতিকা গায়।

গান

অন্তর ! এ-নিশীথে জাগো জাগো জাগো।
পরাণ চরণে তাঁর রাখো রাখো রাখো।
শোনো হৃদি-নিবেদন বাঁশরী বাজে—
"ছাড়ি' কূল চলো প্রাণ, অকূল মাঝে"—
এসো প্রিয়তম, আরো এসো হে কাছে
ঝরায়ে আলোক—আঁধা ঢাকো ঢাকো ঢাকো।

শত বন্ধন বাধা-অন্ত করি'
(মোর) জীবন মরণ ছাপি' উঠিলে ভরি'।
সুপ্ত এ-হিয়াতলে বহ্নি জ্বলে,
মেলিয়া মুক্ত পাখা মুক্তি ঝলে
অম্বর-অঙ্গনে চিত্ত চলে,
উদার জীবন পথে ডাকো ডাকো ডাকো

সফল করিয়া মম প্রেম-আরতি
(এসো) সুন্দর ! অন্তরে জ্বালো হে জ্যোতি।
বিলুপ্ত চরাচর বিস্মরণে,
জাগো রে চেতন নব এ-জাগরণে
হে অরূপ ! তব রূপ ছায় যে মনে,
চিরসাথী ! সাথে মম থাকো থাকো থাকো।

ডাকিলে যদি, দিও না যেতে
ঘিরিয়া মোরে দাঁড়াও।
তোমারি ভালোবাসার ম'ত
তোমারে ভালোবাসাও।
ভাঙিয়া মম অতল কালো
আনিলে যদি অসীম আলো
সে-সুরে মম কণ্ঠে তব
দীপনবাণী জাগাও।

জীবন তব চরণে বাঁধি'
করো গো চির চলার-সাথী
তরণী মম আপন হাতে
আপন পানে ভাসাও
ভরিয়া মম দিবস নিশি
আমার সাথে রহ গো মিশি'
প্রাণের প্রতি কাঁপনে মম
তোমারি বেণু বাজাও

সারথি মম তোমারি রথে
চালাও মোরে তোমারি পথে
আমার মাঝে সকল কাজে
তোমার শিখা জ্বালাও।

আর কিছু তো জানি নে মা !
ঐ চরণে শরণ দে মা !
আমি জানি শুধু—তুই মা আমার
আপন জনে না চায় কে মা ?
রজনী আঁধার হ'লে
রাখিস মা তোর আঁচল তলে,
দেখিস যেন অবোধ শিশু বেঘোরে পথ না ভোলে মা !
জানি না তোর সাধন ভজন পূজাবিধির উপচারে,
জানি—শুধু তোরেই ডাকি ছায়ায় আলোয় বারে বারে।
সারিদিনের খেলার শেষে,
ফিরিব যখন কেঁদে হেসে,
সারাদিনের খেলার শেষে ফিরব যখন মলিন বেশে,
আদর ক'রে কোলে নিতে তুই বিনা বল্ কে আছে মা ?

=সমাপ্ত=